ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা

(প্রয়োজনীয় যাবতীয় মাসাইল সহ)

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

ধারাবাহিক
পূর্ণাংগ নামায শিক্ষা

(প্রয়োজনীয় যাবতীয় মাসাইলসহ)

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

প্রকাশনায়

মক্কা পাবলিকেশন্স

৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.amarboi.org

ধারাবাহিক পূর্ণাংগ নামায শিক্ষা

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

ISBN : 984-818-001-X

প্রকাশনায়
মক্কা পাবলিকেশন্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা

পরিবেশনায়
❑ আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা-১০০০
❑ এমদাদিয়া বুক হাউজ, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ২০০১

অষ্টম প্রকাশ
জিলক্বদ- ১৪৩৪
আশ্বিন- ১৪২০
সেপ্টেম্বর- ২০১৩

প্রচ্ছদ
মোঃ সাইফুর রহমান

মুদ্রণ
নিহাল প্রিন্টার্স
৬০-বি পুরানা পল্টন, ঢাকা

বিনিময় ঃ দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

DHARABAHIK PURNANGA NAMAJ SHIKKAH : Written by Moulana Md. Fazlur Rahman Ashrafi, Publised by Makka Publications Dhaka, Distributed by Ahsan Publication Dhaka First Edition March 2001 Eighth Edition September- 2013 Price: Tk. 250/- Only. ($ 7.00)

www.amarboi.org

বইটি যে কারণে কেনা দরকার

- বইটিতে রয়েছে সর্বপ্রকার নামাযের বিস্তারিত বিবরণ।
- বইটি শুদ্ধভাবে নামায শিক্ষার জন্য একটি উন্নত মানের বই।
- বইটিতে রয়েছে নামাযের ধারাবাহিকতা।
- বইটিতে পাবেন নামাযের প্রয়োজনীয় সূরা, দু'আ, দরুদ ও মুনাজাত।
- নামাযের সূরা ও দু'আ দরুদের উচ্চারণ ও অর্থ রয়েছে বইটিতে।
- এতে পাবেন প্রত্যেক প্রকার নামাযের প্রয়োজনীয় অসংখ্য মাসাইল।
- বইটি বাজারের অন্যান্য নামায শিক্ষা বই হতে ব্যতিক্রমধর্মী।
- বইটিতে রয়েছে নামায ও সাহ্‌রীর চিরস্থায়ী সময়সূচি।
- বইটিতে পাবেন নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় বিষয়ের বিবরণ।
- বইটির প্রায় প্রতিটি বিষয়ের শেষে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তথ্যসূত্র।
- বইটি সম্পূর্ণ কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্‌র ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ।
- বইটির ভাষা সহজ, সরল ও প্রাণবন্ত।
- বইটি প্রত্যেকের ঘরে সংরক্ষণে রাখার মত একটি বই।
- বইটিতে পাওয়া যাবে নামায সম্পর্কিত যাবতীয় জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব।
- বইটি আপনার চাহিদা পূরণ করবে বলে বিশ্বাস।

আপনার কপি আজই সংগ্রহ করুন

www.amarboi.org

লেখকের প্রকাশিত বই

১। ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়েরী
২। সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং
৩। ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রুপরেখা
৪। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর
অধিকার ও ফারায়েজ
৫। কোরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি
৬। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি
৭। ধারাবাহিক পূর্ণাংগ নামায শিক্ষা
৮। ইসলামে শিশুদের আধুনিক নামকরণ
৯। ঘুষ ও হাদিয়া
১০। বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা (১ম খন্ড)
১১। বিশ্বের মুসলিম মনীষীদের কথা (২য় খন্ড)

প্রাপ্তিস্থান

১। এমদাদিয়া বুক হাউজ, বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেট, ঢাকা।
২। কাঁটাবন বুক কর্ণার, কাঁটাবন মসজিদ, নিউ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
৩। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ৮, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৪। তাসনিয়া বই বিতান, মগবাজার, ঢাকা।
৫। হক লাইব্রেরী, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
৬। দারুল কিতাব, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।
৭। আল এছহাক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৮। খন্দকার প্রকাশনী, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৯। তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা।
১০। আলীগড় লাইব্রেরী, নিউমার্কেট, ঢাকা।
১১। মাদানী কুতুবখানা, সিলেট।
১২। আল মানার লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

www.amarboi.org

ভুলতে পারি না আজও। সেই ১৯৯৬ ইং সনের ২৪শে ফেব্রুয়ারী। রাত তখন ১.১৫ মিনিট। ঢাকার রাজপথে নেমে এসেছে নীরব নিস্তব্ধতা। নিজ বাসায়ও সবাই তখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। এমনি এক নীরব পরিবেশে টেবিলে বসে প্রুফ দেখছিলাম আমারই লেখা ও প্রকাশিত "ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রূপরেখা" বইটির পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ। এত গভীর রাতে হঠাৎ দরজায় আওয়াজ হতে লাগল ঠক্ ঠক্ ঠক্। জানালা খুলে দেখলাম দুই ভাগিনা মোঃ মোসলেম উদ্দীন ও মোঃ মোশাররফ হোসেন দাঁড়ানো। দরজা খুলতেই নরম স্বরে বলল, মা ইন্তিকাল করেছেন। মুহূর্তের মধ্যে শোকে মূহ্যমান হয়ে গেলাম। মাত্র একদিন আগে মায়ের সাথে কথা বলে এসেছি। মা তাঁর স্নেহের হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়েছেন আমাকে। বলেছেন ঃ বাবা, আল্লাহ্ তোমাকে অনেক বড় করবে। এছাড়া দিয়েছেন অনেক উপদেশ। কিন্তু জানতাম না এটাই আমার জীবনে পাওয়া মায়ের শেষ আদর ও উপদেশ। সারা দেশে তখন চলছিল কতিপয় রাজনৈতিক দলের হরতাল কর্মসূচী। হায়রে হরতালে! স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে বহু কষ্ট করে যেতে হয়েছে গ্রামের বাড়ীতে। পরদিন নিজ ইমামতিতে মায়ের জানায পড়লাম। লাশ বহনে খাটের এক অংশ কাঁধে তুলে নিলাম। কবরে নেমে নিজ হাতে মাকে শায়িত করলাম। এতক্ষণ অশ্রু সংবরণ করে রাখতে পারলেও শেষ মুহূর্তে শত চেষ্টা করেও পারিনি অশ্রু ধরে রাখতে। মাকে চিরদিনের জন্যে হারালাম। সুখে-দুঃখে মাকে আর কোনদিন পাব না। বাড়ীতে গিয়ে মা-মা-মাগো-বলে আর ডাকতে পারব না।

এমনিভাবে একদিন পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে আমাদের সবাইকে চলে যেতে হবে আল্লাহ পাকের দরবারে, দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়। থাকবে কেবল কিছু স্মৃতি। যে গর্ভধারিনী মায়ের সীমাহীন কষ্ট, ত্যাগ ও স্নেহ মমতার বিনিময়ে দু'কলম লেখার যোগ্যতা পেয়েছি তাঁর আত্মার মাগফিরাতের জন্যে বইটি উৎসর্গ করা হল।

মায়ের ছেলে

মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী

রোড নং ১৩, বাড়ী নং ৩৫

মেরুল বাড্ডা ডি. আই. টি.প্রোজেক্ট, ঢাকা-১২১২

www.amarboi.org

أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

আক্বীমুস্ সালাত

(অর্থ ঃ সালাত কায়িম কর)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

সুবহা-নাল্লা-হ্ ওয়াল হামদু লিল্লা-হ
ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ
(অর্থ ঃ আল্লাহ্ কতই না পবিত্র এবং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই
এবং আল্লাহ ব্যতিত কোন ইলাহ নেই)

www.amarboi.org

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

			পৃষ্ঠা নম্বর
নামায ও সাহ্‌রীর চিরস্থায়ী সময়সূচি			২৯
১নং অধ্যায়	ঃ	ওযুর বিবরণ	৩৩ - ৫৭
২নং অধ্যায়	ঃ	গোসলের বিবরণ	৫৯ - ৬৯
৩নং অধ্যায়	ঃ	তায়াম্মুমের বিবরণ	৭০ - ৭৫
৪নং অধ্যায়	ঃ	নামাযের (সালাতের) বিবরণ	৭৮ - ১৩০
৫নং অধ্যায়	ঃ	আযান ও ইকামতের বিবরণ	১৩১ - ১৪২
৬নং অধ্যায়	ঃ	নামাযের জামাআত ও ইমামতির বিবরণ	১৪৩ - ১৬৯
৭নং অধ্যায়	ঃ	মহিলাদের নামায	১৭১ - ১৭৯
৮নং অধ্যায়	ঃ	নামাযে ব্যবহৃত বিভিন্ন সূরা ও দু'আ দরুদ	১৭৯ - ১৯২
৯নং অধ্যায়	ঃ	ফজরের নামাযের বিবরণ	১৯৮ - ২১১
১০নং অধ্যায়	ঃ	যুহরের নামাযের বিবরণ	২১২ - ২২৫
১১নং অধ্যায়	ঃ	আসরের নামাযের বিবরণ	২২৬ - ২২৯
১২নং অধ্যায়	ঃ	মাগরিবের নামাযের বিবরণ	২৩০ - ২৩৭
১৩নং অধ্যায়	ঃ	ইশা ও বিতিরের নামাযের বিবরণ	২৩৭ - ২৪৪
১৪নং অধ্যায়	ঃ	জুমুআ'র নামাযের বিবরণ	২৪৫ - ২৫৯
১৫নং অধ্যায়	ঃ	কসর / মুসাফিরের নামাযের বিবরণ	২৬০ - ২৭১
১৬নং অধ্যায়	ঃ	কাযা নামাযের বিবরণ	২৭৩ - ২৮০
১৭নং অধ্যায়	ঃ	তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ	২৮১ - ২৮৯
১৮নং অধ্যায়	ঃ	ঈদের নামাযের বিবরণ	২৯০ - ২৯৭
১৯নং অধ্যায়	ঃ	জানাযার নামাযের বিবরণ	৩০০ - ৩১৭
২০নং অধ্যায়	ঃ	তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ	৩১৮ - ৩২১
২১নং অধ্যায়	ঃ	ইশরাক নামাযের বিবরণ	৩২২ - ৩২৩
২২নং অধ্যায়	ঃ	চাশত নামাযের বিবরণ	৩২৪ - ৩২৬
২৩নং অধ্যায়	ঃ	যাওয়াল নামাযের বিবরণ	৩২৬ - ৩২৮
২৪নং অধ্যায়	ঃ	আওয়াবীন নামাযের বিবরণ	৩২৮ - ৩২৯
২৫নং অধ্যায়	ঃ	অন্যান্য নফল নামাযের বিবরণ	৩৩০ - ৩৫১

www.amarboi.org

বিস্তারিত সূচিপত্র

১নং অধ্যায় ঃ ওযুর বিবরণ

পৃষ্ঠা নম্বর

নামায ও সাহ্‌রীর চিরস্থায়ী সময়সূচি, কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অবতরণিকা ২৯-৩২

১. ওযুর অর্থ ৩৩

২. কুরআনের ভাষায় ওযুর গুরুত ৩৩

৩. হাদীসের ভাষায় ওযুর গুরুত্ব ৩৩

৪. হাদীসের ভাষায় ওযুর ফযীলত ৩৪

৫. সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকার ফযীলত ৩৫

৬. ওযুর প্রকারভেদ ৩৫

৭. যে সকল অবস্থায় ওযু করা ফরয ৩৫

৮. যে সকল অবস্থায় ওযু করা ওয়াজিব ৩৫

৯. যে সকল অবস্থায় ওযু করা সুন্নাত ৩৫

১০. যে সকল অবস্থায় ওযু করা মুস্তাহাব ৩৫

১১. যে সকল অবস্থায় ওযু করা মাকরুহ ৩৬

১২. যে সকল অবস্থায় ওযু করা নিষিদ্ধ ৩৭

১৩. ওযুর ফরযসমূহ ৩৭

১৪. ওযুর সুন্নাতসমূহ ৩৭

১৫. ওযুর মুস্তাহাবসমূহ ৩৮

১৬. ওযুতে যে সকল কাজ করা মাকরুহ ৩৮

১৭. ওযুর সময় মিসওয়াক করা ৩৯

১৮. ওযুর নিয়্যাতের ব্যপারে ফকীহগণের ইখতিলাফ ৩৯

১৯. ওযুর নিয়্যাত ৪০

২০. দু'হাতের কবজি ধৌত করার সময় দু'আ ৪১

২১. দু'হাতের কবজি ধৌত করার নিয়ম ৪১

২২. কুলি করার সময় দু'আ ৪১

২৩. নাকে পানি দেয়ার সময় দু'আ ৪২

২৪. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার নিয়ম ৪২

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

২৫. মুখমন্ডল ধৌত করার সময় দু'আ ৪২
২৬. মুখমন্ডল ধৌত করার নিয়ম ৪২
২৭. ডান হাত ধৌত করার সময় দু'আ ৪৩
২৮. বাম হাত ধৌত করার সময় দু'আ ৪৩
২৯. ডান ও বাম হাত ধৌত করার নিয়ম ৪৪
৩০. মাথা মাসেহ করার সময় দু'আ ৪৪
৩১. কান মাসেহ করার সময় দু'আ ৪৪
৩২. গরদান মাসেহ করার সময় দু'আ ৪৫
৩৩. মাথা,কান ও গরদান মাসেহ করার নিয়ম ৪৫
৩৪. ডান পা ধৌত করার সময় দু'আ ৪৬
৩৫. বাম পা ধৌত করার সময় দু'আ ৪৬
৩৬. টাকনুসহ দু'পা ধৌত করার নিয়ম ৪৬
৩৭. ওযু শেষ হবার পর দু'আ ৪৬
৩৮. ওযু করার মাসনূন তরীকা ৪৭
৩৯. ক্ষতস্থান ও ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা ৪৮
৪০. যে সব জিনিসের উপর মাসেহ করা জায়িয নয় ৪৯
৪১. ওযু থাকাবস্থায় ওযু করা ৪৯
৪২. একই ওযুতে একাধিক নামায আদায় করা ৫০
৪৩. ওযু ব্যতীত যা করা নিষেধ ৫০
৪৪. ওযু ব্যতীত যা করা জায়িয ৫১
৪৫. যে সব কারণে ওযু নষ্ট হয় ৫১
৪৬. যে সব কারণে ওযু নষ্ট হয় না ৫২
৪৭. ওযুর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে করণীয় ৫৩
৪৮. মুজার উপর মাসেহ করার বিবরণ ৫৪
৪৯. যে সব মুজার উপর মাসেহ করা জায়িয ৫৪
৫০. মুজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ বা সময়কাল ৫৫
৫১. মুজার উপর মাসেহ করার মাসনূন তরীকা ৫৫
৫২. যে সব কারণে মুজা মাসেহ নষ্ট হয় ৫৬
৫৩. মুজার উপর মাসেহ করার বিবিধ মাসাইল ৫৭
৫৪. রোগী বা মা'যুরের জন্যে ওযুর মাসাইল ৫৭

www.amarboi.org

২নং অধ্যায় ঃ
গোসলের বিবরণ

পৃষ্ঠা নম্বর

৫৫. গোসলের গুরুত ৫৯
৫৬. গোসলের প্রকারভেদ ৬০
৫৭. যে সব কারণে গোসল ফরয হয় ৬০
৫৮. যে সব কারণে গোসল ফরয হয় না ৬০
৫৯. যখন গোসল করা ওয়াজিব ৬১
৬০. যখন গোসল করা সুন্নাত ৬১
৬১. যখন গোসল করা মুস্তাহাব ৬১
৬২. গোসলের ফরযসমূহ ৬২
৬৩. গোসলের সুন্নাতসমূহ ৬২
৬৪. গোসলের মুস্তাহাবসমূহ ৬২
৬৫. গোসলের নিয়্যাত ৬৩
৬৬. ফরয গোসল করার মাসনূন তরীকা ৬৩
৬৭. গোসলের পর পৃথকভাবে ওযু করা প্রসংগে ৬৪
৬৮. গোসলের সময় চুলের খোঁপা এবং অলংকারের হুকুম ৬৪
৬৯. ফরয গোসল না করে যে সব কাজ করা যায় বা যায় না ৬৫
৭০. যে সব পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয ৬৬
৭১. যে সব পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয নেই ৬৭
৭২. ফরয গোসল বিলম্বে করা প্রসংগে ৬৮
৭৩. গোসলের বিবিধ মাসাইল ৬৯

৩নং অধ্যায় ঃ
তায়াম্মুমের বিবরণ

৭৪. তায়াম্মুমের অর্থ ৭০
৭৫. তায়াম্মুমের গুরুত্ব ৭০
৭৬. তায়াম্মুমের বিধানের ইতিকথা ৭১
৭৭. যে সব কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ ৭২
৭৮. তায়াম্মুমের ফরযসমূহ ৭২

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

৭৯. তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ ৭২
৮০. যে সব বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয ৭৩
৮১. যে সব বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয নেই ৭৩
৮২. পানি ও মাটি পাওয়া না গেলে করণীয় ৭৪
৮৩. তায়াম্মুমের নিয়্যাত ৭৪
৮৪. তায়াম্মুম করার মাসনূন তরীকা ৭৪
৮৫. তায়াম্মুম নষ্ট হবার কারণসমূহ ৭৫
৮৬. তায়াম্মুমের বিবিধ মাসাইল ৭৫

৪নং অধ্যায় ঃ

নামাযের (সালাতের) বিবরণ

৮৭. সালাতের অর্থ ৭৮
৮৮. নামায ফরয হবার ইতিকথা ৭৮
৮৯. নামাযের ফযীলত ৭৯
৯০. ইসলামে নামাযের গুরুত্ব ৮০
৯১. নামায ছেড়ে দেয়ার পরিণাম ৮১
৯২. ফরয নামায অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার শাস্তি ৮২
৯৩. কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে কাজের হিসাব নেয়া হবে ৮২
৯৪. নামায মুমিনের মি'রাজ ৮৩
৯৫. যাদের নামায কবূল হয় না ৮৩
৯৬. সন্তান সন্ততিদের নামাযের আদেশ দান ৮৪
৯৭. যথাসময়ে নামায আদায়ের ফযীলত ৮৪
৯৮. যথাসময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ ৮৪
৯৯. কুরআনের ভাষায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি ৮৫
১০০. হাদীসের ভাষায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি ৮৬
১০১. মেরু অঞ্চলে নামাযের সময়সূচি ৮৭
১০২. প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা উত্তম ৮৮
১০৩. নামাযের নিষিদ্ধ সময়সমূহ ৮৯
১০৪. নামাযের মাকরূহ সময়সমূহ ৯০
১০৫. নামাযের ফরযসমূহ (আহকাম ও আরকান) ৯১

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

১০৬. নামাযের কোন একটি ফরয কাজ ছুটে গেলে ৯২
১০৭. নামাযের ওয়াজিবসমূহ ৯২
১০৮. নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয় ৯৪
১০৯. নামাযের সুন্নাতসমূহ ৯৪
১১০. যে সমস্ত কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় ৯৫
১১১. নামাযের মধ্যে যে সব কাজ করা মাকরুহ ৯৬
১১২. নামাযে পুরুষদের সতর ৯৯
১১৩. সতরের মাসাইল ৯৯
১১৪. সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলার হুকুম ৯৯
১১৫. শুধু কোর্তা পরিধান করে নামায আদায় করা ১০০
১১৬. তাকবীর তাহরীমার পর যা পড়া সুন্নাত ১০০
১১৭. নামাযে কিয়াম করার মাসাইল ১০১
১১৮. নামাযে সূরা কিরাআতের মাসাইল ১০১
১১৯. পুরুষদের নামাযে দাঁড়াবার নিয়ম ১০৪
১২০. পুরুষদের হাত উঠাবার নিয়ম ১০৪
১২১. পুরুষদের হাত বাঁধার নিয়ম ১০৪
১২২. পুরুষদের রুকু করার নিয়ম ১০৪
১২৩. পুরুষদের সিজদা করার নিয়ম ১০৫
১২৪. পুরুষদের নামাযে বসার নিয়ম ১০৭
১২৫. সঠিকভাবে রুকু সিজদা করার তাগিদ ১০৭
১২৬. তাশাহহুদের মাসাইল ১০৭
১২৭. নামায পড়ার নিয়ম ১০৮
১২৮. যে সব স্থানে নামায পড়া নিষেধ ১১৪
১২৯. কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া ১১৫
১৩০. ছবিযুক্ত কাপড় ও ছবি লটকানো ঘরে নামায আদায় করা ১১৫
১৩১. নামায আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা ১১৫
১৩২. সুতরার বিবরণ ১১৬
১৩৩. পরিধেয় কাপড়ের উপর সিজদা করা ১১৭
১৩৪. সুন্নাত নামাযের ফযীলত ও প্রকারভেদ ১১৭
১৩৫. নফল নামাযের ফযীলত ১১৮

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

১৩৬. সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম ১১৮
১৩৭. নফল নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম ১১৯
১৩৮. নামায আদায় করতে ভুলে গেলে করণীয় ১১৯
১৩৯. অসুস্থ ব্যক্তির নামায আদায়ের বিবরণ ১২০
১৪০. সিজদায়ে সাহুর বিবরণ ১২২
১৪১. সিজদায়ে সাহুর বিবিধ মাসাইল ১২২
১৪২. সিজদায়ে সাহু করার নিয়ম ১২৮
১৪৩. নামায শেষে মুনাজাত করা ১২৯
১৪৪. নামাযের মোট ওয়াক্ত ও রাকআত সংখ্যা ১৩০

৫নং অধ্যায় ঃ
আযান ও ইকামতের বিবরণ

১৪৫. আযান ও ইকামতের অর্থ ১৩১
১৪৬. আযানের প্রবর্তন যেভাবে হয়েছিল ১৩১
১৪৭. আযান দেয়ার ফযীলত ১৩২
১৪৮. আযানের গুরুত্ব ও হুকুম ১৩৩
১৪৯. ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেয়া হলে ১৩৪
১৫০. আযান দেয়ার মাসনূন তরীকা ১৩৪
১৫১. আযানের বাক্যসমূহ ১৩৪
১৫২. আযান ও ইকামতের সুন্নাতসমূহ ১৩৬
১৫৩. আযান ও ইকামতের মাকরুহসমূহ ১৩৬
১৫৪. আযান ও ইকামতের জবাবে যা বলতে হয় ১৩৭
১৫৫. আযান ও ইকামতের জবাব দেয়ার হুকুম ১৩৮
১৫৬. আযান ও ইকামতের জবাব দেয়া যাদের উপর ওয়াজিব নয় ১৩৮
১৫৭. আযানের দু'আ ১৩৯
১৫৮. আযানের জবাব ও দু'আর ফযীলত ১৩৯
১৫৯. আযান ও ইকামতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ১৪০
১৬০. ইকামতের বাক্যসমূহ ১৪০
১৬১. ইমাম ও মুয়াযযিনের দায়িত্বের গুরুত্ব ১৪১
১৬২. জুমুআর নামাযের আযান ১৪১

www.amarboi.org

১৬৩. আযান ও ইকামতের মাসাইল ১৪২

৬নং অধ্যায় ঃ
নামাযের জামাআত ও ইমামতির বিবরণ

১৬৪. জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলত ১৪৩
১৬৫. জামাআতে নামায আদায়ের গুরুত্ব ১৪৩
১৬৬. যে সব কারণে জামাআত ছেড়ে দেয়া জায়িয ১৪৪
১৬৭. ইচছা থাকা সত্ত্বেও জামাআত না পাওয়ার ফযীলত ১৪৪
১৬৮. মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার ফযীলত ১৪৫
১৬৯. যে ইমাম ও মুয়াযযিনের প্রতি মুসাল্লিগণ অসন্তুষ্ট ১৪৬
১৭০. তাকবীর তাহরীমার সাথে নামায আদায়ের ফযীলত ১৪৬
১৭১. প্রথম কাতারে নামায আদায়ের ফযীলত ১৪৬
১৭২. জামাআতে কাতার সোজা করার তাগিদ ১৪৮
১৭৩. কাতার সোজা না করার পরিণাম ১৪৮
১৭৪. জামাআতে কাতার করার নিয়ম ১৪৯
১৭৫. জামাআতে নারী-পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়ানো ১৫০
১৭৬. মানবীয় জরুরতের অগ্রাধিকার ১৫১
১৭৭. মসজিদে আযান হলে জামাআতে নামায পড়ে বের হওয়া ১৫২
১৭৮. জামাআতে নামায আদায় সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত ১৫৩
১৭৯. মসজিদে একাধিক জামাআত করা প্রসংগে ১৫৩
১৮০. ফরয নামায দুইবার আদায় করা প্রসংগে ১৫৪
১৮১. জামাআত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী ১৫৫
১৮২. জামাআত সহীহ হওয়ার শর্তাবলী ১৫৫
১৮৩. ইমামতি সহীহ হওয়ার শর্তাবলী ১৫৫
১৮৪. ইকতিদা সহীহ হওয়ার শর্তাবলী ১৫৬
১৮৫. ইমাম নিয়োগের যোগ্যতাবলী ১৫৬
১৮৬. যাদেরকে ইমাম বানানো মাকরুহ ১৫৮
১৮৭. জামাআতে মুকতাদির সংখ্যা ১৫৯
১৮৮. স্ত্রীকে নিয়ে জামাআত করা ১৫৯
১৮৯. জামাআতে ইমাম ও মুকতাদির নিয়্যাতের মাসআলা ১৬০

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর
১৯০. ইমাম ও মুকতাদির নিয়্যাত ১৬০
১৯১. ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই জামাআতে শরীক হওয়া .. ১৬০
১৯২. মুকতাদিগণকে ইমামের অনুসরণ করা সম্পর্কে কতিপয় মাসাইল .. ১৬১
১৯৩. ইমামের দীর্ঘ কিরাআতে নামায না পড়ানোর হুকুম ১৬২
১৯৪. জামাআতে মুকতাদিগণের কিরাআত না পড়ার হুকুম ১৬৩
১৯৫. ইমামের পূর্বে মুকতাদির রুকু সিজদা করা নিষেধ ১৬৪
১৯৬. ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোর পরিণাম ১৬৪
১৯৭. নামাযের মধ্যে লোকমা দেয়ার হুকুম ১৬৪
১৯৮. মুকতাদির প্রকারভেদ ১৬৫
১৯৯. মাসবূকের নামাযের বিবরণ ১৬৬
২০০. লাহিকের নামাযের বিবরণ ১৬৮
২০১. নামায শেষে ইমামের মুসাল্লীগণের দিকে ফিরে বসা ১৬৯

৭নংঅধ্যায়ঃ
মহিলাদের নামায

২০২. মহিলাদের নামায পড়ার বিবরণ ১৭১
২০৩. মহিলাদের সতর ১৭১
২০৪. নামায আদায়ে মহিলাদের উড়না ব্যবহার ১৭২
২০৫. মহিলাদের নামাযে দাঁড়াবার নিয়ম ১৭২
২০৬. মহিলাদের হাত উঠাবার নিয়ম ১৭২
২০৭. মহিলাদের হাত বাঁধার নিয়ম ১৭৩
২০৮. মহিলাদের কিরাআত পড়ার নিয়ম ১৭৩
২০৯. মহিলাদের রুকু করার নিয়ম ১৭৩
২১০. মহিলাদের সিজদা করার নিয়ম ১৭৩
২১১. মহিলাদের নামাযে বসার নিয়ম ১৭৪
২১২. ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলাদের নামায ১৭৪
২১৩. হায়িয ও নিফাস অবস্থায় নামায ১৭৫
২১৪. মহিলাদের আযান ও ইকামত দেয়া ১৭৬
২১৫. মহিলাদের আযানের জবাব দেয়া ১৭৬
২১৬. মহিলাদের নামাযের জামাআত ১৭৬

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর
২১৭. মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা প্রসংগে ১৭৭
২১৮. মহিলাদের ইমামতি করা ১৭৯

৮নং অধ্যায় ঃ
নামাযে ব্যবহৃত বিভিন্ন সূরা, দু'আ দরুদ ও মুনাজাত

২১৯. তাউ'জু ১৭৯
২২০. বিসমিল্লাহ/ তাসমিয়াহ ১৭৯
২২১. মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ ১৭৯
২২২. মসজিদ থেকে বের হবার দু'আ ১৮০
২২৩. ইন্নিওয়াজ্জাহ্তু ১৮০
২২৪. তাকবীর ১৮০
২২৫. সানা ১৮০
২২৬. রুকুর তাসবীহ ১৮১
২২৭. তাসমিয়াহ ১৮১
২২৮. তাহমীদ ১৮১
২২৯. সিজদার তাসবীহ ১৮১
২৩০. সূরা ফাতিহা ১৮১
২৩১. সূরা ফীল ১৮২
২৩২. সূরা কুরাইশ ১৮৩
২৩৩. সূরা মাউন ১৮৩
২৩৪. সূরা কাউসার ১৮৪
২৩৫. সূরা কাফিরুন ১৮৫
২৩৬. সূরা নাসর ১৮৫
২৩৭. সূরা লাহাব ১৮৬
২৩৮. সূরা ইখলাস ১৮৭
২৩৯. সূরা ফালাক ১৮৭
২৪০. সূরা নাস ১৮৮
২৪১. আয়াতুল কুরসী ১৮৮
২৪২. তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) ১৮৯

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

২৪৩. দরুদ শরীফ ১৯০
২৪৪. দু'আ মাসূরা ১৯১
২৪৫. দু'আ কুনূত ১৯১
২৪৬. সালাম, ইস্তিগফার / তাওবা ১৯২
২৪৭. সাহ্‌রীর নিয়্যাত, ইফতারের দু'আ ও কয়েকটি মুনাজাত ১৯৩

৯নং অধ্যায় ঃ
ফজরের নামাযের বিবরণ

২৪৮. ফজর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত ১৯৮
২৪৯. শেষ রাতে শয়তানের প্ররোচনা ১৯৯
২৫০. ফজর নামাযে ঘুম থেকে জাগানোর ফযীলত ২০০
২৫১. ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত ২০০
২৫২. ফজর নামাযের ওয়াক্ত বা সময় ২০১
২৫৩. ফজরের নামায একটু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব ২০১
২৫৪. ফজর নামাযের রাকআত সংখ্যা ২০২
২৫৫. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের ফযীলত ২০২
২৫৬. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২০২
২৫৭. ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২০৩
২৫৮. ফজরের দুই রাকআত ফরযের নিয়্যাত ২০৫
২৫৯. ফজরের দুই রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম ২০৫
২৬০. একাকী ফরযের নিয়্যাত করার পর জামাআত দাঁড়ালে করণীয় ... ২০৬
২৬১. নামাযের শেষ বৈঠকে ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে গেলে করণীয় ২০৭
২৬২. ফজরের সুন্নাত পড়ার পূর্বেই জামাআত শুরু হলে করণীয় ২০৭
২৬৩. নামাযে বিলম্বে আসলে জামাআতে শরীক হবার নিয়ম ২০৮
২৬৪. জামাআতে ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করার নিয়ম ২০৯
২৬৫. ফজর ওয়াক্তে অন্য কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ ২১০
২৬৬. সূর্যোদয়ের সময় ফজর নামায পড়া নিষিদ্ধ ২১০
২৬৭. ঘুমের কারণে ফজর ওয়াক্তে জাগ্রত হতে না পারলে করণীয় ২১১
২৬৮. ফজরের নামায কাযা হলে কত রাকআত আদায় করবে ২১১

www.amarboi.org

১০নং অধ্যায় ঃ
যুহরের নামাযের বিবরণ

পৃষ্ঠা নম্বর

২৬৯. যুহরের নামাযের ওয়াক্ত বা সময় ২১২
২৭০. যুহরের নামাযের রাকআত সংখ্যা ২১২
২৭১. যুহরের ফরযের পূর্বে সুন্নাত পড়া প্রসংগে ২১২
২৭২. যুহরের চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২১৩
২৭৩. যুহরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২১৩
২৭৪. সুন্নাতের নিয়্যাত করার পর জামাআত শুরু হলে করণীয় ২১৭
২৭৫. ছুটে যাওয়া চার রাকআত সুন্নাত কখন আদায় করবে ২১৮
২৭৬. যুহরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝে নফল নামায পড়া ২১৮
২৭৭. যুহরের চার রাকআত ফরযের নিয়্যাত ২১৮
২৭৮. যুহরের চার রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম ২১৯
২৭৯. একাকী ফরয নামায আদায় কালে জামাআত দাঁড়ালে করণীয় .. ২১৯
২৮০. নামাযে বিলম্বে আসলে জামাআতে শরীক হবার নিয়ম ২২০
২৮১. মাসবুক মুসাল্লী ভুলক্রমে ইমামের সাথে সালাম ফিরালে করণীয় ২২১
২৮২. যুহরের জামাআতে ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করার নিয়ম ২২২
২৮৩. নামাযে ভুলবশতঃ বসার স্থলে দাঁড়িয়ে গেলে মাসআলা ২২৩
২৮৪. যুহরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২২৪
২৮৫. যুহরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২২৫
২৮৬. যুহরের দুই রাকআত নফলের নিয়্যাত ২২৫
২৮৭. যুহরের দুই রাকআত নফল পড়ার নিয়ম ২২৫

১১নং অধ্যায় ঃ
আসরের নামাযের বিবরণ

২৮৮. আসর নামাযের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ২২৬
২৮৯. আসর নামায বিলম্বে পড়া মুনাফিকের লক্ষণ ২২৬
২৯০. আসর নামাযের ফযীলত ২২৬
২৯১. আসর নামাযের ওয়াক্ত বা সময় ২২৬

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

২৯২. আসর নামাযের রাকআত সংখ্যা ২২৭
২৯৩. আসরের চার রাকআত সুন্নাতের ফযীলত ২২৭
২৯৪. আসরের চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২২৭
২৯৫. আসরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২২৮
২৯৬. সুন্নাত পড়ার সময় জামাআত শুরু হলে করণীয় ২২৮
২৯৭. আসরের চার রাকআত ফরযের নিয়্যাত ২২৮
২৯৮. আসরের চার রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম ২২৯
২৯৯. আসরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়া ২২৯
৩০০. মাকরুহ্ সময়ে ফজর ও আসর নামায শুরু করা হলে ২২৯

১২নং অধ্যায় ঃ
মাগরিবের নামাযের বিবরণ

৩০১. মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত বা সময় ২৩০
৩০২. মাগরিব্ নামাযের রাকআত সংখ্যা ২৩১
৩০৩. মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত নামায প্রসংগে ২৩১
৩০৪. মাগরিবের তিন রাকআত ফরযের নিয়্যাত ২৩২
৩০৫. মাগরিবের তিন রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম ২৩২
৩০৬. জামাআতে বিলম্বে আসলে ইমামের সাথে শরীক হবার নিয়ম ২৩৩
৩০৭. জামাআতে ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করার নিয়ম ২৩৪
৩০৮. মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাতের ফযীলত ২৩৫
৩০৯. মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২৩৬
৩১০. মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২৩৬
৩১১. মাগরিবের দুই রাকআত নফলের নিয়্যাত ২৩৬
৩১২. মাগরিবের দুই রাকআত নফল পড়ার নিয়ম ২৩৭

১৩নং অধ্যায় ঃ
ইশা ও বিতিরের নামাযের বিবরণ

৩১৩. ইশার নামাযের ওয়াক্ত বা সময় ২৩৭
৩১৪. ইশার নামায একটু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব ২৩৭
৩১৫. ইশার নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত ২৩৮

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

৩১৬. ইশার নামাযের রাকআত সংখ্যা ২৩৮
৩১৭. ইশার চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২৩৮
৩১৮. ইশার চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২৩৯
৩১৯. ইশার চার রাকআত ফরযের নিয়্যাত ২৩৯
৩২০. ইশার চার রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম ২৩৯
৩২১. ইশার দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২৪০
৩২২. ইশার দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২৪০
৩২৩. ইশার দুই রাকআত নফলের নিয়্যাত ২৪০
৩২৪. ইশার দুই রাকআত নফল পড়ার নিয়ম ২৪১

বিতির নামায

৩২৫. বিতির নামাযের গুরুত্ব ২৪১
৩২৬. বিতির নামাযের ফযীলত ২৪১
৩২৭. বিতির নামাযের রাকআত সংখ্যা ২৪২
৩২৮. বিতির নামাযের সময় ২৪২
৩২৯. বিতির নামাযের জামাআত ২৪২
৩৩০. বিতির নামাযের নিয়্যাত ২৪৩
৩৩১. বিতির নামায পড়ার নিয়ম ২৪৩
৩৩২. বিতির নামাযে ভুলক্রমে দু'আ কুনূত পড়া না হলে করণীয় ২৪৪
৩৩৩. বিতির নামায পড়া না হলে কাযা পড়তে হবে ২৪৪

১৪নং অধ্যায় ঃ
জুমুআ'র নামাযের বিবরণ

৩৩৪. জুমুআ'র দিনের নামকরণ ২৪৫
৩৩৫. জুমুআ'র নামাযের গুরুত্ব ২৪৫
৩৩৬. জুমুআ'র নামায ছেড়ে দেয়ার পরিণাম ২৪৬
৩৩৭. জুমুআ'র দিনের ফযীলত ২৪৬
৩৩৮. জুমুআ'র নামাযের ফযীলত ২৪৭
৩৩৯. জুমুআ'র দিন গোসল করার ফযীলত ২৪৮
৩৪০. জুমুআ'র দিন উত্তম পোষাক পরিধান করা ও নখ গোঁফ কাটা ২৪৮

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

৩৪১. জুমুআ'র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত ২৪৯
৩৪২. ইমামের নিকটে বসার ফযীলত ২৪৯
৩৪৩. কাউকে নামাযের স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে বসা ২৪৯
৩৪৪. জুমুআ'র নামাযে মানুষকে ঠেলে আগে বসার চেষ্টা করা ২৫০
৩৪৫. জুমুআ'র নামায ফরয হওয়ার শর্তাবলী ২৫০
৩৪৬. জুমুআ'র নামায সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী ২৫০
৩৪৭. জুমুআ'র নামাযের ওয়াক্ত বা সময় ২৫১
৩৪৮. জুমুআ'র আযান ২৫১
৩৪৯. জুমুআ'র নামাযের খুতবা ২৫২
৩৫০. আরবী ভাষায় খুতবা দান ২৫২
৩৫১. খুতবার শর্তসমূহ ২৫৩
৩৫২. খুতবার সুন্নাতসমূহ ২৫৪
৩৫৩. খুতবার মাকরূহসমূহ ২৫৪
৩৫৪. দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করার হুকুম ২৫৫
৩৫৫. খুতবার সময় কথা বলা ২৫৫
৩৫৬. খুতবার সময় হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসা ২৫৫
৩৫৭. খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব ২৫৫
৩৫৮. জুমুআ'র খুতবার সময় মুসাল্লীগণের করণীয় ২৫৬
৩৫৯. জুমুআ'র নামাযের রাকআত সংখ্যা ২৫৭
৩৬০. ক্বাবলাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২৫৭
৩৬১. ক্বাবলাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২৫৭
৩৬২. জুমুআর দুই রাকআত ফরযের নিয়্যাত ২৫৮
৩৬৩. জুমুআ'র দুই রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম ২৫৮
৩৬৪. বা'দাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২৫৮
৩৬৫. বা'দাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম ২৫৮
৩৬৬. ওয়াক্তিয়া দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত ২৫৯
৩৬৭. ওয়াক্তিয়া দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম ২৫৯
৩৬৮. জুমুআ'র ফরযের পর বাকী নামায ঘরে পড়া ২৫৯
৩৬৯. জুমুআ'র নামাযে শরীক হতে না পারলে করণীয় ২৫৯

www.amarboi.org

১৫নং অধ্যায় ঃ
কসর/মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

		পৃষ্ঠা নম্বর
৩৭০.	কসর, সফর ও মুসাফিরের অর্থ	২৬০
৩৭১.	নামাযকে কসর করার বিধান	২৬০
৩৭২.	সফরের দূরুত্বের পরিমাণ	২৬১
৩৭৩.	কসর নামাযের নিয়্যাত	২৬২
৩৭৪.	মুসাফিরের হুকুম	২৬২
৩৭৫.	নামাযকে কসর করার শর্তাবলী	২৬৩
৩৭৬.	মুসাফির যে স্থান থেকে কসর পড়া শুরু করবে	২৬৩
৩৭৭.	নামাযকে কসর করার সময়সীমা	২৬৪
৩৭৮.	মুসাফিরের মুকীম হওয়ার শর্তাবলী	২৬৪
৩৭৯.	মুসাফির বা মুকীমের ইমাম হওয়া	২৬৫
৩৮০.	ওয়াতানের (আবাস্থলের) প্রকারভেদ	২৬৫
৩৮১.	কয়েকটি বিবিধ মাসাইল	২৬৬
৩৮২.	যেসব কারণে নামাযের কসর রহিত হবে	২৬৭
৩৮৩.	যে সব অবস্থায় মুসাফিরকে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে	২৬৭
৩৮৪.	মুসাফিরের সুন্নাত নামাযের হুকুম	২৬৭
৩৮৫.	মুসাফিরের কাযা নামাযের হুকুম	২৬৭
৩৮৬.	মহিলাদের সফর ও নামাযকে কসর করার হুকুম	২৬৮
৩৮৭.	বাস ও মোটর গাড়ীতে নামায আদায়ের নিয়ম	২৬৮
৩৮৮.	রেলগাড়ীতে নামায আদায়ের নিয়ম	২৬৯
৩৮৯.	নৌকায় নামায আদায়ের নিয়ম	২৬৯
৩৯০.	সামুদ্রিক জাহাজে নামায আদায়ের নিয়ম	২৬৯
৩৯১.	বিমানে নামায আদায়ের নিয়ম	২৭০
৩৯২.	বর্তমান যুগে মুসাফির নামাযকে কসর করবে কেন	২৭০
৩৯৩.	কসর নামাযের বিবিধ মাসাইল	২৭১

www.amarboi.org

১৬নং অধ্যায় ঃ
কাযা নামাযের বিবরণ

পৃষ্ঠা নম্বর

৩৯৪. কাযার অর্থ ২৭৩
৩৯৫. কাযা নামাযের বিধান ২৭৩
৩৯৬. যে সব ওযরের কারণে নামায কাযা করা যায় ২৭৪
৩৯৭. কাযা নামাযের নিয়্যাত ২৭৪
৩৯৮. কাযা নামায জামাআতে আদায় করা ২৭৫
৩৯৯. মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় কাযা আদায়ের হুকুম ২৭৫
৪০০. সুন্নাত ও নফল নামাযের কাযা ২৭৫
৪০১. কাযা নামাযের তারতীবের বিধান ২৭৬
৪০২. যে সব কারণে কাযা নামাযের তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব নয় ২৭৬
৪০৩. কাযা নামাযের সংখ্যা জানা না থাকলে এর বিধান ২৭৭
৪০৪. উমরী কাযা নামায আদায় করার নিয়ম ২৭৭
৪০৫. মুমূর্ষ ব্যক্তির কাযা নামাযের কাফফারা ২৭৮
৪০৬. যে অবস্থায় নামায কাযা হলে তা আদায় করা ওয়াজিব নয় হয় না.. ২৭৯
৪০৭. কাযা নামাযের বিবিধ মাসাইল ২৮০

১৭নং অধ্যায় ঃ
তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ

৪০৮. তারাবীহ্ শব্দের অর্থ ২৮১
৪০৯. তারাবীহ্ নামাযের হুকুম ২৮২
৪১০. তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত ২৮২
৪১১. তারাবীহ্ নামাযের জামাআত ২৮৩
৪১২. তারাবীহ্ নামাযের রাকআত সংখ্যা ২৮৪
৪১৩. তারাবীহ্ নামাযের সময় ২৮৫
৪১৪. তারাবীহ্ নামাযের নিয়্যাত ২৮৫
৪১৫. চার রাকআত তারাবীহ্র পর দু'আ ২৮৬
৪১৬. তারাবীহ্ নামাযের মুনাজাত ২৮৬
৪১৭. তারাবীহ্ নামায আদায় করার নিয়ম ২৮৭

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর

৪১৮. ইশার নামায কিংবা তারাবীহ্ নামায ছুটে গেলে করণীয় ২৮৮
৪১৯. তারাবীহ নামাযে কুরআন খতম করা ২৮৮
৪২০. সূরা তারাবীহ ২৮৯
৪২১. তারাবীহ নামাযের বিবিধ মাসাইল ২৮৯

১৮নং অধ্যায় ঃ
ঈদের নামাযের বিবরণ

৪২২. ঈদের পূর্ব রাত্রে নফল ইবাদত করার ফযীলত ২৯০
৪২৩. ঈদের দিনের ফযীলত ২৯০
৪২৪. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার বিবরণ ২৯১
৪২৫. ঈদের দিনের সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ ২৯১
৪২৬. ঈদের দিনে কিছু খাওয়া ২৯২
৪২৭. ঈদের নামাযের হুকুম ২৯২
৪২৮. ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়্যাত ২৯৩
৪২৯. ঈদুল আযহা নামাযের নিয়্যাত ২৯৩
৪৩০. ঈদের নামায আদায়ের নিয়মাবলী ২৯৪
৪৩১. ঈদের নামাযে ভুল হলে মাসআলা ২৯৫
৪৩২. ঈদের জামাআতে বিলম্বে শরীক হলে করণীয় ২৯৫
৪৩৩. ঈদের নামাযের বিবিধ মাসাইল ২৯৬
৪৩৪. তাকবীরে তাশরীক ২৯৬
৪৩৫. মহিলাদের ঈদের নামায প্রসংগে ২৯৭

১৯নং অধ্যায় ঃ
জানাযার নামাযের বিবরণ

৪৩৬. মুসলমানের ছয়টি হক ৩০০
৪৩৭. মৃত্যুর কথা বেশী বেশী করে স্মরণ করা ৩০০
৪৩৮. রোগ দ্বারা মুমিনের গুনাহ্ মাফ হয় ৩০০
৪৩৯. মুমূর্ষু ব্যক্তির যা করণীয় ৩০১
৪৪০. মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত লোকদের করণীয় ৩০১
৪৪১. কারো মৃত্যুতে বিলাপ করে কান্নাকাটি করা নিষেধ ৩০২

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর
৪৪২. বিলাপ ব্যতীত কান্নাকাটি করা দোষনীয় নয় ৩০২
৪৪৩. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মাসনূন তরীকা ৩০৩
৪৪৪. স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে একে অন্যকে দেখা ও গোসল দেয়া ৩০৪
৪৪৫. মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানোর মাসনূন তরীকা ৩০৫
৪৪৬. জানাযার নামাযের হুকুম ৩০৬
৪৪৭. জানাযার নামাযের ফযীলত ৩০৬
৪৪৮. জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ৩০৭
৪৪৯. জানাযার নামাযের ওয়াক্ত ৩০৭
৪৫০. জানাযার নামাযের সুন্নাতসমূহ ৩০৭
৪৫১. জানাযার নামায আদায়ের মাসনূন তরীকা ৩০৮
৪৫২. জানাযার নামাযের নিয়্যাত ৩০৮
৪৫৩. সানা ৩০৮
৪৫৪. দরুদে ইব্রাহীম ৩০৯
৪৫৫. জানাযার দু'আ ৩১০
৪৫৬. জানাযার নামাযে বিলম্বে আসলে হুকুম ৩১১
৪৫৭. একাধিক মাইয়্যিতের এক সংগে জানাযা ৩১২
৪৫৮. একাধিকবার জানাযার নামায পড়া ৩১২
৪৫৯. গায়েবানা জানাযা ৩১৩
৪৬০. লাশ দাফন করার সময় দু'আ ৩১৩
৪৬১. লাশ দাফনের পর দু'আ করা ৩১৪
৪৬২. জানাযার নামাযের বিবিধ মাসাইল ৩১৪
৪৬৩. কবর যিয়ারত করা ৩১৬
৪৬৪. কবর যিয়ারতের নিয়ম ও আদব ৩১৭

২০নং অধ্যায় ঃ
তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

৪৬৫. কুরআনের ভাষায় তাহাজ্জুদের নামায ৩১৮
৪৬৬. রাত্রি জাগরনের ফযীলত ৩১৮
৪৬৭. তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত ৩১৯
৪৬৮. তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত ৩২০

www.amarboi.org

পৃষ্ঠা নম্বর
৪৬৯. তাহাজ্জুদ নামাযের রাকআত সংখ্যা ৩২০
৪৭০. তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়্যাত ৩২০
৪৭১. তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার নিয়ম ৩২১
৪৭২. তাহাজ্জুদ আদায়ে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য করা ৩২১

২১নং অধ্যায় ঃ
ইশরাক নামাযের বিবরণ

৪৭৩. ইশরাক নামাযের ওয়াক্ত ৩২২
৪৭৪. ইশরাক নামাযের ফযীলত ৩২২
৪৭৫. ইশরাক নামাযের রাকআত সংখ্যা ৩২৩
৪৭৬. ইশরাক নামাযের নিয়্যাত ৩২৩
৪৭৭. ইশরাক নামায আদায় করার নিয়ম ৩২৩

২২নং অধ্যায় ঃ
চাশত নামাযের বিবরণ

৪৭৮. চাশত নামাযের ওয়াক্ত ৩২৪
৪৭৯. চাশত নামাযের ফযীলত ৩২৪
৪৮০. চাশত নামাযের রাকআত সংখ্যা ৩২৫
৪৮১. চাশত নামাযের নিয়্যাত ৩২৬
৪৮২. চাশত নামায আদায় করার নিয়ম ৩২৬

২৩নং অধ্যায় ঃ
যাওয়াল নামাযের বিবরণ

৪৮৩. যাওয়াল নামাযের ওয়াক্ত ৩২৬
৪৮৪. যাওয়াল নামাযের ফযীলত ৩২৭
৪৮৫. যাওয়াল নামাযের রাকআত সংখ্যা ৩২৭
৪৮৬. যাওয়াল নামাযের নিয়্যাত ৩২৭
৪৮৭. যাওয়াল নামায আদায় করার নিয়ম ৩২৮

www.amarboi.org

২৪নং অধ্যায় ঃ
আওয়াবীন নামাযের বিবরণ

পৃষ্ঠা নম্বর

৪৮৮. আওয়াবীন নামাযের ওয়াক্ত ৩২৮
৪৮৯. আওয়াবীন নামাযের ফযীলত ৩২৮
৪৯০. আওয়াবীন নামাযের রাকআত সংখ্যা ৩২৯
৪৯১. আওয়াবীন নামাযের নিয়্যাত ৩২৯
৪৯২. আওয়াবীন নামায আদায় করার নিয়ম ৩২৯

২৫নং অধ্যায় ঃ
অন্যান্য নফল নামাযের বিবরণ

৪৯৩. তাহিয়্যাতুল ওযু ৩৩০
৪৯৪. দুখলুল মাসজিদ ৩৩১
৪৯৫. সালাতুত তাসবীহ ৩৩২
৪৯৬. সালাতুল ইস্তিগফার ৩৩৪
৪৯৭. সালাতুশ শোকর ৩৩৫
৪৯৮. সালাতুল হাজত ৩৩৬
৪৯৯. সালাতুল খাওফ এর বিবরণ ৩৩৭
৫০০. সালাতুল খাওফ আদায়ের শর্তাবলী ৩৩৭
৫০১. সালাতুল খাওফ আদায়ের নিয়ম ৩৩৮
৫০২. যুদ্ধরত অবস্থায় নামাযের হুকুম ৩৩৯
৫০৩. সালাতুল খাওফের বিবিধ মাসাইল ৩৩৯
৫০৪. সালাতুল ইস্তিখারা ৩৪০
৫০৫. সালাতুল ইস্তিস্কা ৩৪২
৫০৬. সালাতুল কুসূফ ওয়াল খুসূফ ৩৪৩
৫০৭. শবে মি'রাজের নামায ৩৪৫
৫০৮. শবে বারাআতের নামায ৩৪৬
৫০৯. শবে কদরের নামায ৩৫১

\- - - - - -

www.amarboi.org

নামায ও সাহ্‌রীর চিরস্থায়ী সময়সূচী

(এ সময়সূচী প্রস্তুত আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আমীমুল এহসান (রহ), প্রাক্তন খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, হেড মুহাদ্দিস, আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা-কর্তৃক প্রণীত)

মাসের নাম	তারিখ	সাহ্‌রীর শেষ সময় ও সুবহে সাদিক আরম্ভ	ফজরের শেষ সময় ও সূর্যোদয় আরম্ভ	যুহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময় আরম্ভ	এশার সময় আরম্ভ
জানুয়ারী	১	৫.১৪	৬.৪১	১২.০৩	৩.৪৯	৫.৩০	৬.৪৬
	৫	৫.১৫	৬.৪২	১২.০৫	৩.৫২	৫.৩৩	৬.৪৯
	১০	৫.১৬	৬.৪৩	১২.০৭	৩.৫২	৫.৩৬	৬.৫২
	১৫	৫.১৮	৬.৪৫	১২.০৯	৩.৫৭	৫.৩৮	৬.৫৪
	২০	৫.১৮	৬.৪৪	১২.১১	৪.০৩	৫.৪৩	৬.৫৮
	২৫	৫.১৭	৬.৪৩	১২.১২	৪.০৬	৫.৪৬	৭.০১
ফেব্রুয়ারী	১	৫.১৭	৬.৪১	১২.১৪	৪.১১	৫.৫২	৭.০৫
	৫	৫.১৫	৬.৩৯	১২.১৪	৪.১৩	৫.৫৪	৭.০৭
	১০	৫.১২	৬.৩৬	১২.১৪	৪.১৬	৫.৫৭	৭.১০
	১৫	৫.১০	৬.৩৩	১২.১৪	৪.১৮	৬.০০	৭.১২
	২০	৫.০৮	৬.৩০	১২.১৪	৪.২০	৬.০৩	৭.১৪
	২৫	৫.০৪	৬.২৬	১২.১৩	৪.২৩	৬.০৫	৭.১৬
মার্চ	১	৪.৫৮	৬.২০	১২.১২	৪.২৫	৬.০৭	৭.১৮
	৫	৪.৫৭	৬.১৯	১২.১১	৪.২৭	৬.১০	৭.২১
	১০	৪.৫৩	৬.১৫	১২.১১	৪.২৮	৬.১২	৭.২৩
	১৫	৪.৪৮	৬.০৯	১২.০৯	৪.২৮	৬.১৪	৭.২৪
	২০	৪.৪৩	৬.০৫	১২.০৮	৪.৩০	৬.১৬	৭.২৭
	২৫	৪.৩৮	৫.৫৬	১২.০৬	৪.৩০	৬.২০	৭.২৮
এপ্রিল	১	৪.৩০	৫.৫৩	১২.০৫	৪.৩১	৬.২১	৭.৩২
	৫	৪.২৬	৫.৪৯	১২.০৩	৪.৩১	৬.২২	৭.৩৭
	১০	৪.২১	৫.৪৫	১২.০২	৪.৩১	৬.২৪	৭.৩৮
	১৫	৪.১৫	৫.৪০	১২.০০	৪.৩১	৬.২৫	৭.৩৯
	২০	৪.১১	৫.৩৬	১১.৫৯	৪.৩২	৬.২৭	৭.৪১
	২৫	৪.০৬	৫.২৯	১১.৫৭	৪.৩২	৬.২৯	৭.৪৪
মে	১	৪.০১	৫.২৮	১১.৫৭	৪.৩২	৬.৩১	৭.৪৭
	৫	৩.৫৭	৫.২৫	১১.৫৭	৪.৩৩	৬.৩৪	৭.৫১
	১০	৩.৫২	৫.২১	১১.৫৬	৪.৩৩	৬.৩৬	৭.৫৪
	১৫	৩.৫০	৫.১৯	১১.৫৬	৪.৩৩	৬.৩৮	৭.৫৬
	২০	৩.৪৬	৫.১৭	১১.৫৬	৪.৩৪	৬.৪০	৮.০০
	২৫	৩.৪৪	৫.১৬	১১.৫৭	৪.৩৫	৬.৪৩	৮.০৪
জুন	১	৩.৪২	৫.১৪	১১.৫৭	৪.৩৭	৬.৪৫	৮.০৮
	৫	৩.৪০	৫.১৩	১১.৫৮	৪.৩৭	৬.৪৮	৮.১০
	১০	৩.৪০	৫.১৩	১১.৫৯	৪.৩৮	৬.৫০	৮.১২
	১৫	৩.৪১	৫.১৩	১২.০০	৪.৩৯	৬.৫২	৮.১৩
	২০	৩.৪১	৫.১৪	১২.০১	৪.৪০	৬.৫৩	৮.১৬
	২৫	৩.৪১	৫.১৫	১২.০২	৪.৪০	৬.৫৪	৮.১৭

মাসের নাম	তারিখ	সাহ্‌রীর শেষ সময় ও সুবহে সাদিক আরম্ভ	ফজরের শেষ সময় ও সূর্যোদয় আরম্ভ	যুহরের সময় আরম্ভ	আসরের সময় আরম্ভ	মাগরিব ও ইফতারের সময় আরম্ভ	এশার সময় আরম্ভ
জুলাই	১	৩.৪৩	৫.১৭	১২.০৪	৪.৪১	৬.৫৫	৮.১৭
	৫	৩.৪৫	৫.১৯	১২.০৫	৪.৪৩	৬.৫৫	৮.১৭
	১০	৩.৪৭	৫.২১	১২.০৫	৪.৪৫	৬.৫৪	৮.১৬
	১৫	৩.৫১	৫.২৩	১২.০৬	৪.৪৪	৬.৫৪	৮.১৫
	২০	৩.৫৩	৫.২৩	১২.০৬	৪.৪৪	৬.৫২	৮.১৩
	২৫	৩.৫৬	৫.২৭	১২.০৬	৪.৪৪	৬.৫০	৮.১০
আগস্ট	১	৪.০১	৫.৩০	১২.০৬	৪.৪৩	৬.৪৭	৮.০৫
	৫	৪.০৩	৫.৩২	১২.০৬	৪.৪২	৬.৪৫	৮.০৩
	১০	৪.০৬	৫.৩৪	১২.০৫	৪.৪১	৬.৪১	৭.৫৮
	১৫	৪.০৯	৫.৩৫	১২.০৪	৪.৩৮	৬.৩৮	৭.৫৩
	২০	৪.১১	৫.৩৭	১২.০৩	৪.৩৭	৬.৩৪	৭.৪৯
	২৫	৪.১৫	৫.৪০	১২.০২	৪.৩৪	৬.২৯	৭.৪৩
সেপ্টেম্বর	১	৪.১৮	৫.৪২	১২.০০	৪.৩১	৬.২৩	৭.৩৬
	৫	৪.২২	৫.৪৩	১১.৫৯	৪.২৯	৬.২০	৭.৩২
	১০	৪.২২	৫.৪৫	১১.৫৭	৪.২৫	৬.১৪	৭.২৬
	১৫	৪.২৩	৫.৪৬	১১.৫৫	৪.২১	৬.০৯	৭.২১
	২০	৪.২৬	৫.৪৮	১১.৫৪	৪.১৮	৬.০৫	৭.১৬
	২৫	৪.২৭	৫.৪৯	১১.৫২	৪.১৪	৬.০০	৭.১১
অক্টোবর	১	৪.৩০	৫.৫২	১১.৫০	৪.০৯	৫.৫৩	৭.০৪
	৫	৪.৩১	৫.৫৩	১১.৪৯	৪.০৪	৫.৫০	৭.০১
	১০	৪.৩৪	৫.৫৫	১১.৪৮	৪.০৪	৫.৪৬	৬.৫৬
	১৫	৪.৩৪	৫.৫৭	১১.৪৬	৩.৫৮	৫.৩৯	৬.৫১
	২০	৪.৩৬	৫.৫৯	১১.৪৫	৩.৫৪	৫.৩৬	৬.৪৮
	২৫	৪.৩৮	৬.০১	১১.৪৪	৩.৫০	৫.৩২	৬.৪৪
নভেম্বর	১	৪.৪২	৬.০৩	১১.৪৪	৩.৪৭	৫.৩০	৬.৪০
	৫	৪.৪৪	৬.০৫	১১.৪৪	৩.৪৫	৫.২৫	৬.৩৮
	১০	৪.৪৬	৬.১০	১১.৪৪	৩.৪২	৫.২৩	৬.৩৬
	১৫	৪.৪৯	৬.১৪	১১.৪৫	৩.৪১	৫.২১	৬.৩৫
	২০	৪.৫২	৬.১৭	১১.৪৬	৩.৩৯	৫.২০	৬.৩৪
	২৫	৪.৫৪	৬.২০	১১.৪৭	৩.৩৮	৫.১৯	৬.৩৪
ডিসেম্বর	১	৪.৫৮	৬.২৪	১১.৪৯	৩.৩৮	৫.১৯	৬.৩৪
	৫	৫.০৩	৬.২৭	১১.৫১	৩.৩৮	৫.১৯	৬.৩৫
	১০	৫.০৩	৬.৩০	১১.৫৩	৩.৩৯	৫.২১	৬.৩৬
	১৫	৫.০৬	৬.৩৩	১১.৫৫	৩.৪১	৫.২২	৬.৩৮
	২০	৫.০৮	৬.৩৫	১১.৫৭	৩.৪৩	৫.২৪	৬.৪০
	২৫	৫.১১	৬.৩৮	১২.০০	৩.৪৬	৫.২১	৬.৪৩

উপরোল্লিখিত সময়সূচী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য নির্ধারিত। সংক্ষেপ করার জন্য মধ্যবর্তী তারিখগুলো লেখা হয়নি। মধ্যবর্তী তারিখগুলোর জন্য নির্ধারিত সময় হতে এক বা আধা মিনিট কম বেশী করে নিতে হবে। ১নং জ্ঞাতব্যঃ সাবধানতার জন্য সুবহে সাদিকের সময়টি পাঁচ মিনিট পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই এ সময়ের পাঁচ মিনিট পর আযান দিবে। ২নং জ্ঞাতব্যঃ সূর্যোদয়ের সময় হতে পরবর্তী ২৩ মিনিট পর্যন্ত নামায পড়া নিষিদ্ধ। ৩নং জ্ঞাতব্যঃ যুহরের সময় আরম্ভ হওয়ার সময় হতে ২৫ মিনিট সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ। ৪নং জ্ঞাতব্যঃ মাগরিবের নামায আরম্ভ হওয়ার সময় হতে পূর্ববর্তী ২৩ মিনিট সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ।

ঢাকার সময় হতে কমাতে হবে

স্থান	সাহ্‌রী	ইফতার
চট্টগ্রাম	৩ মিঃ	৬ মিঃ
নোয়াখালী	২ মিঃ	৫ মিঃ
সিলেট	৫ মিঃ	৭ মিঃ
কুমিল্লা, ফেনী, বি-বাড়িয়া	৪ মিঃ	৪ মিঃ
ময়মনসিংহ, টাংগাইল	১ মিঃ	১ মিঃ
চাঁদপুর	১ মিঃ	১ মিঃ
কিশোরগঞ্জ	২ মিঃ	২ মিঃ
বরিশাল, পটুয়াখালী	০ মিঃ	২ মিঃ

ঢাকার সময় হতে বাড়াতে হবে

স্থান	সাহ্‌রী	ইফতার
খুলনা	৫ মিঃ	২ মিঃ
সৈয়দপুর	৭ মিঃ	৭ মিঃ
রাজশাহী	৭ মিঃ	৭ মিঃ
বগুড়া, পাবনা	৩ মিঃ	৩ মিঃ
রংপুর	২ মিঃ	১ মিঃ
দিনাজপুর	৬ মিঃ	৪ মিঃ
ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া	৭ মিঃ	৭ মিঃ
বরিশাল, পটুয়াখালী	১ মি	০ মিঃ

www.amarboi.org

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বইটির পান্ডুলিপি তৈরী এবং এর প্রকাশনার ব্যাপারে আমার যে সকল বন্ধু বান্ধব ও শুভাকাংখীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন উপদেশ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং অনুপ্রেরণা যোগিয়েছেন আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ ।

এখানে সবার নাম উল্লেখ করা হয়তো সম্ভব হবে না। তবে যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেই নয়, তাঁদের মধ্যে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, দীনদার এবং আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সম্মানিত উদ্যোক্তা পরিচালক স্বনামধন্য আলহাজ্ব বদিউর রহমান সাহেবকে। বইটির পান্ডুলিপি তৈরীতে তিনি আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রায়ই খোঁজ খবর নিতেন পান্ডুলিপির কাজ কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে, আর কতটুকু বাকি আছে। এমনকি বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি আর্থিক ভাবেও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন । তাঁর এ সহযোগিতা না পেলে হয়তো বইটি দ্রুত প্রকাশনা করা সম্ভব হতো না । তাঁর এ উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং আর্থিক সহযোগিতার জন্য আমি আন্তরিকভাবে চিরকৃতজ্ঞ ।

এমদাদিয়া বুক হাউজের স্বত্তাধিকারী মাওলানা আব্দুর রশীদ ফরাজী সাহেবের নিকটও আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি বহু আগেই এ ধরনের একটি বই লিপিবদ্ধ করার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য যথাসময়ে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা এবং তাঁর কাঙ্খিত সময়ের মধ্যে পান্ডুলিপি তৈরী করে দেয়া সম্ভব হয়নি বলে আমি দুঃখিত । তিনি এ বইটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পার্শ্বে দাড় করিয়েছেন।

আল্লাহ পাক যেন পরকালীন জীবনে এ বইটিকে আমাদের সবার জন্যে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন। আমীন ।

গ্রন্থকার

www.amarboi.org

অবতরণিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আ'লা রাসূলিহিল কারীম ।

নামায আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরযে আইন । অর্থাৎ নামায অবশ্যই আদায় করতে হবে। নামায ব্যতিত নিজেকে খাটি মুসলমান বলে দাবী করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। নামায হচেছ ইসলামের ৫ম স্তম্ভের ২য় স্তম্ভ। নামাযকে অস্বীকার করা কুফরী। যে ব্যক্তি নামাযকে ছেড়ে দিল সে কুফরী করল। তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে বিশুদ্ধভাবে নামায শিক্ষা করাও ফরয । কারণ বিশুদ্ধভাবে নামায শিক্ষা করা না হলে তা সহীহভাবে আদায়ও করা যায় না। বহু লোক আছেন যারা বিশুদ্ধভাবে নামায আদায় করতে জানেন না বলে নামাযের প্রতি তাদের তেমন কোন আগ্রহও সৃষ্টি হয় না। আবার কেউ কেউ এমন আছেন যে, তারা কিছুদিন নামায আদায় করে পরে আবার ছেড়ে দেন। কারণ নামায আদায় করে তারা প্রকৃত তৃপ্তি পান না। আসলে বিশুদ্ধভাবে নামায আদায়ের এবং নামায সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় মাসাইল জানা না থাকার কারণেই তারা নামাযের আসল স্বাদ পান না।

বর্তমান বাজারে নামায শিক্ষা বিষয়ের উপর বহু বইপত্র রয়েছে, কিন্তু বিশুদ্ধ ও পূর্ণাংগভাবে নামায শিক্ষা বিষয়ক বইপত্রের সংখ্যা খুবই কম । বর্তমান বাজারে এমন কিছু কিছু বই আছে, যেগুলোর নাম দেয়া হয়েছে নামায শিক্ষা । অথচ বইয়ের ভিতরে আকাইদ, বিবাহ, তালাক, রোযা, হজ্জ্ব, যাকাত, তাবিজ কবজ, কুরবানী, আকীকা ইত্যাদি অপ্রাংগিক বিষয়াদি লিখে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে । ফলে সম্মানিত পাঠক পাঠিকাগণ ভাল নামায শিক্ষা বই কিনতে গিয়ে হন প্রতারিত।

এমদাদিয়া বুক হাউজের সত্ত্বাধিকারী মাওলানা আব্দুর রশীদ ফরাজী সাহেব আমাকে নামায শিক্ষা বিষয়ের উপর একটি ভাল বই লিপিবদ্ধ করার জন্য একাধিক বার অনুরোধ করেন । কিন্তু এ বিষয়ের উপর আমার লেখার আগ্রহ ছিল খুবই কম । কারণ অধিকাংশ ক্রেতাই ১০/১৫ টাকা দিয়ে নামায শিক্ষার বই পেতে চান যা আদৌ সম্ভব নয় । একটি ভাল ও পূর্ণাংগ নামায শিক্ষা বইয়ের মূল্য বর্তমান বাজারের কাগজ ও অন্যান্য জিনিস পত্রের মূল্যের ভিত্তিতে স্বাভাবিক

www.amarboi.org

ভাবেই বেশী হবে । অপর দিকে ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে তথ্য ও গবেষণামূল নতুনত্ব কোন বিষয়ের উপর লেখার আগ্রহই আমার বেশী । যাই হউক, পরবর্তীতে ১৯৯৭ ইং সালে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ এর সম্মানিত উদ্যোক্তা পরিচালক, অত্যন্ত দীনদার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বনামধন্য আলহাজ্ব বদিউর রহমান সাহেব আমাকে পূর্ণাংগ ভাবে নামায শিক্ষার একটি উন্নতমানের বই লিপিবদ্ধ করার জন্য পরামর্শ ও উপদেশ দেন এবং উৎসাহিত করেন । তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় অবশেষে আমি নামায শিক্ষার উপর লেখা শুরু করি । **ধারাবাহিক পূর্ণাংগ নামায শিক্ষা** বইটি তারই যথার্থ বাস্তবায়ন ।

বইটিতে নামায ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয়ই ধারাবাহিক ভাবে সুবিন্যস্ত করে বইটিকে যথাসাধ্য নির্ভুল করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে । তবে কয়েকটি স্থানে যুক্তাক্ষর যেমন ইচছা, হচেছ, উচচারণ এবং বিরাম চিহ্নে যেমনঃ সেমিকোলন, সম্বোধনসূচক চিহ্ন ইত্যাদিতে কিছুটা ত্রুটি আছে যা পাঠকের পড়তে এবং বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না । কম্পিউটার প্রোগ্রামের ত্রুটিজনিত কারণে তা হয়েছে । এরপরও বলব বইটিতে অনিচছাকৃত কোন ভুল থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ আমিতো একজন মানুষ। আমিতো ভুলের উর্ধ্বে নই। বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বইটিতে মারাত্বক কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে এবং প্রমানাধিসহ তা আমাকে অবহিত করলে অবশ্যই কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ ।

আমি আশাবাদী, যে কোন পাঠক পাঠিকা এ বইটির মাধ্যমে বিশুদ্ধ ও পূর্ণাংগভাবে নামায শিখতে পারবে এবং নামায সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসাইল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে । বইটির মাধ্যমে কোন পাঠক পাঠিকা নিম্নতম উপকৃত হলেও আমি আমার এ পরিশ্রমকে স্বার্থক বলে মনে করব ।

আল্লাহ পাক যেন আমাদের সবার জন্য এ বইটিকে পরকালীন নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন । আমীন, ছুম্মা আমীন ।

গ্রন্থকার

www.amarboi.org

১নং অধ্যায় ঃ
ওযুর বিবরণ

ওযুর অর্থ

ওযুর শাব্দিক অর্থ হচেছ পবিত্রতা ও পরিচছন্নতা অর্জন করা । শরীয়াতের পরিভাষায় পবিত্র পানি দ্বারা এক বিশেষ পদ্ধতিতে মুখমন্ডল, হাত ও পা ধৌত করা এবং মাথা মাসেহ্ করাকে ওযু বলা হয় । পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে বলা হয় ওযু (وُضُوْا) । যে পানি দ্বারা ওযু করা হয় সে পানিকে বলা হয় ওয়াযু (وَضُوْا) । আর যে পাত্রে পানি রেখে ওযু করা হয় সে পাত্রটিকে বলা হয় বিযু (وِضُوْا) ।

কুরআনের ভাষায় ওযুর গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে -

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ
اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ -

অর্থাৎ হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও দু'হাত কনুই সহ ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ্ করবে, আর দু'পা গোড়ালীসহ ধৌত করবে (সূরা মায়িদাহ ঃ ৬) ।

হাদীসের ভাষায় ওযুর গুরুত্ব

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সে ব্যক্তির সালাত কবূল হয় না যার ওযু ভংগ হয়েছে, যে যাবত না সে ওযু করে (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ তাহারাত ব্যতীত সালাত কবূল হয় না এবং হারাম মালের দান কবূল হয় না (সহীহ মুসলিম) ।

www.amarboi.org

হাদীসের ভাষায় ওযুর ফযীলত

হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নীচ হতেও বের হয়ে যায় (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব না যে, আল্লাহ তায়ালা কিসের দ্বারা মানুষের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিক যাতায়াত করা এবং এক ওয়াক্ত নামায শেষ করার পর অপর ওয়াক্ত নামাযের প্রতীক্ষায় থাকা ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন কোন মুসলমান বা মুমিন বান্দা ওযু করে এবং চেহারা ধৌত করে তখন, তার চেহারা হতে পানির সহিত অথবা পানির শেষ বিন্দুর সহিত সে সমস্ত গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, যার দিকে তার দুই চক্ষু দৃষ্টি করেছিল । যখন সে হাত ধৌত করে তখন পানির সহিত অথবা পানির শেষ বিন্দুর সহিত তার হাত হতে সে সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, যা তার দুই হাত সম্পাদন করেছিল । এরূপে যখন সে পা ধৌত করে তখন পা হতে সে সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যা সম্পাদন করতে তার পা অগ্রসর হয়েছিল । ফলে সে (ওযুর স্থান হতে) বের হয় সমস্ত গুনাহ হতে মুক্ত হয় (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত আবদুল্লাহ সুনাবিহী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন কোন মুমিন ব্যক্তি ওযু করে এবং কুলি করে তখন তার মুখ হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে নাক ঝাড়ে তখন তার নাক হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমন্ডল হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু'চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায় । অতঃপর যখন সে তার দু'হাত ধৌত করে তখন তার দু' হাত হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমন কি তার দু' হাতের নখসমূহের নীচ হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, অতঃপর সে যখন তার মাথা মাসেহ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমন কি তার দু'কান হতেও বের হয়ে যায় । অবশেষে যখন সে তার দু' পা ধৌত করে তখন তার দু'পা হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়, এমন কি তার দু'পায়ের নখসমূহের নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায় । অতঃপর

www.amarboi.org

তার মসজিদের দিকে গমন এবং নামায হয় তার জন্যে অতিরিক্ত অর্থাৎ অধিক সওয়াব লাভের কারণ (নাসায়ী) ।

সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকার ফযীলত

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেছেনঃ হে বৎস, তুমি যদি সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকতে পার তাহলে তাই কর । কেননা, মালাকুল মওত যখন বান্দার রুহ্ কবজ করে আর সে সময় বান্দা ওযু অবস্থায় থাকে, তখন তার জন্যে শাহাদাতের মর্যাদা লিখে দেয়া হয় । (কানযুল উম্মালঃ বায়হাকীর বরাতে) ।

ওযুর প্রকারভেদ

ওযু পাঁচ প্রকার । যথাঃ (১) ফরয, (২) ওয়াজিব, (৩) মুস্তাহাব, (৪) মাকরুহ এবং (৫) হারাম (নিষিদ্ধ)

যে সকল সকল অবস্থায় ওযু করা ফরয

১। নামায আদায়ের ইচছা করলে- এ অবস্থায় শরীর যদি অপবিত্র (হদসে আসগার) থাকে ।

২। জানাযা নামায আদায়ের জন্য ওযু করা ।

৩। তিলাওয়াতে সিজদার জন্য ওযু করা ।

৪। কুরআন শরীফ বা এর কোন আয়াত স্পর্শ করার জন্য ওযু করা (কারো মতে ফরয আবার কারো মতে ওয়াজিব) - ফতোয়ায়ে শামী ।

যে অবস্থায় ওযু করা ওয়াজিব

বায়তুল্লাহ শরীফ অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফের জন্য ওযু করা ওয়াজিব ।

যে সকল অবস্থায় ওযু করা সুন্নাত

১। ঘুমানোর পূর্বে ওযু করা ।

২। গোসলের পূর্বে ওযু করা ।

যে সকল অবস্থায় ওযু করা মুস্তাহাব

১। মিথ্যা কথা বলার পর ওযু করা ।

২। কারো গীবত করার পর ওযু করা ।

৩। নিদ্রা হতে উঠে ওযু করা ।

www.amarboi.org

৪। অট্টহাসির পর ওযু করা ।

৫। নাপাক অবস্থায় খাওয়ার জন্য ওযু করা (সহীহ মুসলিম) ।

৬। মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার জন্য ওযু করা ।

৭। এক ওয়াক্তের নামায আদায় করার পর দ্বিতীয় ওয়াক্তের নামায আদায় করার জন্য ওযু থাকাবস্থায় ওযু করা ।

৮। কোন মন্দ কথা বলার পর ওযু করা ।

৯। ফরয গোসল করার পর ওযু করা । (উল্লেখ্য যে, গোসল করার পর নামায আদায়ের জন্য ওযু করা জরুরী নয় । তবে গোসল করার পর যদি শরীর পুনরায় নাপাক হয় অর্থাৎ ওযু ভংগের কোন একটি কারণ ঘটে তাহলে নামায আদায়ের জন্য ওযু করতে হবে এবং এ অবস্থায় ওযু করা ফরয)।

১০। তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি দ্বীনি কিতাব স্পর্শ বা পাঠ করার পূর্বে ওযু করা । তবে তাফসীর বা অনুবাদ গ্রন্থসমূহে তাফসীর বা অনুবাদের অংশ অপেক্ষা কুরআনের অংশ বেশী হলে সে তাফসীর বা অনুবাদ গ্রন্থ বিনা ওযুতে স্পর্শ করা জায়িয নয় । এছাড়া তাফসীর গ্রন্থে কুরআনের আয়াত বিনা ওযুতে স্পর্শ করা যাবে না ।

১১। ক্রোধ সন্চার হলে ওযু করা ।

১২। আযান, ইকামাতের জন্য ওযু করা ।

১৩। বিয়ের খুতবা দেয়ার পূর্বে ওযু করা ।

১৪। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রওযা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ওযু করা ।

১৫। আরাফাতে অবস্থানের জন্য ওযু করা ।

১৬। সাফা মারওয়া সায়ী করার জন্য ওযু করা ।

১৭। মৃত ব্যক্তিকে বহন করার পর ওযু করা (সূত্রঃ আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ)।

১৮। সব সময় ওযু অবস্থায় থাকা । অর্থাৎ ওযু ভংগ হবার পর ওযু করা ।

১৯। মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে ওযু করা ।

২০। মুখস্ত কুরআন তিলাওয়াত, যিকির করা ইত্যাদির পূর্বে ওযু করা মুস্তাহাব ।

যে সকল অবস্থায় ওযু করা মাকরুহ

ওযু করে সে ওযুতে যদি কোন নামায আদায় করা না হয় কিংবা অন্য কোন ইবাদত করা না হয়, তাহলে সে ওযু থাকা অবস্থায় পুনরায় ওযু করা কারো মতে মাকরুহ (ফাতাওয়া ও মাসাইল) ।

www.amarboi.org

যে সকল অবস্থায় ওযু করা নিষিদ্ধ

কারো মালিকানাধীন পানি জোর পূর্বক নিয়ে কিংবা কোন ইয়াতীমের সংরক্ষিত পানি দিয়ে ওযু করা হারাম বা নিষিদ্ধ (আল ফিকহুল ইসলামী) ।

ওযুর ফরযসমূহ

ওযুর ফরয চারটি । যথাঃ (১) মুখমন্ডল ধৌত করা, (২) দুই হাত কনুই সহ ধৌত করা, (৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা এবং (৪) দুই পা টাখনুসহ ধৌত করা ।

উপরোক্ত চারটি ফরযের কোন একটি ফরয কাজ ওযুতে বাদ পড়লে ওযু হবে না এবং এ ওযু দিয়ে নামায আদায় এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করাও যাবে না ।

ওযুর সুন্নাতসমূহ

১। ওযুর নিয়্যাত করা ।

২। ওযুর শুরুতে মিসওয়াক করা ।

৩। বিসমিল্লাহ্ বলে ওযু শুরু করা ।

৪। দুই হাত কবজি পর্যন্ত ধৌত করা ।

৫। কুলি করা এবং পূর্ণ মুখ পানি ভরে গরগরা করা ।

৬। নাকে পানি দেয়া ।

৭। পূর্ণ মাথা মাসেহ করা ।

৮। দাঁড়ি খিলাল করা ।

৯। হাত ও পায়ের অংগুলিসমূহ্ খিলাল করা ।

১০। কান মাসেহ্ করা ।

১১। প্রত্যেক অংগকে তিনবার করে ধৌত করা ।

১২। প্রত্যেক অংগকে হাত দিয়ে ঘষে ধৌত করা ।

১৩। ওযুর তারতীব অর্থাৎ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা । অর্থাৎ প্রথমে মুখমন্ডল, তারপর হাত, তারপর মাথা, তারপর পা ইত্যাদির ক্রম ঠিক রাখা ।

১৪। মুওয়ালাত অর্থাৎ এক অংগ না শুকাতেই অপর অংগ ধৌত করা । ওযু করার সময় ওযুর কোন এক বা একাধিক সুন্নাত বাদ পড়লে ওযু হবে বটে কিন্তু সওয়াব কম হবে ।

www.amarboi.org

ওযুর মুস্তাহাবসমূহ

১। ওযুর কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
২। ক্বিবলার দিকে ফিরে বসে ওযু করা ।
৩। এমন স্থানে বসে ওযু করা যাতে পানির ছিটা গায়ে বা কাপড়ে না পড়ে ।
৪। ওযুতে কারো সাহায্য গ্রহণ না করা ।
৫। ওযু করার সময় কোন অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা ।
৬। কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার জন্য পৃথকভাবে পানি লওয়া ।
৭। ডান হাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ।
৮। বাম হাতে নাক ঝাড়া ।
৯। হাত পা ধৌত করার ক্ষেত্রে অংগুলির অগ্রভাগ থেকে শুরু করা ।
১০। আংটি ঢিলা হলেও তা নেড়ে দেয়া ।
১১। মাথার অগ্রভাগ থেকে মাসেহ শুরু করা ।
১২। ঘাড় মাসেহ করা ।
১৩। শাহাদাত অংগুলি দ্বারা কানের ভিতর দিক মাসেহ করা ।
১৪। প্রত্যেক অংগ ধৌত করার সময় সেই অংগটি ধৌত করার নিয়্যাত করা ।
১৫। মুখমন্ডল ধৌত করার সময় মুখমন্ডলে সজোরে পানি নিক্ষেপ না করা ।
১৬। ওযুতে প্রত্যেক অংগ ধৌত করার সময় বিসমিল্লাহ বলা ।
১৭। ওযুর শেষে দু'আ পাঠ করা ।

ওযুতে যে সকল কাজ করা মাকরুহ

১। ওযুতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানির কম বা বেশী খরচ করা - মাকরুহ তাহরীমী (আল ফিকহুল ইসলামী) ।
২। মুখমন্ডল বা ওযুর অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ ধৌত করার সময় এত জোরে পানি ছিটানো যাতে এদিক ওদিক চলে যায় (মাকরুহ তানযিহী) ।
৩। বিনা কারণে ডান হাত দিয়ে নাক পরিস্কার করা (মাকরুহ তানযিহী)।
৪। নাপাক জায়গায় বসে ওযু করা-মাকরুহ তানযিহী(ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
৫। বিনা প্রয়োজনে মসজিদের ভিতর বসে ওযু করা- মাকরুহ তানযিহী (আল ফিকহুল ইসলামী)।
৬। তারতীব (ধারাবাহিক) অনুযায়ী ওযু না করা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।
৭। প্রথমে বাম হাত অথবা বাম পা ধৌত করা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।

www.amarboi.org

৮। ওযু করার সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যা ওযুর পরেও করা যায় ।
৯। বারবার নতুন পানি নিয়ে মাথা তিনবার মাসেহ্ করা (মাকরুহ্ তানযিহী)। অবশ্য প্রথমবার মাসেহ করার পর নতুন পানি ব্যতীত আরো দু'বার মাসেহ করায় কোন দোষ নেই ।
১০। ওযুর সুন্নাতসমূহের মধ্যে কোন একটি তরক করা ।

ওযুর সময় মিসওয়াক করা

মিসওয়াক শব্দটি আরবী । এর অর্থ হচেছ দাঁতন । ইসলামে মিসওয়াকের উপর অতীব গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে । ওযুর সময় মিসওয়াক করা সুন্নাত ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মিসওয়াক করে নামায আদায় করা মিসওয়াক না করে নামায আদায় করার চেয়ে ৭০ গুণ অধিক সওয়াব লাভ হয় (বায়হাকী) ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেছেনঃ আমার উম্মাতের জন্যে আমি যদি কষ্টকর মনে না করতাম তবে প্রতিবার ওযু করার সময় তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম (সহীহ বুখারী, মুসলিম ও ইবনে খুযাইমা) ।

ওযুতে কুলি করার পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত । মিসওয়াক ওযু করার পূর্বেও করা যায় । ওযু করার সময় মিসওয়াক না থাকলে কিংবা দাঁত না থাকলে আংগুল দিয়ে হলেও ঘষে নিবে । এতে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে । (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী) ।

ওযুর নিয়্যাতের ব্যাপারে ফকীহগণের ইখতিলাফ

হযরত রাবাহ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযুর প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলেনি তার ওযু হয়নি (সহীহ বুখারী,মুসলিম ও তিরমিযী) ।

ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা এবং নিয়্যাত করার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । উপরোক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে যাহিরী মাযহাবের কেউ কেউ ওযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করাকে ফরয বলে মত পোষণ করেছেন । তাঁদের মতে ওযুর সময় ইচছা করে বিসমিল্লাহ পাঠ না করলে ওযু হয় না । পুনরায় ওযু করতে হবে । ইমাম ইসহাক (রহঃ) তাঁদের অন্যতম ।

www.amarboi.org

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ওযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করাকে নিয়্যাত বলে ব্যাখ্যা করেছেন । অর্থাৎ ওযুর শুরুতে নিয়্যাত করা না হলে ওযু হয় না । তিনি এ হাদীস এবং সিহাহ সিত্তায় উল্লেখিত আরো কয়েকটি হাদীসের উপর ভিত্তি করে ওযুর শুরুতে নিয়্যাত করা ফরয বলে মতপোষণ করেছেন ।

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে ওযুর পূর্বে তাসমিয়াহ অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরয নয় । ইহা সুন্নাত । কারণ খবরে ওয়াহিদ দ্বারা কোন কাজ ফরয প্রমাণিত হয় না । তাঁর মতে, ওযুর সময় তাসমিয়াহ অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরয হলে তায়াম্মুমেও তা ফরয হতো । কারণ তায়াম্মুমের ব্যাপারটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ । তায়াম্মুমে যেহেতু নিয়্যাত করা ফরয, কাজেই তাতে বিসমিল্লাহ পাঠ করাও অবশ্য ফরয হতো । অথচ তায়াম্মুমে তা ফরয নয় । তাঁর মতে হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ ঠিক আছে । কিন্তু এ হাদীস নফিয়ে কামাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ ওযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠ না করলে ওযুর পূর্ণতা লাভ হয় না । এর অর্থ এমন নয় যে, ঐ ওযু দ্বারা নামাযই আদায় করা যাবে না । ইসলামী শরীয়ায় এরুপ বহু উদাহরণ রয়েছে । যেমনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ (১) সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না , (২) ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে পেট ভরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে ,(৩) যার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই ইত্যাদি । এ সকল হাদীসে পরিপূর্ণতার অর্থ বহন করে অর্থাৎ পূর্ণ মুমিন নয় ।

উল্লেখিত হাদীসে বিসমিল্লাহ না পড়লে ওযু হয় না বলে যা উল্লেখ করা হয়েছে এর অর্থ পবিত্রতা অর্জন হয় না এমনটি নয় । বরং এর অর্থ হচেছ, পরিপূর্ণ সওয়াব এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ্টি লাভ হয় না যা মুমিন ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে ওযু করার কারণে কিয়ামতের দিন লাভ করবে ।

অনুরুপ ভাবে তিনি বিসমিল্লাহকে নিয়্যাত বলেও ব্যাখ্যা করেন না । তবে ওযুর পূর্বে নিয়্যাত করাকে তিনি সুন্নাত বলে মত পোষণ করেছেন । কারণ হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রতিটি কাজের ফলাফল নিয়্যাতের উপরই নির্ভর করে (সহীহ বুখারী) ।

ওযুর নিয়্যাত

নিয়্যাত এর আভিধানিক অর্থ হচেছ, মনের ইচছা বা সংকল্প । পারিভাষিক অর্থ হচেছ, আল্লাহর সন্তোষ্টি লাভের জন্যে কোন কাজ করার সংকল্প করা । নিয়্যাত হচেছ মনের কাজ, মুখের কাজ নয় । যে কোন ভাষায়ই নিয়্যাত করা যায় । আরবীতে নিয়্যাত করতে চাইলে এভাবে করা যায় ।

www.amarboi.org

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاِسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাওয়াজ্জাআ লিরাফয়িল হাদাসি ওয়া ইসতিবা-হাতাল লিস্‌সালা-তি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লা-হি তায়ালা ।

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করার, বিশুদ্ধভাবে সালাত আদায় করার এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ওযু করার নিয়্যাত করলাম ।

দু'হাতের কবজি ধৌত করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ احْفِظْ يَدِىْ مِنْ مَّعَاصِيْكَ كُلِّهَا

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আহ্‌ফিজ ইয়াদী মিম্ মা'সিকা কুল্লাহা- ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার হাতকে যাবতীয় গুনাহ থেকে হিফাযত কর ।

দু'হাতের কবজি ধৌত করার নিয়ম

প্রথমে দু'হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত । পানি যদি খোলা ভাবে তথা পুকুর ,নদী, খাল, বিল ইত্যাদিতে থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবে হাত কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে । পানি যদি কোন ছোট পাত্রে থাকে তাহলে প্রথমে বাম হাতে পাত্র ধরে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে ডান হাত তিনবার ধৌত করবে । এরপর ডান হাতে পাত্র ধরে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে বাম হাত তিনবার ধৌত করবে । পানি বড় পাত্রে থাকলে ছোট পবিত্র পাত্র দিয়ে পানি উঠায়ে নিবে । কোন অবস্থাতেই নাপাক হাত পাত্রের পানিতে ডুবানো যাবে না । পাত্রে হাত ডুবানোর পূর্বে যে কোন উপায়েই হউক হাতের নাপাকী ধৌত করে নিতে হবে ।

কুলি করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আ'নী তিলাওয়াতাল কুরআ-নি ওয়া জিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনী ই'বাদাতিকা ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাকে কুরআন তিলাওয়াত তোমার যিকর, শুকর এবং উত্তম ইবাদত করার ব্যাপারে সাহায্য কর ।

www.amarboi.org

নাকে পানি দেয়ার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِيْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِيْ رَائِحَةَ النَّارِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আরিহ্নী রা-ইহাতুল জান্নাতি ওয়া লা-তুরহিনী রাইহাতুন্ না-র ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাকে জান্নাতের সুগন্ধি প্রদান কর এবং জাহান্নাম এর দুর্গন্ধ থেকে হিফাযত কর ।

কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার নিয়ম

কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া সুন্নাত । প্রথমে তিনবার কুলি করবে । ডান হাতে মুখে পানি দিবে । রোযাদার না হলে তিনবারই মুখ ভরে পানি নিয়ে গরগরা করবে । এরপর তিনবার নাকে পানি দিবে । প্রত্যেকবারই নতুনভাবে পানি দিতে হবে । ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা অংগুলি দিয়ে নাক পরিস্কার করবে । নাকে পানি দেয়ার সময় নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে ।

মুখমন্ডল ধৌত করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা বাইয়্যিদ ওয়াজ্হী ইয়াওমা তাবইয়াদ্দু বুজু-হু ওয়া তাসওয়াদ্দু বুজু-হুন ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, যেদিন কারো চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কারো চেহারা মলিন হবে সেদিন তুমি আমার চেহারাকে ধবধবে উজ্জ্বল করিও ।

মুখমন্ডল ধৌত করার নিয়ম

মুখমন্ডল একবার ধৌত করা ফরয । আর তিনবার ধৌত করা সুন্নাত । ধৌত করার অর্থ হচেছ, অংগে এমন ভাবে পানি পৌঁছানো যাতে অংগ থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা নীচে গড়িয়ে পড়ে । কমপক্ষে দু'ফোঁটা পানি অংগ থেকে গড়িয়ে পড়তে হবে নতুবা ধৌত করা সাব্যস্ত হবে না ।

মুখমন্ডল অর্থাৎ কপালের উপরে যেখান থেকে স্বাভাবিক ভাবে মাথার চুল গজানো শুরু হয় সেখান থেকে নীচের দিকের থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের

www.amarboi.org

লতি থেকে অপর কানের লতির মধ্যবর্তী স্থানটি পানি দিয়ে তিনবার ধৌত করবে।

কান সংলগ্ন দাঁড়ি ও কানের মাঝখানে দাঁড়িবিহীন খালিস্থানটি মুখমন্ডলের অন্তর্ভূক্ত । দু'ঠোঁট বন্ধ করলে ঠোঁটের বহিরাংশ যা বাহির থেকে দেখা যায় তা মুখমন্ডলের অন্তর্ভূক্ত । এগুলো ধৌত করা ফরয ।

চোখের ভিতর পানি পৌঁছানো জরুরী নয় । মুখমন্ডল ধৌত করার সময় চোখ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে হবে । চোখ শক্ত ভাবে বন্ধ করে রাখলে চোখের বহিরাংশের সর্বত্র পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয় । তাই ওযু করার সময় চোখ শক্ত ভাবে বন্ধ করে রাখবে না।চোখের ভ্রু,চোখের পাতার কেশ, নীচ ঠোঁটের নীচের লোম, পাতলা দাঁড়ি ধৌত করা ফরয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী) । দাঁড়ি পাতলা হলে দাঁড়ির নীচের চামড়ায় পানি পৌঁছানো ফরয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী) । দাঁড়ি ঘন হলে দাঁড়ির নীচের চামড়ায় পানি পৌঁছানো কঠিন বিধায় পানি পৌঁছানো ফরয নয় । কেবল দাঁড়ি ধুয়ে ফেললেই চলবে । ঘন দাঁড়ি খিলাল করা সুন্নাত । মুখমন্ডলের সীমানার বাইরের দাঁড়ি ধৌত করা ফরয নয় (ফতোয়ায়ে শামী) । দাঁড়ি খিলাল করার নিয়ম হচেছ ঃ নীচের দিক থেকে দাঁড়ির মধ্যে অংগুলি ঢুকিয়ে উপরের দিকে টেনে আনা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । কারো গোঁফ যদি এমন ঘন ও লম্বা হয় যাতে ঠোঁটের চামড়া দেখা না যায়, সেক্ষেত্রে ওযু করার সময় চামড়ায় পানি পৌঁছানো ফরয নয় । এক্ষেত্রে গোঁফ ধুয়ে ফেলবে এবং খিলাল করবে । সমস্ত মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করা সুন্নাত ।

ডান হাত ধৌত করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا -

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আ'তিনী কিতা-বী বিইয়ামীনী ওয়া হা-সিব্নী- হিসা-বাইয়্যাসীরা- ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, (কিয়ামতের দিন) আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও এবং আমার হিসাব তুমি সহজ করে দিও ।

বাম হাত ধৌত করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ -

www.amarboi.org

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা লা-তু'তিনী কিতা-বী বিশিমা-লী ওয়া লা-মিউ ওয়ারা-ই জাহ্‌রী ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, (কিয়ামতের দিন) আমার বাম হাতে আমলনামা দিও না এবং আমার পিছন দিক থেকেও দিও না ।

ডান ও বাম হাত ধৌত করার নিয়ম

দু'হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা ফরয । আর তিনবার ধৌত করা সুন্নাত । প্রথমে বাম হাতে পানির পাত্র ধরে ডান হাতের উপর পানি ঢালবে । ডান হাত তিনবার ধৌত করবে । অতঃপর ডান হাতে পানির পাত্র ধরে বাম হাতে পানি ঢালবে । বাম হাত তিনবার ধৌত করবে । প্রত্যেকবার দু'হাত কনুইসহ ভাল করে ঘষে ঘষে ধৌত করবে । হাতে যদি এমন কোন আবরণ থাকে যার কারণে চামড়ায় পানি পৌঁছায় না তাহলে ওযু সহীহ্ হবে না । সূচেঁর মাথা পরিমাণ ওযুর জায়গা শুকনো থাকলে কিংবা নখে যদি মাটি বা অন্য কোন কিছু এমনভাবে লেগে থাকে যার কারণে মূল নখে পানি পৌঁছায় না তাহলে ওযু সহীহ্ হবে না । তবে যা পেশাগত কারণে দূর করা কঠিন সে অবস্থায় ওযর থাকার কারণে ওযু হয়ে যাবে । নখ বড় হয়ে অংগুলির মাথা ছাড়িয়ে গেলে সে নখ ধৌত করতে হবে । আংটি অংগুলির সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকলে আংটির নীচের চামড়ায় অবশ্য পানি পৌঁছাতে হবে ।

মাথা মাসেহ করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ ـ

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আজিল্লিনী তাহ্‌তা জিল্লি আরশিকা ইয়াওমা লা-জিল্লা ইল্লা জিল্লুহু ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ , সে দিন (কিয়ামতের দিন) আমাকে তোমার আরশের (রহমতের) ছায়া দান করিও; যেদিন তোমার (রহমতের) ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না ।

কান মাসেহ করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ـ

www.amarboi.org

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ্ আ'লনী মিনাল্লাজীনা ইয়াসতামিয়ূনাল ক্বাওলি ফাইয়াত্তাবিয়ূনা আহসানাহু ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাকে ঐ সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত কর যারা কথা শুনে ভাল কথার অনুসরণ করে ।

গরদান মাসেহ্ করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِيْ مِنَ النَّارِ –

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আ'তিক্ রাকাবাতী মিনান্ না-র ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার গরদানকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিও ।

মাথা, কান ও গরদান মাসেহ্ করার নিয়ম

মাসেহ এর আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর উপর হাত বুলিয়ে নেয়া । আর শরীআতের পরিভাষায় অংগ বিশেষে ভিজা হাত বুলিয়ে নেয়াকে মাসেহ বলা হয় ।

মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা ফরয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । হাতের তিন অংগুলি দিয়ে মাথা মাসেহ করা ওয়াজিব । দু'হাত ধৌত করার পর হাতের তালু যদি ভিজা থাকে এবং সে ভিজা হাত দিয়ে যদি মাথা মাসেহ করা হয় কিংবা নতুন পানি নিয়ে হাতের তালু ভিজিয়ে মাথা মাসেহ করা হয় তবে উভয় অবস্থায় জায়িয হবে । মাথা মাসেহ করার পর হাতের তালু যদি ভিজা থাকে তাহলে সে ভিজা হাত দিয়ে মুজা মাসেহ করা জায়িয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । টুপি , পাগড়ি এবং মেয়েদের উড়নার উপর মাসেহ করা জায়িয হবে না । মাথার সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে মাসেহ করা সুন্নাত । মাসেহ করার পদ্ধতি এই যে, বৃদ্ধ ও শাহাদাত অংগুলি আলাদা রেখে বাকী দু'হাতের তিন তিন অংগুলি মিলিয়ে অংগুলিগুলোর ভিতর দিক দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পিছন দিকের মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করতে হবে । তারপর দু'হাতের হাতুলির পিছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে মাথার তিন চতুর্থাংশ মাসেহ করবে । এরপর শাহাদাত অংগুলি দিয়ে কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধ অংগুলি দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে । তারপর দু'হাতের অংগুলিগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহ করবে । গলা মাসেহ করতে হবে না ।

www.amarboi.org

ডান পা ধৌত করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُوْلُ الْاَقْدَامُ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সাব্বিত ক্বাদামিয়া আ'লাস্ সিরা-ত্বি ইয়াওমা তাযূলুল্ আক্বদা-মু ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, পুলসিরাতের উপর আমার পা সুদৃঢ় রেখ, যেদিন (মানুষের) পা পিছলে যাবে ।

বাম পা ধৌত করার সময় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِىْ مَغْفُوْرًا وَّسَعْىِ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِىْ لَنْ تَبُوْرَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ্ আ'ল জুনুবী মাগফূরান ওয়া সায়ী মাশকূরান ওয়া তিজা-রাতী লাত্তাবূরা ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করে দাও, আমার চেষ্টা ও সাধনা কবূল কর এবং আমার আমলসমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর ।

টাকনুসহ দু'পা ধৌত করার নিয়ম

দু'পা টাকনুসহ একবার ধৌত করা ফরয । আর তিনবার ধৌত করা সুন্নাত । প্রথমে ডান পা তিনবার ধৌত করবে । অতঃপর বাম পা তিনবার ধৌত করবে । প্রত্যেকবার ডান হাত দিয়ে পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে ভাল ভাবে ঘষে ধৌত করবে । বাম হাতের ছোট অংগুলি দিয়ে উভয় পায়ের অংগুলি খিলাল করবে । প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠ অংগুলি থেকে খিলাল শুরু করবে । অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধ অংগুলি থেকে কনিষ্ঠ অংগুলি পর্যন্ত খিলাল করবে ।

ওযু শেষ হবার পর দু'আ

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরুপে ওযু করবে, অতঃপর কালিমা শাহাদাত পাঠ করবে, তার জন্যে জান্নাতের ৮(আট)টি দরজাই খুলে দেয়া হবে , সে উহাদের যে কোনটির ভিতর দিয়ে ইচেছমত প্রবেশ করবে ।

www.amarboi.org

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু- লা-শারীকা লাহু- ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু-ওয়া রাসূলুহ-। আল্লা-হুম্মাজ্ আ'লনী মিনাত্তাওয়াবীনা ওয়াজ্ আ'লনী মিনাল্ মুতাতাহ্হিরীন ।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল । হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত কর (সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী) ।

ওযু করার মাসনূন তরীকা

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিকাহর কিতাবসমূহে ওযু করার যে মাসনূন তরীকা বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

➢ প্রথমে মনে মনে নিয়্যাত করবে যে , আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, সওয়াব লাভের জন্য এবং নামায আদায়ের জন্য ওযু করছি ।

➢ অতঃপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে অপেক্ষাকৃত উচুঁ জায়গায় বসবে যেন ওযুর পানি ছিটা কাপড়ে কিংবা শরীরে না লাগে ।

➢ তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে ওযু শুরু করবে ।

➢ এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত ভালভাবে তিনবার ধৌত করবে । কবজি ধৌত করার সময় দু'আ পড়বে ।

➢ তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে গরগরাসহ তিনবার কুলি করবে । রোযাদার হলে গরগরা করবে না । মিসওয়াক করবে । মিসওয়াক না থাকলে শাহাদাত অংগুলি দিয়ে দাঁত পরিস্কার করে নিবে ।কুলি করার সময় দু'আ পাঠ করবে ।

➢ তারপর ডান হাত দিয়ে তিনবার উত্তমরূপে নাকে পানি দিবে এবং বাম হাতের অংগুলি দিয়ে নাক পরিস্কার করবে । প্রত্যেকবার নাকে নতুন করে পানি দিতে হবে । নাকে পানি দেয়ার সময় দু'আ পাঠ করবে ।

➢ তারপর দু'হাতের তালু একত্র করে পানি নিয়ে তিনবার সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করবে । দাঁড়ি ঘন হলে খিলাল করবে । মুখমন্ডল ধৌত করার সময় দু'আ পাঠ করবে ।

www.amarboi.org

➢ তারপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত উত্তমরুপে ধৌত করবে । প্রথমে ডান হাত এবং পরে বাম হাত তিন তিনবার করে ধৌত করবে । ডান হাত ও বাম হাত ধৌত করার সময় দু'আ পাঠ করবে । হাতে আংটি থাকলে তা নাড়াচাড়া করবে যাতে আংটির নীচে পানি পৌঁছে যায় ।

➢ এরপর দু'হাতের অংগুলি খিলাল করবে ।

➢ তারপর উভয় হাত ভিজিয়ে সমস্ত মাথা একবার করে মাসেহ করবে । মাসেহ করার নিয়ম এই যে, বৃদ্ধাংগুলি ও শাহাদাত অংগুলি পৃথক রেখে বাকী দু'হাতের তিন অংগুলি মিলিয়ে অংগুলিগুলোর ভিতরের দিক দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে মাথার উপরিভাগ দিয়ে টেনে এনে মাসেহ করবে । এরপর উভয় হাতের তালু দিয়ে মাথার উভয় পার্শ্বে পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে মাসেহ করবে । তারপর শাহাদাত অংগুলি দিয়ে কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধাংগুলি দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে এবং কনিষ্ঠাংগুলির অগ্রভাগ দিয়ে উভয় কানের ছিদ্র মাসেহ করবে । তারপর দু'হাতের অংগুলির পিঠ দিয়ে গরদান মাসেহ করবে । কিন্তু গলা মাসেহ করবে না । মাথা,কান ও গরদান মাসেহ করার সময় দু'আ পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর উভয় পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার করে উত্তমরুপে ধৌত করবে । ডান হাত দিয়ে পানি ঢালবে এবং বাম হাত দিয়ে পা মর্দন করবে । বাম হাতের কনিষ্ঠা অংগুলি দিয়ে ডান পায়ের কনিষ্ঠা অংগুলি থেকে খিলাল শুরু করে বৃদ্ধাংগুলিতে শেষ করবে । আর বাম পায়ের বৃদ্ধাংগুলি থেকে শুরু করে কনিষ্ঠা অংগুলি পর্যন্ত এসে শেষ করবে ।

➢ ওযু শেষ হবার পর ওযুর দু'আ পাঠ করবে ।

উল্লেখ্য যে, ওযুর অংগ প্রত্যংগ ধৌত করার সময় উপরে যে সব দু'আ পাঠের কথা বলা হয়েছে তা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় । হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের মতে ওযুর অংগ প্রত্যংগ ধৌত করার সময় এসকল দু'আ পাঠ করা উত্তম ।

ক্ষতস্থান ও ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা

➢ ওযুতে যে সকল স্থান ধৌত করা জরুরী সে সকল স্থান ব্যান্ডেজ করা থাকলে তার উপর মাসেহ করলেই চলবে ।

➢ ব্যান্ডেজের উপর আর এক ব্যান্ডেজ করা থাকলে তার উপরও মাসেহ করা জায়িয ।

www.amarboi.org

- ক্ষতস্থান কিংবা ফোঁড়ার উপর পানি ব্যবহার করলে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে ক্ষতস্থান কিংবা ফোঁড়ার উপর মাসেহ করলেই চলবে। মাসেহ করলেও যদি ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে মাসেহ করাও মাফ ।
- হাত পা কাটা বা ফাটার কারণে যদি তার উপর মলম বা ভেসলিন অথবা অন্য কোন ঔযধ লাগানো থাকে তাহলে তার উপর পানি ঢেলে দিলেই হবে। মলম বা ভেসলিন দূর করা জরুরী নয় । পানি দেয়াও যদি ক্ষতিকর হয় তাহলে মাসেহ করলেই হবে ।
- সমস্ত ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা ভাল । ব্যান্ডেজের বেশীর ভাগ অর্থাৎ অর্ধেকের বেশী মাসেহ করলেও ওযু হয়ে যাবে । আর যদি সমান অর্ধেক বা কম অর্ধেক মাসেহ করা হয় তাহলে ওযু হবে না (গুনইয়া) ।
- ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করার কোন সময় সীমাবদ্ধ নেই । যতদিন ব্যান্ডেজ খোলা সম্ভব না হবে ততদিন পর্যন্ত মাসেহ করা যাবে । ব্যান্ডেজ ওযু করার পর বাঁধা হউক বা বে ওযু অবস্থায় বাঁধা হউক ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা জায়িয হবে (মারাকিউল ফালাহ)।
- ক্ষতস্থান ভাল হবার পূর্বে পট্রি খুলে গেলে পূর্বের মাসেহ বাকী থাকবে, তবে পুনরায় ব্যান্ডেজ বেধেঁ নিবে । ব্যান্ডেজ খোলার কারণে মাসেহ বাতিল হবে না । ক্ষতস্থান ভাল হবার পর ব্যান্ডেজ খুলে ফেলা হলে নতুন করে ওযু করতে হবে না । শুধু ঐ স্থানটুকু ধৌত করেই নামায আদায় করতে পারবে (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া)।

যে সব জিনিসের উপর মাসেহ করা জায়িয নয়

- টুপির উপর ।
- মাথার পাগড়ি বা রুমালের উপর ।
- উড়নার উপর ।
- বোরকার উপর ।

ওযু থাকাবস্থায় ওযু করা

ওযু থাকাবস্থায় ওযু করা -এ মাসআলায় দু'টি মাযহাব রয়েছে । একদলের মতে ওযু থাকাবস্থায় ওযু করা সওয়াবের কাজ এবং প্রত্যেক নামাযের জন্যে স্বতনত্র ভাবে ওযু করাকে মুস্তাহাব বলে অভিহিত করেছেন, যদিও তার ওযু ভংগ না হয়ে থাকে । তাদের দলিল হচেছ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওযু থাকতে ওযু করবে তার জন্যে

www.amarboi.org

দশটি নেকী রয়েছে (সহীহ তিরমিযী) । এছাড়া হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য স্বতনত্র ভাবে ওযু করতেন, তিনি পবিত্র (ওযু অবস্থায়) থাকলেও করতেন এবং অপবিত্র (ওযুবিহীন অবস্থায়) থাকলেও করতেন (সহীহ তিরমিযী) ।

অপর দলের মতে, যেসব কাজ করতে ওযুর প্রয়োজন হয়, ওযু করার পর এরুপ ফরয, সুন্নাত বা নফল জাতীয় কোন ইবাদত করা না হয়ে থাকলে ওযু থাকাবস্থায় ওযু করা মাকরুহ । তবে ওযু করার পর ফরয, সুন্নাত বা নফল জাতীয় কোন নামায আদায় করা হয়ে থাকলে পুনরায় ওযু করা উত্তম । তাদের মতে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে ওযু কেবলমাত্র সে সময়ের জন্যে যখন ওযু করে ফরয, সুন্নাত বা নফল জাতীয় কোন নামায আদায় করা হয়ে থাকে ।

একই ওযুতে একাধিক নামায আদায় করা

যতক্ষণ ওযু ভংগ না হবে ততক্ষণ একই ওযু দিয়ে একাধিক নামায আদায় করা জায়িয আছে । হযরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্যে নতুনভাবে ওযু করতেন । তিনি মক্কা বিজয়ের দিন একই ওযু দিয়ে সব ওয়াক্তের নামায আদায় করলেন (সহীহ বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী) ।

উপরোক্ত হাদীসে একই ওযু দিয়ে একাধিক নামায আদায় করা যায় এটা শিক্ষা দেয়ার জন্যেই রাসলুল্লাহ (সাঃ) একই ওযু দিয়ে একাধিক নামায আদায় করেছেন বলে অনেকে মত পোষণ করেছেন। তবে প্রত্যেক নামাযের জন্যে নতুনভাবে ওযু করা মুস্তাহাব ।

ওযু ব্যতীত যা করা নিষেধ

- ওযু ব্যতীত সর্বপ্রকার নামায পড়া হারাম (বাদায়েউস সানায়ে)।
- কুরআন শরীফ এবং কুরআন শরীফের অংশ বিশেষ এমনকি একটি আয়াত হলেও তা বিনা ওযুতে স্পর্শ করা হারাম । কিন্তু কুরআন শরীফ যদি গিলাফ বা কোন কাপড়ে ঝড়ানো থাকে তাহলে তা স্পর্শ করা হারাম নয় (বাদায়েউস সানায়ে)।
- কোন কাগজ, কাপড়, প্লাষ্টিক, রেক্সিন প্রভৃতির টুকরায় কুরআনের কোন আয়াত লিখা থাকলে সে আয়াত স্পর্শ করাও হারাম ।

www.amarboi.org

- ওযু বিহীন নামাযের সিজদা করা, তিলাওয়াতে সিজদা করা, শোকরানার সিজদা করা হারাম (ফাতাওয়া ও মাসাইল) ।
- অমুসলিমদের জন্যে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়িয নয় (বাদায়েউস সানায়ে) ।
- বিনা ওযুতে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা হানাফী মাযহাব মতে মাকরুহ তাহরীমী । কারণ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা নামাযের মতই একটি ইবাদত । অন্যান্য মাযহাব মতে ওযু ব্যতীত তাওয়াফ করা হারাম । সেটা ফরয তাওয়াফ হউক বা নফল তাওয়াফ হউক (বাদায়েউস সানায়ে) ।

ওযু ব্যতীত যা করা জায়িয

- ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে মুখস্ত নিজে পড়া এবং অন্যকে পড়ানো জায়িয (ফতোয়ায়ে শামী) ।
- কুরআন শরীফ যদি গিলাফ অথবা কোন কাপড়ে মুড়ানো থাকে তাহলে তা স্পর্শ করা জায়িয (বাদায়েউস সানায়ে) ।
- অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা এবং স্পর্শ করা জায়িয ।
- ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআনের আয়াত লিখা জায়িয । তবে স্পর্শ করা হারাম ।
- যে সব তাফসীর গ্রন্থে কুরআনের আয়াতের চেয়ে তাফসীরের পরিমাণ বেশী তা ওযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা জায়িয ।
- দ্বীনী কিতাব যেমনঃ হাদীস, ফিকাহ ইত্যাদি ওযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা জায়িয (বাদায়েউস সানায়ে) ।
- মুদ্রাকর ও বাইন্ডারদের জন্যে ওযুবিহীন অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা (ওযরের কারণে) জায়িয । কারণ তাদের জন্যে সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকা কঠিন ।
- উল্লেখিত সকল অবস্থায় ওযু করে নেয়া মুস্তাহাব ও উত্তম ।

যে সব কারণে ওযু নষ্ট হয়

যে সব কারণে ওযু করতে হয় তাকে মুজেবাতে ওযু বলে এবং যে সব কারণে ওযু নষ্ট হয়ে যায় তাকে নাওয়াকেযে ওযু বলে । আসলে উভয় এক । কেননা যার কারণে ওযু করতে হয় তার বিদ্যমানতা ওযুকে নষ্ট করে । সুতরাং যে সব কারণে ওযু নষ্ট হয় এবং ওযু করতে হয় তা নিম্নরুপ ঃ

www.amarboi.org

১। প্রস্রাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে মলমূত্র, মযি,বায়ু ,ক্রিমি ইত্যাদি বের হলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

২। মলদ্বারের ভিতরের অংশ বেরিয়ে আসলে ।

৩। শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে, না গড়ালে ওযু ভংগ হবে না ।

৪। মুখ ভরে বমি করলে, বমি খাদ্য হউক বা পানি বা পিক হউক ।

৫। মুখ ভরে বমি না হলেও বার বার হলে এবং তার পরিমাণ মুখ ভরে হওয়ার সমান হলে ওযু নষ্ট হবে ।

৫। থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশী হলে ।

৬। ইস্তিহাযার রক্ত এলে ।

৭। পাগল হলে ।

৮। অজ্ঞান হলে ।

৯। মাদক দ্রব্য সেবন ইত্যাদির কারণে মাতাল হলে ।

১০। শুয়ে বা হেলান দিয়ে নিদ্রা গেলে ।

১১। জানাযা নামায ব্যতীত অন্য যে কোন নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে কিংবা উচচস্বরে কাঁদলে ওযুও ভংগ হবে, নামাযও ফাসিদ হয়ে যাবে ।

১২। রোগী শুয়ে শুয়ে নামায পড়তে ঘুমিয়ে গেলে ।

১৪। কোন মহিলার স্তনে ব্যথার কারণে দুধ ব্যতীত কিছু পানি বের হলে ওযু নষ্ট হবে ।

১৫। যে সব কারণে গোসল ফরয হয় সে সব কারণে ওযু অবশ্যই নষ্ট হবে । যেমন-হায়িয, নিফাস,বীর্যপাত প্রভৃতি ।

যে সব কারণে ওযু নষ্ট হয় না

১। লজ্জাস্থান দেখলে, স্পর্শ করলে কিংবা উলঙ্গ হলে (ফতোয়ায়ে শামী) । উলংগ হলে গুনাহ হবে বটে কিন্তু ওযু নষ্ট হবে না ।

২। আগুনে রান্না করা কোন বস্তু আহার করলে (তিরমিযী ও আবূ দাউদ) ।

৩। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ।

৪। ওযু করার পর নখ, চুল, দাঁড়ি, গোঁফ কাটলে (আল ফিকহুল ইসলামী) ।

৫। দেহের কোন স্থান থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে না পড়লে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।

৬। কোন অশ্লিল ছবি বা নারীর প্রতি তাকালে (বাহরুর রাইক) ।

৭। নামাযের মধ্যে ঘুমালে (বাদায়েউস সানায়ে) ।

www.amarboi.org

৮। প্রাপ্ত বয়স্ক লোক কোন কিছুতে হেলান না দিয়ে বসে বসে ঘুমালে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৯। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দিলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

১০। কোন ব্যথা ব্যতীত মহিলাদের স্তন থেকে দুধ বের হলে, কিংবা শিশুরা দুধ পান করলে (বাহরুর রাইক)।

১১। স্ত্রীর শরীরে স্পর্শ করলে কিংবা চুমা দিলে।

১২। কোন পরনারী-পুরুষ একে অপরকে স্পর্শ করলে(ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। এতে গুনাহ হবে বটে কিন্তু ওযু নষ্ট হবে না।

১৩। জানাযার নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত বা নামাযের বাইরে অট্টহাসি দিলে।

১৪। মিথ্যা কথা বললে, গালি দিলে, গীবত করলে ওযু নষ্ট হবে না তবে গুনাহ হবে।

১৫। দুর্গন্ধযুক্ত ঢেকুর দিলে।

১৬। কফ, কাশি বা থুথু বের হলে।

১৭। ওযুর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে ওযু নষ্ট হবে না।

১৮। জোঁক, মশা, মাছি বা ছারপোকা রক্ত পান করলে ওযু ভংগ হয় না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ওযুর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে করণীয়

ওযু করার সময় যদি কারো সন্দেহ হয় যে, অমুক জায়গা ধৌত করা হয়নি কিংবা কুলি করা হয়নি এবং এটা যদি অভ্যাসগত ব্যাপার না হয় তবে উপরোক্ত জায়গা ধৌত করে কিংবা কুলি করে নিতে হবে। আর যদি এরূপ সন্দেহ অভ্যাসগত ব্যাপারে পরিণত হয় তাহলে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। ওযুতে কোন অংগ ধৌত করা হয়নি বলে নিশ্চিত ধারণা জন্মিলে এবং অংগটি নির্দিষ্ট করতে পারলেই সেটি ধৌত করে নিবে আর নিশ্চিত হতে না পারলে শুধু বাম পাটি ধৌত করে নিবে।

ওযু করার কথা স্মরণ আছে, কিন্তু ওযু ভংগ হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে তাতে ওযু ভংগ হবে না। পূর্বের ওযু আছে বলে মনে করতে হবে এবং ঐ ওযু দিয়ে নামায আদায় করা সহীহ হবে। কারণ ফুকাহায়ে কিরামগণের মতে সন্দেহের দ্বারা ইয়াকীন দূরীভূত হয় না (ফতোয়ায়ে শামী)।

www.amarboi.org

মুজার উপর মাসেহ করার বিবরণ

ওযু করার সময় এক বিশেষ ধরনের মুজা পা থেকে না খুলে মুজার উপর এক বিশেষ পদ্ধতিতে মাসেহ করা অর্থাৎ পানির আদ্রতা পৌছানো জায়িয এবং তা হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত । প্রায় আশি জনেরও অধিক সাহাবী মুজার উপর মাসেহ করার হাদীস বর্ণনা করেছেন । বর্ণনাকারীদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশশারাও রয়েছেন । সুতরাং কেউ যদি মুজার উপর মাসেহ করার বৈধতা অস্বীকার করে তাহলে সে গোমরাহী বলে গণ্য হবে (ফতোয়ায়ে শামী) ।

মুজার উপর মাসেহ করার বিধানটি রুখসত অর্থাৎ ইচছাধীন । ওযুকারী ইচেছ করলে মাসেহ করতেও পারবে । আর ইচেছ করলে মুজার উপর মাসেহ না করে মুজা খুলে পা ধৌতও করে নিতে পারবে । তবে ধৌত করে নেয়া উত্তম (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । তবে মুজার উপর মাসেহ করার বৈধতাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না ।

যে সব মুজার উপর মাসেহ করা জায়িয

➢ মুজা চামড়া বা চামড়ার অনুরুপ বস্তু দ্বারা এমন ভাবে তৈরী হতে হবে যা পরিধান করে তিন/চার মাইল পথ একাধারে হাঁটা যায় এবং যা টাখনুসহ গোটা পা আবৃত করে রাখে । টাখনুর উপরিভাগ আবৃত থাকা শর্ত নয় । (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ কাপড়ের তৈরী মুজার উপর মাসেহ জায়িয হবার জন্যে শর্ত হচেছ , তা এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যা বিনা ফিতায় গায়ের সাথে আটকিয়ে থাকে এবং এমন ঘন মোটা হতে হবে যে, মুজার ভিতরে পায়ের চামড়া দেখা না যায় । আর এ মুজা পায়ের নলা পর্যন্ত হতে হবে । এমন মজবুত হতে হবে যে, তা পায়ে দিয়ে তিন চার মাইল হেঁটে যাওয়া যায় এবং এত ঘন হতে হবে যে, মুজার উপরে পানি দিলে তা পানি চুষতে না পারে এবং পানি নীচ পর্যন্ত পৌছতে না পারে । (ফাতওয়া ও মাসাইল) ।

➢ ইংরেজী বুট জুতার উপর মাসেহ করা জায়িয আছে যদি তা টাখনু পর্যন্ত আবৃত থাকে (ফাতওয়া ও মাসাইল)।

➢ পায়ের ছোট তিন আংগুল বা এর অধিক পরিমাণ ছেড়া ফাঁটা থাকলে অথবা ঐ পরিমাণ খুলে গেলে ঐ মুজার উপর মাসেহ করা জায়িয হবে না (তাতারখানিয়া)।

www.amarboi.org

➢ যে সব মুজা সুতা ,রেশম, নাইলন বা পশম দ্বারা প্রস্তুত করা হয় সে সব মুজার উপর মাসেহ করা জায়িয হবে না । বরং মুজা খুলে পা ধৌত করা ফরয ।

➢ পাগড়ী, বোরকা,নেকাব, হাত মুজা ইত্যাদির উপর মাসেহ করা জায়িয হবে না (ফাতওয়া ও মাসাইল)।

➢ গোসল ফরয হলে মুজায় মাসেহ করা চলবে না, বরং মুজা খুলে পা ধৌত করে নিতে হবে ।

➢ ওযু নষ্ট হলে পরবর্তী ওযুর সময় মুজার উপর মাসেহ করা কেবলমাত্র তখনই দুরস্ত হবে যদি পূর্ণ ওযু করার পর মুজা পরিধান করা হয়ে থাকে অথবা ওযুর জন্য পা ধৌত করে মুজা পরিধান করা হয়ে থাকে এবং অতঃপর ওযু নষ্ট হয়ে থাকে । এর পূর্বে মাসেহ জায়িয হবে না ।

মুজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ বা সময়কাল

মুজার উপর মাসেহ করার মেয়াদ মুসাফিরের জন্যে তিন দিন তিন রাত , আর মুকীমের জন্যে এক দিন এক রাত ।

যে ওযু করে মুজা পরিধান করা হবে সে ওযু ভংগ হবার সময় থেকে এই তিন দিন তিন রাত এবং এক দিন ও এক রাতের হিসাব ধরা হবে । যেমন কেউ আসরের সময় ওযু করে মুজা পরিধান করল, অতঃপর বিকাল পাচঁ ঘটিকায় ওযু ভংগ হল, তাহলে মুকীম পরের দিন পাঁচটা পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে । আর সফরের অবস্থায় মুসাফির তৃতীয় দিনের বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে । ছয়টা বেজে গেলে আর মাসেহ করতে পারবে না (তাতারখানিয়া)।

মুকীম অবস্থায় মাসেহ শুরু করেছিল এবং একদিন এক রাত পূর্ণ হবার পূর্বেই সফর আরম্ভ করল তাহলে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

সফরে থাকা অবস্থায় মাসেহ শুরু করেছিল, অতঃপর একদিন এক রাত পূর্ণ হবার পূর্বেই বাড়িতে চলে এসেছে, এমতাবস্থায় একদিন একরাত পর্যন্ত মাসেহ করতে পারবে। এর বেশী মাসেহ করতে পারবে না (তাতারখানিয়া)

মুজার উপর মাসেহ করার মাসনূন তরীকা

➢ উভয় হাতের আংগুলগুলো অব্যবহৃত পানিতে ভিজিয়ে নিবে।(মুজারউপরমাসেহ করার জন্য নতুন পানি অর্থাৎ অব্যবহৃত পানি নিতে হবে । মাথা

www.amarboi.org

মাসেহ করার পরও যদি হাতের তালু ভিজা থাকে তা দ্বারা মুজা মাসেহ জায়িয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

- অতঃপর আংগুলগুলো কিছুটা ফাঁক করে ডান হাতের আংগুলগুলো ডান পায়ের এবং বাম হাতের আংগুলগুলো বাম পায়ের পাতার অগ্রভাগে রাখবে,যেন সম্পূর্ণ মুজার উপর আংগুলগুলোর চাপ পড়ে (তাতারখানিয়া)।
- অতঃপর আংগুলগুলো ফাঁকা অবস্থায় রেখে আংগুলগুলো একটু চাপ সহকারে ক্রমশঃ পায়ের গিরার দিকে টেনে আনবে,যেন মুজার উপর ভিজা হাতের স্পর্শ অনুভুত হয় । সমস্ত হাত দিয়ে মাসেহ করা উত্তম (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।
- মাসেহ পায়ের উপরিভাগে করবে, নীচের দিকে নয় ।
- মাসেহ দু'পায়ের উপর মাত্র একবার করে করতে হবে ।

যে সব কারণে মুজা মাসেহ নষ্ট হয়

- যে সব কারণে ওযু নষ্ট হয়ে যায়, সে সব কারণে মুজার উপর মাসেহও নষ্ট হয়ে যায় । এঅবস্থায় ওযু করার পর পুনরায় মুজা মাসেহ করতে হবে ।
- কোন কারণে উভয় মুজা বা একটি মুজা খুলে ফেললে বা মুজা নিজে নিজে খুলে গেলে অথবা পায়ের অধিকাংশ খুলে গেলে বা বের হয়ে পড়লে মাসেহ নষ্ট হয়ে যায় । এরুপ অবস্থায় ওযু থাকলে শুধু পা ধুয়ে আবার মুজা পরিধান করে নিলেই চলবে । পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই ।
- মাসেহ করার সময়সীমা অর্থাৎ মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত,আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পূর্ণ হয়ে গেলে মাসেহ নষ্ট হয়ে যায়। এরুপ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পা ধৌত করে নিলেই হবে । পুনরায় ওযু করার প্রয়োজন নেই ।
- মুজা পরিধান অবস্থায় মুজার ভিতর পানি প্রবেশ করে পা সম্পূর্ণ বা পায়ের অর্ধেকের বেশী পরিমাণ ভিজে গেলে মাসেহ নষ্ট হয়ে যায় । এক্ষেত্রে ওযু থাকলে শুধুমাত্র পা ধৌত করে নিলেই হবে ।
- মাযুর ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওয়াক্ত চলে গেলে যেরুপ ওযু নষ্ট হয়ে যায় তদরুপ মাসেহ করলে ওয়াক্ত চলে গেলে মাসেহ নষ্ট হয়ে যাবে । তবে ওযু করার সময় এবং মুজা পরিধান করার সময় ওযর না থাকলে অন্যান্য সুস্থ লোকের ন্যায় সেও মাসেহ করতে পারবে (নূরুল ঈযা)।

www.amarboi.org

মুজার উপর মাসেহ্ করার বিবিধ মাসাইল

- মুজার উপর মাসেহ্ করার জন্য নতুন পানি অর্থাৎ অব্যবহৃত পানি নিতে হবে। মাথা মাসেহ্ করার পর যদি হাতের তালু ভিজা থাকে তা দ্বারা মুজা মাসেহ্ জায়িয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী পরিহিত মুজাদ্বয়ের প্রত্যেকটির উপরিভাগে কমপক্ষে হাতের তিন আংগুল পরিমাণ জায়গা মাসেহ করা অপরিহার্য শর্ত । হাতের আংগুল বলতে ক্ষদ্রতম আংগুলকে বুঝানো হয়েছে ।
- যদি কেউ এক আংগুল দিয়ে তিনবার মাসেহ্ করে তাহলে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে। তবে শর্ত হচেছ, প্রত্যেকবার নুতন পানি নিতে হবে । নুতন পানি না নিলে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না ।
- মুজার উপরিভাগে মাসেহ্ করতে হবে । মুজার নিম্নভাগে বা পশ্চাতভাগে বা প্রান্তদেশে অথবা টাখনুতে মাসেহ্ করলে মাসেহ্ দুরুস্ত হবে না ।
- তায়াম্মুমকারীদের জন্যে মুজার উপর মাসেহ্ করার প্রয়োজন নেই । গোসলের সময় মুজার উপর মাসেহ্ করা দুরুস্ত হবে না । পা ধৌত করা জরুরী ।
- পূর্ণ ওযূ করার পর মুজা পরিধান করলে অথবা ওযর জন্য পা ধৌত করে মুজা পরিধান করার পর ওযূ পূর্ণ করলে এর পর যদি ওযূ নষ্ট হয় তবে এ মুজার উপর মাসেহ করা জায়িয হবে । এর পূর্বে মাসেহ্ জায়িয নয় ।

রোগী বা মা'যুরের জন্যে ওযুর মাসাইল

- কারো শরীর হতে যদি অনবরত ওযূ ভংগকারী কোন কিছু বের হতে থাকে যেমন ঃ নাক দিয়ে অনবরত রক্ত বের হওয়া, কাটা স্থান থেকে অনবরত রক্ত বের হওয়া, পুজঁ বের হওয়া, ইস্তিহাযার রক্ত বের হওয়া ইত্যাদি এবং ওয়াক্তের মধ্যে এতটুকু অবকাশ না পায় যে ওযূ করে সে ওযুর সাথে ওয়াক্তের নামায আদায় করতে পারে তাহলে এমন ব্যক্তিকে মা'যুর বলা হয়।
- মা'যুর ব্যক্তির জন্যে শরীয়াতের বিধান হচেছ, প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তের জন্যে নতুন করে ওযু করতে হবে এবং সে ওযু দিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়াক্তের সর্বপ্রকারের নামায যেমনঃ ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল আদায় করতে পারবে এবং কুরআন তিলাওয়াত ও তিলাওয়াতে সিজদা করতে পারবে (ফতোয়ায়ে শামী) ।

www.amarboi.org

- ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে ওযু ভংগ হয়ে যাবে । পরবর্তী ওয়াক্তের জন্যে আবার নতুন করে ওযু করতে হবে । তবে যে কারণে সে মা'যুর হয়েছে সে কারণ ব্যতীত ওযু ভংগের অন্য কোন কারণ যদি ওয়াক্তের ভিতর পাওয়া যায় তাহলে ওযু ভংগ হয়ে যাবে এবং পুনরায় নতুন করে ওযু করতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী) ।
- মা'যুর ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের নামাযের জন্য ওযু করলে সূর্য উঠার পর সে ওযু ভংগ হয়ে যাবে । সূর্য উঠার পর কোন নফল নামায আদায় করতে চাইলে নতুন করে ওযু করতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী) ।
- সূর্য উঠার পর ওযু করলে সে ওযু দিয়ে যুহরের নামায আদায় করতে পারবে। আসরের ওয়াক্ত হবার সাথে সাথে ওযু ভংগ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে শামী) ।
- যুহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হবার পর যদি কারো শরীর থেকে রক্ত, পুজঁ ইত্যাদি বের হতে শুরু করে তবে যুহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে যথা নিয়মে ওযু করে নামায আদায় করবে । আর যদি রক্ত বন্ধ না হয় তবে শেষ ওয়াক্তে ওযু করে নামায আদায় করে নিবে । অতঃপর আসরের সম্পূর্ণ ওয়াক্ত যদি অনবরত এভাবে রক্ত বের হয় এবং পূর্ণ পবিত্রতার সাথে চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার সুযোগ পাওয়া না যায় তবে এ অবস্থায়ই আসরের নামায আদায় করবে । আসরের ওয়াক্ত অতিবাহিত হবার পর তার উপর মা'যুরের মাসআলা আরোপিত হবে। ইতিপূর্বে আদায়কৃত নামায সহীহ হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।
- যুহরের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা না করে কেউ যদি ওযু করে নামায আদায় করে এবং পরবর্তীতে ওযু করে নামায আদায় করা যাবে এ পরিমাণ সময় বাকী থাকতেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার উপর মা'যুরের হুকুম আরোপিত হবে না । ওযু করে পুনরায় যুহরের নামায আদায় করতে হবে ।
- মা'যুর ব্যক্তি ঈদ বা চাশতের নামাযের ওযু দিয়ে যুহরের নামায আদায় করতে পারবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।
- মা'যুর ব্যক্তির রক্ত, পুজঁ ইত্যাদি যদি এক দিরহামের বেশী পরিমাণ কাপড়ে লেগে যায় এবং এরুপ মনে হয় যে, নামায আদায় শেষ করার পূর্বে আবার লেগে যেতে পারে তাহলে সেই রক্ত বা পুঁজ ধৌত না করেই নামায আদায় করা জায়িয হবে । আর যদি মনে হয় যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে রক্ত

www.amarboi.org

লাগবে না তাহলে সেই রক্ত বা পুজঁ ধৌত করে নেয়া ওয়াজিব । অথবা পাক কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী) ।

➢ মা'যুর ব্যক্তি ওযু করতে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করবে । ওযুর ক্ষেত্রে যে সকল মাসআলা রয়েছে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য(ফতোয়ায়ে শামী) ।

➢ ওযুর কোন অংগ কেটে বা ফেটে গেলে ওযরের কারণে কেবল পানি ঢেলে দিলেই হবে, মর্দন করার প্রয়োজন নেই । যদি পানি ঢালতেও অপারগ হয় তাহলে ঐ জায়গা বা পট্রির উপর কেবল মাসেহ করবে । মাসেহ করতেও অসুবিধা হলে ঐ জায়গা বা পট্রি খালি রেখে চার প্বার্শ ধৌত করে নিবে ।

২নং অধ্যায় ঃ
গোসলের বিবরণ

গোসলের গুরুত্ব

গোসলের আভিধানিক অর্থ হচেছ ধৌত করা । ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় গোসলের অর্থ হচেছ ,শরীআতের নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী পবিত্রতা লাভের জন্যে পাক পানি দিয়ে সমস্ত শরীর উত্তমরুপে ধৌত করা ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা জুনুব (বিশেষ অপবিত্র) হও (অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস কর) তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে (অর্থাৎ গোসল করবে) -সূরা মায়িদাঃ ৬ ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চার কারণে গোসল করতেন ঃ (১) নাপাকীর কারণে, (২) জুমুআর দিনে, (৩) শিংগা লওয়ার কারণে ও (৪) মৃত ব্যক্তিকে গোসলদানের কারণে (আবূ দাউদ) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামাযে যায়, তখন সে যেন গোসল করে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে আবশ্যক সে যেন অন্তত প্রত্যেক সাত দিনের মধ্যে একদিন গোসল করে এবং তাতে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

www.amarboi.org

গোসলের প্রকারভেদ

গোসল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিভিন্ন হাদীসের ব্যাখ্যায় ফকীহগণ গোসলকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন । যথাঃ

(১) ফরয গোসল,

(২) ওয়াজীব গোসল,

(৩) সুন্নাত গোসল ও

(৪) মুস্তাহাব গোসল ।

যে সব কারণে গোসল ফরয হয়

➢ যৌন উত্তেজনার সাথে অথবা হস্ত মৈথুন অথবা অন্যকোন কারণে বীর্যপাত হলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ স্ত্রী সহবাস করলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ স্বামীর লিংগের শুধু অগ্রভাগ অর্থাৎ খৎনার স্থানটুকু স্ত্রীর গুপ্তাংগে প্রবেশ করালে(এতেকোন বীর্যপাত না হলেও গোসল করা ফরয হবে)(ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ স্বপ্নদোষের পর যদি বীর্যপাত ঘটে । স্বপ্নে কিছু দেখুক বা না দেখুক বীর্যপাত হলেই গোসল ফরয হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। আর যদি বীর্যপাত না ঘটে তাহলে খারাপ কোন কিছু দেখা বা কর্মের কারণে গোসল ফরয হবে না ।

➢ মহিলাদের হায়েয (মাসিক ঋতু) বন্ধ হবার পর (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ নিফাসের (সন্তান ভূমিষ্টের পর রক্ত নিঃসরণ) পর ।

➢ পুরুষের লিংগ কোন মানুষের গুহ্যদ্বার দিয়ে প্রবেশ করালে । নিজের স্ত্রী হউক বা অন্য নারী হউক বা পুরুষ হউক । বীর্য বের হউক বা না বের হউক উভয়ের উপর গোসল করা ফরয হবে । এ ধরনের কাজ করা জঘন্যতম পাপ ।

যে সব কারণে গোসল ফরয হয় না

➢ স্বামী স্ত্রী যদি লিংগ ও যোনি মিলিত করে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করিয়েই পৃথক হয়ে যায় এবং বীর্যও বের না হয় তাহলে গোসল ফরয হবে না ।

www.amarboi.org

- কোন রোগ বা আঘাতের কারণে যদি বিনা উত্তেজনায় বীর্য বের হয় তাতে গোসল ফরয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- মযী বা অদী বের হলে গোসল ফরয হয় না।
(ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- ঘুম থেকে উঠে যদি খারাপ স্বপ্নের কথা স্বরণ থাকে কিন্তু কাপড়ে বা শরীরে বীর্যের কোন চিহ্ন দেখা না যায় তাহলে গোসল ফরয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- মেয়েদের ইস্তিহাযার রক্ত বের হলে গোসল ফরয হয় না ।

যখন গোসল করা ওয়াজীব

- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া জীবিত মুসলমানদের উপর ওয়াজীব ।
- কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ কালে যদি সে নাপাক থাকে তাহলে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ওয়াজিব ।

যখন গোসল করা সুন্নাত

- জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পূর্বে গোসল করা ।
- দুই ঈদের দিনে নামাযের পূর্বে গোসল করা ।
- হজ্বে ও ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা ।
- হজ্বের দিন আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হয়ে দুপুরের পর গোসল করা ।

যখন গোসল করা মুস্তাহাব

- পরিষ্কার পরিচছন্নতার জন্য প্রতিদিন গোসল করা ।
- ইসলাম গ্রহণ করার জন্য গোসল করা, যদি শরীর সম্পূর্ণ পাক অবস্থায় থাকে ।
- শবে বরাতের রাত্রে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে গোসল করা (তাতারখানিয়া)।
- শবে কদরের রাত্রে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে গোসল করা (তাতারখানিয়া)।
- মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ শহরে প্রবেশ করার সময় গোসল করা ।
- হজ্বের তাওয়াফের জন্য গোসল করা ।
- হজ্বের সময় মিনায় কংকর মারার জন্য গোসল করা ।
- মুযদালিফায় ওকুফ করা সময় ১০ই যিলহজ্ব সুবহে সাদিকের পর গোসল করা ।
- সূর্যগ্রহণ , চন্দ্রগ্রহণ এবং ইস্তিস্কার নামায আদায়ের জন্য গোসল করা ।

www.amarboi.org

- ➢ সফর হতে বাড়ী পৌঁছে গোসল করা ।
- ➢ সালাতুল খাওফ,সালাতুত তাওবার নামায আদায়ের জন্য গোসল করা ।
- ➢ মৃত্যুদন্ডের হুকুম হলে গোসল করা ।
- ➢ মস্তিস্ক বিকৃতি ও সংজ্ঞাহীনতা দূর হওয়ার পর গোসল করা ।
- ➢ কোন দ্বীনি মাহফিল বা অনুষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে এবং নতুন পোশাক পরিধান করার পূর্বে গোসল করা ।
- ➢ শিংগা লওয়ার পরে গোসল করা ।

গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের ফরয তিনটি ।যথাঃ

১। গরগরার সহিত কুলি করা ।কিন্তু রোযাদার হলে গরগরা করা যাবে না ।

২। নাকে পানি দেয়া ।নাকের নরম স্থান অর্থাৎ যে স্থান পর্যন্ত অংগুলি প্রবেশ করে সে স্থান পর্যন্ত পানি দ্বারা উত্তমরূপে পরিস্কার করা ।রোযাবস্থায় অবশ্য সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে ।

৩। সর্বশরীরে পানি প্রবাহিত করা যেন শরীরের একটি পশমও শুষ্ক না থাকে। সুতরাং নাভি, কানের পেঁচ, নাক, বোগল, কানের গহনার ছিদ্র, চুলের বেনী ও আংটির নীচের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উক্ত স্থানগুলোতে পানি পৌঁছে । স্ত্রীলোকের পক্ষে চুলের বেনী না খুলে মাথায় পানি পৌঁছালেই চলবে ।তবে পুরুষের মাথায় বেনী থাকলে তা খুলতে হবে ।

গোসলের সুন্নাতসমূহ

১। গোসলের নিয়্যাত করা ।

২। গোসলের শুরুতে উভয় হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা ।

৩। অতঃপর পেশাব পায়খানার রাস্তা ধৌত করা ।

৪। তারপর শরীরের অন্য কোন স্থানে নাপাকী থাকলে তা ধৌত করা ।

৫। নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করা কিন্তু পা ধৌত করতে হবে না ।

৬। সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো ।

গোসলের মুস্তাহাবসমূহ

১। এমন স্থানে গোসল করা যেন মানুষের নজরে না আসে ।

২। পাক জায়গায় গোসল করা ।

৩। বসে গোসল করা ।

www.amarboi.org

৪। উচু স্থানে দাঁড়িয়ে গোসল করা ।

৫। গোসলের সময় কথাবার্তা না বলা ।

৬। সতর ঢেকে গোসল করা । আড়াল স্থান হলে উলংগ হয়ে গোসল করা জায়িয, তবে মুস্তাহাবের খিলাফ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। খোলা জায়গায় উলংগ হয়ে গোসল করা জায়িয নেই ।

৭। উলংগ হয়ে গোসল করলে ক্বিবলামুখী হয়ে গোসল না করা ।

৮। গোসলের সময় পানির অপচয় না করা । প্রয়োজন অনুযায়ী পানি খরচ করা ।

৯। গোসলের সময় প্রথমে ডান দিক পরে বাম দিক ধৌত করা ।

১০। গোসলের পর রুমাল বা যে কোন কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলা ।

গোসলের নিয়্যাত

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ –

উচচারণ ঃ নাওয়াইতুল গুসলা লিরাফই'ল জানাবাতি ।

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করার জন্যে গোসল করার নিয়্যাত করলাম ।

ফরয গোসল করার মাসনূন তরীকা

➢ প্রথমে মনে মনে গোসলের নিয়্যাত করবে যে, আমি পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে গোসল করছি ।

➢ অতঃপর বিসমিল্লাহ পড়ে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে এবং আংগুলসমূহ খিলাল করবে ।

➢ অতঃপর লজ্জাস্থান ধৌত করবে যাতে নাপাক থাকলে তা ধুয়ে যায় ।

➢ অতঃপর শরীরের কোথাও কোন নাপাক জিনিস থাকলে তা ধৌত করবে ।

➢ মিসওয়াক করবে । মিসওয়াক আগেও করা যায় ।

➢ অতঃপর পা ধৌত করা ব্যতীত নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করবে । গোসল করার পূর্বে ওযু করা সুন্নাত ।

➢ অতঃপর তিনবার করে সর্বশরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং প্রয়োজনে সাবান ব্যবহার করে শরীরের ময়লা পরিস্কার করবে । প্রত্যেক অংগ তিনবার করে ধৌত করবে । এক অংগ শুকানোর পূর্বে অন্য অংগ ধৌত করবে ।

www.amarboi.org

- কান,নাভিতে ভাল করে পানি পৌঁছাতে হবে । এছাড়া চুল, দাঁড়ি, গোঁফ,ও ভ্রুর নীচের চামড়ায় অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে।
- বদ্ধ স্থানে গোসল করলে প্রথমবার শরীরে পানি প্রবাহিত করার পর এবং সাবান ব্যবহার করা হলে শরীর ধৌত করার পর পায়ে পানি ঢেলে সে স্থান থেকে অন্যত্র সরে গিয়ে সে স্থানে পানি ঢেলে দিবে যাতে নীচে পতিত ময়লা ও নাপাক ধুয়ে যায় । অতঃপর দ্বিতীয়বার শরীরে পানি প্রবাহিত করে পূর্বের ন্যায় পায়ে ও মাটিতে পানি ঢেলে দিবে । অতঃপর তৃতীয়বার শরীরে পানি প্রবাহিত করে গোসল পূর্ণ করবে ।
- গোসলের পর কাপড় দ্বারা শরীর মুছে নিবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী)।
- উলংগ হয়ে গোসল করা ভাল নয় । উলংগ হয়ে গোসল করলে ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মূলতঃ এমনভাবে গোসল করতে হবে যাতে শরীরে কোন নাপাক থাকার আশংকা না থাকে এবং সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছে। কোন স্থান শুকনো থাকলে ফরয গোসল আদায় হবে না ।

গোসলের পর পৃথকভাবে ওযু করা প্রসংগে

গোসল পূর্ণ হবার পর নামায বা অন্য কোন ইবাদতের জন্য ওযু করার প্রয়োজন নেই ।কারণ গোসলের মাধ্যমেই ওযুর সমস্ত ফরযআদায় হয়ে গিয়েছে ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের পর আর (নতুনভাবে) ওযু করতেন না (সহীহ তিরমিযী)। তবে গোসল করার পর যদি ওযু ভংগের কোন কারণ পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই ওযু করতে হবে ।

গোসলের সময় চুলের খোঁপা এবং অলংকারের হুকুম

- মেয়েদের চুলের খোঁপা খোলা ব্যতীত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছালে খোঁপা বা চুলের বেনী খোলার প্রয়োজন নেই । তবে চুল যদি খুব ঘন হয় অথবা খোঁপা এমন শক্ত করে বাঁধা হয় যে, তা না খুললে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছাবে না, তাহলে তা খুলতেই হবে ।
- চুল যদি খোলা হয় তাহলে সব চুল ভিজানো এবং গোড়া পর্যন্ত ভালো করে পানি পৌঁছাতে হবে যেন একটি চুলও শুকনো না থাকে ।

www.amarboi.org

- পুরুষ লোক যদি লম্বা চুল রাখে এবং মেয়েদের মতো খোঁপা বাঁধে বা এমনিতেই একত্রে বেঁধে রাখে, তাহলে খুলে প্রত্যেক চুল এবং তার গোড়ায় পানি পৌঁছাতে হবে ।
- দাঁড়ি, গোঁফ ও ভ্রুর নীচের চামড়ায় অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে ।
- এটে থাকা অলংকার যেমন আংটি, গলাবন্দ প্রভৃতি এবং ঐসব অলংকার যা ছিদ্র করে পরা হয়, যেমন নাকের বালি, কানের রিং বা দুল ইত্যাদি নাড়িয়ে চাড়িয়ে তার নীচে পানি পৌঁছাতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী)।

ফরয গোসল না করে যে সব কাজ করা যায় বা যায় না

- যার উপর গোসল ফরয হয়েছে তার জন্যে কুরআন তিলাওয়াত করা হারাম। তা এক আয়াতই হউক বা বেশী হউক ।
- কুরআন শরীফের কেবল ঐসব আয়াত তিলাওয়াত করা জায়িয আছে যার মধ্যে হামদ, তাসবীহ এবং দ'ুআ আছে । এছাড়া অন্যান্য অজিফা পড়া, আল্লাহর যিকির করা, ইস্তিগফার জায়িয আছে ।
- দু'আর নিয়্যাতে সূরা ফাতিহা এবং দু' আ কুনূত পাঠ করা জায়িয আছে ।
- কোন মহিলা যদি শিক্ষিত হন এবং কাউকে কুরআন শিক্ষা দেন, হায়িয অবস্থায়ও তিনি কুরআন শিখাতে পারেন । তবে সম্পূর্ণ আয়াত এক নিঃশ্বাসে না পড়ে থেমে থেমে আয়াতকে ভেংগে পড়াতে হবে । বানান করে পড়ানোও তার জন্য জায়িয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী)।
- যার উপর গোসল করা ফরয হয়েছে তার জন্যে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ও লেখা হারাম । অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকারা ওযুবিহীন অবস্থায় প্রয়োজনে কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- যদি টাকা পয়সা বা নোটের মধ্যে অথবা তাবীজ বা কোন কাগজের প্লেট ইত্যাদির মধ্যে কুরআনের কোন পূর্ণ আয়াত লিখা থাকে তবে তা জানাবাত অর্থাৎ অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা জায়িয নয় (ফতোয়ায়ে শামী)। তবে আয়াতের উপরে কোন আবরণ থাকলে স্পর্শ করা জায়িয ।
- জানাবাত অবস্থায় অর্থ্যাৎ ফরয গোসল না করে নামায আদায় করা, সিজদায়ে শুকুর আদায় করা হারাম ।
- মসজিদে প্রবেশ করা হারাম । তবে বিশেষ প্রয়োজনে এবং ওযর থাকলে জায়িয আছে ।

www.amarboi.org

➢ মসজিদের রুম হতে বের হবার পথ যদি মসজিদের ভিতর দিয়ে হয় এবং তা ব্যতীত অন্য কোন পথ না থাকে অথবা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় রাত্রে স্বপ্নদোষ হয় তখন সাথে সাথে তাইয়াম্মুম করে মসজিদ থেকে বের হয়ে গোসল করবে । (মসজিদ থেকে তাইয়াম্মুম করে বের হওয়া মুস্তাহাব)।

➢ মসজিদের বারান্দা, দরওয়াজা এবং ছাদ মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত । মাদ্রাসা, ঈদগাহ মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয় । সুতরাং সে সকল স্থানে ফরয গোসল না করে যাওয়া নিষিদ্ধ নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ ফরয গোসল আদায় না করে এবং হায়িয ও নিফাস অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা হারাম ।

➢ ফরয গোসল ব্যতীত এবং হায়িয ও নিফাস অবস্থায় কবর যিয়ারত করা জায়িয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ জানাবাত অবস্থায় হাত মুখ ধুয়ে এবং কুলি করে খানাপিনা করা জায়িয (ফতোয়ায়ে শামী) । হাত মুখ না ধুয়ে এবং কুলি না করে খানাপিনা করা মাকরুহ । অবশ্য হায়িয নিফাস অবস্থায় তা মাকরুহ নয় (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ অন্য ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ জানাবাত অবস্থায় স্পর্শ করা জায়িয আছে তবে মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ জানাবাত ও হায়িয নিফাস অবস্থায় কুরআন শরীফের দিকে তাকানো মাকরুহ নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ জানাবাত অবস্থায় রোযা রাখা জায়িয । কারণ রোযার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয় । তবে নামায পড়া হারাম।কেননা নামাযের জন্য পবিত্রতাশর্ত । হায়িয নিফাস অবস্থায় নামায পড়া ও রোযা রাখা হারাম । পবিত্র হওয়ার পর রোযা কাযা করতে হবে- কিন্তু নামায কাযা পড়তে হবে না ।

যে সব পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয

➢ নদ, নদী, খাল, বিল, সমুদ্র, বৃষ্টি, ঝরণা, পুকুর, কুপ, টিউবওয়েল ইত্যাদির পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয ।

➢ প্রবাহিত পানির মধ্যে মৃত জীব জন্তু,শরাব ইত্যাদি নাপাক বস্তু পতিত হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবাহিত পানির রং,স্বাদ ও ঘ্রাণ এর যে কোন একটি পরিবর্তিত না হবে পানি ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হবে না । এ পানি দিয়ে ওযু গোসল জায়িয ।

www.amarboi.org

➢ স্থির পানি অধিক হলে এর কোন এক প্রান্তে অপবিত্র বস্তু পতিত হলে এর কারণে সমুদয় পানি অপবিত্র হবে না । সুতরাং অপবিত্র বস্তুটি যদি দৃশ্যমান হয় তবে সকলের নিকট ঐ স্থান অপবিত্র হয়ে যাবে এবং ঐ স্থান থেকে চার পাচঁ হাত পরিমাণ দূরে সরে ওযু করতে হবে । আর অপবিত্র বস্তু যদি অদৃশ্যমান হয় তাহলে যে কোন স্থান এমনকি অপবিত্র বস্তুর পতিত স্থান হতেও ওযু করা জায়িয আছে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ পানির মধ্যে যদি গাছের পাতা পতিত হয়ে পানির রং স্বাদ ও ঘ্রাণ পরিবর্তিত হয়ে যায় তাহলে হানাফী মাযহাবের মতে উক্ত পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়িয হবে ।

➢ কোন খালে বা নহরে যদি অপবিত্র বস্তু পড়ে এবং এর কাছ থেকে অংগুলী ভরে পানি তুলে নেয় তবে ঐ পানি দ্বারা ওযু করা জায়িয হবে যদি পানির রং,স্বাদ ও ঘ্রাণে কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হয় (কাযী খান)।

➢ ছোট হাউজের পানি যদি অপবিত্র হয় কিন্তু এর মধ্যে যদি এক দিক দিয়ে পবিত্র পানি আসে এবং অপর দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যায় তবে প্রবাহমান অবস্থায় হাউযের পানি পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং এ পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ গোসলখানার হাউযের পানিতে যদি কোন অপবিত্র বস্তু পতিত না হয় তাহলে হাউযের পানি পবিত্র । এ পানি দিয়ে ওযু গোসল জায়িয ।

➢ জাফরান,গোলাপ ও হলদে রং মিশ্রিত পানি যদি পাতলা থাকে এবং পানি পরিমাণে বেশী হয় তাহলে ঐ পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়িয হবে ।

➢ পানিতে কাদা মাটি, চুনা, সুরকি পতিত হওয়ায় অথবা পানি দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকায় পানির রং যদি পরিবর্তিত হয়ে যায় তবুও ঐ পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়িয হবে । পানির সাথে মাটি মিশ্রিত থাকলে সে পানি দিয়ে ওযু জায়িয হবে । তবে শর্ত হল পানি তরল থাকতে হবে ।

যে সব পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয নেই

➢ নারিকেল, তরমুজ, শসা, কাকড়, খিরা, বাংগি, গোলাপ ইত্যাদির পানি, শরাব, সিরকা জাতীয় তরল পদার্থ, কলাগাছের পানি ইত্যাদি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয নেই (ফতোয়ায়ে কাযীখান)।

➢ সাবানের পানি ও লবনের পানি দ্বারা ওযু গোসল করা জায়িয নেই ।

➢ প্রবাহিত পানির মধ্যে মৃত জীব জন্তু,শরাব ইত্যাদি নাপাক বস্তু পতিত হয়ে যদি প্রবাহিত পানির রং,স্বাদ ও ঘ্রাণ এর যে কোন একটি পরিবর্তিত হয়ে

www.amarboi.org

যায় তবে সে পানি দ্বারা ওযু গোসল শুদ্ধ হবে না (ফতোয়ায়ে আলামগীরী)।

- প্রবাহিত পানির রং ,স্বাদ ও ঘ্রাণ এ তিনটির কোন একটি পরিবর্তিত হয়ে গেলে সে পানি অপবিত্র বলে গণ্য হবে। এ অপবিত্র পানির সাথে পবিত্র পানি মিশ্রিত হয়ে যতক্ষণে তা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না আসবে ততক্ষণ তা অপবিত্র থাকবে । স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হলে পবিত্র বলে গণ্য হবে ।
- কোন খালে বা নহরে যদি অপবিত্র বস্তু পড়ে এবং এতে পানির রং,স্বাদ ও ঘ্রাণে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাহলে সে পানির কাছ থেকে অংগলী ভরে পানি তুলে নিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয নেই ।
- কারো হাতে যদি নাপাকী থাকে এবং এ অবস্থায় সে তার হাত হাউযের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় তাহলে হাউযের পানি যদি আবদ্ধ পানি হয় তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে । এ পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয হবে না ।
- নাপাক কূপের পানি দিয়ে ওযু গোসল করা জায়িয নেই ।
- জাফরান,গোলাপ ও হলদে রং মিশ্রিত হয়ে পানি যদি গাঢ় ও লাল রং ধারণ করে তবে এর দ্বারা ওযু গোসল জায়িয হবে না (কাযী খান)।
- সাধারণত পানির সাথে যদি কোন পবিত্র তরল পদার্থ মিশ্রিত হয় যেমন ঃ সিরকা, দুধ বা কিসমিস ভেজানো পানি ,আর এর কারণে যদি তাকে পানি বলা না চলে তবে তার দ্বারা ওযু গোসল জায়িয হবে না ।
- ব্যবহৃত পানি (মায়ে মুস্তামাল) পবিত্র । কিন্তু তা অন্যকে পবিত্র করতে পারে না । তাই ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওযু গোসল জায়িয নেই ।

ফরয গোসল বিলম্বে করা প্রসংগে

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি অথবা কুকর অথবা গোসল ফরয অবস্থায় কোন জুনূবী ব্যক্তি থাকে সে ঘরে আল্লাহ্ পাকের রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না (আবূ দাউদ)।

জুনূবী ব্যক্তি অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে, তার নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে গোসল করলে সে গুনাহ্গার হবে না । বিলম্বের কারণে সে বাক্তির উপর ওযু করাও ওয়াজিব হবে না অর্থাৎ গোসল বিলম্ব হলে তাকে ওযু করে থাকতে হবে এটা জরুরী নয়। ওযু করে নেওয়া ভাল । তবে জুনূবী ব্যক্তি যদি নাপাক অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেয় যে, এক ওয়াক্ত নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়, যেমন ঃ ফজরের ওয়াক্ত চলে গেল অথচ সে গোসল করে

www.amarboi.org

সঠিক সময়ে নামায আদায় করল না, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং এ ঘরে আল্লাহর রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করবে না । সে ব্যক্তি ফিরিশতাদের আগমন এবং বরকত হতে বঞ্চিত হবে । এটাই হাদীসের মর্মার্থ ।

ফরয গোসল করতে বিলম্ব হলে ওযু করে নেয়া উত্তম । এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন জুনূবী অবস্থায় থাকতেন এবং কোন কিছু খাওয়ার অথবা ঘুমানোর ইচছা করতেন তখন তিনি নামাযের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিতেন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

ফরয গোসল না করে মানুষের সাথে মেলামেশা করা জায়িয আছে । হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন মদীনার এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর সাথে আমার সাক্ষাত হল । আমি তখন জুনূবী ছিলাম । তাই আমি একটু পিছনে সরে গেলাম । আমি গিয়ে গোসল করে তার কাছে ফিরে আসলাম । তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবূ হুরায়রা, তুমি কোথায় ছিলে ? আমি উত্তর দিলাম, আমি তো জুনুবী ছিলাম । তাই এ অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে উঠাবসা করা আমি খারাপ মনে করলাম । তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ সুবহানাল্লাহ, মুমিনতো এমন অপবিত্র হয় না (যে, সে কারো সাথে মেলামেশাও করতে পারবে না) (আবূ দাউদ)।

গোসলের বিবিধ মাসাইল

➢ যদি কেউ গোসলের সময় কুলি করতে ভুলে যায় কিন্তু পরে মুখভরে পানি পান করল তাহলে গোসল হয়ে যাবে , আর যদি এমনভাবে পানি পান করে যে পূর্ণ মুখে পানি পৌঁছেনি তাহলে গোসল হবে না । কেউ গোসলের পূর্বে ভাল করে কুলি করেছিল কিংবা মুখভরে পানি পান করেছিল কিন্তু গোসলের সময় কুলি করেনি তবে গোসল হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ নখ বা শরীরের যে কোন অংগে আঠা লেগে শক্ত হয়ে গেলে কিংবা চুনা বা মোম লেগে থাকলে গোসল হবে না । শরীরের যে কোন অংগে যদি এমনভাবে মাছের আঁশ আটকে থাকে যে তার নীচে পানি পৌঁছবে না তবে গোসল হবে না ।

➢ মশা মাছির বিষ্ঠা যদি শরীরে থাকে এবং তার নীচে পানি না পৌঁছে তবুও গোসল হয়ে যাবে। কেননা এ থেকে বেঁচে থাকা কষ্টসাধ্য (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ পা বা শরীরের কোন স্থান ফেটে যাওয়ায় যদি মোম, চর্বি বা এ ধরনের

www.amarboi.org

শক্ত কোন বস্তু ঢুকিয়ে রাখে এবং এমতাবস্থায় তাতে পানি না পৌঁছে তবুও গোসল হয়ে যাবে (মুনিয়াতুল মুসাল্লী)।

- ➢ গোসলের পরে যদি দেখা যায় কোন স্থান শুকনো রয়েছে, তবে অন্য স্থানের পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিলে গোসল হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে শামী)।
- ➢ কেউ যদি গোসলের পূর্বে ওযু না করে তাহলে গোসলের পর আলাদা করে ওযু করার প্রযোজন নেই । কেননা গোসলে ঐসব অংগই ধৌত করা হয়েছে যা ওযুতে ধৌত করা ফরয ছিল । সে জন্যে গোসলের সাথে ওযুও হয়ে গেছে ।
- ➢ জুনূবী ব্যক্তির জন্য ওযু করার পূর্বে ঘুমানো বা স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে কোন দোষ নেই । তবে ওযু করে নেয়া উত্তম । একই পাত্র থেকে পুরুষ ও মহিলার গোসল করাতে কোন দোষ নেই (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- ➢ জুনূবী ব্যক্তি গোসল করার পূর্বে পানাহার করতে পারবে । তবে হাত, মুখ ধৌত করে ও কুলি করে নেয়া উত্তম (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৩নং অধ্যায় ঃ
তায়াম্মুমের বিবরণ

তায়াম্মুমের অর্থ

তায়াম্মুম অর্থ ইচছা বা সংকল্প করা । শরীয়াতের পরিভাষায় ওযু কিংবা গোসল অপরিহার্য হলে এবং পানি না পাওয়া গেলে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিসের সংকল্প করা অর্থাৎ পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিস দিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মুখমন্ডল ও দুই হাত কনুইসহ মুছে ফেলার ব্যবস্থাকে তায়াম্মুম বলে ।

তায়াম্মুমের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আগমন করো অথবা তোমরা স্ত্রী সহবাস করো, আর এ অবস্থায় পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং উহা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাতে মাসেহ করবে । আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চাহেন না । বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চাহেন ও তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চাহেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সূরা মায়িদা ঃ ৬) ।

www.amarboi.org

এছাড়া সূরা নিসা-র ৪৩ নম্বর আয়াতেও তায়াম্মুম সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ হুকুম দেয়া হয়েছে । উপরন্ত বহু হাদীসের মাধ্যমে তায়াম্মুমের বৈধতা প্রমাণিত ।

তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা একমাত্র উম্মাতে মুহাম্মাদীরই একক বৈশিষ্ট্য । আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এ সুযোগ কেবলমাত্র উম্মাতে মুহাম্মদীকেই দান করেছেন , অন্য কোন নবীর উম্মাতের জন্য তায়াম্মুমের দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ ছিল না ।

তায়াম্মুমের বিধানের ইতিকথা

হযরত ইবনে সা'দ (রাঃ) হযরত মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ হিজরীতে যখন বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় (ইসলামের ইতিহাসে একে মুরাইসিয়া যুদ্ধও বলে), সে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে আমরা বাইদা বা যাতুল জাইশ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করি । এ স্থানে আমার গলার হার হারিয়ে যায় এবং সেই হার তালাশ করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানেই রাত্রিযাপন করার ইচছা ব্যক্ত করেন এবং রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর সাথে সাহাবায়ে কিরামদেরও উক্ত স্থানেই রাত্রিযাপন করতে হলো । কিন্তু সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না বিধায় সকলেই অস্থির হতে লাগলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর নিকট এসে অভিযোগ করে বললেন, আপনি লক্ষ্য করছেন কি যে, হযরত আয়েশা (রা ঃ) স্বয়ং রাসূলুল্লাহ(সাঃ) -কে এবং আমাদের সকলকে এমন স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য করেছেন যেখানে পানির কোন নাম নিশানা পর্যন্ত নেই । হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,আব্বাজান হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন উক্ত অভিযোগ শুনে রাগান্বিত অবস্থায় আমার নিকট এলেন, ঠিক সেই মূহুর্তে রাসূলে কারীম (সাঃ) আমার উরুতে মাথা রেখে ঘুমাচিছলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, মা, তুমি কাফেলার সকলের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাড়ালে ? তোমার জন্যই সকলে পানিহীন স্থানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছেন । এ ছাড়া আরো যা কিছু বলার বললেন এবং তিনি আমাকে খোঁচা মারতে লাগলেন । আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করলাম না । এমতাবস্থায় রাত্রি প্রভাত হলো এবং ঐ প্রভাতেই তায়াম্মুমের বিধান সম্বলিত পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ন হয় । তায়াম্মুমের নির্দেশ পাওয়ার পর কাফেলার সহযাত্রীরা পানির ব্যবস্থা না হওয়ায় ওযূ করার পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করেন । উক্ত সমস্যার সহজ সমাধান

www.amarboi.org

পাওয়ার কারণে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । এমন কি হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলে উঠলেন, হে আবূ বকরের গোত্র, তায়াম্মুমের হুকুম অবতরণই আপনাদের প্রথম বরকত (অবদান) নয় । অর্থাৎ এর পূর্বেও আপনাদের উসিলায় উম্মাতে মুহাম্মাদী বিবিধ বিষয়ে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছেন ।

কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, যারা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর গলার হার তালাশ করতে গিয়েছিলেন পথিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে যাওয়ায় পানি না পাওয়ার কারণে তাঁরা বিনা ওযুতেই নামায আদায় করে নিয়েছিলেন । এরপর রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর নিকট এসে বিনা ওযুতে নামায আদায় করার কথা জানালেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ন হয় ।

যে সব কারণে তায়াম্মুম করা বৈধ

- এক মাইল এলাকার ভিতরে যদি পানি পাওয়া না যায় কিংবা পানির অবস্থান নেই বলে প্রবল ধারণা হয় ।
- এমন রোগাক্রান্ত হওয়া যে রোগে পানি ব্যবহার করলে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে ।
- প্রচন্ড শীত হওয়া যে শীতে পানি ব্যবহার করলে মৃত্যু বা বিকলাংগ কিংবা অসুখ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে ।
- পানি প্রাপ্তির পথ নিরাপদ না হওয়া, অর্থাৎ পানি সংগ্রহের পথে যদি কোন হিংস্র প্রাণী অথবা শত্রু থাকে ।
- পানির স্বল্পতার কারণে যদি পিপাসার্ত হওয়ার আংশকা থাকে ।

তায়াম্মুমের ফরযসমূহ

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি । যথা ঃ

১। নিয়্যাত করা ঃ অর্থাৎ পবিত্রতা লাভের নিয়্যাত করা অথবা এমন কোন ইবাদতের নিয়্যাত করা যা ওযু গোসল ব্যতীত জায়িয হয় না ।

২। সমস্ত মুখমন্ডল একবার মাসেহ করা ।

৩। দুই হাত কনুইসহ মাসেহ করা ।

তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ

তায়াম্মুমের সুন্নাত ৭টি । যথা ঃ

১। বিসমিল্লাহ পাঠ করে মাটিতে হাত মারা ।

www.amarboi.org

২। উভয় হাত পাক মাটিতে রেখে হাত কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর করা ।
৩। এর পর উভয় হাত পিছনের দিকে টেনে আনা ।
৪। মাটিতে হাত মারার সময় আংগুলগুলো খোলা রাখা ।
৫। মাসেহর পূর্বে উভয় হাত ঝেড়ে নেয়া ।
৬। মাসেহর সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ।অর্থাৎ প্রথমে মুখমন্ডল,এরপর ডান হাত, এরপর বাম হাত মাসেহ করা ।
৭। এক অংগের পর অন্য অংগ বিরতিহীনভাবে মাসেহ করা ।

যে সব বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয

➢ মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয । যে বস্তু আগুনে পুড়ে ছাই বা ভস্ম হয় না অথবা গলেও যায় না , নরমও হয় না তা মাটি জাতীয় বস্তু (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ পবিত্র মাটি, ধুলা, বালি, কাঁচা পাকা ইট, পাথর চুনা, দেয়ালে লাগানো চুনা, কাঁচা বা পাকা দেয়াল, যে কোন ধরনের পাথর ইত্যাদি দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয (বাহরুর রাইক)।

➢ পাথরের মধ্যে কোন ধুলা বালি থাকা শর্ত নয় । ধৌত করা মসৃণ পাথর দ্বারাও তায়াম্মুম করা জায়িয আছে (ফতোয়ায়ে কাজীখান)।

যে সব বস্তু দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয নেই

➢ মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু নয় এমন কোন জিনিস দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয নেই ।

➢ যে সব বস্তু পোড়ানোর দ্বারা ছাই হয়ে যায়, যেমনঃ কাঠ, ঘাস ইত্যাদি অথবা আগুনের তাপে গলে যায় বা নরম হয়ে যায় যেমনঃ লৌহ, পিতল, তামা, শীশা, কাচঁ, প্লাষ্টিক,স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ পাথর বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপরে যদি এমন কোন জিনিসের প্রলেপ থাকে যা মাটি জাতীয় নয়,যেমনঃ রং,আটা ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম জায়িয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ স্বর্ণ, রৌপ্য, লবন, কর্পূর, নেপথুলিন, মেশক, আম্বর ইতাাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়িয নেই (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ মাটিতে পেশাব, পায়খানা পড়ে তা শুকিয়ে গেলে ঐ মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না (ফতোয়ায়ে কাজীখান)।

www.amarboi.org

পানি ও মাটি পাওয়া না গেলে করণীয়

কোথাও যদি এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যে, সে স্থানে ওযু করার জন্য পানি বা তায়াম্মুম করার জন্য মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর কোনটাই পাওয়া না যায় অথবা কোন কারণে পানি ও মাটি ব্যবহারে সক্ষম না হয় তবে ওয , তায়াম্মুম এবং নামাযের নিয়্যাত ব্যতীতই মুসাল্লীর ন্যায় রুকু সিজদা ইত্যাদি সহ নামাযের আহকামগুলো আদায় করে নিবে এবং পরে পানি ও মাটি পাওয়া গেলে অথবা ঐ মা'যুর ব্যক্তিকে ওযু ও তায়াম্মুম করিয়ে দেওয়ার লোক পাওয়া গেলে তখন পবিত্রতা অর্জন করে নামায কাযা আদায় করে নিবে ।

তায়াম্মুমের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফয়িল হাদাসি ওয়া ইস্তিবা হাতাল লিস্‌সালা-তি ওয়া তাক্বাররুবান ইলাল্লা-হি তায়ালা ।

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করার, বিশুদ্ধভাবে সালাত আদায় করার এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের জন্যে তায়াম্মুম করার নিয়্যাত করলাম ।

তায়াম্মুম করার মাসনূন তরীকা

➢ প্রথমে তায়াম্মুমের নিয়্যাত করতে হবে । নিয়্যাত আরবীতে না করে বাংলায় করলেও হবে ।অর্থাৎ মনে মনে এই ইচছা করবে যে,আমি পবিত্রতা হাসিলের জন্যে তায়াম্মুম করছি অথবা অমুক ইবাদতের জন্য তায়াম্মুম করছি।

➢ অতঃপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে দুই হাত মাটি বা মাটি জাতীয় জিনিসের উপর লাগায়ে হাত কিছুটা সামনের দিকে অগ্রসর করে পিছনের দিকে টেনে আনবে এবং আংগুলগুলো খোলা রাখবে যেন ভালভাবে হাতের মধ্যে মাটি লাগে।

➢ তারপর হাত মাটি থেকে উঠিয়ে উভয় হাতের বৃদ্ধাংগুলের পিঠ একটি অপরটির সাথে এমনভাবে মারবে যেন ধুলা বালি ঝরে পড়ে যায় ।

www.amarboi.org

- অতঃপর উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মুখমন্ডল অর্থাৎ চুলের গোড়া থেকে থুতনির নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত একবার মাসেহ করতে হবে ।
- এরপর অনুরুপ ভাবে দুই হাত পুনরায় মাটিতে লাগাবে ।
- অতঃপর বাম হাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অংগুলিকে একত্র করে এবং তর্জনী ও বৃদ্ধাংগুলিকে পৃথক রেখে প্রথম তিন অংগুলির পেট ও হাতলী দ্বারা ডান হাতের পিঠের দিকের অংগুলিসমূহের মাথা হতে কুনুই পর্যন্ত একবার মাসেহ করতে হবে । অতঃপর তর্জনী ও বৃদ্ধাংগুলির পেট দ্বারা ডান হাতের পেটের দিকে কনুই হতে অংগুলিসমূহের মাথা পর্যন্ত একবার মাসেহ করতে হবে । মাসেহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, একচুল পরিমাণ স্থানও যেন বাকি না থাকে । হাতের তালুর দিক মাসেহ করা জরুরী নয় । কেননা তা মাটিতে মারা হয় এবং তা-ই যথেষ্ট (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- এরপর উপরোক্ত নিয়মে ডান হাত দিয়ে বাম হাত একবার মাসেহ করতে হবে ।
- এরপর উভয় হাতের অংগুলি খিলাল করবে ।

তায়াম্মুম নষ্ট হবার কারণসমূহ

- যে সমস্ত কারণে ওযু নষ্ট হয়, সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায় ।
- যে সমস্ত ওযরের কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল সে সমস্ত ওযর দূর হলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- যে সমস্ত কারণে গোসল ফরয হয়, সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয় ।
- পানি দেখা গেলে এবং পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায় ।

তায়াম্মুমের বিবিধ মাসাইল

- কোন ব্যক্তি যদি তায়াম্মুম করার সময় এমন কোন ইবাদতের নিয়্যাত না করে যা ওযু বা গোসল ব্যতীত সহীহ হয় না অথবা নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাত না করে তাহলে সে তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করতে পারবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী, শামী ও মারাকীল ফালাহ)।
- এমন অসুস্থ ব্যক্তি যে নিজে তায়াম্মুম করতে পারে না, অন্য কোন ব্যক্তি তাকে তায়াম্মুম করিয়ে দিচ্ছে এ ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তিকেই নিয়্যাত করতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

➢ তায়াম্মুমের অংগগুলো মাসেহ করার জন্য মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর দু'বার উভয় হাত মারবে । একবার উভয় হাত মেরে পূর্ণ মুখমন্ডল এবং আর একবার উভয় হাত মেরে কনুইসহ দু'হাত মাসেহ করবে (হিদায়া ও ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ যদি কোন ব্যক্তি একবার মাটিতে হাত মারার দ্বারাই সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ওউভয় হাত মাসেহ করে নেয় তাহলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে না(ফতোয়ায়ে কাজীখান)।

➢ মুখমন্ডল বা কনুই ও তালু সহ উভয় হাতের কোন অংশে একচুল পরিমাণ স্থানেও যদি মাসেহ না পৌঁছে তাহলে তায়াম্মুম সহীহ হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ হাতের কবজি কাটা ব্যক্তি তায়াম্মুমের সময় হাতের অবশিষ্ট অংশ মাসেহ করবে । যদি ঠিক কনুই বরাবর কাটা থাকে তাহলে শুধু কর্তিত স্থানে মাসেহ করবে আর যদি কনুই এর উপর থেকে হাত কাটা থাকে তাহলে মাসেহ করতে হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ পানি এক মাইলের ভিতরে রয়েছে জানা সত্তেও যদি কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নেয় তাহলে সে ব্যক্তির তায়াম্মুম সহীহ হবে না এবং তার দ্বারা নামায সহীহ হবে না (বাদায়েউস সানায়ে)।

➢ পানি এক মাইল বা তার চেয়েও দূরে রয়েছে বলে যদি জানা থাকে তখন তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা জায়িয, যদিও তায়াম্মুমকারীর পক্ষে এক মাইল বা তার চেয়ে বেশী দূরে গিয়ে ওযু করে ওয়াক্তের ভিতরে নামায আদায় করা সম্ভব হয় (বাদায়েউস সানায়ে)।

➢ এক মাইলের ভিতরে পানি আছে কি নাই তা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকলে এবং এক মাইলের ভিতরে না থাকার ধারণাই প্রবল হলে, এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা জায়িয হবে (বাদায়েউস সানায়ে)।

➢ নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাচেছ এমন সময় যদি সংবাদ পাওয়া যায় যে পানি এক মাইলের ভিতরেই আছে ; কিন্তু এ মূহূর্তে সেখানে গিয়ে পানি দ্বারা ওযু করতে গেলে নামাযের সময় হয়তো থাকবে না । এক্ষেত্রেও তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না, বরং সেখানে গিয়ে ওযু করতেই হবে এবং নামাযের সময় চলে গেলে কাযা আদায় করে নিবে (বাদায়েউস সানায়ে)।

➢ আশে পাশে লোক থাকা সত্বেও পানির সন্ধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা না করে কেবল অনুমানের ভিত্তিতে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না। কোন ব্যক্তি নামায শুরু করার পূর্বে নিকটবর্তী কাউকে পানি সম্পর্কে

www.amarboi.org

জিজ্ঞাসা করেছিল এবং এক মাইলের ভিতরে পানি নেই দৃঢ়ভাবে এ ধারণা করে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে নিল । তারপর কেউ এসে সংবাদ দিল যে, পানি নিকটেই ছিল তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ জানাযার নামায যদি শুরু হয়ে যায় এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির জন্য ওযু বা গোসল করা অপরিহার্য হয় কিন্তু ওযু গোসল করতে গেলে জানাযার নামায সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে বলে ধারণা হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির জন্য পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে জানাযায় শরীক হওয়া জায়িয আছে । তবে যদি ওযু গোসল করে এসে জানাযার একটি তাকবীরও পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না । উল্লেখ্য যে, ঐ ব্যক্তি যদি মৃতের ওলী হন তাহলে তার জন্যে তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না । কারণ ওলীর জন্য জানাযাকে বিলম্ব করা যেতে পারে ।

➢ ঈদের জামাআত আরম্ভ হবার সময় যদি কোন ব্যক্তির ওযু বা গোসলের প্রয়োজন হয় কিন্তু ওযু গোসল করে জামাআতে শরীক হতে পারবে না বলে আশংকা হয় তাহলে সে ব্যক্তির জন্যে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে ঈদের নামায পড়া জায়িয আছে ।

➢ যে সকল নামাযের কাযা বা বদল আছে সেগুলোর জন্য পানি থাকাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না। জুমুআর নামাযের জামাআতে শরীক হবার জন্য পানি থাকাবস্থায় ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না । কারণ জুমুআর নামাযের পরিবর্তে রয়েছে যুহরের নামায ।

➢ কারো যদি গোসল ফরয হয় তাহলে ওযু ও গোসলের জন্য পৃথক নিয়্যাত করে দু' বার তায়াম্মুম করা জরুরী নয় । তায়াম্মুম একবারই করতে হবে (আহসানুল ফাতাওয়া)।

➢ যদি কোন তায়াম্মুমকারী নামাযরত অবস্থায় পানি ব্যবহারের সামর্থ লাভ করে তাহলে তার তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যাবে এবং নামাযও ভংগ হয়ে যাবে (গুনীয়াতুল মাতামাল্লী)।

➢ নামাযের ওয়াক্ত আসার পূর্বে তায়াম্মুম করে নেয়া জায়িয । এক তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরয ও নফল নামায আদায় করা জায়িয (হিদায়া)।

www.amarboi.org

৪নং অধ্যায় ঃ
নামাযের (সালাতের) বিবরণ

সালাতের অর্থ

সালাত শব্দের অর্থ দু'আ করা, ক্ষমা চাওয়া, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, আল্লাহর গুণগান করা, অনুগ্রহ করা, তাসবীহ্ পড়া, দরুদ পড়া ইত্যাদি । সালাত শব্দটি আল্লাহর পক্ষ হতে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, অনুগ্রহ বা করুণা করা । যেমনঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সালাত পড়েছেন এর অর্থ হচেছ, তিনি তাঁর বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন । সালাত যদি বান্দার পক্ষ হতে নবী করীম (সাঃ) এর উপর পড়া হয় তখন এর অর্থ হয়, দরুদ ও সালাম পড়া । যেমনঃ তোমরা নবীর প্রতি সালাত পড় । এর অর্থ হচেছ, নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করা। সালাত যদি বান্দার পক্ষ হতে আল্লাহর জন্যে করা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা, তাসবীহ্ পাঠ করা, আল্লাহর গুণগান করা, নামায আদায় করা ইত্যাদি । নামায হচেছ ফারসী শব্দ যা সালাতের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় ব্যাপক প্রচলিত শব্দ । শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হচেছ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশিত এক বিশেষ পদ্ধতিতে আল্লাহর গুণগান করা যাতে রুকু, সিজদা এবং কতকগুলো বিশেষ দু'আ ও নিয়ম কানুন রয়েছে ।

নামায ফরয হবার ইতিকথা

হযরত আদম (আঃ) হতে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত যত নবী- রাসূল এ পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের সকলের শরীয়াতেই সালাত তথা নামাযের বিধান ছিল । তবে তাঁদের সালাতের মধ্যে রুকু সিজদা ছিল কিনা এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে । আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী খৃষ্টানগণ একাকী নামায আদায় কালে শুধু সিজদার মাধ্যমে নামায আদায় করতেন। আর জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে রুকুর মাধ্যমে করতেন। তবে পূর্ববর্তী নবী- রাসূলগণের উপর আমাদের মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল না । ওলামায়ে কিরামগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মি'রাজের পূর্বে দুই ওয়াক্ত নামায অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে দুই রাকআত এবং সূর্যাস্তের পূর্বে দুই রাকআত আদায় করতেন । এ নামায তিনি ফরয হিসেবে আদায় করেছেন

www.amarboi.org

কিনা এ বিষয়েও মতভেদ রয়েছে । এছাড়া তিনি তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন । পরবর্তীতে নবুয়্যতের দশম বছরে মি'রাজ রজনীতে পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। এরপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের সময় সীমা এবং নামায আদায়ের পদ্ধতি পূর্ণাংগভাবে শিক্ষা দিয়েছেন । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামায পূর্ববর্তী সকল নবী রাসূলগণের নামাযের পূর্ণাংগ রুপ। কেননা পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের উম্মতগণ যে নিয়মে নামায আদায় করেছেন, এর সব কিছু আমাদের নামাযে সন্নিবেশিত রয়েছে । এমনকি পূর্ববর্তী নবীগণ যে যে ওয়াক্তে নামায আদায় করছেন তার সব ক'টি নামায আদায় করা আমাদের উপর ফরয করা হয়েছে ।

হযরত মা আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, ফজরের নামাযের সময় হযরত আদম (আঃ) এর তাওবা কবূল হলে তিনি আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় স্বরুপ দুই রাকআত নামায আদায় করেন,এটা হল ফজরের নামায ।যুহ্রের সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে কুরবানীর জন্য পেশ করার পর তা কবূল হলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) চার রাকআত নামায আদায় করেন । এটা হল যুহরের নামায। হযরত উযায়ের (আঃ)কে একশ বছর পর পুনরায় জীবিত করা হলে তিনি চার রাকআত নামায আদায় করেন । এটা হল আসরের নামায । মাগরিবের নামাযের সময় হযরত দাউদ (আঃ)কে ক্ষমা করা হলে তিনি চার রাকআত নামায আদায় শুরু করেন । পরে অধিক ক্রন্দনের ফলে নামায শেষ করতে অক্ষম হয়ে তিনি তিন রাকআত আদায় করেন. । এ হল মাগরিবের নামায । আর ইশার নামায আমাদের নবী করীম (সাঃ)ই সর্বপ্রথম আদায় করেন (তাহাবী)। শামী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ইশার নামায হযরত ইউনুস (আঃ) আদায় করেছেন ।

আসল কথা হল,পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণ বিভিন্ন সময় আল্লাহ পাকের নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে যে নামায আদায় করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এগুলোকে সমষ্টিগতভাবে বিশেষ নিয়ামত হিসেবে উম্মতে মুহাম্মাদীকে প্রদান করেছেন ।পাচঁ ওয়াক্ত নামায এ উম্মতেরই বৈশিষ্ট । অন্য কোন নবী- রাসূলগণের শরীআতে সমষ্টিগতভাবে এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান ছিল না ।

নামাযের ফযীলত

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, নামায সকল অশ্লিল ও নির্লজ্জ কাজ হতে বিরত রাখে (সূরা আনকাবূতঃ ৪৫) ।

www.amarboi.org

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আচছা বলতো, যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি নহর থাকে, আর তাতে সে দৈনিক পাচঁ বার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে কি ? তাঁরা উত্তর করলেনকোন ময়লাই থাকবেনা ।অতঃপর রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বললেন,এরুপ উদাহরণ পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের । পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের দ্বারা আল্লাহ পাক (নামাযীর) পাপসমূহ মা'ফ করে দেন । অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাচঁ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে তার পাপসমূহ শরীরের ময়লার ন্যায় মুছে যায় (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ পাচঁ ওয়াক্ত নামায, আল্লাহ তায়ালা ফরয করেছেন । যে ব্যক্তি উত্তমরুপে ওযু করবে, সঠিক সময় নামায আদায় করবে, নামাযের রুকনসমূহ ও একাগ্রতাকে পরিপূর্ণ করবে, তার জন্যে আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাকে মাফও করে দিবেন । আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্যে আল্লাহ পাকের কোন প্রতিশ্রুতি নেই । ইচেছ করলে তিনি তাকে মা'ফ করে দিতে পারেন, আর ইচেছ করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন (মিশকাত) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাত্রে নামায আদায় করে কিন্তু ভোরে উঠে চুরি করে । নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ শীঘ্রই নামায তাকে উহা হতে বিরত রাখবে (মিশকাত) ।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে আল্লাহ তায়ালা তাকে পাঁচটি সম্মান দান করবেন ঃ (১) রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন, (২) কবরের আযাব মাফ করে দিবেন, (৩) কিয়ামতের দিন আমলনামা তার ডান হাতে প্রদান করবেন, (৪) পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুতের মত পার করে দিবেন এবং (৫) তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিবেন ।

ইসলামে নামাযের গুরুত্ব

ইসলামের স্তম্ভ বা ভিত্তি হচেছ পাচঁটি । যথাঃ ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত । ঈমানের পর নামায হচেছ প্রধান স্তম্ভ এবং ইসলামের প্রধান ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত । নামায প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম নর নারীর উপর ফরযে আইন । কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত ; এ ব্যাপারে কোন প্রকারের দ্বিমত নেই । যে ব্যক্তি নামাযের ফরযকে অস্বীকার করবে সে কাফির হয়ে যাবে । নামায এমন একটি ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর বান্দা বা

www.amarboi.org

গোলাম এ কথাটির বহিঃপ্রকাশ ঘটে । পবিত্র কুরআনের ৮২ জায়গায় নামাযের আদেশ করা হয়েছে । এছাড়া অসংখ্য হাদীস রয়েছে নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ -

অর্থাৎ বলুন, আমার বান্দাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন নামায কায়িম করে (সূরা ইব্রাহীম - ৩১)।

হযরত জাবির(রাঃ) বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ বান্দার ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হচেছ নামায (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে, তা হলো নামায । সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে (তিরমিযী) ।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নামায তরক করল অর্থাৎ ছেড়ে দিল সে যেন কুফরী করল ।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নিজ প্রশাসকদের নিকট লিখলেন, আমার নিকট আপনাদের সমস্ত কার্য্যের মধ্যে নামাযই হলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ । যে উহার হিফাযত করেছে এবং যথাযথভাবে রক্ষা করেছে, সে তার দ্বীনকে রক্ষা করেছে । আর যে উহাকে বিনষ্ট করেছে, সে উহা ব্যতীত অপরগুলির পক্ষে আরো অধিক বিনষ্টকারী সাব্যস্ত হবে । অতঃপর তিনি নামাযের সময়সূচী বর্ণনা করে দেন (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)।

নামায ছেড়ে দেয়ার পরিণাম

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন নামায প্রসংগে বললেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের হিফাযত করবে উহা কিয়ামতের দিন তার জন্যে জ্যোতি হবে । আর যে উহার হিফাযত করবে না তার জন্যে উহা জ্যোতি হবে না । কিয়ামতের দিন সে কারুন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সহিত হাশর হবে (মিশকাত) ।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে অংগীকার রয়েছে, তা হলো নামায । সুতরাং যে নামায ত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে (তিরমিযী) ।

www.amarboi.org

হযরত উবাদা (রাঃ) বলেন, আমার মাহবূব রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সাতটি উপদেশ দিয়েছেন । যার মধ্যে চারটি হলো ঃ (১) আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয় বা শূলে চড়ানো হয়, (২) ইচছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করবে না । যে জেনে বুঝে নামায ত্যাগ করে সে ধর্ম হতে বের হয়ে যায় । (৩) আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী করবে না । কারণ এতে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং (৪) শরাব পান করবে না, কারণ উহা সমস্ত পাপের উৎস (ইবনে মাযাহ)।

ফরয নামায অস্বীকার বা অবজ্ঞা করার শাস্তি

কোন মুসলমান ফরয নামাযকে অস্বীকার করলে কিংবা নামাযের কোন রুকন যথাঃ কিয়াম করা, রুকু করা; সিজদা করা ইত্যাদিকে অস্বীকার করলে অথবা নামাযের স্বীকৃত কোন শর্ত যেমনঃ পবিত্রতা, ওয়াক্ত ইত্যাদি অস্বীকার করলে সে মুসলমান থাকে না । ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে, উক্ত ব্যক্তি কাফির এবং মুরতাদ হয়ে যায়। এহেন ব্যক্তিকে প্রথমে তাওবা করার জন্য আহবান করা হবে । সে যদি তাওবা করে তাহলে তো ভাল, অন্যথায় মুরতাদ (স্বধর্মত্যাগী) হওয়ার অপরাধে তাকে হত্যা করা হবে । কোন ব্যক্তি যদি নামাযকে উপহাস কিংবা ব্যজ্ঞ বিদ্রুপ করে সে ব্যক্তিও মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে ।

তবে কোন ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, সে নামাযকে কিংবা নামাযের কোন রুকনকে অস্বীকার করেনা বটে, কিন্তু অলসতার দরুন সে নামায আদায় করে না এবং এর জন্যে সে অনুতপ্ত হয় কিংবা এটা অপরাধমুলক কাজ বলে স্বীকার করে তাহলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে । কিন্তু তাকে হত্যা করা হবে না । কারণ সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে না (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে কাজের হিসাব নেয়া হবে

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুসলমান বান্দার যে আমলটির হিসাব নেয়া হবে সেটি হচেছ ফরয নামায । অতএব, সে যদি তা ঠিকমত আদায় করে থাকে তাহলে তো ভাল কথা । অন্যথায় ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, দেখতো তার কোন নফল নামায আছে কিনা ? যদি তার আমলনামায় নফল নামায থাকে তাহলে এ নফল দ্বারা তার ফরযের ঘাটতি পূরণ করে দেয়া হবে । তারপর সকল ফরয ইবাদতের বেলায় এরুপই হিসাব করা হবে (ইবনে মাযাহ) ।

www.amarboi.org

নামায মুমিনের মি'রাজ

বিশ্বনবী(সাঃ) এর মি'রাজ গমনের পূর্বে পূর্ণ পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল না। পূর্ণ পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় নবুয়্যাতের দ্বাদশ বর্ষে অর্থাৎ হিজরতের এক বৎসর পূর্বে । আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যখন মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের জন্যে যান তখন পূর্ণ পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় ।

বিশ্বনবী (সাঃ) এর মি'রাজ লাভ হয়েছিল আসমানে অর্থাৎ উর্ধ্বলোকে, আর মু'মিনের মি'রাজ লাভ হয় জমিনে । মু'মিন বান্দা যখন পাক পবিত্র হয়ে নামাযের জন্যে মুসাল্লায় (নামাযের বিছানায়) উপস্থিত হয় তখন স্বয়ং আল্লাহ পাক তার সম্মুখে হাজির হন ।

এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে যেন ক্বিবলার দিকে থুথু না ফেলে, কেননা সে আল্লাহর সাথে কথোপকথনে আছে, যে যাবৎ না সে আপন মুসাল্লায় থাকে । (অর্থাৎ নামায আদায় কালে বান্দা আর আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা বা আড়াল থাকে না । বান্দা সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতে থাকে । তাই বলা হয়েছেঃ নামায মু'মিনদের মি'রাজ ।

যাদের নামায কবূল হয় না

হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না (অর্থাৎ কবূল হয় না) ঃ (১) পলাতক দাস - যে যাবত না সে ফিরে আসে, (২) যে নারী রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট এবং (৩) যে ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়েছে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না (তিরমিযী) ।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির নামায কবূল হয় না ঃ (১) যে ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়েছে অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না, (২) যে নামায পড়তে আসে দেবারে (অর্থাৎ নামাযের উত্তম সময় চলে যাবার পর এবং (৩) যে কোন স্বাধীন নারী বা পুরুষকে দাস দাসীতে পরিণত করে (আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার উপর অর্ধ হাতও উঠানো হয় না ঃ (১) যে ব্যক্তি লোকদের

www.amarboi.org

ইমামতি করে অথচ তারা তার উপর (সংগত কারণে) অসন্তুষ্ট, (২) যে স্ত্রীলোক রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর (সংগত কারণে) অসন্তুষ্ট এবং (৩) সে দুই ভাই-যারা পরস্পরে বিচিছন্ন (ইবনে মাযাহ)।

ব্যাখ্যা ঃ উপরোক্ত তিনটি হাদীসে মোট ৬ শ্রেণী লোকের নামাযের প্রসংগে বলা হয়েছে যে, তাদের নামায আল্লাহ্ পাকের নিকট কবূল হয় না । অর্থাৎ তারা তাদের নামাযের পূরো সওয়াব পায় না । উপরোক্ত কাজগুলো মারাত্বক অপরাধ তা বুঝানোর জন্যেই হাদীসে নামায কবূল হয় না বলা হয়েছে । এর অর্থ হচেছ,এ নামাযের পুরো সওয়াব পাবে না ।

সন্তান সন্ততিদের নামাযের আদেশ দান

হযরত আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের জন্যে আদেশ করবে, যখন তারা সাত বৎসর বয়সে পৌঁছে । আর এর জন্যে প্রহার করবে যখন তাদের বয়স দশ বৎসরে উপনীত হয় এবং তাদের ঘুমাবার স্থান পৃথক করে দিবে (মিশকাত) । সন্তানদেরকে পূর্ব হতেই নামাযের জন্যে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যে এরুপ বলা হয়েছে যাতে বালেগ হলে তাদের নামায কাযা না হয় ।

যথাসময়ে নামায আদায়ের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ নামাযের প্রথম সময় হচেছ আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং শেষ সময় হচেছ আল্লাহর ক্ষমা (অর্থাৎ এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না , গুনাহ হতে বাঁচা যায় মাত্র)।

- সহীহ্ তিরমিযী ।

হযরত আলী(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ হে আলী, তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না ঃ (১) নামাযের সময় যখন উপস্থিত হয়, (২) জানাযা যখন উপস্থিত হয় এবং (৩) অবিবাহিত মেয়ের জন্য যখন উপযুক্ত বর পাওয়া যায় (তখন তার বিয়েতে দেরী করবে না) । - সহীহ্ তিরমিযী।

যথাসময়ে নামায আদায়ের নির্দেশ

হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেনঃ হে আবূ যর, যখন তোমার উপর এরুপ শাসনকর্তা হবেন যারা নামাযের প্রতি অমনোযোগী হবেন কিংবা উহার সঠিক সময় হতে উহাকে পিছায়ে দিবেন তখন তোমার কি অবস্থা হবে ? আমি বললাম, আপনি আমাকে কি আদেশ দেন ? তিনি বললেন, নামায উহার সঠিক সময়ে আদায় করবে (সহীহ্ মুসলিম) ।

www.amarboi.org

কুরআনের ভাষায় পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

অর্থাৎ সূর্য হেলে পরার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়িম করবে এবং কায়িম করবে ফজরের কুরআন (ফজরের সালাত) । নিশ্চয়ই ফজরের সালাত উপস্থিতির সময় (সূরাঃ বানী ইসরাঈলঃ ৭৮) ।

(উক্ত আয়াতে যুহর হতে ইশার সালাতের সময় বর্ণনা রয়েছে এবং ফজরের সালাতের সময় পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ج وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ۝ ـ

অর্থাৎ তারা যা বলে, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুণ এবং সূর্যোদ্বয়ের পূর্বে (ফজর) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসর) আপনার প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুণ এবং রাত্রিকালে (মাগরিব ও ইশা) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুণ এবং দিবসের প্রান্তসমূহেও ; যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন (সূরা ত্বা-হাঃ ১৩০) ।

(এ আয়াতে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর, সূর্যাস্তের পূর্বে আসর, রাত্রিকালে মাগরিব ও ইশা এবং দিবসের প্রান্তে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পরে যুহর - এ পাচঁ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে) ।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ـ

অর্থাৎ আপনি সালাত কায়িম করুণ দিবসের দুই প্রান্ত ভাগে (ফজর, যুহর ও আসর) এবং রাত্রির কিছু অংশে (মাগরিব ও ইশা) - সূরা হুদ ঃ ১১৪ ।

(এ আয়াতে দিবসের প্রথম প্রান্ত ভাগে ফজরের সালাত, দ্বিতীয় প্রান্ত ভাগে যুহর ও আসরের সালাত এবং রাত্রির প্রথমাংশে মাগরিব ও ইশার সালাত- এ পাচঁ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি বর্ণিত হয়েছে। - ইবনে কাসীর ।

www.amarboi.org

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় (মাগরিব ও ইশা) ও প্রভাতে (ফজর) এবং অপরাহ্নে (আসর) ও তোমরা যখন দ্বিপ্রহরে পৌঁছ (যুহর)।-সূরা রুমঃ ১৭-১৮ ।

(এ আয়াতেও মাগরিব, ইশা, ফজর, আসর ও যুহর - এ পাচঁ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি বর্ণিত হয়েছে)।

হযরত জিবরাঈল (আঃ) স্বয়ং এসে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে এ সকল সালাতের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন ।

হাদীসের ভাষায় পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যুহরের নামাযের সময় আরম্ভ হয় সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে এবং মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হয়, আর যে পর্যন্ত না আসরের সময় উপস্থিত হয় । আর আসরের সময় থাকে যে পর্যন্ত না সূর্য হলদে হয় এবং মাগরিবের নামাযের সময় সূর্যের অস্ত হতে যে পর্যন্ত না শাফাক্ব অদৃশ্য হয় । আর ইশার নামাযের সময় ঠিক মধ্য রাত্রি পর্যন্ত এবং ফজরের সময় উষার উদয় হতে যে পর্যন্ত না সূর্যোদয় আরম্ভ হয় । যখন সূর্যোদয় আরম্ভ হবে নামায হতে বিরত থাকবে । কেননা উহা উদয় হয় শয়তানের দুই শিং এর মধ্যে দিয়ে । - সহীহ মুসলিম ।

হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ মধ্যাহ্নে মানুষের যে ছায়া হয় তাকে ছায়া আসলী বলে । এ ছায়াকে বাদ দিয়ে ছায়া মাপতে হয় । গ্রীষ্মকালে ছায়া আসলী কম হয় এবং শীতকালে বেশী হয় । উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ), ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) , ইমাম যুফার (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণ যুহরের নামাযের সময়সীমা সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর থেকে কোন জিনিসের ছায়া আসলী বাদ দিয়ে ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছেন । একমত অনুসারে ইমাম আবূ হানিফা(রহঃ)ও এ কথাই বলেন । কিন্তু তাঁর প্রসিদ্ধ মত হচেছ এই যে, তিনি অপর একাধিক হাদীসের উপর ভিত্তি করে যুহরের নামাযের সময়সীমাকে কোন জিনিসের ছায়া আসলী বাদে ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন । তবে যুহরের নামায এক গুণের মধ্যে এবং আসরের নামায দুই গুণের পর আদায় করাই উত্তম ।

www.amarboi.org

যে পর্যন্ত না সূর্য হলদে হয়" - কারো মতে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে থালার ন্যায় দেখায়, দৃষ্টিতে চোখ ঝলসায় না, তখনই তা হলদে হয় । আবার কারো মতে সূর্যের আলো যখন গাছ পালার মাথায় পতিত হয় এবং অনেকটা নিষ্প্রভ ও বিকৃত দেখায়, তখনই তা হলদে হয় । মূলতঃ হলদে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের সঠিক ও নির্দোষ সময় । অতঃপর অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত মাকরুহ্ সময় ।

শাফাক্ব" - অধিকাংশ ইমাম এবং ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর এক মতানুসারে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা দেয় তাকে শাফাক্ব বলে। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ মত হচেছ, পশ্চিম দিগন্তে লালিমার পর যে শুভ্রতা দেখা দেয় এবং যার পর আঁধারি আসে তাই শাফাক্ব । তবে মাগরিবের নামায পশ্চিম দিগন্তে লালিমা থাকতেই এবং ইশার নামায আঁধারি আরম্ভ হওয়ার পর পড়ার মধ্যে সতর্কতা রয়েছে ।ইশার নামাযের সময় মধ্যরাত পর্যন্ত । এরপর থেকে উষার উদয় পর্যন্ত ইশার নামাযের মাকরুহ্ সময় ।

শয়তানের দুই শিং এর মধ্যে" - এর অর্থ হচেছ, সূর্য পূজারীগণ সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় সূর্যের পূজা করে । আর শয়তান এসে তখন তাদের পূজা গ্রহণের জন্যে সূর্যের সম্মুখে দাঁড়ায় । এটাই উক্ত বাক্যের ভাবার্থ ।

নামাযের বিস্তারিত সময়সূচি প্রত্যেক নামাযের যথা স্থানে বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ ।

মেরু অঞ্চলে নামাযের সময়সূচি

ভূগোল বিশারদগণের মতে,পৃথিবীর দক্ষিণ ও উত্তর মেরু অঞ্চলে এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে দিন ও রাতের আবর্তন স্বাভাবিক ধর্মী নয় । মেরু অঞ্চলে বছরে ছয় মাস একটানা দিন ও ছয় মাস একটানা রাত থাকে । আবার মেরুর নিকটবর্তী কোন কোন এলাকায় দিবা রাত্রির আবর্তন এমন পদ্ধতিতে ঘটে যে, সন্ধ্যায় আকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই সুবহে সাদিকের উদয় ঘটে । কাজেই সেখানে ইশা ও বিতির নামাযের ওয়াক্তই অস্তিত্বে আসে না । আবার কোথাও কোথাও সূর্য কখনোই অস্তমিত হয় না । যেহেতু নামাযের সময়সূচি সূর্যের আবর্তন ও গতির ভিত্তিতে নিরুপিত হয় ,সেহেতু এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর নামাযের ওয়াক্ত নির্ণয় করা কঠিন । হানাফী ফকীহ্গণের এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে । কারো কারো মতে প্রচলিত নিয়মে মেরু অঞ্চলের যেখানে যে নামাযের ওয়াক্ত অস্তিত্বে আসে না, সেখানে সে নামায ফরয নয় । আর যেখানে নামাযের ওয়াক্তগুলো অতি বিলম্বে আসে সেখানে সেই নামায দীর্ঘ বিলম্বিত

www.amarboi.org

সময়ের পরে ফরয হবে । কারণ নামায ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হল ওয়াক্ত । কাজেই যেখানে শর্ত পাওয়া যাবে না, সেখানে তার হুকুমও প্রযোজ্য হবে না । আল্লামা বাক্কালী (রহঃ) উদাহরণ পেশ করে বলেন, কোন ব্যক্তির দু' হাত কিংবা দু' পা না থাকলে তার জন্য ওযু যেমন হাত পা ধৌত ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হয়, তদ্রুপ এ মাসআলায়ও এক মত অনুসারে যে অঞ্চলে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয় সে অঞ্চলে পূর্ণ এক বছরে মাত্র পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয হবে । আর যেখানে সন্ধ্যার লালিমা অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই সুবহে সাদিক হয়ে যায় সেখানেও বিতির নামায ওয়াজিব হবে না ।

অন্যান্য ফকীহগণের মতে, মেরুবাসীদের উপর অন্যান্য অন্চলের অধিবাসীদের ন্যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয । যেখানে ওয়াক্তের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে সেখানকার লোকজন নিকটবর্তী সাধারণ নিয়মাধীন অঞ্চলের সময়সূচির অনুসরণ করবে এবং সে অঞ্চলের সময়ের সংগে মিলিয়ে নামায আদায় করবে ।

ফকীহ ইবনুল হুমাম (রহঃ) এ মতটি গ্রহণ করেন । মুফতিগণের মতে এর উপরই ফতোয়া ।

ফকীহ কামাল ইবনে হুমাম(রহঃ)বলেন,এ কথা সর্বজনবিদিত যে,আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন । পৃথিবীর সকল দেশ ও সকল অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য এ হুকুম এক ও অভিন্ন । এখানে মেরু ও অন্যান্য অন্চলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । নামায ফরয হওয়ার জন্য এ নির্দেশই মূল কারণ, আর ওয়াক্ত হল ফরয আদায়ের সময় মাত্র (ফাতাওয়া ও মাসাইল,পৃষ্ঠা ১৪০-১৪১)।

প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা উত্তম

যে কোন নেক কাজ বিলম্ব না করে যথাসময়ে দ্রুত সম্পাদন করাই উত্তম । কতিপয় হাদীস থেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযই সকাল সকাল অর্থাৎ প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা উত্তম । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ এরই অনুসরণ করেন । অন্য দিকে অপর কয়েকটি হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায কিছু ঠান্ডা পড়লে আদায় করা, আসরের নামায সকল সময় প্রথম ওয়াক্ত হতে কিছু গৌণে আদায় করা, ইশার নামায বিলম্বে পড়া এবং ফজরের নামায উষা ফর্সা হলে আদায় করা উত্তম । ইমাম আবূ হানিফা(রহঃ) এরই অনুসরণ করেন ।

www.amarboi.org

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন উত্তাপ বাড়বে শীতল করবে নামাযকে । হযরত আবূ সায়ীদ (রাঃ) হতে বুখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে শীতল করবে যুহরকে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

উপরোক্ত হাদীস এবং এর অনুরুপ আরো কতিপয় হাদীস অনুসারেই ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায প্রথম ওয়াক্ত হতে কিছু বিলম্বে আদায় করাকে মুস্তাহাব মনে করেন ।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়সমূহ

তিন সময়ে নামায আদায় করা নিষিদ্ধ । যথাঃ

১। সূর্যোদ্বয়ের সময়(সূর্যোদয় আরম্ভ হতে পরবর্তী ২৩ মিনিট সময় পর্যন্ত),
২। দ্বিপ্রহরের সময় (যুহর আরম্ভ হবার সময় হতে পূর্ববর্তী ২৫ মিঃ সময়),
৩। সূর্যাস্তের সময়(মাগরিবের নামায আরম্ভ হবার পূর্ববর্তী ২৩ মিঃ সময়)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন সূর্যোদয়ের সময় নামায পড়ার চেষ্টা না করে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ও না করে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ সুনাবেহী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সূর্য যখন উদয় হতে থাকে তখন শয়তানের শিং তার সহিত যুক্ত থাকে । সূর্য যখন কিছু উপরে উঠে শয়তান উহা হতে পৃথক হয়ে যায় । অতঃপর সূর্য যখন স্থির হয় শয়তান এসে তার সহিত যোগ দেয় । যখন উহা ঢলে যায় শয়তান পৃথক হয়ে পড়ে । আবার সূর্য যখন অস্ত যেতে থাকে তখন শয়তান এসে তার সহিত যোগ দেয় । যখন সূর্য ডুবে যায় সে পুনরায় পৃথক হয়ে যায় । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সকল সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন (মিশকাত) ।

হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন সময়ে নামায আদায় করতে অথবা উক্ত সময়ে আমাদের মুর্দা দাফন করতে (মুর্দার জানাযার নামায পড়া) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন । তা হলো ঃ (১) যখন সূর্য কিরণময় হয়ে উদিত হয়-যে যাবত না তা কিছু উপরে উঠে যায়, (২) সূর্য যখন দ্বিপ্রহরে স্থির হয়ে দাঁড়ায়-যে যাবত না উহা কিছু ঢলে যায় এবং (৩) যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে-যে যাবত না তা সম্পূর্ণ ডুবে যায় (সহীহ মুসলিম) ।

উপরোক্ত নিষিদ্ধ সময়গুলোতে ফরয,ওয়াজিব, কাযা ও নফল কোন ধরনের নামাযই জায়িয নেই । তবে ঐ দিনের আসরের নামায যদি কোন কারণবশতঃ দেরী হয়ে যায় তাহলে জায়িয হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

জানাযার নামায এবং তিলাওয়াতে সিজদা যদি নিষিদ্ধ ওয়াক্তের মধ্যে ওয়াজিব হয়ে থাকে যেমনঃ নিষিদ্ধ ওয়াক্ত চলাকালে জানাযা এসে উপস্থিত হল কিংবা এ সময়ে আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করল তাহলে নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যেও তা আদায় করা জায়িয হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। আর যদি জানাযার নামায কিংবা সিজদায়ে তিলাওয়াত মুবাহ ওয়াক্তে ওয়াজিব হয়ে থাকে এবং তা বিলম্ব হয়ে নিষিদ্ধ ওয়াক্তে পৌছে যায় তাহলে নিষিদ্ধ ওয়াক্তে তা আদায় করা দুরস্ত হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। নিষিদ্ধ ওয়াক্তে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, দরুদ পাঠ করা কিংবা যিকির করা নিষিদ্ধ নয়।

নামাযের মাকরুহ সময়সমূহ

১। সুবহে সাদিকের পর হতে ফজরের দুই রাকআত ফরয নামাযের পূর্ব পর্যন্ত কেবলমাত্র ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। তবে কাযা নামায, জানাযার নামায ও তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা জায়িয আছে ।

২। ফজরের ফরয নামায আদায়ের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরুহ । যদি কোন কারণে কিংবা সময়ের অভাবে দ্রুত জামাআতে শরীক হওয়ার দরুন সুন্নাত ছুটে গিয়ে থাকে তাহলে এ সুন্নাত সূর্যোদয়ের পর মুবাহ ওয়াক্তে আদায় করে নেয়া উত্তম। যদি কেউ সূর্যোদয়ের পর তা আদায় করার সময় পাবে না বলে আশংকা করে তাহলে ফরযের পর তা আদায় করে নিবে। এ সময়ে কাযা নামায, জানাযার নামায, তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা জায়িয আছে ।

৩। আসরের ফরয নামায আদায়ের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামায পড়া মাকরুহ । কিন্তু কাযা নামায, জানাযার নামায ও তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা জায়িয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। সূর্যের রং পরিবর্তন হয়ে গেলে তখন হতে অস্ত পর্যন্ত নফল,কাযা ইত্যাদি কোন নামাযই আদায় করা জায়িয নেই। তবে ঐ দিনের আসরের নামায আদায় করা জায়িয আছে । এছাড়া জানাযা ও তিলাওয়াতে সিজদা নিষিদ্ধ ওয়াক্তে ওয়াজিব হলে তা নিষিদ্ধ ওয়াক্তে আদায় করা জায়িয হবে ।

৪। জুমুআর দিন খতীব যখন খুতবা দানের জন্য মিম্বারের দিকে অগ্রসর হন তখন নফল নামায পড়া মাকরুহ । তবে কেউ চার রাকআত সুন্নাত (ক্বাবলাল জুমুআ) শুরু করার পর খতীব খুতবা দানের জন্য উপস্থিত হলে সুন্নাত সমাপ্ত করে নিবে। খুতবার পূর্বে ওয়াজ করার সময় নফল নামায পড়া মাকরুহ নয় ।

www.amarboi.org

৫। ফরয নামাযের ইকামত শুরু হওয়ার পর সুন্নাত নামায শুরু করা মাকরুহ । তবে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের জন্য অবকাশ রয়েছে ।

৬। ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে, মসজিদে, ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরুহ । ঈদের নামাযের পর মসজিদে এবং ঈদগাহে নফল পড়া মাকরুহ, তবে ঘরে পড়া মাকরুহ নয় ।

৭। পেশাব পায়খানার তীব্র বেগ নিয়ে নামায পড়া এবং খাবার প্রস্তুত থাকা অবস্থায় তীব্র ক্ষুধা নিয়ে নামায পড়া মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

নামাযের ফরযসমূহ (আহকাম ও আরকান)

নামাযের মধ্যে মোট ১৪টি ফরয রয়েছে যার কোন একটি ফরয ভুলক্রমে বা ইচছাকৃত ভাবে বাদ পড়লে নামায আদায় হবে না।এদের মধ্যে ৭টি নামায আরম্ভ করার পূর্বে নামাযের প্রস্তুতি হিসেবে সম্পাদন করতে হয়।এগুলোকে বলা হয় নামাযের আহকাম বা শর্ত। অপর ৭টি নামায আরম্ভ করার পর হতে নামাযের মধ্যেই সম্পাদন করতে হয়। এগুলোকে বলা হয় নামাযের আরকান (রোকন) বা ভিত্তি ।

নামাযের আহকামসমূহ (শর্তাবলী) :

১। হদস ও নাজাস হতে শরীর পবিত্র হওয়া । অর্থাৎ গোসলের আবশ্যক হলে গোসল করা, অন্যথায় ওযু করা এবং শরীরের কোথাও নাজাস(নাপাক) জনিস থাকলে তা পরিস্কার করা ।

২। কাপড় পবিত্র হওয়া । অর্থাৎ মুসাল্লী যে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে সে কাপড় পবিত্র হওয়া ।

৩। নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া । অর্থাৎ যে স্থানে বা কাপড়ে বা মুসাল্লায় নামায আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া ।

৪। শরীর ঢাকা অর্থাৎ পুরুষের নাভি হতে হাটুঁ পর্যন্ত এবং নারীর মুখমন্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের পাতা ব্যতীত সর্বশরীর ঢাকা ।

৫। ক্বিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করা ।

৬। নিয়্যাত করা । অর্থাৎ মনে মনে সংকল্প করা যে, আমি অমুক ওয়াক্তের অত রাকআত অমুক (ফরয বা সুন্নাত) নামায আদায় করছি । ইমামের পিছনে ইকতিদার নিয়্যাত পৃথকভাবে করতে হয় । ইহা পৃথক একটি ফরয ।

৭। ওয়াক্ত মত নামায আদায় করা । অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায তার নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে আদায় করা ।

www.amarboi.org

নামাযের আরকানসমূহঃ

১। তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায আরম্ভকরা অর্থাৎ নামায প্রারম্ভকালে আল্লাহু আকবার বলা ।

২। কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা । দাড়াঁবার শক্তি ও সামর্থ্য থাকাবস্থায় বসে ফরয নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে না ।চাই পুরুষ হউক বা নারী হউক ।

৩। কিরাআত পড়া অর্থাৎ কুরআনের কোন অংশ তিলাওয়াত করা । শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করলেও নামায আদায় হয়ে যাবে কিন্তু এর সহিত কুরআনের আরো কিছু অংশ মিলায়ে পড়া ওয়াজিব । বড় আয়াত হলে কমপক্ষে একটি, আর ছোট আয়াত হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে ।

৪। রুকু করা অর্থাৎ আল্লাহর নিকট বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাটুঁর উপর ভর করে অর্ধ-নমিত হওয়া ।

৫। সিজদা করা । অর্থাৎ আল্লাহর নিকট চরম বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে দুই হাটুঁ, দুই হাত, পা, নাক এবং কপাল জমিনে লাগিয়ে দেয়া । দ্বিতীয় সিজদাও প্রথম সিজদার ন্যায় ফরয ।

৬। নামাযের শেষ বৈঠক । অর্থাৎ তাহিয়্যাতু (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করা যায় এ পরিমাণ সময় বসা ।

৭। কোন কার্য দ্বারা নামায হতে বের হওয়া । কিন্তু সালাম দ্বারা নামায শেষ করা ওয়াজিব, যদিও অন্য কার্য করলেও ফরয আদায় হয়ে যাবে ।

নামাযের কোন একটি ফরয কাজ ছুটে গেলে

নামাযের কোন একটি ফরয কাজ (আহকাম বা আরকান) ছুটে গেলে নামায আদায় হবে না । দ্বিতীয়বার নামায আদায় করতে হবে । যেমন ঃ নামাযে তাকবীর তাহরীমা না বলা, রুকু না করা, সিজদা না দেয়া ইত্যাদি । ইচছাকৃতভাবে কোন ফরয বাদ দিলে নামাযতো হবেই না, বরং ভুলক্রমে বাদ পড়লেও নামায আদায় হবে না ।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের মধ্যে কতক কার্য্য রয়েছে ওয়াজিব । ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব বাদ পডলে সাহু সিজদা দিলেই নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায় । সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব । সাহু সিজদা না দিলে নামায আদায় হয়ে যাবে বটে তবে ইচছাকৃতভাবে সাহু সিজদা না করার কারণে গুনাহগার হবে । আর যদি ইচছাকৃতভাবে নামাযের কোন

www.amarboi.org

ওয়াজিব আদায় করা না হয় তাহলে গুনাহগার হবে এবং ওয়াক্ত থাকলে নামাযকে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে । নামাযের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব(হানাফী মাযহাব মতে)। অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রথম দু' রাকআতে এবং বিতির, সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব, অন্যান্য ইমামগণের মতে উহা ফরয ।

২। ফরয নামাযের শুধু প্রথম দু' রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা কুরআনের কোন অংশ পাঠ করা। বিতির, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অপর একটি সূরা বা কুরআনের কোন অংশ পাঠ করা ।

৩। সূরা ফাতিহা অন্য সূরার আগে পড়া ।

৪। তারতীবের সাথে নামায আদায় করা । অর্থাৎ কিরাআত, রুকু, সিজদার মধ্যে পূর্বেরটি পূর্বে এবং পরেরটি পরে আদায় করা ।

৫। তা'দীলে আরকান করা। অর্থাৎ রুকু,সিজদা ধীরস্থিরভাবে করা ।রুকু ও সিজদার মধ্যে এতটুকু বিলম্ব করা যাতে কমপক্ষে একবার সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম অথবা সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করা যায় । ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর মতে ইহা ফরয ।

৬।কিয়াম করা (দাঁড়ানো)। অর্থাৎ রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো । কওমার পরিমাপ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, দাঁড়ানো অবস্থায় হাত ছেড়ে দিলে হাত হাঁটু পর্যন্ত যদি না পৌঁছে তাহলে উহা কিয়াম হিসাবে পরিগণিত হবে । বিনা ওযরে এক পায়ের উপরে ভর করে দাঁড়ানো মাকরুহ (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

৭।জলসা করা । অর্থাৎ দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা (যাতে কমপক্ষে একবার তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পাঠ করা যায়) ।

৮।তিন ও চার রাকআতী নামাযে প্রথম দুই রাকআতের পর তাশাহহুদ পাঠ করা যায় এ পরিমাণ সময় বসা ।

৯। উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ।

১০। সালাম দ্বারা নামায শেষ করা ।

১১। বিতরের নামাযে দু' আ কুনূত পাঠ করা ।

১২। ঈদের নামাযসমূহে অতিরিক্ত ৬টি তাকবীর বলা ।

১৩। মাগরিব,ইশা ও ফজরের নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পাঠ করা ।

১৪। যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পাঠ করা ।

www.amarboi.org

নামাযের কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয়

নামাযের কোন একটি ওয়াজিব কাজ ভুলক্রমে ছুটে গেলে নামায নষ্ট হবে না । এ ভুল মোচনের জন্যে শরীয়াতে সিজদায়ে সাহ্ বা ভুলের সিজদার ব্যবস্থা রয়েছে ।সিজদায়ে সাহু দিলে নামায সহীহ হয়ে যাবে । সিজদায়ে সাহ্ ওয়াজিব । সিজদায়ে সাহ্ যদি দেয়া না হয় তাহলে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে যদি নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে । আর যদি নামাযের ওয়াক্ত বাকী না থাকে তাহলে নামাযের ফরয আদায় হয়ে যাবে; তবে এ ভুলের জন্যে সওয়াব কম হবে । ইচছাকৃতভাবে নামাযের কোন ওয়াজিব বাদ দিলে গুনাহগার হবে । সিজদায়ে সাহুর নিয়মাবলী পরে আলোচনা করা হবে ।

নামাযের সুন্নাতসমূহ

➢ তাকবীর তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো।

➢ উভয় হাতের আংগুলিসমূহ স্বাভাবিকভাবে ক্বিবলামুখী করে রাখা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ তাকবীর তাহরীমা বলার সময় মস্তক নত না করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ ইমামের জন্য তাকবীর তাহরীমাসহ সমস্ত তাকবীর উচচস্বরে বলা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ তাকবীর তাহরীমা বলার পর পুরুষের জন্য নাভীর নীচে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা আর মহিলাদের জন্যে বুকের উপর রাখা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ ছানা অর্থাৎ সুবহানাকা পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ তাউযু অর্থাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌শাইত্বো-নির রাজীম পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ তাসমীয়া অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করা ।

➢ সূরা ফাতিহা পাঠ করে আস্তে আমীন বলা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ রুকু ও সিজদায় তিন /পাঁচ /সাতবার অর্থাৎ বিজোড় তাসবীহ পাঠ করা ।

➢ রুকু করার সময় মাথা ও পিঠ একই বরাবর রাখা এবং উভয় হাতের অংগুলি দিয়ে হাঁটুকে চেপে ধরা ।

➢ রুকু থেকে উঠার সময় ইমাম সামিআল্লা-হুলিমান হামিদাহ এবং মুকতাদিগণ রাব্বানা লাকাল হামদ বলা (ফতোয়ায়ে শামী)।

www.amarboi.org

➢ সিজদায় প্রথমে নাক এবং পরে কপাল রাখা । সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল এবং পরে নাক উঠানো ।

➢ বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা এমনভাবে খাড়া রাখা যাতে অংগুলিসমূহ ক্বিবলামুখী থাকে (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর দরুদ শরীফ পাঠ করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ দরুদ শরীফ পাঠ করার পর দু'আ মাসূরা বা অন্য যে কোন দু'আ পাঠ করা ।

➢ প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে সালাম ফিরানো (ফতোয়ায়ে শামী)।

যে সমস্ত কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়

যে সমস্ত কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় এবং পুনরায় নামায আদায় করতে হয় সেগুলো হচেছ নিম্নরুপ ঃ

➢ ইচছায় কিংবা অনিচছায় নামাযের মধ্যে কথা বলা (বাহরুর রাইক)।

➢ নামাযের মধ্যে কাউকে সালাম দেয়া কিংবা সালামের জবাব দেয়া (বাহরুর রাইক) ।

➢ জানাযার নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযে অট্রহাসি দেয়া । এতে নামাযও নষ্ট হবে এবং ওযুও নষ্ট হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।

➢ কেউ হাঁচি দিলে হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা (বাহরুর রাইক)।

➢ নামাযের মধ্যে কোন সুসংবাদ শুনে আলহামদু লিল্লাহ বলা ।

➢ নামাযের মধ্যে কোন দুঃসংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বলা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ কোন কারণে উচচস্বরে ক্রন্দন করা । তবে নামাযের মধ্যে কিরাআত পড়ার সময় কোন আয়াতের অর্থ অনুধাবন করে আল্লাহর ভয়ে কিংবা জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে নীরবে কাঁদলে নামায নষ্ট হবে না (বাহরুর রাইক)।

➢ নামাযের মধ্যে দেখে দেখে কুরআন কিংবা অন্য কোন বই পুস্তক পাঠ করা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহরুর রাইক)।

➢ তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা যায় - এ পরিমাণ সময় সতরের এক চতুর্থাংশ খুলে রাখা ।

➢ আমলে কাসীর করা । অর্থাৎ এমন কোন কাজ করা যে কাজ করতে দেখলে লোকেরা নামাযী বলে মনে করে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ নামাযের মধ্যে কোন কিছু খাওয়া বা পান করা (বাহরুর রায়িক)।

➢ নামাযের মধ্যে হাটাহাটি করা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

➢ ক্বিবলার দিক থেকে সীনা ফিরায়ে নেয়া । তবে মুখমন্ডল ঘুরালে কিংবা চোখ ঘুরালে নামায নষ্ট হবে না, কিন্তু নামায মাকরুহ্ হবে ।
➢ নামাযের মধ্যে শিশু সন্তান দুধ পান করলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
➢ নাপাক জায়গায় সিজদা করা (ফতোয়ায়ে শামী)।
➢ জামাআতে ইমামের আগে দাঁড়ানো (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
➢ স্ত্রী নামাযে থাকা অবস্থায় স্বামী তাকে চুম্বন করলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

নামাযের মধ্যে যে সব কাজ করা মাকরুহ

নামাযের মধ্যে যে সব কাজ করা মাকরুহ অর্থাৎ দোষনীয় কিন্তু নামায নষ্ট নয় না সেগুলো নিম্নরুপ ঃ

➢ এমন জামা কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা যা পরিধান করে মানুষ লোকসমাজে সাধারণত যায় না (ফতোয়ায়ে শামী)।
➢ শরীরে চাঁদর উভয় কাঁধে লটকিয়ে ছেড়ে দেয়া (ফতোয়ায়ে শামী)।
➢ মাফলারের উভয় দিক ছেড়ে দেয়া (ফতোয়ায়ে শামী)।
➢ জামা বা শার্টের হাতায় হাত না ঢুকিয়ে কাঁধের উপর ফেলে রাখা (ফতোয়ায়ে শামী)।
➢ পেশাব পায়খানার প্রবল বেগ নিয়ে নামায পড়া (মারাকিউল ফালাহ)।
➢ খাবারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও প্রচন্ড ক্ষুধা নিয়ে নামায আদায় করা ।
➢ বিনা কারণে চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা। তবে একাগ্রতার জন্য চোখ বন্ধ করলে নামায মাকরুহ হবে না।
➢ নামাযে পঠিত সূরার আয়াত হাতে গণনা করা, তবে প্রয়োজনে নফল নামাযে তা জায়িয রয়েছে ।
➢ পুরুষদের জন্যে সিজদায় দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া এবং উরুর সাথে পেট মিলিয়ে সিজদা করা ।
➢ সিজদা করার সময় কাপড় তুলে ধরে রাখা ।
➢ কিয়াম, রুকু বা সিজদা অবস্থায় পায়ের অংগুলি ক্বিবলামুখী না রাখা ।
➢ নামাযে এক পায়ে দাঁড়ানো ।
➢ নামাযরত অবস্থায় থুথু ফেলা ।
➢ নামাযে এদিক ওদিক বক্র চোখে তাকানো । সিনা ঘুরায়ে তাকালেতো নামাযই হবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

www.amarboi.org

➢ নামাযরত অবস্থায় সিজদার জায়গায় ফুঁক দিয়ে ধুলা বালি সরানো । তবে সিজদার জায়গায় পাথর বা অন্য কোন কিছুর কণা থাকলে তা হাত দিয়ে প্রয়োজনে দু' বার সরালে তাতে কোন দোষ নেই (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ নামায আদায়ে অসুবিধা সৃষ্টি করে না এমন অবস্থায় নামাযের মাঝখানেই কপালের বা হাতের মাটি বা ধুলি পরিষ্কার করা ।

➢ মুখে এমন কোন কিছু রেখে নামায আদায় করা যার কারণে শুদ্ধভাবে কিরাআত পড়া যায় না (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ এমন লোকের দিকে মুখ করে নামায আদায় করা যে ব্যক্তি তার দিকে মুখ করে তাকিয়ে আছে (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ জামা থাকা সত্ত্বেও খালি গায়ে নামায আদায় করা ।

➢ জামার হাতা কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে রাখা ।

➢ ময়লা কাপড় পড়ে নামায পড়া ।

➢ বিনা প্রয়োজনে নামাযে দু' এক কদম হাঁটা ।

➢ রুকুতে হাঁটুর উপর হাত না রাখা ।অনুরুপভাবে সিজদায় মাটির উপর হাত না রাখা মাকরুহ । তবে ওযরবশত মাকরুহ হবে না ।

➢ বিনা ওযরে মাথা উচুঁ নীচু করা ।

➢ বিনা প্রয়োজনে হাত দিয়ে মশা মাছি তাড়ানো ।

➢ নামাযরত অবস্থায় হাতের বা পায়ের আংগুল মটকানো (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ এক হাতের আংগুল অন্য হাতের আংগুলের ভিতর ঢুকিয়ে দেয়া ।

➢ সিজদায় কুকুরের ন্যায় দু' পা খাড়া করে বসা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ সিজদার সময় বিনা কারণে হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয়া ।

➢ ইচছা করে নামাযে কাশি ও হাঁচি দেয়া এবং হাই তোলা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ জামাআতে একাকী পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা ।

➢ কোন জীব জন্তুর ছবিযুক্ত কাপড় পড়ে নামায আদায় করা (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।

➢ ছবি লটকানো ঘরে নামায আদায় করা (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম রাকআত অপেক্ষা কিরাআত লম্বা করা (মারাকিউল ফালাহ)।

➢ ইমাম মসজিদের মিহরাবের ভিতর দাঁড়ানো । তবে ইমামের পা মসজিদের ভিতরে থাকলে তাতে নামায মাকরুহ হবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

www.amarboi.org

➢ ইমামের একাকী উচুঁ স্থানে দাঁড়ানো। তবে এক বিঘত পরিমাণ উঁচুতে দাঁড়ালে কোন দোষ নেই । কিংবা উঁচ স্থানে ইমামের সাথে কয়েকজন দাঁড়ালে নামায মাকরুহ হবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ নামাযরত অবস্থায় বিনা কারণে নড়াচড়া করা ।

➢ কোন নামাযে বিশেষ কোন সূরা নির্দিষ্ট করে সব সময় পাঠ করা ।

➢ মসজিদের ভিতরের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং সেখানেই নামায পড়া ।

➢ কুরআন শরীফের ধারাবাহিকতা রক্ষা না করে কিরাআত পড়া ।

➢ আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকানো ।

➢ টুপি থাকা সত্ত্বেও খোলা মাথায় নামায পড়া । আয যাখীরা গ্রন্থে আছে অবহেলাবশত অথবা গুরুত্বহীন মনে করে টুপি না পরা মাকরুহ (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

➢ জামাআতে সামনের কাতারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পিছনে একাকী দাঁড়ানো । যদি সামনের কাতারে দাঁড়ানোর মত স্থান না থাকে তবে ইমাম আবূ হানীফা(রহঃ) এর মতে একা দাঁড়ানো মাকরুহ হবে না ।

➢ কবরকে সামনে রেখে নামায পড়া মাকরুহ । তবে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পর মুসাল্লীর দৃষ্টির আভা যে পরিমাণ সম্মুখে বিস্তৃত হয় সে পরিমাণ স্থানের বাইরে কবর থাকলে মাকরুহ হবে না । কবরকে পিছনে রেখে নামায পড়া মাকরুহ নয় ।

➢ নামাযে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে নামায পড়া মাকরুহ ।

➢ ফরয নামাযের একই রাকআতে একই আয়াতকে ইচছাকৃতভাবে বারবার পড়া মাকরুহ ।

➢ ইমামের জন্য জুমুআর নামাযে সিজদার আয়াত পাঠ করা মাকরুহ । অনুরুপ ভাবে যে নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পড়া হয় ঐ নামাযেও সিজদার আয়াত পাঠ করা মাকরুহ ।

➢ বিনা ওযরে সিজদায় যাবার সময় হাঁটুর আগে হাত মাটিতে রাখা, অনুরুপভাবে হাতের আগে হাঁটু উঠানো ।

➢ ইমামের আগে রুকু সিজদায় যাওয়া এবং ইমামের আগেই রুকু সিজদা থেকে মাথা উঠানো মাকরুহ ।

➢ শিশু সন্তানকে রাখার ও সান্তনা দেয়ার মত লোক থাকা সত্ত্বেও বাচচা কোলে নিয়ে নামায পড়া মাকরুহ । যদি কেউ না থাকে তবে মাকরুহ হবে না ।

www.amarboi.org

➢ নামাযরত অবস্থায় ডানে বামে হেলা দোলা করা মাকরুহ ।

নামাযে পুরুষদের সতর

নামাযে পুরুষদের সতর হচেছ, নাভী থেকে হাঁটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত । অর্থাৎ নাভী থেকে হাঁটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা থাকতে হবে । এটা ফরয । কাপড় এমন মোটা হতে হবে যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায় । সতর না ঢেকে নামায আদায় করলে নামায হবে না । কেউ যদি এত বেশী অভাবী হয় যে, সতর ঢাকার মত প্রয়োজনীয় কাপড় নেই তাহলেও নামায মাফ নেই । এমতাবস্থায় তাকে বসে নামায আদায় করতে হবে ।

সমস্ত শরীর ঢেকে নামায আদায় করা সুন্নাত । শরীর খোলা রেখে নামায আদায় করলে নামাযের ফরয আদায় হবে বটে, তবে নামায মাকরুহ হবে । পুরুষের পায়ের গিড়া কাপড়ে ঢেকে গেলে নামায মাকরুহ হবে ।

সতরের মাসাইল

➢ যদি কোন এক অংগের এক চতুর্থাংশের কম পরিমাপ সতর খুলে যায় তবে তা ধর্তব্য হবে না । এ অবস্থায় নামায শুদ্ধ হবে । আর যদি এক চতুর্থাংশ বা ততোধিক পরিমাপ ইচছাকৃতভাবে খোলা হয় তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে । আর যদি অনিচছাকৃত এ পরিমাপ সতর খুলে যায় এবং বিলম্ব না করে সাথে সাথেই ঢেকে নেওয়া হয় তবে নামায সর্বসম্মত মতে জায়িয হবে । কিন্ত খোলা অবস্থায় যদি এক রুকন তথা তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়া যায়- এ পরিমাপ সময় বিলম্ব করা হয় তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ যদি কারো সতর ঢাকার কাপড় না থাকে তবে সে বসে বসে নামায আদায় করবে এবং রুকু সিজদা ইশারা করে আদায় করবে । এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রুকু সিজদাসহ নামায আদায় করাও জায়িয । তবে বসে পড়াই উত্তম ।

➢ রেশমের কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা পুরুষদের জন্য হারাম । অবশ্য মহিলাদের জন্য জায়িয ।

সূরা ফাতিহার শেষে আমীন বলার হুকুম

জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর ইমাম ও মুকতাদী উভয়ের জন্যই চুপে আমীন বলা সুন্নাত । একাকী নামায পড়ার সময়ও সূরা ফাতিহার পর চুপে আমীন বলা সুন্নাত । যে নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পড়া

www.amarboi.org

হয় যেমনঃ যুহর ও আসর; সে নামাযেও ইমামের চুপে চুপে আমীন বলা সুন্নাত । যুহর ও আসরের নামায কেউ যদি একাকী পড়ে তাহলে তার জন্যও চুপে চুপে আমীন বলা সুন্নাত । আমীন শব্দের হামযাকে মদসহ এবং মদ ছাড়া উভয় ভাবেই পড়া জায়িয ।

আমীন বলার ফযীলত সম্পর্কে বুখারী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে । কেননা ফিরিশতাগণ তখন আমীন বলে থাকেন । যে ব্যক্তি ফিরিশতাগণের আমীন বলার সাথে আমীন বলবে তার পূর্বের সমুদয় গোনাহ মাফ করে দেয়া হয় ।

শুধু কোর্তা পরিধান করে নামায আদায় করা

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া(রাঃ) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একজন শিকারী ব্যক্তি । সুতরাং আমি (তহবন্দ ব্যতীত) এক জামা পরিধান করে নামায আদায় করতে পারি কি ? তিনি বললেন হাঁ । তবে তার গেরেবান (গলা) বন্ধ রাখবে,যদিও কাঁটা দ্বারা হয় (আবূ দাউদ ও নাসায়ী) ।

ব্যাখ্যা ঃ সেলাইবিহীন লুংগী ও চাদর ছিল তৎকালীন আরবদের সাধারণ পোশাক । যারা জামা বা কোর্তা পরিধান করত তারা ভিতরে সাধারণত লুংগী পরিধান করত না, কোমরে একটি বাঁধ দিত । আর শিকারী ব্যক্তিদের জন্য লুংগী ও চাদর অপেক্ষা জামাই ছিল অধিক উপযোগী । তাই তিনি এ মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলেন । এ থেকে বুঝা যায়, এক জামা অর্থাৎ লম্বা কোর্তা দিয়ে নামায হবে তবে বোতাম বা অন্য কিছু দিয়ে গলা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং কোর্তার কাপড় এমন মোটা হতে হবে যাতে বাহির থেকে শরীরের অংগ প্রত্যংগ দেখা না যায় ।

তাকবীর তাহরীমার পর যা পড়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে এবং নামাযের বাইরে যে সকল দু'আ পড়তেন সেগুলোকে দু'আ মাসূরা বলে । তাকবীরে তাহরীমার পর এবং কিরাআতের পূর্বে পড়ার জন্যে হাদীসে বিভিন্ন দু'আ মাসূরার উল্লেখ রয়েছে । রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দু'আ পড়তেন । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে, ফরয, সুন্নাত ও নফল নামাযে যে কোন এক বা একাধিক দু'আ পড়া সুন্নাত । কিন্তু ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা(রহঃ) এর মতে, ফরয নামাযে শুধু সানা (সুবহানাকা সম্পূর্ণ) পড়া সুন্নাত । বাকী দু'আ সুন্নাত ও নফল নামাযের জন্যে ।

www.amarboi.org

নামাযে কিয়াম করার মাসাইল

➢ ফরয নামায, ওয়াজিব নামায এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে ফজরের সুন্নাত নামাযে কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরয। তবে ওযরবশত যে ব্যক্তি দাঁড়াতে পারে না তার জন্য নামাযে কিয়াম করা ফরয নয় (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ নামাযে এক আয়াত পরিমাণ সময় কিয়াম করা ফরয । আর সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করার সময় পরিমাণ কিয়াম করা ওয়াজিব।

➢ সামান্য সময় কিয়াম করা হলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে । যেমনঃ কোন মুক্তাদী নামাযে শরীক হয়ে যদি তাকবীরে তাহরীমা বলে বিলম্ব না করে সাথে সাথে রুকুতে চলে যায় তাহলেও তার কিয়ামের ফরয আদায় হয়ে যাবে ।

➢ এক পায়ের উপর ভর করে নামায আদায় করা মাকরুহ । তবে ওযর থাকলে মাকরুহ হবে না ।

➢ যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু সিজদা আদায়ে অক্ষম, সে বসে বসে ইশরায় নামায আদায় করবে। যদি দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায আদায় করে তাহলেও নামায সহীহ হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ যদি কোন ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ার জন্য হেঁটে মসজিদে গিয়ে দাঁড়াতে অক্ষম হয়ে পড়ে, কিন্তু বাসায় থাকলে দাঁড়াতে সক্ষম থাকে, তাহলে সে বাসাতে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে । কেননা জামাআতে নামায আদায় ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, আর কিয়াম করা ফরয । তাই ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার জন্য ফরয তরক করা যাবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

নামাযে সূরা কিরাআতের মাসাইল

➢ ফরয নামাযের যে কোন দুই রাকআতে মুতলাকান কিরাআত পড়া ফরয। আর সুন্নাত, নফল এবং বিতির নামাযের প্রত্যেক রাকআতে মুতলাকান কিরাআত পড়া ফরয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব । সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো কিংবা কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত আর বড় হলে এক আয়াত মিলানো ওয়াজিব ।

➢ ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতকে কিরাআতের জন্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব ।কেউ যদি ভুল বশতঃ ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত

www.amarboi.org

না পড়ে শেষের দুই রাকআতে কিরাআত পড়ে কিংবা প্রথম এক রাকআতে পড়ে তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ ফরয নামাযের প্রথম দু' রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলানো ওয়াজিব । শেষের দু' রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া কিংবা সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলানো ওয়াজিব নয় । কিন্তু সুন্নাত, নফল এবং বিতির নামাযের সব রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলানো ওয়াজিব । যদি কেউ কোন রাকআতে ভুলবশত সূরা না মিলায় তবে সাহু সিজদা দিতে হবে ।

➢ ফরয নামাযের প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মিলানোর পর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা মিলানোর বিধান নেই । তথাপি কেউ যদি সূরা মিলায় তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না এবং সাহু সিজদাও করতে হবে না ।

➢ ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকআতে যদি সূরা মিলাতে ভুলে যায় তবে শেষের দু' রাকআতে সূরা মিলিয়ে সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করবে। কেউ যদি প্রথম দু' রাকআতের কোন এক রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে যায় তবে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে সূরা মিলিয়ে সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করবে । যদি প্রথম দু' রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে যায় এবং শেষের দু' রাকআতেও স্মরণ না হয়, আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় স্মরণ হয় তাহলেও সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করতে হবে ।

➢ কেউ নামায শুরু করে সূরা ফাতিহা না পড়ে প্রথমেই যদি ভুলে অন্য সূরা পড়তে থাকে তবে স্মরণ হলে সূরা ফাতিহা পড়বে এবং এর সাথে অন্য সূরা পড়বে । আর এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে ।

➢ কেউ যদি ভুলবশত নামাযে সূরা ফাতিহা একেবারেই না পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফাতওয়া ও মাসাইল)।

➢ কেউ যদি সূরা ফাতিহা পড়ে চিন্তা করে যে এখন সে কোন্ সূরা পড়বে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে যদি এতটুকু বিলম্ব হয় যে,এ সময়ের মধ্যে তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়া যায় তাহলে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব হবে (বেহেশতী জেওর)।

➢ কেউ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা পড়তে যদি আটকিয়ে যায় এবং ভিন্ন সূরা শুরু করে এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ যে পরিমাণ কিরাআত পড়লে নামায সহীহ হয় সে পরিমাণ কিরাআতের ক্ষেত্রে কেউ যদি আস্তের জায়গায় জোরে পড়ে বা জোরের জায়গায় আস্তে পড়ে

www.amarboi.org

তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে শামী)। নামায সহীহ হওয়ার জন্য নূন্যতম কিরাআত সূরা ফাতিহাসহ ইমাম আবূ হানিফা(রহঃ) এর মতে এক আয়াত আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ(রহঃ) এর মতে তিন আয়াত পড়তে হবে (হিদায়া)।

➢ নামাযে ইমামের কিরাআত পড়ার সময় ভুলবশত আস্তের জায়গায় জোরে এবং জোরের জায়গায় আস্তে কিরাআত পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ জামাআত ব্যতীত একা একা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মুসাল্লী যদি চুপে চুপে কিরাআত পড়ার স্থানে শব্দ করে কিরাআত পড়ে তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে । কিন্তু শব্দ করে কিরাআত পড়ার স্থলে যদি চুপে চুপে কিরাআত পড়ে এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)।

➢ ফজর নামাযের প্রথম রাকআতে দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষা অধিক লম্বা সূরা পাঠ করা উচিত । এছাড়া অন্যান্য নামাযে প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় রাকআত সমান হওয়া উচিত । দুই এক আয়াত কমবেশী হলে ধর্তব্য নহে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ কুরআন শরীফে সূরাগুলো যে তারতীব অনুযায়ী লিখা আছে নামাযের মধ্যে সে তারতীব অনুযায়ী পাঠ করবে । আমপারায় যে তারতীব অনুযায়ী লিখা আছে সে তারতীব অনুযায়ী পাঠ করবে না ।

➢ প্রথম রাকআতে যে সূরা পড়েছে দ্বিতীয় রাকআতে তার উপরের সূরা পড়লে অর্থাৎ কুরআনের তারতীবের খিলাফ পড়লে নামায মাকরুহ হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ প্রথম রাকআতে যে সূরা পাঠ করেছে দ্বিতীয় রাকআতে যদি সেই সূরাই পাঠ করে তবুও নামায হয়ে যাবে । তবে বিনা কারণে এরুপ করা মাকরুহ।

➢ যে সূরা শুরু করা হয়েছে সে সূরাই পাঠ করে শেষ করবে । বিনা কারণে অন্য সূরা পাঠ করা কিংবা কয়েক জায়গা হতে কয়েক আয়াত এক রাকআতে পাঠ করা মাকরুহ ।

➢ আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় কিরাআত পড়া জায়িয নেই (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। কিরাআত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল হরফগুলো সহীহভাবে উচচারণ করা এবং নিজ কানে তা শুনতে পাওয়া (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

পুরুষদের নামাযে দাঁড়াবার নিয়ম

নামাযের স্থানে বা মুসাল্লায় ক্বিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রাখবে । মনে মনে ভাববে, আমি আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়েছি । তিনি আমার অন্তর ও বাইরের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন । এসময় হাত দু'টি ছাড়া অবস্থায় রাখবে এবং উভয় পায়ের মাঝখানে কমপক্ষে চার আংগুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে । তবে বেশী ফাঁকা রাখবে না । অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াবে । পায়ের সামনে ও পিছনের দিকে সমান ফাঁকা থাকবে । প্যান্ট, পায়জামা বা লুংগী টাখনুর নীচে নামাবে না । টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা সর্বাবস্থায় নাজায়িয।

পুরুষদের হাত উঠাবার নিয়ম

পুরুষগণ আল্লাহু আকবার (তাকবীর তাহরীমা) বলার পূর্বে উভয় হাতের পেট ক্বিবলার দিক করে কান পর্যন্ত হাত উঠাবে । হাত এমন ভাবে উঠাবে যাতে হাতের বৃদ্ধা অংগুলি কানের লতির বরাবর থাকে এবং অংগুলির মাথা কানের উপরে থাকে, কিন্তু মাথার উপরে না উঠে। উভয় হাতের পেট ক্বিবলামুখী থাকবে এবং অংগুলিগুলোর মাথা ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিকভাবে ফাঁকা থাকবে । আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হাতের বৃদ্ধা অংগুলি কাঁধ বরাবর এবং অংগুলির মাথা কাঁধের উপরে থাকবে, কানের উপরে নয় ।

পুরুষদের হাত বাঁধার নিয়ম

পুরুষগণ নাভির নীচে ডান হাতের কর বাম হাতের করের উপর স্থাপন করবে অথবা ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জুনী আংগুল দিয়ে বাম হাতের করকে শক্ত করে ধরবে । মহিলাগণ সিনার (বুকের) উপরে হাত বাধঁবে । তাকবীর তাহরীমা বলার সময় পুরুষগণ কাপড়ের নীচ হতে হাত বের করে ফেলবে, আর মহিলাগণ কাপড়ের ভিতরে হাত রাখবে (যদি শাড়ী বা চাদর পরিধান করে নামায আদায় করা হয়) । নামাযে বিনা কারণে শরীরের কোন অংগ প্রত্যংগ নাড়াচাড়া করবে না। যত স্থিরতার সাথে দাঁড়াবে ততই ভাল । হাই তোলা বা চুলকানো থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করবে ।

পুরুষদের রুকু করার নিয়ম

রুকু অর্থ অর্ধ-নমিত হওয়া বা ঝুঁকে যাওয়া । শরীয়াতের পরিভাষায়, রুকু অর্থ নামাযে আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাটুঁর উপর ভর করে এক বিশেষ

www.amarboi.org

পদ্ধতিতে ঝুঁকা । রুকু করা নামাযের একটি ফরয কাজ । রুকুর ওয়াজিব পরিমাপ এই যে, মুসাল্লী এমনভাবে ঝুঁকবে যে, তার হাত কমপক্ষে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে । পরিপূর্ণ রুকু হল, পিঠ এ পরিমান ঝুঁকানো যেন মাথা নিতম্ব বরাবর হয়ে যায় (ফতোয়ায়ে শামী)। মুসাল্লীর পিঠ ঝুঁকানোর ক্ষমতা থাকলে না ঝুঁকিয়ে কেবল মাথা নীচু করলে ফরয আদায় হবে না । কুঁজো ব্যক্তির কুঁজোভাব যদি রুকু পর্যায়ে পৌঁছে তবে মাথা দ্বারা ইশারার সাহায্যে রুকু আদায় করবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন,রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ রুকু ও সিজদা ঠিকভাবে আদায় করবে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

নামাযে রুকু করার মাসনূন তরীকা নিম্নরুপ ঃ

- ➢ রুকুতে মাথা নিচু করে দুই হাত দিয়ে দুই হাঁটুকে অর্থাৎ ডান হাত দিয়ে ডান হাঁটু এবং বাম হাত দিয়ে বাম হাঁটুকে মজবুত করে ধরবে । হাতের আংগুলগুলো খোলা থাকবে এবং দুই আংগুলের মাঝখানে ফাঁকা রাখবে ।
- ➢ দুই হাতকে তীরের ন্যায় সোজা রাখবে ।
- ➢ এ সময় মাথা, পিঠ ও নিতম্ব এক বরাবরে রাখবে ।
- ➢ পিঠকে কুজঁ এবং মাথাকে নীচু বা বেশী উচুঁ করবে না ।
- ➢ রুকুর মধ্যে পা সোজা রাখবে, পা যেন বাঁকা না হয় ।
- ➢ রুকুতে যাবার সময় হাত সোজা ছেড়ে দিবে না বা পিছনের দিকে ঝাড়া দিবে না ।
- ➢ রুকুতে বাহুকে পাজর থেকে পৃথক রাখবে ।
- ➢ দৃষ্টিকে উভয় পায়ের উপর রাখবে ।
- ➢ রুকুতে কমপক্ষে এতটুকু সময় অবস্থান করবে যাতে স্থিরভাবে কমপক্ষে তিনবার সুবহানা রাবিবয়াল আজীম বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা যায় ।
- ➢ মুসাল্লী যদি বসে নামায আদায় করে তাহলে মাথা এ পরিমাণ ঝুঁকাবে যেন মাথা হাঁটু বরাবর হয়ে যায় । আর যদি মাথা এবং পিঠ সামান্য ঝুঁকায় তাহলেও নামায দুরস্ত হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

পুরুষদের সিজদা করার নিয়ম

শরীয়াতের পরিভাষায়, সিজদা অর্থ নামাযে আল্লাহর পরিপূর্ণ বিনয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে মাটিতে দু'হাত রেখে এক বিশেষ পদ্ধতিতে মাটিতে কপাল লাগিয়ে দেয়া। নামাযে সিজদা করা ফরয । প্রথম সিজদার ন্যায় দ্বিতীয় সিজদা করাও

www.amarboi.org

ফরয । ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মতে, বিনা ওযরেও যদি কেউ কেবলমাত্র নাকের উপর ভর দিয়ে সিজদা করে তবে জায়িয হবে । কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে, নামায জায়িয হবে না । এ মতের উপরই ফতোয়া ।

নামাযে সিজদা করার মাসনূন তরীকা নিম্নরূপ ঃ

- প্রথমে দু'হাত দু'হাটুর বরাবর রেখে দু'হাটুঁ বাঁকা করে মাটির দিকে এভাবে নিয়ে যাবে যেন সীনা ও মাথা হাটুঁর পরে ঝুঁকে । যখন হাটুঁ মাটিতে লেগে যায় তখন সীনা ও মাথা ঝুঁকাতে হবে ।
- দু'হাটু মাটিতে লাগার পর সীনা ও মাথা ঝুঁকায়ে দু'হাত মাটির উপর স্বাভাবিক ভাবে রাখবে। হাতের তালু এবং অংগুলি মাটিতে বিছায়ে দিবে।
- তারপর দু'হাতের মাঝে প্রথমে নাক, অতঃপর কপাল মাটিতে এমনভাবে রাখবে যেন দু'হাতের বৃদ্ধাংগুলির মাথা দু' কানের লতির বরাবর থাকে । উভয় হাতের মাঝে চেহারার চওড়া পরিমাণ ফাঁকা রাখবে । সিজদার সম্পূর্ণ সময় নাক ও কপাল মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে ।
- সিজদায় উভয় হাতের অংগুলিগুলো স্বাভাবিক ভাবে রাখবে । অর্থাৎ বেশী ফাঁকা করে রাখবে না, আবার অংগুলিগুলো পরস্পরের সাথে মিলিয়েও রাখবে না।
- সিজদায় উভয় পায়ের টাখনু কাছাকাছি রাখবে এবং আংগুলের মাথাগুলো ক্বিবলামুখী রাখবে ।
- উভয় হাতের কনুইদ্বয় মাটি হতে উপরে রাখবে, মাটিতে বিছায়ে রাখবে না । এছাড়া বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখবে না বরং পৃথক রাখবে। তবে কুনুইদ্বয় এত দূরে রাখবে না যাতে পাশের নামাযীর অসুবিধা হয় ।
- পেট ও উরু একসাথে মিলিয়ে রাখবে না ।
- সিজদায় উভয় পা এভাবে খাড়া রাখবে যেন পায়ের গোড়ালী উচুঁ থাকে এবং আংগুলগুলো মোড় দিয়ে ক্বিবলামুখী থাকে । সিজদার পূর্ণ সময় দু'পা মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে । সিজদায় তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় পা মাটি হতে উপরে থাকে তাহলে সিজদা আদায় হবে না । সিজদা আদায় না হলে নামায আদায় হবে না । ওযর থাকলে ভিন্ন কথা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- সিজদায় কমপক্ষে এতটুকু সময় অবস্থান করবে যাতে ধীরস্থিরভাবে তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করা যায় ।
- কেউ যদি উভয় হাত মাটিতে রেখে হাতের উপর সিজদা করে তাহলে জায়িয হবে না । তবে ওযর থাকলে জায়িয হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

➢ সিজদার স্থান যদি পা রাখার স্থান হতে এক ইট বা দুই ইট পরিমাণ উঁচু হয় তাহলে নামায জায়িয হবে । আর যদি এর থেকে বেশী উঁচু হয় তাহলে জায়িয হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

পুরুষদের নামাযে বসার নিয়ম

বসার নিয়ম হচেছ, ডান পায়ের পাতাকে খাড়া রাখবে । বাম পায়ের পাতাকে বিছায়ে দিয়ে বাম পায়ের বুকের উপর বসবে । ডান পায়ের অংগুলিগুলো থাকবে ক্বিবলামুখী । বসাবস্থায় দুই হাতের কর দুই উরুর উপর জানু বরাবর স্থাপন করবে এবং অংগুলীসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে । কুকুরের ন্যায় দু' পা খাড়া করে বসা মাকরুহ । পুরুষগণ মহিলাদের ন্যায় উভয় পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসবে না এবং ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার উপর রাখবে না ।

সঠিকভাবে রুকু সিজদা করার তাগিদ

হযরত আবূ কাতাদাহ(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ চুরি করা হিসেবে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি যে নামাযে চুরি করে । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামাযে কিভাবে চুরি করে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ নামাযের রুকু ও সিজদা পূর্ণ ভাবে না করা (মুসনাদে আহমাদ) ।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সিজদা সঠিকভাবে করবে এবং তোমাদের কেউ যেন (সিজদায়) কুকুরের ন্যায় জমিনে হাত বিছায়ে না দেয় (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন সাতটি হাড় (অংগ) দ্বারা সিজদা করি । কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের মাথা এবং কাপড় ও চুল যেন না গোছাই (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

তাশাহহুদের মাসাইল

➢ নামাযের প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়া ওয়াজিব।

➢ইমাম যদি স্বাভাবিক বৈঠক ব্যতীত কোন কারণবশতঃ একাধিক বৈঠক করেন তাহলে সব বৈঠকগুলোতে মুকতাদির উপরও তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব।

www.amarboi.org

➢ সাহু সিজদার উদ্দেশ্যে সালাম ফিরানোর পর ইমাম ও মুকতাদী উভয়ের উপরই পুনরায় তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব ।

➢ তাশাহহুদের সামান্য কিছু অংশ ছেড়ে দিলেও ওয়াজিব আদায় হবে না । সাহু সিজদা দিতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

➢ কেউ যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ না পড়ে কিংবা তাশাহহুদের কিছু অংশ ত্যাগ করে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ কেউ যদি তাশাহহুদ পড়ার পর ভুলে সূরা ফাতিহা পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । কিন্তু তাশাহহুদ না পড়ে ভুলক্রমে তাশাহহুদের স্থলে সূরা ফাতিহা পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ কেউ যদি প্রথম বৈঠকে একাধিকবার তাশাহহুদ পড়ে কিংবা তাশাহহুদের পর দরুদ পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে । কেউ বলেছেন, আল্লাহুম্মা সাল্লিআ'লা মুহাম্মাদ পড়লেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে । আবার কেউ বলেছেন, ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ না পড়া পর্যন্ত সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । প্রথম অভিমতটি সঠিক । কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় বৈঠকে একাধিকবার তাশাহহুদ পড়লেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ সুন্নাত ও নফল নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরুদ পড়া জায়িয, এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । কিন্তু যদি নফল নামাযে আত্তাহিয়্যাতু দু'বার পড়া হয় তাহলে সাহু সিজদা করতে হবে ।

➢ কেউ যদি দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পরিমাণ সময় অবস্থান করে কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু পড়তে ভুলে যায় । তাহলে স্মরণ হলে তা পড়ে নিবে এবং এতে তার উপর সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে ।

নামায পড়ার নিয়ম

নামায আদায়ের নিয়ম কানুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)ও সাহাবায়ে কিরামগণকে শিক্ষা দিয়েছেন । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে নামায আদায় করতেন তার বিস্তারিত বিবরণ বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে । বহু সাহাবী থেকে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে । হাদীসসমূহ আলোচনা করে হানাফী মাজাহাবের ফকীহগণ বিশুদ্ধভাবে নামায আদায়ের যে সকল নিয়ম কানুন বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

www.amarboi.org

প্রথম রাকআত পড়ার নিয়ম

➢ প্রথমে নামাযের স্থানে বা মুসাল্লায় ক্বিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ,দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রেখে ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু দু' আ পাঠ করবে এবং মনে মনে ভাববে, আমি আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়েছি । তিনি আমার অন্তর ও বাইরের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন । এসময় হাত দু'টি ছাড়া অবস্থায় রাখবে এবং উভয় পায়ের মাঝখানে কমপক্ষে চার আংগুল পরিমাণ ফাঁকা রাখবে । তবে বেশী ফাঁকা রাখবে না । অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়াবে । পায়ের সামনে ও পিছনের দিকে সমান ফাঁকা থাকবে । প্যান্ট, পায়জামা বা লুংগী টাখনুর নীচে নামাবে না । টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা সর্বাবস্থায় নাজায়িয । তবে মহিলাগণ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করবে ।

➢ অতঃপর নামাযের নিয়্যাত করবে । আরবীতে নিয়্যাত করা ভাল তবে শর্ত ও জরুরী নয় । বাংলায় নিয়্যাত করলেও হবে এবং এতে নামাযের কোন সওয়াব কম হবে না । নিয়্যাত করা অর্থাৎ মনে মনে এ সংকল্প করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে অমুক ওয়াক্তের অমুক নামায অত রাকআত আদায় করছি । জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অমুক ওয়াক্তের অত রাকআত নামায আদায়ের জন্য এ ইমামের পিছনে ইকতিদা করলাম -মনে মনে এরুপ নিয়্যাত করবে ।

➢ অতঃপর উভয় হাতের পেট ক্বিবলার দিক করে পুরুষগণ কান পর্যন্ত এবং মহিলাগণ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে । হাত এমন ভাবে উঠাবে যাতে পুরুষদের ক্ষেত্রে হাতের বৃদ্ধা অংগুলি কানের লতির বরাবর থাকে এবং অংগুলির মাথা কানের উপরে থাকে, কিন্তু মাথার উপরে নয়। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হাতের বৃদ্ধা অংগুলি কাঁধ বরাবর এবং অংগুলির মাথা কাঁধের উপরে থাকে, কিন্তু কানের উপরে নয় । উভয় হাতলী ক্বিবলার দিকে থাকবে এবং অংগুলিগুলোর মাথা ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিকভাবে ফাঁকা থাকবে ।

➢ হাত উঠানোর পর আল্লাহু আকবার (তাকবীর তাহরীমা) বলে পুরুষগণ নাভির নীচে ডান হাতের কর বাম হাতের করের উপর স্থাপন করবে অথবা ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জুনী আংগুল দিয়ে বাম হাতের করকে শক্ত করে ধরবে । মহিলাগণ সিনার (বুকের) উপরে হাত বাধঁবে । তাকবীর তাহরীমা বলার সময় পুরুষগণ কাপড়ের নীচ হতে হাত বের করে ফেলবে, আর মহিলাগণ কাপড়ের ভিতরে হাত রাখবে (যদি শাড়ী বা চাঁদর পরিধান করে নামায আদায় করা হয়)। নামাযে বিনা কারণে শরীরের কোন অংগ প্রত্যংগ নাড়াচাড়া করবে না ।

www.amarboi.org

যত স্থিরতার সাথে দাঁড়াবে ততই ভাল । হাই তোলা বা চুলকানো থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকার চেষ্টা করবে ।

➢ তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বাঁধার পর প্রথমে সুবহানাকা, অতঃপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়বে । তৎপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং ফাতিহা শেষে নিঃশব্দে আমীন বলবে । অতঃপর যে কোন একটি সূরা বা কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত, আর বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে (আল্লাহু আকবার বলতে বলতে) রুকু করবে । রুকুতে দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটুকে মযবুত করে ধরবে এবং হাতকে তীরের ন্যায় সোজা রাখবে । এ সময় মাথা, পিঠ ও নিতম্ব এক বরাবর রাখবে এবং পিঠকে কুঁজ ও মাথাকে নীচু করবে না ।

➢ অতঃপর রুকুতে তিন,পাচঁ অথবা সাতবার (বিজোড়) সুবহানা রাব্বিয়াল আ'জীম ধীরস্থিরভাবে পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে (বলতে বলতে) স্থির হয়ে দাঁড়াবে যাতে পিঠ ও মাথা সোজা হয়ে যায় । রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব । হাত নীচের দিকে ছেড়ে সোজা রাখবে । অতঃপর রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলবে । জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, আর মুকতাদী রাব্বানা লাকাল হামদ্ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে ।

➢ অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করবে । সিজদায় মাটিতে প্রথমে নাক তারপর কপাল রাখবে । সিজদায় মাথা, পিঠ ও নিতম্ব সম্পূর্ণ সোজা রাখবে । পিঠকে কুজঁ করবে না । সিজদায় দুই হাতের বৃদ্ধ আংগুলকে দুই কানের বরাবর রেখে হাতকে জমিনে (মুসাল্লায়) স্থাপন করবে এবং অংগুলিসমূহ স্বাভাবিক ভাবে পরস্পরে মিলায়ে ক্বিবলামুখী রাখবে । পুরুষগণ আপন বাহুকে পেট এবং জমিন হতে পৃথক রাখবে, আর মহিলাগণ আপন বাহুকে এবং পেট ও বুক যথাসাধ্য মাটিতে বিছায়ে দিবে । এ সময় পায়ের অংগুলিকে অবশ্যই মাটিতে স্পর্শ করে রাখবে ।

➢ সিজদায় তিন,পাচঁ অথবা সাতবার (বিজোড়) সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করবে ।

www.amarboi.org

➢ অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে স্থির হয়ে বসবে যাতে মাথা ও পিঠ সোজা সুজি থাকে । দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব । সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় মাটি থেকে প্রথমে কপাল তারপর নাক উঠাবে ।

➢ অতঃপর পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে এবং পূর্বের ন্যায় সিজদায় তাসবীহ্ পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে যাবে । এতে এক রাকআত নামায পূর্ণ হয়ে গেল ।

দ্বিতীয় রাকআত পড়ার নিয়ম

➢ প্রথম রাকআতের দুই সিজদার পর আল্লাহু আকবার বলে (বলতে বলতে) সিজদা থেকে উঠে দ্বিতীয় রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । সিজদা থেকে উঠার সময় মাটি হতে প্রথমে কপাল,তারপর নাক,তারপর হাত উঠাবে। হাত হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে ।

➢ দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় পুরুষগণ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর সুবহানাকা , আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ ব্যতীত কিরাআত পড়ে প্রথম রাকআতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে । অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য একটি সূরা বা কুরআনের যে কোন স্থান হতে বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত, আর ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে । উল্লেখ্য যে, প্রথম রাকআতে যে সূরা বা আয়াত পাঠ করে ছিলে দ্বিতীয় রাকআতে কুরআনের ক্রম অনুসারে পরবর্তী সূরা পাঠ করবে অথবা পরবর্তী কমপক্ষে দু'টি সূরা বাদ দিয়ে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে অথবা প্রথম রাকআতে যে আয়াত পাঠ করেছিলে তার পরবর্তী যে কোন স্থান হতে বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত আর ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে ।

➢ তারপর পূর্বের ন্যায় আল্লাহু আকবার বলে রুকু করবে এবং রুকুতে তিন, পাচঁ বা সাতবার (বিজোড়) তাসবীহ্ পাঠ করবে ।

➢ তারপর পূর্বের ন্যায় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । তারপর রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে । জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, আর মুকতাদি রাব্বানা লাকাল হামদ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে ।

➢ তারপর প্রথম রাকআতের ন্যায় দুই সিজদা করবে । উভয় সিজদাতে পূর্বের ন্যায় তিন, পাচঁ বা সাতবার (বিজোড়) তাসবীহ্ পাঠ করবে ।

www.amarboi.org

➢ দ্বিতীয় রাকআতে দুই সিজদার পর আল্লাহ আকবার বলে পূর্বের ন্যায় সিজদা থেকে উঠে বসবে, দাঁড়াবে না । বসার নিয়ম হচেছ,ডান পায়ের পাতাকে খাড়া রেখে বাম পায়ের বুকের উপর বসবে । ডান পায়ের অংগুলিগুলো থাকবে ক্বিবলামুখী । বসাবস্থায় দুই হাতের কর দুই উরুর উপর জানু বরাবর স্থাপন করবে এবং অংগুলীসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে ।

➢ নামায দুই রাকআত বিশিষ্ট হলে বসাবস্থায় যথাক্রমে আত্তাহিয়্যাতু,দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করে প্রথমে ডানে,পরে বামে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাবে ।সালাম ফিরানোর সময় ডানে বামের মুসাল্লী ও ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করবে । এতে দুই রাকআত বিশিষ্ট নামায শেষ হবে । আর যদি নামায তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআত বিশিষ্ট হয় তাহলে শুধুমাত্র আত্তাহিয়্যাতু সম্পূর্ণ পাঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে ।

তৃতীয় রাকআত পড়ার নিয়ম

➢ দ্বিতীয় রাকআতে বসাবস্থায় সম্পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর আল্লাহু আকবার বলে বসা হতে উঠে তৃতীয় রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । বসা থেকে উঠার সময় দুই পায়ের অংগুলিসমূহ মাটিতে ভর করে এবং দুই হাত দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে তৃতীয় রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে ।

➢ দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় পুরুষ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর সুবহানাকা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ ব্যতীত সূরা কিরাআত পাঠ করবে । অর্থাৎ নামায সুন্নাত এবং নফল হলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতেও সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলাবে; আর ফরয হলে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে । ফরয নামাযে সূরা ফাতিহার পরে কোন সূরা মিলাবে না । বিতির নামাযে তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলাবে । এরপর আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উঠায়ে পুনরায় হাত বেঁধে দু'আ কুনূত পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর পূর্বের ন্যায় রুকু করবে এবং রুকুতে তিন, পাচঁ বা সাতবার (বিজোড়) তাসবীহ পাঠ করবে ।

➢ তারপর পূর্বের ন্যায় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । তারপর রাব্বানা লাকাল হামদ বলবে । জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, আর মুকতাদী রাব্বানা লাকাল হামদ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে ।

www.amarboi.org

➢ অতঃপর পূর্বের ন্যায় দুই সিজদা করবে এবং উভয় সিজদায় বিজোড় তাসবীহ পাঠ করবে । এতে তিন রাকআত নামায শেষ হবে ।

➢ নামায যদি তিন রাকআত বিশিষ্ট হয়ে থাকে অর্থাৎ মাগরিবের তিন রাকআত ফরয অথবা তিন রাকআত বিতিরের নামায হয় তাহলে সিজদা থেকে আল্লাহু আকবার বলে উঠে না দাঁড়িয়ে বসে যাবে । বসে যথাক্রমে আত্তাহিয়্যাতু,দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করে প্রথমে ডানে ও পরে বামে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাবে ।সালাম ফিরানোর সময় ডানে বামের মুসাল্লী ও ফিরিশতাগণের প্রতি লক্ষ্য রাখবে । এতে তিন রাকআত নামায শেষ হবে ।

➢ আর যদি নামায চতুর্থ রাকআত বিশিষ্ট হয় তাহলে সিজদা হতে উঠে না বসে বরং আল্লাহু আকবার বলে চতুর্থ রাকআতের জন্যে পূর্বের ন্যায় সোজা হয়ে দাঁড়াবে । এতে তৃতীয় রাকআত পূর্ণ হবে এবং চতুর্থ রাকআত শুরু ।

চতুর্থ রাকআত পড়ার নিয়ম

➢ তৃতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর আল্লাহু আকবার বলে (বলতে বলতে) চতুর্থ রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে মাটি হতে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত উঠাবে ।হাত হাঁটুতে ভর দিয়ে এবং দুই পায়ের অংগুলিসমূহ মাটিতে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে ।

➢ দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় পুরুষ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর সূরা কিরাআত পাঠ করবে কিন্তু সুবহানাকা, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে না । অর্থাৎ নামায সুন্নাত এবং নফল হলে সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলাবে; আর ফরয হলে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের ন্যায় রুকু করবে এবং রুকুতে বিজোড় করে তাসবীহ পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর পূর্বের ন্যায় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । সোজা হয়ে বলবে রাব্বানা লাকাল হামদ । জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমাম সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, আর মুকতাদী রাব্বানা লাকাল হামদ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে ।

➢ অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবে । পূর্বের ন্যায় দুই সিজদা করবে এবং উভয় সিজদায় তাসবীহ পাঠ করবে ।

➢ অতঃপর সিজদা থেকে আল্লাহু আকবার বলতে বলতে সোজা হয়ে বসবে । বসার সময় ডান পায়ের পাতাকে খাড়া রেখে বাম পায়ের বুকের উপর বসবে ।

www.amarboi.org

ডান পায়ের অংগুলিগুলো থাকবে ক্বিবলামুখী। বসাবস্থায় দুই হাতের কর দুই উরুর উপর জানু বরাবর স্থাপন করবে এবং অংগুলীসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে ।

➢ সোজা হয়ে বসাবস্থায় আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পাঠ করে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাবে । সালাম ফিরানোর সময় ডানে বামে মুসাল্লী ও ফেরেশতাদের প্রতি লক্ষ্য করবে । উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় গর্দান এতটুকু ঘুরাবে যাতে পিছনে বসা ব্যক্তি নামায আদায়কারীর চোয়াল দেখতে পায় । সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কাধেঁর উপর রাখবে ।

➢ এখন চার রাকআত নামায পূর্ণ হলো ।অতঃপর প্রয়োজন বোধে মুনাজাত করবে ।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, মুনাজাত নামাযের অংশ নয় । মুনাজাত না করলেও নামাযের কোনই ক্ষতি হবে না । এভাবে চার রাকআত নামায শেষ হলো । অতঃপর পরবর্তী নামাযের জন্যে নতুন করে নিয়্যাত করবে এবং উপরের নিয়মে পরবর্তী নামায আদায় করবে । আর যদি কোন নামায বাকী না থাকে তাহলে নিজ প্রয়োজনীয় কাজে চলে যেতে পারবে অথবা বসে তাসবীহ্ তাহ্লীল ও দু'আ দরুদ পাঠ করবে ।

যে সব স্থানে নামায পড়া নিষেধ

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) সাত জায়গায় নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন । তাহলোঃ

➢ আবর্জনা ফেলার স্থানে ।

➢ যবেহ্খানায় ।

➢ কবরস্হানে

➢ পথিমধ্যে

➢ গোসলখানায়

➢ উটশালায় বা গোবাদি পশুর স্থানে এবং

➢ বায়তুল্লাহর ছাদে (সূত্রঃ তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ) ।

www.amarboi.org

কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া

হযরত আবূ মারছাদ গানাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(সাঃ)কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কবরের দিকে ফিরে নামায পড়বে না এবং কবরের উপর বসবে না (সহীহ্ মুসলিম)। সুতরাং কবরের দিকে ফিরে নামায পড়া মাকরুহ ।

প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পড়ে এবং ছবি লটকানো ঘরে নামায আদায় করা

প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরুহ । যে কক্ষে প্রাণীর ছবি লটকানো থাকে, তা মুসাল্লীর সামনে, ডানে,বামে বা উপরে হউক ঐ ঘরে নামায আদায় করা মাকরুহ । জায়নামাযে যদি কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাহলে সে জায়নামাযের উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা মাকরুহ । তবে ছবি যদি মাথাবিহীন হয় অথবা এমন ছোট হয় যে তা সাধারণত দৃশ্যমান হয় না তাহলে নামায মাকরুহ্ হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

নামায আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি তোমাদের কেউ জানত, নামাযী ভাইয়ের সম্মুখ দিয়ে এলোপাতাড়ি গমনে কি ক্ষতি রয়েছে, তাহলে সে যে পা বাড়িয়েছে তা অপেক্ষা একশত বৎসর দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত (ইবনে মাযাহ্) ।

হযরত আবূ জুহাইম(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ নামাযের সম্মুখ দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি গুনাহ হয়, তবে সে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত। রাবী আবু নযর বলেন, আমি বলতে পারি না যে, আবূ জাহাইম চল্লিশ দিন বলেছেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বৎসর (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম) ।

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তোহাবী (রহঃ) বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর এক হাদীস হতে বুঝা যায় যে, এখানে চল্লিশ বৎসরের কথাই বলা হয়েছে । নামাযী ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কথোপকথনে থাকে । কাজেই তাদের মধ্য খান দিয়ে গমন করা কঠিন বেয়াদবী ও গোনাহের কাজ । এসকল হাদীসের উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেন, নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমন করা গুনাহের কাজ এবং মাকরুহ। উল্লেখ্য যে, সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পর মুসাল্লীর

www.amarboi.org

দৃষ্টির আভা যে পরিমাণ সম্মুখে বিস্তৃত হয় সে পরিমাণ স্থানের বাহির দিয়ে অতিক্রম করা মাকরুহ নহে । সে পরিমাণ স্থানের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করা মাকরুহ ।

সুতরার বিবরণ

নামাযরত অবস্হায় মুসাল্লীর সামনে দিয়ে যেন কেউ না যায় এতদ উদ্দেশ্যে মুসাল্লীর সামনে স্থাপনকৃত লাঠি, কাঠি ইত্যাদি বস্তুকে সুতরা বলে ।

সুতরা স্থাপন করা মুস্তাহাব । যদি কোন ব্যক্তি মানুষ চলাচলের জায়গায় সুতরা ব্যতীত নামায পড়ে এবং তার সামনে দিয়ে কেউ চলে যায় তাহলে সেই নামাযী পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে গুনাহগার হবে (কিতাবুল ফিকহ্)। সুতরা পূর্বস্থিত বস্তুও হতে পারে,আবার নতুন করে স্থাপন করা বস্তুও হতে পারে। সুতরা স্থাপন করার স্থান হলো নামাযী ব্যক্তির ডান ভ্রু কিংবা বাম ভ্রু বরাবর । সরাসরি নাক বরাবর নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

সুতরার শর্তসমূহ ঃ

১। উচচতায় কমপক্ষে এক হাত হতে হবে ।

২। কাঠ জাতীয় হলে আংগুল বরাবর মোটা হতে হবে । আর কাপড় হলে পর্দা হয় এমন হতে হবে (কিতাবুল ফিকহ্)।

৩। সুতরা খাড়াভাবে স্থাপন করতে হবে, মাটিতে ফেলে রাখবে না ।

৪। মুসাল্লীর পা থেকে সুতরা পর্যন্ত তিন হাত পরিমাণ দুরত্ব থাকতে হবে (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

৫। যদি সামনে কোন লোক ক্বিবলামুখী হয়ে বসা থাকে তাহলে তাকে দিয়েই সুতরা বানানো জায়িয (কিতাবুল ফিকহ্)।

৬। সুতরা স্থাপন করার স্থানটি যদি এত শক্ত হয় যে, সুতরা গাড়া যায় না, তাহলে যে কোন দিক করে বিছিয়ে দেয়া যাবে। তবে উত্তর দক্ষিণ করে বিছানো উত্তম । যদি পুঁতে রাখার মতো কিছুই পাওয়া না যায়, তাহলে সামনে দাগ টেনে নিলেও হবে । দাগ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, যেমন-বাঁকা চাঁদের মতো,সরল রেখা কিংবা বক্ররেখা । বাঁকা চাঁদের মতো রেখা টেনে নেয়া উত্তম (কিতাবুল ফিকহ্)।

www.amarboi.org

পরিধেয় কাপড়ের উপর সিজদা করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন নবী করীম (সাঃ) এর পিছনে যুহরের নামায আদায় করতাম, তখন উত্তাপ হতে বাচাঁর জন্যে আমাদের কাপড়ের উপর সিজদা করতাম (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

এ হাদীস অনুসারে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন, পরিধেয় কাপড়ের অংশের উপর সিজদা করা জায়িয আছে । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে ইহা জায়িয নহে ।

সুন্নাত নামাযের ফযীলত ও প্রকারভেদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের পূর্বে বা পরে যে সকল নামায আদায় করেছেন কিংবা উম্মতদেরকে আদায় করতে বলেছেন অথবা কোন সাহাবীকে আদায় করতে দেখে চুপ রয়েছেন সেগুলোকে বলা হয় সুন্নাত নামায । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্যে ইহা ছিল নফল । হাদীস শরীফে সুন্নাত নামাযের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে ।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ (ফরয নামায ব্যতীত) ১২ রাকআত নামায আদায় করবে তার জন্যে জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে । চার রাকআত যুহরের (ফরযের) পূর্বে, দুই রাকআত উহার পরে, দুই রাকআত মাগরিবের(ফরযের)পরে, দুই রাকআত ইশার(ফরযের) পরে এবং দুই রাকআত ফজরের (ফরজের) পূর্বে (তিরমিযী) ।

এ সকল নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ।

সুন্নাত দুই প্রকার । যথাঃ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ও সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ অর্থাৎ সুন্নাতে জায়িদাহ ।

যে সকল নামায রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও আদায় করেছেন এবং উম্মতদেরকেও আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো হচ্ছে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ অবশ্যই করণীয় । স্বেচছায় ইহা আদায় করা না হলে ফকীহগণের মতে গুনাহ হবে।

যে সকল নামায রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো কখনো আদায় করেছেন কিন্তু উম্মতদেরকে আদায় করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেননি, সেগুলো হচেছ সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ । ইহা আদায় করলে সওয়াব আছে কিন্তু আদায় না করলে গুনাহ হবে না । সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ নফলেরই অনুরুপ ।

www.amarboi.org

নফল নামাযের ফযীলত

হযরত যায়িদ ইবনে খালিদ জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ২ রাকআত নামায আদায় করেছে আর তাতে কোন ভুল করে নাই, আল্লাহ তায়ালা তার অতীত (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন (মিশকাত)।

হযরত রবীআ ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে এক সফরে রাত্রে ছিলাম। আমি তাঁর খিদমতে ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস (মিসওয়াক, জায়নামায ইত্যাদি) পেশ করলাম। তিনি খুশী হয়ে আমাকে বললেনঃ তোমার কি চাওয়ার আছে চাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথী হয়ে থাকতে চাই। তিনি বললেনঃ এটাই, না অন্য কিছু? আমি বললাম, আমার আকাঙ্খা কেবল এটাই। তিনি বললেনঃ তাহলে বেশী বেশী সিজদা কর (অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নফল নামায আদায় কর) তোমার আকাঙ্খা পূরণে আমাকে সাহায্য কর (সহীহ মুসলিম)।

সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম

ঘরে সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করা মুস্তাহাব। বাসস্থান মসজিদ থেকে বেশী দূরে না হলে কিংবা ঘরে নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা না থাকলে সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের ঘরেও কিছু কিছু নামায আদায় করবে এবং ঘরকে কবরে পরিণত করবে না (অর্থাৎ ঘরকে কবরস্থানের ন্যায় নামায হতে খালি রাখবে না)- সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম (সাঃ) বনী আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং তথায় মাগরিবের নামায আদায় করলেন। তারা যখন ফরয নামায শেষ করল, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) দেখলেন, তারা সকলেই কিছু নফল নামায আদায়ে ব্যাপৃত হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বললেনঃ ইহা ঘরের নামায(অর্থাৎ এ নামায ঘরে আদায় করা ভাল)-আবূ দাউদ।

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ তার (ফরয) নামায মসজিদে আদায় করবে, সে যেন তার নামাযের একাংশ (অর্থাৎ সুন্নাত ও নফল) তার ঘরের জন্যে রেখে দেয়। নিশ্চয়, আল্লাহ তা'য়ালা তার এ নামাযের দরুন তার ঘরের কল্যান দান করবেন (সহীহ মুসলিম)।

www.amarboi.org

নফল নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম

কোন ওয়াক্তের ফরয নামায ওযর ব্যতীত বসে আদায় করা জায়িয নয় । কিন্তু নফল নামায ওযর ব্যতীত বসে আদায় করা জায়িয আছে । তবে বিনা ওযরে বসে আদায় করলে তাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সওয়াব মিলবে । তাই নফল নামায দাঁড়িয়ে আদায় করাই উত্তম ।

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বসে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বললেনঃ যদি দাঁড়িয়ে আদায় করে তাহলে উত্তম । যে বসে আদায় করবে তার সওয়াব দাঁড়িয়ে আদায় করার চেয়ে অর্ধেক; আর যে শুয়ে আদায় করবে তার সওয়াব বসে আদায় করার অর্ধেক (সহীহ বুখারী) ।

নফল নামায যেমন বসে বসে আরম্ভ করা জায়িয, তেমনি দাঁড়িয়ে আরম্ভ করার পর নামাযের মাঝে বসে পড়াও জায়িয । নফল নামায পড়ার ক্লান্তি এসে গেলে কোন কিছুতে ভর দিয়ে বসা বা দাঁড়ানোও জায়িয, এতে নামায মাকরুহ হবে না ।তবে প্রয়োজন ব্যতীত ভর দেয়া মাকরুহে তানযীহী (ফতোয়ায়ে শামী)।

নামায আদায় করতে ভুলে গেলে করণীয়

হযরত আনাস(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ কোন নামায আদায় করতে ভুলে যায় কিংবা নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, উহার প্রতিকার হল যখনই স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করে নিবে । অপর এক বর্ণনায় আছে, এ ছাড়া উহার অন্য কোন প্রতিকার নেই (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ নিদ্রায় কোন ত্রুটি নেই, ত্রুটি হল জাগরণে । সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোন নামায আদায় করতে ভুলে যায় অথবা উহা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে যখনই স্মরণ হবে নামায আদায় করে নিবে । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ নামায কায়িম কর আমার স্মরণে (সহীহ মুসলিম) ।

উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কেউ নামায আদায় করতে ভুলে যায় কিংবা ক্লান্তি বা নিদ্রায় কাতর হয়ে নিদ্রায় যায় অতঃপর সঠিক সময়ে জাগ্রত হতে না পারে, তাহলে যখনই নামাযের কথা স্মরণ হবে বা জাগ্রত হবে তখন আর বিলম্ব না করে নামায আদায় করে নিবে ।

www.amarboi.org

অসুস্থ ব্যক্তির নামায আদায়ের বিবরণ

➢ কোন অবস্থাতেই নামায কাযা করবে না । অসুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম না হলে বসে বসে নামায আদায় করবে, বসা অবস্থায় রুকু করবে এবং সিজদা করবে । রুকুর সময় এতটুকু ঝুঁকবে যেন কপাল হাঁটুর বরাবর হয়ে যায় । সিজদার সময় রুকুর চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকবে । যদি রুকু সিজদা করারও ক্ষমতা না থাকে তাহলে ইশারায় রুকু ও সিজদা আদায় করবে । বসে নামায আদায় করতে সক্ষম না হলে শুয়ে ইশারায় নামায আদায় করবে । শুয়ে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য ক্বিবলামুখী হতে হবে । এ অবস্থায় পা দু'খানা পশ্চিম দিকে রাখবে, এতে চেহারা ক্বিবলামুখী হবে । এ অবস্থায় পা পশ্চিম দিকে রাখলে গুনাহ হবে না ।

➢ যদি কোন লোক নামাযের পূর্ণ সময় দাঁড়াতে না পারলেও কিছুক্ষণ দাঁড়াতে পারে, তা হলে যতটুকু সময় দাঁড়াতে পারবে ততটুকু সময় দাঁড়ানো ফরয হবে । যেমন কেউ যদি সূরা ফাতিহা আরম্ভ করার পর দু এক আয়াত পড়ার পর আর দাঁড়াতে না পারে, তা হলে তখন বসে পড়বে, কিন্তু যতটুকু সময় দাঁড়ানো সম্ভব হয় ততটুকু সময় দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ অসুস্থ ব্যক্তির যদি মাথা দ্বারা ইশারা করে নামায আদায়ের ক্ষমতাও না থাকে তবে শুধু চক্ষুর দ্বারা ইশারায় নামায আদায় সহীহ হবে না । আর এরুপ অবস্থায় নামায ফরযও থাকে না । ঐরুপ অবস্থা যদি মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ পাচঁ ওয়াক্ত নামায পর্যন্ত থাকে, তবে ঐ সময়ের নামাযগুলোর কাযা আদায় করতে হবে । কিন্তু এরুপ যদি চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বেশী থাকে, তবে এ নামাযগুলোর কাযাও আদায় করতে হবে না । এ অবস্থায় নামায সম্পূর্ণ মাফ । চব্বিশ ঘণ্টা বা তার কম এরুপ অবস্থা থাকার পর যদি অবস্থা কিছু ভাল হয় এবং শুয়ে মাথার ইশারা দ্বারা নামায আদায় করার মত শক্তি পায়, তবে ঐ অবস্থায়ই মাথার ইশারা দ্বারা রুকু সিজদা আদায় করে ঐ কয়েক ওয়াক্তের নামায কাযা আদায় করে নিবে । একথা মনে করবে না যে, সম্পূর্ণ ভাল হয়ে তারপর কাযা আদায় করব । কারণ হয়তো ঐ অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যেতে পারে, তাহলে গুনাহগার অবস্থায় মৃত্যু হবে (বেহেশতী জেওর) ।

➢ কোন লোক যদি হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে এবং এক দিন এক রাত বা তার কম সময় বেহুঁশ থাকে অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত বা তার চেয়ে কম নামায ছুটে যায়, তবে

www.amarboi.org

ঐ কয়েক ওয়াক্ত নামাযের কাযা পড়তে হবে । আর যদি এক দিন এক রাতের চেয়ে বেশী সময় বেহুঁশ থাকে অর্থাৎ বেহুঁশ অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামায কাযা হয় তবে তা আর আদায় করতে হবে না (বেহেশতী জেওর)।

➢ যদি কোন লোক দাঁড়িয়ে নামায শুরু করার পর বা দুই এক রাকআত নামায আদায় করার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং দাঁড়াতে সক্ষম না হয় তাহলে অবশিষ্ট নামায বসে বসে আদায় করবে, রুকু সিজদা দিতে সক্ষম না হলে ইশারায় রুকু সিজদা দিবে ।

➢ কোন রোগীর যদি এরুপ শোচনীয় অবস্থা হয় যে, বসে পায়খানাও করতে পারে না, শুয়ে শুয়ে পেশাব পায়খানা করে, পানির দ্বারা ইস্তিনজা করতে পারে না, তবে পুরুষ হলে তার স্ত্রী এবং স্ত্রী হলে তার স্বামী যদি পানির দ্বারা ইস্তিনজা করায়ে দেয় তবে অতি ভাল, নতুবা নেকড়া বা টয়লেট পেপার দিয়ে মুছে ফেলে ঐ নাপাক অবস্থায়ই নামায পড়বে- তবুও নামায ছাড়বে না । পুরুষের যদি ছেলে বা ভাই থাকে বা স্ত্রীর যদি মেয়ে বা ভগ্নী থাকে, তবে তারা ওযু করায়ে দিতে পারবে বটে, কিন্তু ইস্তিনজা করাতে পারবে না । কারণ ছেলে, মেয়ে, মা,বাবা, বোন কারো গুপ্তস্থান দেখা বা স্পর্শ করা জায়িয নহে । স্বামী-স্ত্রীর জন্য একে অন্যের গুপ্তস্থান দেখা বা স্পর্শ করা জায়িয আছে । রোগী যদি নিজে ওযু বা তায়াম্মুম করতে না পারে, তবে অন্য কেউ ওযু বা তায়াম্মুম করায়ে দিবে (বেহেশতী জেওর)।

➢ অসুস্থ ব্যক্তির বিছানা যদি নাপাক হয়ে যায় এবং বিছানা বদলাইতে রোগীর অতিশয় কষ্ট হয় এবং বিছানা বদলে দেয়ার মত কোন লোক না থাকে তবে ঐ নাপাক বিছানায়ই নামায পড়বে । বিছানা বদলে দেয়ার মত লোক থাকলে তাকে না বলে নাপাক বিছানায় নামায আদায় করলে সহীহ্ হবে না (বেহেশতী জেওর)।

➢ যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে এত দূর্বল হয়ে পড়ে যে, ঘরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হলেও মসজিদে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ফলে মসজিদে গিয়ে আর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে না, তা হলে তাকে নিজ ঘরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে, মসজিদে যেতে হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ জুমুআর নামায আদায়ে অপারগ ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত যুহরের নামায বিলম্বিত করা মুস্তাহাব এবং এতটুকু বিলম্ব না করা মাকরুহ (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

www.amarboi.org

সিজদায়ে সাহুর বিবরণ

সাহু শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া । নামাযের কোন অংগকে ভুলক্রমে যথাস্থানে সম্পাদন করা না হলে কিংবা নামাযের ভিতর ভুলবশতঃ কোন ব্যতিক্রম কাজ করা হলে নামাযকে সংশোধন করার জন্যে নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর অতিরিক্ত দু'টি সিজদা আদায় করাকে শরীয়াতের পরিভাষায় সিজদায়ে সাহু (সাহু সিজদা) বলা হয়। অতিরিক্ত দু'টি সিজদা দেয়া হলে নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায় । নামাযে ভুলবশতঃ কোন ওয়াজিব আদায় করা না হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় । ফরয, সুন্নাত, নফল সব নামাযেই সিজদায়ে সাহুর বিধান কার্যকর হবে (মুহীত)।

সিজদায়ে সাহুর বিবিধ মাসাইল

- ভুলবশতঃ নামাযের কোন একটি ওয়াজিব বাদ পড়লে কিংবা যথাস্থানে আদায় করা না হলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- ভুলবশত নামাযের কোন আরকান আগে পিছে আদায় করলে কিংবা একই রুকন বারবার আদায় করলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- যে পরিমাণ কিরাআত পড়লে নামায সহীহ হয় এ পরিমাণ কিরাআতের ক্ষেত্রে কেউ যদি আস্তের জায়গায় জোরে পড়ে বা জোরের জায়গায় আস্তে পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে শামী)। নামায সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম আবূ হানিফা(রহঃ) এর মতে, নূন্যতম কিরাআত হচেছ, সূরা ফাতিহাসহ এক আয়াত, আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এবং ইমাম আবূ ইউসূফ(রহঃ) এর মতে, তিন আয়াত পড়া (হিদায়া)।
- নামাযে ইমামের কিরাআত পড়ার সময় ভুলবশতঃ আস্তের জায়গায় জোরে এবং জোরের জায়গায় আস্তে কিরাআত পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- জামাআত ব্যতীত একা একা নামায আদায়ের ক্ষেত্রে মুসাল্লী যদি নিঃশব্দে কিরাআত পড়ার স্থানে ভুলবশতঃ শব্দ করে কিরাআত পড়ে তবে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে । কিন্তু শব্দ করে কিরাআত পড়ার স্থলে যদি নিঃশব্দে কিরাআত পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)।

www.amarboi.org

➢ কেউ নামায শুরু করে প্রথমেই যদি ভুলবশতঃ সূরা ফাতিহা না পড়ে অন্য কোন সূরা পড়তে থাকে তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে এবং এর সাথে অন্য সূরা মিলাবে। আর এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে ।

➢ কেউ যদি ভুলবশতঃ নামাযে সূরা ফাতিহা একেবারেই না পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফাতওয়া ও মাসাইল)।

➢ ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকআতে যদি সূরা মিলাতে ভুলে যায় তবে শেষের দু'রাকআতে সূরা মিলিয়ে সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করবে। যদি প্রথম দু'রাকআতের কোন এক রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে যায় তাহলে তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে সূরা মিলিয়ে সাহু সিজদা করে নামায শেষ করবে । আর যদি প্রথম দু'রাকআতে সূরা মিলাতে ভুলে যায় এবং শেষের দু'রাকআতেও স্মরণ না হয় বরং আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় স্মরণ হয় তবে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সাহু সিজদা করে নামায শেষ করবে ।

➢ সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকআতে সূরা মিলানো ওয়াজিব । যদি কেউ কোন রাকআতে ভুলবশত সূরা না মিলায় তবে সাহু সিজদা দিতে হবে ।

➢ ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা মিলানোর বিধান নেই । তথাপি কেউ যদি সূরা মিলায় তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না এবং সাহু সিজদাও করতে হবে না ।

➢ কেউ যদি সূরা ফাতিহা পাঠ করে চিন্তা করে যে, এখন কোন সূরা পড়বে কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে যদি এতটুকু বিলম্ব হয়, যে সময়ের মধ্যে তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়া যায় তাহলে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব হবে (বেহেশতী জেওর)।

➢ কেউ নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা পড়তে যদি আটকিয়ে যায় এবং ভিন্ন সূরা শুরু করে এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ নামাযের ওয়াজিব বাদ পড়লে যেমন সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় তদ্রুপ ভুলে বা চিন্তা করার কারণে যদি কোন ফরয বা ওয়াজিব আদায় করতে তিন তাসবীহ পরিমাণ দেরী হয়ে যায় যেমনঃ সূরা পড়তে পড়তে আটকে যায়, অতঃপর এবং চুপ করে দাঁড়িয়ে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় চিন্তা করে অথবা দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে বসে চিন্তা করে তিন তাসবীহ পরিমাণ দেরী করে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (বেহেশতী জেওর)।

www.amarboi.org

➢ কেউ যদি সূরা পড়ার পূর্বেই রুকু করে, অতঃপর স্মরণ হয় যে, সে সূরা পড়েনি, তাহলে স্মরণ হবার পর মাথা উঠায়ে নিবে এবং সূরা পড়বে অতঃপর রুকু করবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (তাতার খানিয়া)।

➢ কেউ যদি সূরা পড়ার পূর্বেই রুকু করে এবং নামায শেষে তা স্মরণ হয় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে কিন্তু এ অবস্থায় পুনরায় রুকু আদায় করতে হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়েছে বটে কিন্তু নামায শেষ হওয়ার দরুন সাহু সিজদা দেওয়ার সুযোগ নেই বলে সাহু সিজদা দিতে হবে না ।

➢ কেউ যদি ভুলবশতঃ দু'বার রুকু করে কিংবা তিনবার সিজদা করে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে ।

➢ নামাযে তাদীলে আরকান তথা নামাযের রুকু সিজদা ধীরস্থিরভাবে আদায় করা ওয়াজিব । কেউ যদি নামাযের তাদীলে আরকান না করে তাহলে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ কেউ যদি কাওমা আদায় না করে অর্থাৎ রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়ায় বরং সরাসরি সিজদায় চলে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে, সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফাতহুল কাদীর)।

➢ কেউ যদি প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ না পড়ে কিংবা তাশাহহুদের কিছু অংশ ত্যাগ করে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ যদি কেউ তাশাহহুদ পড়ার পর ভুলে সূরা ফাতিহা পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । কিন্তু তাশাহহুদ না পড়ে তাশাহহুদের স্থলে সূরা ফাতিহা পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ যদি কেউ প্রথম বৈঠকে একাধিকবার তাশাহহুদ পড়ে কিংবা তাশাহহুদের পর দরুদ পড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে । কেউ বলেছেন, আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদ পড়লেই সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে । আবার কেউ বলেছেন, ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদ না পড়া পর্যন্ত সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । প্রথম অভিমতটি সঠিক । কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় বৈঠকে একাধিকবার তাশাহহুদ পড়লে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ সুন্নাত ও নফল নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরুদ পড়া জায়িয, এতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । কিন্তু যদি নফল নামাযে আত্তাহিয়্যাতু দু'বার পড়া হয় তাহলে সাহু সিজদা করতে হবে ।

www.amarboi.org

➢ দ্বিতীয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরিমাণ সময় অবস্থান করল, কিন্তু আত্তাহিয়্যাতু পড়তে ভুলে গেল ।পরে বসাবস্থায়ই স্মরণ হলে তা পড়ে নিবে । এতে তার উপর সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে ।

➢ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের দুই সিজদার পর বসা ওয়াজিব । কিন্তু কেউ যদি ভুলবশতঃ দ্বিতীয় রাকআতের পর না বসে অর্থাৎ প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং বসার নিকটবর্তী থাকাকালীন অবস্থায় তা স্মরণ হয়,এমতাবস্থায় সে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে নিবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । আর যদি সে দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে দাঁড়িয়েই যাবে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত আদায় করে শেষ বৈঠকে সাহু সিজদা আদায় করবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর আবার বসে তাশাহহুদ পড়া অন্যায় । তবে কেউ যদি এরূপ করে তবে নামায হয়ে যাবে, কিন্তু সাহু সিজদা দিতে হবে ।

➢ কেউ যদি তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের শেষ বৈঠক করতে ভুলে গিয়ে অর্থাৎ ভুলবশতঃ না বসে দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং বসার নিকটবর্তী থাকাকালীন অবস্থায় তা স্মরণ হয় তাহলে বসে যাবে এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যাবার পর স্মরণ হয়, কিংবা সূরা ফাতিহা পড়ার পর এমনকি ৫ম রাকআতের রুকু করার পরও যদি স্মরণ হয় তবু বসে যেতে হবে এবং সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করতে হবে । আর যদি ৫ম রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হয় তবে আর বসবে না । ৫ম রাকআত পূর্ণ করে আরো এক রাকআত পড়ে মোট ছয় রাকআত পূর্ণ করবে। তারপর তাশাহহুদ, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পড়ে নামায শেষ করবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা করতে হবে না । এই ছয় রাকআত নামায নফল হয়ে যাবে । ফরয নামায পুনরায় পড়তে হবে । আর যদি ৬ষ্ঠ রাকআত না পড়ে ৫ম রাকআত পূর্ণ করে বৈঠক করতঃ সাহু সিজদার সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করে তাহলে এক রাকআত বাতিল হবে, আর চার রাকআত নফল হবে । ফরয পুনরায় আদায় করতে হবে, কারণ নামাযের শেষ বৈঠক করা ফরয ।

➢ যদি নামাযের শেষ বৈঠকে অর্থাৎ চতুর্থ রাকআতে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ভুলবশতঃ দাঁড়িয়ে যায় এবং ৫ম রাকআতের সিজদা করার পূর্বেই স্মরণ হয়

www.amarboi.org

তবে সাথে সাথে সোজা হয়ে বসে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে । তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে নামায শেষ করবে । আর যদি ৫ম রাকআতের সিজদা করার পর মনে হয় তাহলে আরো এক রাকআত পড়ে ছয় রাকআত পূর্ণ করে সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করবে । এতে চার রাকআত ফরয এবং দু'রাকআত নফল হিসেবে গণ্য হবে । আর যদি ৫ম রাকআতের সিজদা করার পর ৬ষ্ঠ রাকআত না মিলায় বরং ৫ম রাকআতেই সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করে তাহলে অন্যায় হবে, তবে নামায আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে চার রাকআত ফরয হবে এবং এক রাকআত বৃথা যাবে ।

➢ কেউ যদি চার রাকআত নফল বা সুন্নাত নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের পর বসতে ভুলে যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকআতের সিজদা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ আসা মাত্র বসে পড়বে । আর যদি তৃতীয় রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হয় তবে না বসে চতুর্থ রাকআত পূর্ণ করে বসবে । এই উভয় অবস্থায় নামায হয়ে যাবে, কিন্তু সাহু সিজদা করতে হবে ।

➢ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া পরিমাণ সময় বসার পর যদি সন্দেহ হয় যে, সে তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত পড়েছে । এমনিভাবে চিন্তা করতে করতে যদি যথা সময় সালাম ফিরাতে বিলম্ব হয়ে যায় এবং পরে সে নিশ্চিত হয়ে নামায শেষ করে তাহলে এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে কেউ যদি সন্দেহে পড়ে যায় যে, চার রাকআত পড়েছে না তিন রাকআত, আর এ সন্দেহ যদি কদাচিৎ হয় তাহলে ঐ নামায ছেড়ে দিয়ে নতুন করে নিয়্যাত করে নামায পড়বে । আর যদি প্রায়ই এরুপ হয় তবে চিন্তা করে দেখতে হবে তার মন কয় রাকআতের কথা বেশী বলে । যদি মন সাক্ষ্য দেয় যে, তিন রাকআত হয়েছে তবে তিন রাকআতের পর অবশিষ্ট নামায পড়বে । আর যদি মন বলে যে, চার রাকআত হয়েছে তাহলে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে । আর যদি উভয় দিকে মনের টান সমান হয় তাহলে তিন রাকআত ধরে তৃতীয় রাকআতে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে । অতঃপর চতুর্থ রাকআত পড়ে আত্তাহিয়্যাতুর পর সাহু সিজদা দিয়ে আবার আত্তাহিয়্যাতু , দরুদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে ।

www.amarboi.org

➢ বিতির নামাযে দু'আ কুনূত পড়া ওয়াজিব । কেউ যদি দু'আ কুনূত না পড়ে কিংবা কিরাআত পড়ার পর তাকবীর না বলে দু'আ কুনূত পর্ড়ে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ বিতির নামাযে কেউ যদি ভুলে দু'আ কুনূতের স্থলে সানা (সুবহানাকা) পড়তে থাকে এবং স্মরণ হওয়া মাত্র আবার দু'আ কুনূত পড়ে তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে না ।

➢ বিতিরের প্রথম বা দ্বিতীয় রাকআতে কেউ যদি ভুলে দু'আ কুনূত পড়ে ফেলে তাহলে তৃতীয় রাকআতে পুনরায় দু'আ কুনূত পড়তে হবে এবং সাহু সিজদা করতে হবে ।

➢ ঈদের নামাযে ভুলবশত ছয় তাকবীর বলা না হলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ ইমামের ভুলের জন্য মুকতাদীর উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে, কিন্তু মুকতাদি যদি ভুল করে তাহলে এ ভুলের কারণে ইমামের উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না (হিদায়া)। ইমাম যখন ভুল করেছিলেন তখন মুকতাদিকে নামাযে শরীক থাকা শর্ত নয়, বরং ইমামের ভুলের পর মুকতাদি জামাআতে শরীক হলেও তাকে ইমামের সাথে সাহু সিজদা দিতে হবে ।

➢ মাসবুক যদি ইমামের সাথে সাহু সিজদা দেয়ার পূর্বেই নিজের ছুটে যাওয়া নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তার সাহু সিজদা থেকে যাবে, ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার পর সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করতে হবে।

➢ নামাযে একাধিক ভুল হলে এর জন্য মাত্র একবারই সাহু সিজদা আদায় করতে হবে । একবার সাহু সিজদা দেয়ার পরও যদি কোন ভুল হয় তবু পুনরায় সাহু সিজদা দিতে হবে না ।

➢ কারো উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব ছিল । কিন্তু সাহু সিজদা করতে মনে নেই, উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছে । এখন সে যদি কোন কথা না বলে থাকে, বা বুক ক্বিবলা দিক থেকে না ঘুরিয়ে থাকে বা নামায ভংগের অন্য কোন কারণও না ঘটে থাকে তাহলে সে সাহু সিজদা করতে পারবে । যখন সাহু সিজদার কথা মনে পড়বে তৎক্ষণাৎ আল্লাহু আকবার বলে দু'টো সিজদা দিয়ে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরালে নামায হয়ে যাবে । এতে কোন দোষ হবে না ।

➢ চার রাকআত বা তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ভুলে দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছে । এমতাবস্থায় স্মরণ হওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে বাকী নামায পূর্ণ

www.amarboi.org

করে সাহু সিজদা করে নামায শেষ করতে হবে । আর যদি সালামের পর এমন কোন কাজ করে থাকে যার ফলে নামায ভংগ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে (বেহেশতী জেওর)।

- তাকবীর তাহরীমার সময় হাত না উঠানোর কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। কারণ হাত উঠানো সুন্নাত ।
- নামাযের শুরুতে সানা পড়া, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া, রুকুতে ও সিজদায় তাসবীহ পাঠ করা, রুকু থেকে দাঁড়ানোর সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ এবং রাব্বানা লাকাল হামদ বলা, নিয়্যাত বাঁধার সময় হাত উঠানো এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরুদ ও দু'আ মাসূরা পড়া সুন্নাত । কাজেই ভুলে এসব ছুটে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না ।
- নামাযে নিয়্যাত বেঁধে কেউ যদি ভুলে সুবহানাকা পড়ার পরিবর্তে দু'আ কুনূত বা আত্তাহিয়্যাতু পড়ে, তাতে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । তদ্রুপ যদি কেউ ফরয নামাযের তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার স্থলে আত্তাহিয়্যাতু বা সুবহানাকা বা অন্য কিছু পড়ে তাতেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না ।
- ভুলে ওয়াজিব তরক করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয় কিন্তু ইচছাকৃত এরুপ করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না, বরং গুনাহ্‌গার হবে এবং নামায বাতিল হয়ে যাবে । পুনরায় নামায আদায় করতে হবে । যে সব কাজ নামাযের মধ্যে ওয়াজিব নয় তা ভুলে তরক করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না ।

সিজদায়ে সাহু করার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে ডানদিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে একবার সালাম ফিরাবে। অতঃপর তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে নিয়মমত দু'টি সিজদা করবে । এটিই হচেছ সিজদায়ে সাহু । প্রত্যেক সিজদায় তাসবীহ পাঠ করবে । তারপর আবার আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পড়ে ডানদিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবে ।

কেউ যদি ভুলবশত শেষ বৈঠকে ডানদিকে সালাম না ফিরিয়ে শুধু সিজদা করে তবু সিজদায়ে সাহু বা সাহু সিজদা আদায় হয়ে যাবে এবং নামাযও দুরস্ত হবে (বেহেশতী জেওর)।

www.amarboi.org

নামায শেষে মুনাজাত করা

নামায শেষে মুনাজাত করা নামাযের অংশ নয় । সালাম ফিরানোর সাথে সাথে নামায শেষ হয়ে যায় । এর পর ইচ্ছে করলে মুনাজাত না করেই বাকী নামায আদায় করা যায় (যদি কোন নামায বাকী থাকে)। আর ইচ্ছে করলে সালাম ফিরানোর পর নামাযের বিছানা থেকে উঠে নিজ কাজে বের হয়ে যাওয়া যায় ।

মুনাজাত হচেছ নামাযের বাইরের কাজ । এটি একটি নফল ইবাদততুল্য । কারণ মুনাজাতের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহরই নিকট সাহায্য চাওয়া হয় । মানুষের নিকট মানুষ যদি চায় তাহলে মানুষ অসন্তুষ্ট হয় । কিন্তু আল্লাহ পাকের নিকট বান্দা যত চাবে আল্লাহ ততই খুশী হন । মুনাজাতের মাধ্যমে একথাই প্রকাশ করা হয় যে, আল্লাহ হলেন প্রভু আর মানুষ হলো তার গোলাম । মানুষের কিছুই করার ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত । মানুষ অক্ষম, অপারগ, ক্ষমতাহীন। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা ফাতিহার ভিতরেই শিক্ষা দিয়েছেন ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন । অর্থাৎ (হে আল্লাহ) আমি একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, আর একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাই । তুমি ব্যতীত আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই । সুতরাং নামাযের পর বা অন্য কোন ইবাদত করার পর কেউ যদি নামায কবূলের জন্যে কিংবা প্রভুর দরবারে নিজের আশা আকাঙ্খা, চাওয়া ও পাওয়া নিয়ে দু'আ ও মুনাজাত করে তাহলে তাতে কোন দোষ নেই । তবে নামাযের সালাম ফিরানোর পর মুনাজাত করতেই হবে এরুপ ধারণা করা অন্যায়। আবার কেউ যদি মুনাজাত করতে চান তাহলে এটাকে বিদাআত বলে আখ্যায়িত করে মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাও অনুচিত । তবে ইমাম হলে মুনাজাতের সময় মুক্তাদিগণের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, দীর্ঘ মুনাজাত যেন মুক্তাদিগণের মধ্যে বিরক্তি কিংবা কষ্টের কারণ না হয় । কেননা মুক্তাদিগণের মধ্যে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন সমস্যা বা ওযর থাকতে পারে । এছাড়া জামাআত শেষে দীর্ঘ স্বরে ইমামের মুনাজাত করা উচিত নয় । কারণ এতে মাসবুকের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে । তাই ইমামের চুপে চুপে এবং সংক্ষিপ্তভাবে মুনাজাত করা উচিত । আমাদের দেশে কিছু কিছু মসজিদের ইমাম সাহেব আছেন যারা মুসাল্লিগণের বিরক্তি, কষ্ট ও জরুরতকে উপেক্ষা করে ফরয নামায শেষে উচচস্বরে লম্বা মুনাজাত শুরু করে দেন । এটা আদৌ উচিত নয় । লম্বা মুনাজাত করতে হলে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে একাকী করাই উত্তম । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরয নামায শেষে

৯—

www.amarboi.org

এভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেছেন বলে কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না । তবে অধিকাংশ ওলামায়ে কিরাম এটাকে জায়িয বলে মনে করেছেন । কারণ মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নিকটই সাহায্য কামনা করা হয় । তবে মুসাল্লিগণকে কষ্ট দিয়ে নয় ।

নামাযের মোট ওয়াক্ত ও রাকআত সংখ্যা

দিবা রাত্রি ফরয নামায (বিতির নামাযসহ) মোট ৫ ওয়াক্ত । যথা ঃ ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা ।

৫ ওয়াক্ত ফরয নামাযে মোট ফরয ঃ ১৭ রাকআত । যথাঃ

ফজর	ঃ	২ রাকআত
যুহর	ঃ	৪ রাকআত
আসর	ঃ	৪ রাকআত
মাগরিব	ঃ	৩ রাকআত
ইশা	ঃ	৪ রাকআত
মোট	ঃ	১৭ রাকআত

৫ ওয়াক্ত নামাযে ওয়াজিব মোট ৩ রাকআত (অর্থাৎ বিতিরের নামায)।

৫ ওয়াক্ত নামাযে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ মোট ১২ রাকআত । যথা ঃ

ফজর	ঃ	২ রাকআত
যুহর	ঃ	৬ রাকআত (৪ + ২)
মাগরিব	ঃ	২ রাকআত
ইশা	ঃ	২ রাকআত
মোট	ঃ	১২ রাকআত

৫ ওয়াক্ত নামাযে সুন্নাতে গাইর মুয়াক্কাদাহ মোট ৮ রাকআত । যথাঃ

আসর	ঃ	৪ রাকআত
ইশা	ঃ	৪ রাকআত
মোট	ঃ	৮ রাকআত

এছাড়া বাকী যত নামায আছে তা সবই নফল নামায ।

www.amarboi.org

৫নং অধ্যায় ঃ
আযান ও ইকামতের বিবরণ

আযান ও ইকামতের অর্থ

আযান শব্দের আভিধানিক অর্থ অবহিত করা, আহবান করা । শরীআতের পরিভাষায়, বিশেষ শব্দ সমূহের মাধ্যমে এক বিশেষ পদ্ধতিতে লোকদেরকে নামাযের কথা অবহিত করাকে আযান বলা হয় । যেহেতু নির্ধারিত সময় নামায আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের উপর অবশ্য কর্তব্য, তাই নামাযের সময় আগমনের প্রতি অবহিত করনের লক্ষ্যে শরীআতে আযান প্রবর্তিত হয় । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۝

অর্থাৎ তোমরা যখন সালাতের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে হাসি তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরুপে গ্রহণ করে । এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই (সূরা মায়িদাঃ ৫৮)।
এ আয়াতে নামাযের দিকে আহবান অর্থে আযানকে বুঝানো হয়েছে ।

ফরয নামাযসমূহ জামাআতে আদায়ের জন্যে আযান দেয়া সুন্নাত । আযানের প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য বহন করে ।

জামাআতে শরীক হবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত লোকদেরকে নামায শুরু করার অবহিতমূলক যে সকল শব্দ উচচারণ করা হয় তাকেই শরীআতের পরিভাষায় ইকামত বলা হয় ।

আযানের প্রবর্তন যে ভাবে হয়েছিল

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর নবুয়্যাতের দ্বাদশ বছরে মি'রাজ রজনীতে পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় । আর আযান ও ইকামতের বিধান প্রবর্তিত হয় প্রথম বা দ্বিতীয় হিজরীতে । নামায ফরয হওয়ার পর মক্কায় আযান ব্যতীতই যথারীতি জামাআতে নামায আদায় করা হতো । মদীনায় আগমনের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযের জন্যে লোকদেরকে সংবাদ দেয়ার একটি উপায় উদ্ভাবন করার ব্যাপারে

www.amarboi.org

সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন । এতে কেউ বললেন, ঘন্টা বাজানো হউক, কেউ বললেন, শিংগায় ফুঁক দেয়া হউক, আবার কেউ বললেন, আগুন জ্বালানো হউক । কিন্তু এতে আপত্তি করে কেউ কেউ বললেন, ঘন্টায় খৃষ্টানদের, শিংগায় ইহুদীদের এবং অগ্নিতে অগ্নিপূজকদের অনুরুপ হয়ে যায় । অতঃপর রাত্রে কতিপয় সাহাবী বর্তমান আযানের এ সকল শব্দসমূহ স্বপ্নে দেখলেন । তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে স্বপ্নের কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহী বা ইজতিহাদ অনুসারে এ সকল শব্দসমূহকে আযানের জন্যে নির্ধারণ করলেন । দায়লামীর এক রেওয়ায়েত অনুসারে এ সকল শব্দ মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক ফিরিশতার মুখে শুনেছিলেন । তবে এগুলি যে আযানের জন্যে নির্ধারিত হবে তা তাঁর জানা ছিল না । সাহাবীদের স্বপ্ন দেখার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা বুঝতে পেরেছিলেন ।

ফরয নামাযসমূহ জামাআতে আদায়ের জন্যে আযান দেয়া সুন্নাত এবং আযান শেয়ারে ইসলাম (ইসলামের পরিচয় প্রতীক) হিসেবে গন্য ।তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযান পরিচালনা করতেন, তখন তাদের মধ্যে আযানের ধবনি শুনলে অভিযান বন্ধ করে দিতেন এবং বলতেন যে, তারা মুসলমান।

আযান দেয়ার ফযীলত

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মুআযযিনগণ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট হবে (অর্থাৎ তাঁরা অধিক সম্মানিত হবে কিংবা তাদেরকে সম্মানার্থে দীর্ঘ ঘাড়বিশিষ্ট করা হবে যাতে কিয়ামতের ময়দানে সবাই এসকল সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারে) - সহীহ মুসলিম ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (সওয়াবের নিয়্যাতে) সাত বৎসর আযান দিবে তার জন্যে জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তি অবধারিত (তিরমিযী, আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ) ।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (সওয়াবের নিয়্যাতে) বার বৎসর আযান দিবে তার জন্যে জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার জন্যে লেখা হয় তার আযানের বিনিময়ে প্রত্যেক (প্রত্যেক ওয়াক্তে) ষাট নেকী,আর প্রত্যেক ইক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী(ইবনে মাযাহ) ।

www.amarboi.org

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ লোকেরা যদি জানত আযান দেয়া এবং নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে, অতঃপর লটারি দেয়া ব্যতীত কোন উপায় না পেত তখন তারা উহার জন্যে লটারি দিত, আর যদি তারা জানত নামাযের উদ্দেশ্যে সকাল সকাল যাওয়ার মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে, তাহলে তারা উহার দিকে অন্যের আগে পৌঁছার চেষ্টা করত এবং যদি জানত ইশা ও ফজরের মধ্যে কি রয়েছে তাহলে তারা উহার জন্যে আসত-যদিও তাদের আসতে হত হামাগুড়ি দিয়ে (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ধরনের মানুষ কিয়ামতের দিন মিশকের টিলার উপর অবস্থান করবে ঃ (১) এমন গোলাম, যে আল্লাহর হকও আদায় করেছে এবং তার মনিবের হকও আদায় করেছে, (২) এমন ব্যক্তি, যে কোন কওমের ইমামতি করেছে এবং তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি , যে দৈনিক পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আহবান করে (অর্থাৎ আযান দেয়)- সহীহ্ তিরমিযী ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালিয়ে যায়, যেন আযানের আওয়ায শুনতে না পায় । আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে, যখন ইকামত বলা হয় তখনও সে পালিয়ে যায় । ইকামত শেষ হলে পুনরায় নামাযরত ব্যক্তিদের মনে নানা ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে । যেসব কথা তাদের স্মরণে ছিল না সেসব কথা স্মরণ করাতে থাকে । এমন কি কত রাকআত নামায আদায় হয়েছে তাও ভুলে যায় (সহীহ্ বুখারী) ।

আযানের গুরুত্ব ও হুকুম

পাচঁ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং জুমুআর নামাযের জন্য আযান দেয়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ অর্থাৎ ওয়াজিবের কাছাকাছি ।আযান দেয়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আ'লাল কিফায়াহ; অর্থাৎ একজনে আযান দিলে যত লোক তা শুনতে পাবে সকলের উপর থেকে সুন্নাতে মুআক্কাদার দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে । অবশ্য কেউ যদি আযান না দেয় তবে সকলেই গুনাহগার হবে।কেউ কেউ আযান দেয়াকে ওয়াজিব বলে উল্লেখ করেছেন । তাদের মতে, আযান দেয়া তরক করলে ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে । আযান ইসলামের শিয়ার, ঐতিহ্য ও প্রতীকী নিদর্শন । আযান বর্জন করা দীনের প্রতি তাচিছল্য প্রদর্শনের নামান্তর । এজন্য হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেনঃ যদি কোন গ্রাম বা মহল্লাবাসী সম্মিলিতভাবে আযান দেয়া বর্জন

www.amarboi.org

করে তবে ইসলামী সরকারের জন্য উচিত হবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা । হযরত আবূ ইউসূফ (রহঃ) এর মতে, ঐ সব লোকদের বন্দী করে বেত্রাঘাত করা উচিত (ফতোয়ায়ে শামী ও বাহরুর রাইক)।

ওয়াক্তের ভিতর যদি জামাআতে নামায আদায় করা হয় তাহলে এর জন্য আযান দেয়া যেমন সুন্নাতে মুআক্কাদাহ; অনুরুপভাবে কাযা নামায জামাআতের সাথে আদায় করা হলে এর জন্যও আযান দেয়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ । একাকী নামায আদায় করলে আযান দেয়া জরুরী নয় ।

মহিলাদের আযান ও ইকামত বলা মাকরুহ তাহরীম।

ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেয়া হলে

ওয়াক্তের পূর্বে আযান দিলে ওয়াক্ত হবার পর পুনরায় আযান দিতে হবে ।

ইমামে আযম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) বলেছেনঃ ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেয়া জায়িয নেই ।

আযান দেয়ার মাসনূন তরীকা

নামাযের ওয়াক্ত হলে নামায আদায়ের পূর্বে মুআযযিন ওযু করে পবিত্র হয়ে উচুঁ স্থানে ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু' হাতের দু'শাহাদাত আংগুল দু'কানের ভিতর প্রবেশ করিয়ে আযানের বাক্যগুলো পৃথক পৃথকভাবে উচচস্বরে উচচারণ করবে । হাইয়্যা আ'লাস সালাহ বলার সময় ডানদিকে এবং হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাবে ।আযান ও ইকামতের বাক্যসমূহের শেষ অক্ষর সাকিন পড়তে হবে । আযানে ছয়বার আল্লাহু আকবার শব্দ রয়েছে । আল্লাহু আকবার এর ১ম, ৩য় এবং ৫ম রা অক্ষর এর উপর পেশ দিয়ে পড়া অর্থাৎ আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার পড়া সুন্নাতের খিলাফ । উক্ত তিন স্থানে সাকিন করতে হবে। সাকিন [illegible]

আযানের বাক্য সমূহ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرْ — اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرْ

উচচারণ ঃ আল্লা-হু আকবার,আল্লা-হু আকবার - আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার (দু'নিঃশ্বাসে চার বার) ।

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান । আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান ।

www.amarboi.org

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ   أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ - আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (দু' নিঃশ্বাসে দু'বার)।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই - আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ   أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ(দু' নিঃশ্বাসে দু'বার)।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা আ'লাস্‌সালাহ। হাইয়্যা আ'লাস্‌সালাহ (দু' নিঃশ্বাসে দু'বার)।

অর্থ ঃ তোমরা সালাতের দিকে আস। তোমরা সালাতের দিকে আস।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ   حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা আ'লাল ফালা-হ। হাইয়্যা আ'লাল ফালা-হ (দু নিঃশ্বাসে দু'বার)।

অর্থ ঃ তোমরা কল্যানের দিকে আস। তোমরা কল্যানের দিকে আস।

اَللهُ اَكْبَرُ   اَللهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হ আকবার- আল্লা-হু আকবার (এক নিঃশ্বাসে দু'বার)।

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান। আল্লাহ মহান।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (এক নিঃশ্বাসে এক বার)।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই।

www.amarboi.org

ফজরের আযান ব্যতীত বাকী চার ওয়াক্ত নামায এবং শুক্রবার দিনের জুমুআর নামাযের জন্যে উপরোক্ত বাক্যগুলো দিয়ে উল্লেখিত সংখ্যায় আযান দিতে হবে । কেবলমাত্র ফজরের আযানে হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ্ বাক্যটি দু'বার বলার পর নিম্নলিখিত বাক্যটি দু'বার বলতে হবে । এরপর পূর্বের নিয়মে বাকী শব্দগুলো বলতে হবে ।

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ   اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

উচচারণ ঃ আস্‌সালা-তু খাইরুম মিনান নাউ-ম, আস্‌সালা-তু খাইরুম মিনান নাউ-ম ।

অর্থ ঃ ঘুম হতে নামায উত্তম । ঘুম হতে নামায উত্তম ।

আযান ও ইকামতের সুন্নাতসমূহ

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আযান ও ইকামতের সুন্নাত ঃ

➢ দাঁড়িয়ে আযান ও ইকামত দেয়া ।

➢ ক্বিবলামুখী হয়ে আযান ও ইকামত দেয়া ।

➢ পবিত্র অবস্থায় আযান ও ইকামত দেয়া ।

➢ আযানদাতা বালিগ বা পুরুষ হওয়া ।উচচ শব্দে আযান দেয়া ।

➢ আযানের তুলনায় ইকামতের শব্দগুলো নিম্নস্বরে উচচারণ করা ।

➢ উভয় কানের ভিতরে শাহাদাত অংগুলী প্রবেশ করিয়ে আযান দেয়া ।

➢ আযানের শব্দগুলো পৃথক পৃথকভাবে এবং থেমে থেমে উচচারণ করা। আর ইকামতের শব্দগুলো মিলিয়ে এবং কিছুটা দ্রুত উচচারণ করা ।

➢ তারতীব মত আযান ও ইকামত দেয়া ।

➢ আল্লাহু আকবার বলার সময় রা অক্ষর এ সাকিন পড়া ।

➢ মাগরিবের নামায ব্যতীত অন্যান্য নামাযের আযান ও ইকামতের মধ্যে কিছু সময় বিরতি দেয়া ।

➢ মুয়াযযিন কর্তৃক ইকামত বলা ।

➢ হাইয়্যা আলাস সালাহ বলার সময় ডানদিকে এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলার সময় বামদিকে মুখ ফিরিয়ে আযান দেয়া ।

আযান ও ইকামতের মাকরুহসমূহ

➢ জুনুব অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে সে ব্যক্তির আযান ও ইকামত দেয়া মাকরুহ তাহরীমী । তবে ওযুবিহীন ব্যক্তি আযান দিতে পারবে ।

www.amarboi.org

➢ মহিলাদের আযান দেয়া মাকরুহ তাহরীমী । তারা আযান দিলে আযান পুনরায় দিতে হবে ।

➢ বসা এবং শোয়া অবস্থায় আযান দেয়া মাকরুহ ।

➢ অবুঝ ও নির্বোধ বালকের আযান দেয়া মাকরুহ । নাবালিগ বালক বুদ্ধি সম্পন্ন হলে তার আযান দেয়া মাকরুহ হবে না ।

➢ অন্ধ লোককে ওয়াক্ত জানিয়ে দিলে তার আযান দেয়া মাকরুহ হবে না ।

➢ একই ব্যক্তির দুই মসজিদে এক ফরয নামাযের জন্য আযান দেয়া মাকরুহ ।

➢ যে সব ব্যক্তির আযান দেয়াকে মাকরুহ বলাহয়েছে তা সবই মাকরুহ তানযীহ।

আযান ও ইকামতের জবাবে যা বলতে হয়

মুয়ায্যিন আযান দিলে যারা আযানের বাক্যগুলো শুনবে তাদের উপর আযানের জবাব দেয়া মুস্তাহাব । কারো কারো মতে, ওয়াজিব । চাই সে পুরুষ হউক বা মহিলা হউক । মুয়ায্যিন আযানে যে সকল বাক্যগুলো বলবে শ্রবণকারী সে সকল বাক্যই বলবে । কিন্তু তিনটি স্থানে এর ব্যতিক্রম হবে । আর তা হলো ঃ

১। মুয়ায্যিনন যখন হাইয়্যা আ'লাস সালাহ বাক্যটি দু'বার বলবে তখন শ্রোতাগণ নিম্নলিখিত বাক্যটি দু'বার পাঠ করবে ।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

উচচারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আজীম ।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই ।

২। মুয়াযযিন যখন হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ বাক্যটি দু'বার বলবে তখন শ্রাতাগণ উপরোক্ত বাক্যটি দু'বার পাঠ করবে ।

৩। ফজরের আযানে মুয়াযযিন যখন আসসালাতু খাইরুম মিনান নাউ-ম দুইবার বলবে তখন শ্রোতাগণ নিম্নলিখিত বাক্যটিই দু'বার পাঠ করবে ।

قَدْ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

উচচারণ ঃ ক্বাদ সাদাক্তা ওয়া বাররতা ।

অর্থ ঃ তুমি সত্য বলেছ এবং সৎ কাজ করেছ ।

অনুরুপভাবে মুআযযিন যখন ইকামত বলবে তখনও আযানের ন্যায় ইকামতের জবাব দিবে ।

www.amarboi.org

আযান ও ইকামতের জবাব দেয়ার হুকুম

≫ আযান ও ইকামতের জবাব দেয়া কারো মতে ওয়াজিব, আবার কারো মতে মুস্তাহাব।

≫ পুরুষ এবং নারী সকলের জন্যই আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব, কারো মতে মুস্তাহাব ।

≫ মসজিদের ভিতর থাকা অবস্থায় আযান হলে আযানের জবাব দেয়া মুস্তাহাব । আর মসজিদের বাইরে থাকা অবস্থায় আযান শুনলে আযানের জওয়াব দেয়া কারো মতে ওয়াজিব, কারো মতে মুস্তাহাব ।

≫ কয়েক স্থানের আযান শোনা গেলে সর্ব প্রথম যে স্থানের আযান শোনা যাবে তার জবাব দিলেই যথেষ্ট হবে । তবে সব আযানেরই জবাব দেয়া উত্তম ।

≫ জুমুআর নামাযের দ্বিতীয় আযানের জবাব দিতে হয় না। তবে মনে মনে উচচারণ করা যায় ।

≫ ওযু রত অবস্থায় আযান শুনলে ওযুও করতে থাকবে এবং আযানের জবাবও দিতে থাকবে (ফাতওয়া মাহমুদিয়া) ।

আযান ও ইকামতের জবাব দেয়া যাদের উপর ওয়াজিব নয়

মুয়াযযিন আযান দিলে যারা আযানের বাক্যগুলো শুনবে তাদের উপর আযানের জবাব দেয়া মুস্তাহাব । কারো কারো মতে ওয়াজিব । চাই সে পুরুষ হউক বা মহিলা হউক । কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের উপর আযানের জবাব দেয়া মুস্তাহাব কিংবা ওয়াজিব নয় ।

≫ জুনুব অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপর গোসল করা ফরয হয়েছে ।

≫ হায়েজ ও নিফাসের সময় ।

≫ নামায আদায়রত অবস্থায় ।

≫ ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া অবস্থায় ।

≫ খুৎবা পাঠকালীন অবস্থায় ।

≫ প্রস্রাব পায়খানা করার সময় ।

≫ স্বামী স্ত্রীর মিলনের সময় ।

≫ খানা খাওয়া অবস্থায় ।

উল্লেখ্য যে, যদি কোন ব্যক্তি একই ওয়াক্তের একাধিক আযানের ধ্বনি শ্রবণ করে তাহলে প্রথম যে আযান শোনা যাবে তার জবাব দেয়া ওয়াজিব । অন্যগুলোর জবাব দেয়া ওয়াজিব নয় ।

www.amarboi.org

আযানের দু'আ

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে (আযান শেষে) নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফাআত লাভের অধিকারী হবে (সহীহ্ বুখারী ও বায়হাকী) ।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ দা'ওয়াতিত তা-ম্মাহ্, ওয়াস্ সালাতিল ক্বা-য়িমাহ্, আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসী-লাতা ওয়াল ফাদী-লাহ্, ওয়াদ্দারাজাতার রাফী-আ'হ্, ওয়াবআ'স্হু মাক্বা-মাম্ মাহ্মু-দানিল্ লাজি ওয়া আত্তাহ্, ইন্নাকা লা-তুখলিফল মীআ'-দ্ ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, এ পরিপূর্ণ আহবান এবং উপস্থিত নামাযের তুমিই প্রভু । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে দান করো উসিলা, করুণা, সর্বোচ্চ সম্মান ও সুমহান মর্যাদা । আর বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করো- যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাকে দিয়েছো । নিশ্চয়ই তুমি ভংগ করো না অংগীকার ।

আযানের জবাব ও দু'আর ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তার জবাবে বলবে সে যা বলে তার অনুরুপ । অতঃপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে । কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন । অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর নিকট উসীলা চাবে, আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদার স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ভিন্ন অন্য কারো জন্য উপযোগী নয় । আমি আশা করি আমিই হবো সেই বান্দা । আর যে ব্যক্তি আমার জন্যে উসীলা চাবে তার জন্যে আমার শাফাআ'ত ওয়াজিব হবে (সহীহ মুসলিম)। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন

www.amarboi.org

মুআযযিন আযান দিবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এর জবাব দিবে সে জান্নাতে দাখিল হবে (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে তার গুনাহসমূহ মা'ফ করা হবে (সহীহ মুসলিম) ।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا-

উচ্চারণ ঃ আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারী-কা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু । রাদি-তু বিল্লা-হি রাব্বান ওয়া বিমুহাম্মাদানির রাসূলান ওয়া বিল ইসলা-মি দ্বীনান্ ।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ (সাঃ)কে রাসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দ্বীনরুপে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি ।

আযান ও ইকামতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান

আযান ও ইকামতের মধ্যে কি পরিমাণ সময় ব্যবধান থাকতে হবে সে বিষয়ে শরীআতে সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের বাধ্যবাধকতা নেই । উভয়ের মধ্যে এ পরিমাণ ব্যবধান থাকা উচিত, যাতে নিয়মিত মুসাল্লীগণ জামাআতে হাযির হতে পারে ।যে সব নামাযে ফরযের পূর্বে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আছে সে সব নামাযে আযান ও ইকামতের মধ্যে কমপক্ষে সুন্নাত নামায আদায় করার সময়তো ব্যবধান থাকতেই হবে । আর যে সব নামাযে ফরযের পূর্বে কোন সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নেই সেই সব নামাযে আযানের পর ফরয এর পূর্বে কিছু নফল পড়া মুস্তাহাব । মোদ্দাকথা মুসাল্লীগণ যাতে আযানের পর জামাআতে শরীক হতে পারে সে পরিমাণ সময় স্থান কাল ভেদে বিলম্ব করতে হবে ।

ইক্বামতের বাক্যসমূহ

ফরজ নামাযের জামাআত আরম্ভ করার পূর্বক্ষণে ইক্বামত দিতে হয় । ইক্বামতের সময় আযানের বাক্যগুলোই দুইবার করে বলতে হয় । শুধুমাত্র হাইয়্যা আ'লাল ফালাহ দু'বার বলবার পর নিম্নলিখিত বাক্যটি দু'বার পাঠ করতে হয় ।

www.amarboi.org

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ   قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

উচ্চারণ ঃ ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস সালাত- ক্বাদ ক্বা-মাতিস সালাত ।

অর্থ ঃ অবশ্য নামায দাঁড়িয়েছে - আবশ্য নামায দাঁড়িয়েছে ।

আযান দেয়ার সময় আযানের বাক্যগুলোর দুই বাক্যের মাঝখানে একটু সময় থেমে উচ্চ আওয়াযে পাঠ করতে হয় । কিন্তু ইক্বামাতের সময় বাক্যগুলো আযানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং নিম্ন আওয়াজে পাঠ করতে হয় ।

ইমাম ও মুয়াযযিনের দায়িত্বের গুরুত্ব

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ইমাম হলো (নামাযের) জামিনদার, আর মুয়াযযিন হলো আমানতদার । হে আল্লাহ, তুমি ইমামদের সঠিক পথে পরিচালিত করো এবং মুয়াযযিনদের মা'ফ করে দাও (আবূ দাউদ ও তিরমিযী) ।

ব্যাখ্যঃ ইমাম হলো জামিনদার অর্থাৎ সে মুক্তাদিদের নামাযের বোঝাকে আপন কাঁধে তুলে নেয় । মুয়াযযিন হলো আমানতদার অর্থাৎ মুয়াযযিন সঠিক সময়ে আযান দিলেই লোকদের সঠিক সময়ে জামাআতে নামায আদায় করা সম্ভব হয় এবং ইফতার করা যায় ।

জুমুআ'র নামাযের আযান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর যমানায় জুমুআর নামাযের জন্য শুধুমাত্র এক আযান দেয়া হতো । যা খুতবার পূর্বে ইমাম মিম্বরে উপবেশন করলে দেয়া হয় । হযরত উসমান (রাঃ)এর খিলাফত কালে মুসলমানের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং মদীনা শরীফের বসতি এলাকা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃতি হলো তখন খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) এর নির্দেশে মুসলমানদের নামাযের ওয়াক্ত অবহিতকরণ এবং নামাযে আসার উদ্দেশ্যে আহবানের জন্যে খুতবার আযানের পূর্বে আর এক আযানের প্রচলন করা হয় । জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত অবহিত করণে আযানের প্রবর্তন হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যমানায় যে আযানের প্রচলন ছিল সে আযান ইমাম মিম্বরে বসার পর খুতবা প্রদানের পূর্বে ইমামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত হয় । জুমুআর প্রথম আযান শুনার সাথে সাথেই সকল কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদে যাওয়া ওয়াজিব ।

www.amarboi.org

জুমুআর আযানের পর কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা হারাম । জুমুআর দিনে খুতবার আযানের জবাব দেয়া ওয়াজিব নয়, মাকরুহও নয় বরং মুস্তাহাব ।

আযান ও ইকামতের মাসাইল

- ওয়াক্ত হবার পর আযান দিতে হবে । ওয়াক্ত হবার পূর্বে আযান দিলে সে আযান সহীহ্ হবে না, পুনরায় আযান দিতে হবে (বেহেশতি জেওর) ।
- কোন কারণ বশতঃ অনিচছাকৃতভাবে অনেকের একসাথে নামায কাযা হয়ে থাকলে সে নামাযের জন্য উচচস্বরে আযান ও ইকামত বলা সুন্নাত (ইসলামী ফিকহ্)।
- কয়েক ওয়াক্তের নামায এক সংগে কাযা করলে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান দেয়া সুন্নাত, আর বাকী ওয়াক্তগুলোর জন্য পৃথক পৃথক আযান দেয়া সুন্নাত নয় বরং মুস্তাহাব । তবে ইকামত সব ওয়াক্তের ফরয নামাযের জন্যই পৃথক পৃথক সুন্নাত ।
- মাঠে,দোকানে বা বাড়ীতে একাকী বা জামাআতে নামায আদায় করলে আযান দেয়া মুস্তাহাব, আর ইকামত দেয়া সুন্নাত ।
- আযান ও ইকামতের মধ্যে সুন্নাত হচেছ আযান ও ইকামতের মাঝে এতটুকুসময়ের ব্যবধান করা যাতে নিয়মিভাবে যেসব মুসাল্লী জামাআতে শরীক হয়ে থাকে তারা যেন জামাআতে শরীক হবার জন্য মসজিদে এসে পৌছতে পারে ।
- আযান শুরু হবার পর ইস্তিনজায় লিপ্ত হবে না এবং ইস্তিনজায় প্রবেশও করবে না । তবে প্রস্রাবের বেগ বেশী হলে বা বিশেষ কোন ওযর দেখা দিলে ভিন্ন কথা (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।
- আযানের সময় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার সময় আংগুলে ফুঁক দিয়ে তা চোখে লাগানোর কোন প্রমাণ শরীআতে নেই । এটা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং প্রচলিত কুপ্রথা । সওয়াবের নিয়্যাতে করা বিদআ'ত । তবে চক্ষুরোগের তদবীর হিসেবে এরুপ করলে অবৈধ হবে না (ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া,দারুল উলুম এবং রাহীমিয়্যাহ্) ।
- সন্তান ভুমিষ্ট হলে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামাত দেয়া মুস্তাহাব ।
- আযান দেয়ার সময় কথা বলা অথবা সালামের জবাব দেয়া দুরস্ত নয়
- ফরযে আইন নামায ব্যতীত অন্য নামাযে যেমন জানাযা, ঈদ, ওয়াজিব ও নফল নামাযে আযান দেয়া ঠিক নয় ।

www.amarboi.org

➢ যে সব মসজিদে জামাআতের সাথে নিয়মিত নামায আদায় করা হয় সেখানে যদি নিয়মমত আযান ও ইকামতের সাথে জামাআত হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে দ্বিতীয়বার আযান ও একামাত দিয়ে জামাআত করা মাকরুহ ।

৬নং অধ্যায় ঃ
নামাযের জামাআত ও ইমামতির বিবরণ

জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ জামাআতের সহিত নামায, একা নামায অপেক্ষা ২৭ গুণ বেশী মর্যাদা রাখে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির (মসজিদে) জামাআতে নামায আদায় (সওয়াবের দিক থেকে) তার ঘরে বা বাজারে নামায আদায় অপেক্ষা ২৫ গুণ বেশী (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির একাকী নামায আদায় অপেক্ষা অপর এক ব্যক্তির সাথে একত্রে নামায আদায় উত্তম । আবার এক ব্যক্তির সাথে একত্রে নামায আদায় অপেক্ষা দুই ব্যক্তির সাথে একত্রে নামায আদায় উত্তম । এরুপভাবে যতই লোক বেশী হবে ততই উহা আল্লাহ তায়ালার নিকটে প্রিয়তর হবে (আবূ দাউদ ও নাসায়ী) ।

জামাআতে নামায আদায়ের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা রুকুকারীদের সাথে রুকু কর" ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছে হয় লোকদেরকে কিছু লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দেই, অতঃপর তা একত্র করা হবে। অতঃপর কাউকে নামাযের আযান দিতে আদেশ করি, আর আযানও দেয়া হবে; অতঃপর কাউকে হুকুম দেই লোকের ইমামতি করুক, সে লোকের ইমামতি করবে । অতঃপর আমি সে সকল লোকদের বাড়ী বাড়ী যাই যারা জামাআতে হাজির হয় নাই এবং তাদেরসহ তাদের বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়ে দেই (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ এমন তিন ব্যক্তি, যাদের মধ্যে নামাযের জামাআত কায়িম হয় না, চাই তারা গ্রামে থাকুক বা

www.amarboi.org

জনবহুল অন্চলে - নিশ্চয় তাদের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে । জামাআত অবশ্য কায়িম করবে। কেননা নেকড়ে বাঘ ঐ ছাগল ভেড়াকেই খায় যে দল ছেড়ে একাকী থাকে (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনেছে, আর তার অনুসরণ করতে তাকে কোন ওযর বাধা দেয় নি তথাপি সে জামাআতে হাজির হল না, তার সে নামায কবূল করা হবে না, যা সে একাকী আদায় করেছে (অর্থাৎ তাকে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে না)। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন,ওযর কি ? তিনি বললেন (শত্রুর) ভয় ও রোগ (আবূ দাউদ)।

যে সব কারণে জামাআত ছেড়ে দেয়া জায়িয

- মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করতে গেলে রাস্তায় শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকলে ।
- নামাযে সতর ঢাকা পরিমাণ কাপড় না থাকলে ।
- মুষল ধারে বৃষ্টি, ঝড় তুফান হতে থাকলে ।
- ঘরের মালামাল চুরি হবার আশংকা থাকলে ।
- মসজিদে জামাআতে যাওয়ার রাস্তা নিরাপদ না থাকলে ।
- প্রচন্ড ক্ষুধা থাকলে এবং খাবার প্রস্তুত থাকলে ।
- পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি মানবীয় জরুরত থাকলে ।
- শরীর অসুস্থ থাকলে ।
- সফরে সংগী সাথী কিংবা যানবাহন চলে যাবার আশংকা থাকলে।
- অত্যধিক শীতের কারণে বাহিরে বা মসজিদে যাওয়ার কারণে রোগীর রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে ।
- অন্ধকার রাতে পথ চলতে অসুবিধা হলে।

ইচছা থাকা সত্ত্বেও জামায়াত না পাওয়ার ফযীলত

যে ব্যক্তি ইচছা এবং চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মসজিদে গিয়ে জামাআত পেল না, অথচ জামাআত ধরার ব্যাপারে তার মধ্যে কোন গাফলতি ছিল না, সে জামাআতে নামায আদায়ের সওয়াব লাভ করবে। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে রয়েছেঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরুপে ওযু করেছে, অতঃপর মসজিদে গিয়ে দেখে লোকেরা নামায সম্পন্ন করে ফেলেছে ; আল্লাহ তায়ালা তাকে সে ব্যক্তির পরিমাণ সওয়াব দান করবেন, যে ব্যক্তি জামাআতে নামায আদায় করেছে, অথচ ইহা তাদের সওয়াবেরও কোন অংশ হ্রাস করবে না (আবূ দাউদ ও নাসায়ী)।

www.amarboi.org

মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার ফযীলত

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সকল স্থানসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হল মসজিদসমূহ এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান হল বাজারসমূহ (সহীহ মুসলিম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সকাল বিকাল মসজিদে যাবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে তার প্রত্যেক বার যাতায়াতের পরিবর্তে জান্নাতে একটি মেহমানী প্রস্তুত করে রাখবেন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা হাশরের ময়দানে নিজ ছায়া হতে ছায়া (অর্থাৎ রহমত) দান করবেন-যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না । সাত শ্রেণীর ব্যক্তি হলো ঃ (১) ন্যায় পরায়ন শাসক, (২) সে যুবক যে যৌবনকাল হতেই আল্লাহর ইবাদতে মশগুল রয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদে লেগে থাকে - যখন সে মসজিদ হতে বের হয় যে যাবত না সে ফিরে আসে মসজিদে, (৪) সে দুই ব্যক্তি যারা একে অন্যকে ভালবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে এবং তারই সন্তুষ্টির জন্যে পরস্পর পৃথক হয়, (৫) সে ব্যক্তি যে নির্জনে বসে আল্লাহর যিকির করে, অতঃপর তার চক্ষুদয় অশ্রুতে ভাসায়, (৬) সে ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহবান করে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে এমন গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানে না ডান হাত কি দান করে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত বুরায়দাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও তাদেরকে - যারা অন্ধকারে (অর্থাৎ ফজর ওয়াক্তে) মসজিদে যায় (তিরমিযী) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার এ মসজিদে এক নামায অপর মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু মসজিদে হারাম (বায়তুল্লাহ) ব্যতীত (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

(মসজিদে হারামে এক নামায অন্য সাধারণ মসজিদে এক লক্ষ নামাযের সমান) ।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ আপন ঘরে কারো এক রাকআত নামায এক রাকআত নামাযের সমান, আর

www.amarboi.org

পান্‌জেগানা মসজিদে তার এক রাকআত নামায ২৫ রাকআত নামাযের সমান, জুমুআর মসজিদে তার এক রাকআত নামায ৫০০ রাকআত নামাযের সমান, বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে তার এক রাকআত নামায ৫০ হাজার রাকআত নামাযের সমান, আমার এ মসজিদে (মসজিদে নববীতে) তার এক রাকআত নামায ৫০ হাজার রাকআত নামাযের সমান, আর মসজিদুল হারামে(বায়তুল্লাহ্‌) তার এক রাকআত নামায এক লক্ষ রাকআত নামাযের সমান (ইবনে মাযাহ)।

যে ইমাম ও মুয়াযযিনের প্রতি মুসাল্লিগণ অসন্তুষ্ট

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তিন ধরনের মানুষ কিয়ামতের দিন মিশকের টিলার উপর অবস্থান করবে ঃ (১) এমন গোলাম, যে আল্লাহর হকও আদায় করেছে এবং তার মনিবের হকও আদায় করেছে, (২) এমন ব্যক্তি, যে কোন কওমের ইমামতি করেছে এবং তারা তার প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি , যে দৈনিক পাচঁ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আহ্‌বান করে (অর্থাৎ আযান দেয়) - সহীহ্‌ তিরমিযী ।

তাকবীর তাহ্‌রীমার সাথে নামায আদায়ের ফযীলত

নামায আরম্ভ করা কালে প্রথম তাকবীরকে তাকবীর তাহ্‌রীমা বলা হয় । এ তাকবীরের দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত কাজকে হারাম ঘোষণা করতঃ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায আদায় করা হয়, তাই এ তাকবীরকে বলা হয় তাকবীর তাহ্‌রীমা । তাকবীর তাহ্‌রীমার সাথে অর্থাৎ ইমামের প্রথম তাকবীর বলার সাথে সাথেই নামাযে শরীক হওয়ার মধ্যে অনেক ফযীলত রয়েছে ।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকবীর তাহ্‌রীমার সাথে নামায আদায় করেছে, তার জন্যে দু'টি মুক্তি নির্ধারিত রয়েছে । এক মুক্তি জাহান্নামের অগ্নি হতে, আর অপর মুক্তি মুনাফিকি অর্থাৎ কপটতা হতে (তিরমিযী)।

প্রথম কাতারে নামায আদায়ের ফযীলত

প্রথম কাতারে নামায আদায়ের মধ্যে অধিক ফযীলত রয়েছে । নামাযের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার । হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্‌ তায়ালা যখন জামাআতের উপর রহমত নাযিল করেন তখন ইমামের উপর প্রথম নাযিল করেন। এরপর যারা প্রথম কাতারে দাঁড়ায় তাদের ডানদিকের মুক্তাদিগণের প্রতি। অতঃপর বামদিকের মুক্তাদিগণের প্রতি ।এরপর দ্বিতীয় কাতারের দিকে অগ্রসর হতে থাকে (বাহরুর রাইক)।

www.amarboi.org

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেন, পুরুষের কাতারের মধ্যে উত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, আর নিকৃষ্ট কাতার হল শেষটি । আর মহিলাদের জন্য উত্তম কাতার হল সর্বশেষেরটি, আর নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথমটি (তিরমিযী)।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ প্রথম কাতার হচেছ ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় । যদি তোমরা জানতে প্রথম কাতারে কি ফযীলত রয়েছে তাহলে তোমরা তার জন্যে তাড়াতাড়ি করতে ।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলতেনঃ আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাগণ সালাত (রহমত) পাঠান, সে সকল লোকের প্রতি যারা প্রথম কাতারের নিকটবর্তী এবং আল্লাহর নিকট সেই পা বাড়ানোর ন্যায় কোন পা বাড়ানো এত অধিক নহে যা কাতার ঠিক করার নিমিত্তে বাড়ানো হয়ে থাকে (আবূ দাউদ) ।

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বললেনঃ লোকজন সর্বদা প্রথম কাতার হতে পিছনে থাকতে চায়, ফলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে পিছাতে পিছাতে জাহান্নাম পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন (আবূ দাউদ) ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সালাত (রহমত) পাঠান কাতারের ডান দিক সমূহের প্রতি (আবূ দাউদ)।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) সাহাবীদের মধ্যে নামাযে পিছনের কাতারে দাঁড়ানোর ভাব দেখে বললেন, সম্মুখে অগ্রসর হও, আর আমার অনুসরণ কর, যাতে পশ্চাতের লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করতে পারে । একদল লোক সব সময় এরুপ পিছনে থাকতো, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে পিছনে রেখে দিবেন (সহীহ মুসলিম)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ প্রথম কাতার প্রথমে পূর্ণ করবে, তারপর তার সংলগ্ন পিছনের কাতার, কমতি যেন সর্বশেষ কাতারে থাকে (আবূ দাউদ)।

তাই প্রথম কাতারে নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে আগে আসা উচিত । কিন্তু বিলম্বে মসজিদে এসে সামনের লোকদেরকে ঠেলে সামনের বা প্রথম কাতারে যাওয়া অন্যায় ও গুনাহের কাজ । এমনিভাবে আগে মসজিদে এসে সামনের কাতার খালি রেখে পিছনের কাতারে বসাও অন্যায় । তবে কেউ যদি এরুপ করে

www.amarboi.org

তাহলে বিলম্বে আসা ব্যক্তির সামনের কাতারের খালি জায়গায় যাওয়া অন্যায় হবে না ।

জামাআতে কাতার সোজা করার তাগিদ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে জামাআতে নামায আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত কর্তব্য । আর জামাআতে নামায আদায়ের সময় কাতার সোজা করাও প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত জরুরী । জামাআতে কাতার সোজা করার গুরুত্ব সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে ।

হযরত নো'মান ইবনে বাশীর(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের ছফ (কাতার) এমনভাবে সোজা করতেন যেন উহার সহিত তিনি তীর সোজা করছেন- যে যাবত না তিনি বুঝতে পারতেন যে, আমরা ইহা তাঁর নিকট হতে সম্যকরুপে অনুধাবন করতে পেরেছি । একদিন তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং নামাযের জন্যে দাঁড়ায়ে তাকবীর তাহরীমা বলতে উদ্যত হলেন, এ সময় দেখলেন, এক ব্যক্তির বুক কাতার হতে সম্মুখে বেড়ে গিয়েছে । তখন তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দাগণ, হয় তোমরা তোমাদের কাতার ঠিকমত সোজা করবে, না হয় আল্লাহ তোমাদের চেহারা সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত আনাস(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা কাতার ঠিক করবে । কেননা, কাতার ঠিক করা নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা কাতার সোজা করবে, ফাঁকাসমূহ পূর্ণ করবে মধ্যখানে শয়তানের জন্যে ফাঁকা রাখবে না । যে ব্যক্তি কাতারকে মিলায় আল্লাহ তায়ালাও তাকে (আপন রহমতের সহিত) মিলান । আর যে ব্যক্তি কাতারকে পৃথক করে আল্লাহ তায়ালাও তাকে (আপন রহমত হতে) পৃথক করেন (আবূ দাউদ) ।

কাতার সোজা না করার পরিণাম

হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শুরু করার সময় আমাদের কাঁধে হাত বুলাতেন এবং বলতেনঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না । কেননা, এমন করলে তোমাদের অন্তর বক্র এবং বিভেদপূর্ণ হয়ে যাবে । তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায় । তারপর যারা জ্ঞানী তাদের নিকটে, তারপর যারা জ্ঞানী তাদের নিকটে ।

www.amarboi.org

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা কাতারসমূহে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে নিকটে নিকটে রাখবে । আর তোমাদের গরদানসমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখবে । সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন - নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি, সে কাতারের ফাঁকাসমূহে প্রবেশ করে, যেন কাল ভেড়ার বাচচা (আবূ দাউদ) ।

জামাআতে কাতার করার নিয়ম

জামাআতে কাতার সোজা করা এবং গায়ে গায়ে মিশে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জামাআত শুরু করার পূর্বে কাতার সোজা করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন ।তাই জামাআত শুরু করার পূর্বে মুসাল্লীগণের কাতার সোজা করা এবং তাঁদেরকে কাতার সোজা করার জন্যে ইমাম সাহেবের তাগিদ দেয়া উচিত । প্রথমে সামনের কাতার পূর্ণ করে পিছনের কাতারে দাঁড়াবে । সামনের কাতারে জায়গা খালি রেখে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরুহ (বেহেশতী জেওর)। ইমাম সাহেবের ঠিক পিছন থেকে কাতার করবে । মুসাল্লীগণ পরস্পরের কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে এবং শরীরের গিরায় গিরায় বরাবর করে কাতার সোজা করবে (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।

জামাআতে মুকতাদী যদি একজন হয় তাহলে ইমামের ডান পার্শ্বে একটু পিছনে দাঁড়াবে । ইমামের বাম পার্শ্বে কিংবা পিছনে দাঁড়াবে না । ইমামের বাম পার্শ্বে কিংবা পিছনে দাঁড়ানো মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মুকতাদী যদি দুইজন বা ততোধিক হয় তাহলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে । মুকতাদী দুই বা ততোধিক থাকাবস্থায় বিনা কারণে ইমামের ডান পার্শ্বে এক বা একাধিক এবং বাম পার্শ্বে এক বা একাধিকজন দাঁড়ানো মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মুকতাদীগণের মধ্যে যদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক থাকে যেমনঃ পুরুষ, নারী, হিজরা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু তাহলে ইমামের পিছনে প্রথমে বয়স্ক পুরুষগণ দাঁড়াবে, অতঃপর অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে, অতঃপর হিজরা, অতঃপর নাবালেগা মেয়েরা, অতঃপর বালেগা নারী দাঁড়াবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মুকতাদী যদি একজন স্ত্রীলোক অর্থাৎ নিজের স্ত্রী কিংবা মা বা বোন কিংবা একটি নাবালেগা মেয়ে হয় তাহলেও তাকে ইমামের পিছনে দাঁড়াতে হবে । ইমামের পার্শ্বে দাঁড়াবে না ।

www.amarboi.org

মুকতাদী যদি একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে হয় তাহলে তাকে বয়স্কদের সাথে এক কাতারেই এক পার্শ্বে দাঁড় করাবে। আর একাধিক হলে বয়স্কদের পিছনে পৃথক কাতারে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করবে ।

একজন মুকতাদিকে ডান পার্শ্বে নিয়ে নামায আরম্ভ করার পর যদি আরো এক বা একাধিক মুসাল্লী জামাআতে শরীক হয় তাহলে প্রথম মুকতাদী নামাযরত অবস্থায়ই পিছনে সরে আসবে যাতে আগন্তুক মুসাল্লী পিছনে কাতার বাঁধতে পারে । যদি প্রথম মুসাল্লী পিছনে স্বেচছায় না সরে তাহলে আগন্তুক মুসাল্লী তাকে আস্তে হাত দিয়ে পিছনের দিকে টেনে আনবে। আর যদি আগন্তুক মুসাল্লীগণ ইমামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইমাম সাহেব স্বীয় নামাযের জায়গা থেকে সামনের দিকে বেড়ে যাবে যদি সামনে জায়গা থাকে । তবে সিজদার জায়গা থেকে আগে বাড়বে না । ইমাম সাহেব যদি সামনে জায়গা থাকা সত্ত্বেও সামনে না বাড়েন এবং পিছনেও জায়গা না থাকে তাহলে আগন্তুক মুসাল্লী ইমাম সাহেবকে আস্তে হাত দিয়ে সামনে যাওয়ার জন্যে ইশারা করবে, অতঃপর ইমাম সাহেব সামনে বেড়ে যাবেন ।

জামাআতে কোন কাতার পূর্ণ হয়ে যাবার পর যদি কোন মুসাল্লী আসেন তাহলে তার জন্যে একাকী ভিন্ন কাতারে দাঁড়ানো মাকরূহ । সে জন্যে কমপক্ষে আরো একজনের আগমনের অপেক্ষা করবে । ইমামের রুকুতে চলে যাবার পূর্বে যদি কেউ না আসে তাহলে আগন্তুক ব্যক্তি ইমামের ঠিক পিছনের বরাবর একজন লোককে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে কাতার বাঁধবেন । তবে পিছনের লোকটির যদি মাসআলা জানা না থাকে এবং তাকে পিছনের দিকে টেনে আনলে কোন ফিতনা কিংবা বিপরীত কোন কিছু ঘটে যাবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তাকে পিছনের দিকে টেনে না এনে একাকী-ই কাতার বাধঁবে (ফতোয়ায়ে দারুল উলূম)।

যিনি দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ তিনি ইমামের নিকটে দাঁড়াবেন । আর দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানোর চেয়ে প্রথম কাতারে দাঁড়ানো উত্তম । অনুরূপ ভাবে তৃতীয় কাতারে দাঁড়ানোর চেয়ে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানো উত্তম ।

জামাআতে নারী-পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়ানো

জামাআতে নারী যদি পুরুষের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে পুরুষের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে । তবে ফাসিদ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে । এ শর্তগুলো যদি পাওয়া যায় তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে । শর্তগুলো নিম্নরুপ ঃ

www.amarboi.org

✪ যে নারী পুরুষের পাশে দাঁড়াবে সে যদি যৌনাকর্ষনীয়া হয় এবং সহবাস উপযোগী হয় । সে যুবতী হউক বা বৃদ্ধা হউক । তবে অল্পবয়স্কা নাবালিগা পুরুষের পাশে দাঁড়ালে নামায ফাসিদ হবে না ।

✪ নারী-পুরুষ উভয়েই নামাযে শরীক হওয়া । একজন যদি নামাযে থাকে আর অন্যজন নামাযের বাইরে থাকে তাহলে এতে উভয়ে পাশাপাশি থাকলেও নামায ফাসিদ হবে না ।

✪ উভয়ের মধ্যে যদি কোন আড়াল না থাকে । মাঝখানে কোন পর্দা কিংবা সুতরা থাকলে বা মাঝখানে এ পরিমাণ জায়গা খালি থাকলে যেখানে অনায়াসে একটি লোক দাঁড়াতে পারে, তবে নামায ফাসিদ হবে না ।

✪ পাশে দাঁড়ানো মহিলার নামায সহীহ হওয়ার শর্তাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে । সে যদি পাগল, ঋতুমতী কিংবা নিফাসওয়ালী হয় তাহলে নামায ফাসিদ হবে না । কারণ এ অবস্থায় তারা নামাযী হিসাবে গণ্য নয় ।

✪ রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামায হতে হবে । জানাযার নামাযে বরাবর হলে নামায ফাসিদ হবে না ।

✪ পাশে দাঁড়ানোর বা বরাবর হওয়ার পরিমাণ কমপক্ষে তিন তাসবীহ পরিমাণ স্থায়ী হতে হবে । এর কম সময় বরাবর থাকলে নামায ফাসিদ হবে না ।

✪ নারী ও পুরুষ উভয়ের তাকবীর তাহরীমা এক হতে হবে । অর্থাৎ ঐ মহিলা ঐ পুরুষের মুকতাদী হবে অথবা উভয়ে অন্য ইমামের মুকতাদী হলে ।

✪ ইমামের নামাযের শুরুতে বা মাঝখানে মহিলা শরীক হলে তার ইমামতির নিয়্যাত করতে হবে । ইমাম যদি ইমামতির নিয়্যাত না করেন তবে এতে নামায ফাসিদ হবে না । বরং ঐ মহিলার নামায সহীহ হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মানবীয় জরুরতের অগ্রাধিকার

কোন কোন সময় বিশেষ কোন ইবাদত অপেক্ষা মানবীয় জরুরতের অগ্রাধিকার বর্তায় । যেমন খানা গ্রহণ, পায়খানা প্রস্রাব ইত্যাদি । মানবীয় জরুরত অর্থাৎ খাওয়া ও পায়খানা প্রস্রাবের আবশ্যকতা বেশী হলে এবং নামাযের সময় বাকী থাকলে জামাআত ত্যাগ করে হলেও প্রথমে সেগুলি সম্পাদন করে নিতে হবে । কিন্তু খাওয়া ও পায়খানা প্রস্রাবের আবশ্যকতা বেশী না হলে এবং সময় চলে যাবার আশংকা হলে যথাসম্ভব প্রথমে নামায আদায় করে নিবে । তবে জামাআতে নামায আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ব হতেই এসকল মানবীয় জরুরত শেষ করে জামাআতের প্রস্তুতি নেয়া উচিত ।

www.amarboi.org

হযরত আয়েশা(রাঃ) বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি আহার্যের উপস্থিতিতে নামায (উত্তম) নহে । তদ্রুপ যখন সে প্রস্রাব পায়খানার বেগ ধারণ করতে থাকে (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারো রাতের খানা উপস্থিত করা হয়, অপর দিকে (ইশার) নামাযের একামত বলা হয, তখন সে খানা গ্রহর করবে এবং সে যেন তাড়াতাড়ি না করে- যে যাবত না খাওয়া হতে ঠিকভাবে অবসর গ্রহণ করে । হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর এই নিয়ম ছিল যে, যখন তার জন্যে খানা উপস্থিত করা হতো, অপর দিকে নামাযের তাকবীর বলা হতো তখন তিনি নামাযে উপস্থিত হতেন না - যে যাবত না খাওয়া সঠিকভাবে শেষ করে নিতেন অথচ তিনি ইমামের কিরাআত শুনতে পেতেন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যখন নামাযের তাকবীর বলা হয় আর তোমাদের কেউ পায়খানা প্রস্রাবের আবশ্যকতা অনুভব করে তখন সে যেন প্রথমে পায়খানা প্রস্রাবের আবশ্যকতা সেরে নেয় (তিরমিযী)।

মসজিদে আযান হলে জামাআতে নামায পড়ে বের হওয়া

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, যখন তোমারা মসজিদে থাকবে, আর তথায় আযান দেয়া হবে তখন তোমাদের কেউ যেন জামাআতে নামায আদায় না করে মসজিদ থেকে চলে না যায় (আহমাদ) ।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মসজিদে আযান পেয়েছে, অতঃপর সে নামায আদায় না করে বের হয়ে গিয়েছে,অথচ তার কোন জরুরী কাজও ছিল না এবং পুনরায় মসজিদে প্রত্যাবর্তনের ইচছাও রাখে না, সে হলো মুনাফিক (ইবনে মাযাহ)।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ বলেন যে, মসজিদের ভিতর থাকাবস্থায় আযান হলে মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করে মসজিদ হতে বের হতে হবে । নামায আদায় ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয নেই । কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর মতে, যদি অন্য কোন মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায়ের ইচছা থাকে কিংবা কেউ অন্য কোন মসজিদের ইমাম হন তাহলে আযান হবার পর মসজিদ থেকে বের হওয়া নাজায়িয নয় ।

www.amarboi.org

জামাআতে নামায আদায় সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এবং অপর কয়েকজন ফকীহর মতে, প্রত্যেক ফরয নামায জামাআতের সাথে আদায় করা ফরযে আইন, যদিও নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামাআত শর্ত নহে । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কোন কোন অনুসারীর মতে, নামায সহীহ হওয়ার জন্য জামাআত শর্ত । জামাআত ব্যতীত নামায হবে না । তাদের মতে ওযর ব্যতীত প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাতে যোগদান করতে হবে । অন্যথায় প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে ।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে, জামাআতে নামায আদায় ফরযে কিফায়া । কোন স্থানে জামাআত অনুষ্ঠিত হলে ঐ স্থানের অন্যান্যরা জামাআত তরকের গুনাহ হতে মুক্তি লাভ করবে । আর একেবারেই জামাআত অনুষ্ঠিত না হলে সকলেই ফরয ছেড়ে দেয়ার জন্যে গুনাহগার হবে।

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে, জামাআতে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বা ওয়াজিবের নিকটবর্তী । কিন্তু অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে ইহা ওয়াজিব ।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মতে জামাআত আরম্ভ হয়ে গেলে সুন্নাত ত্যাগ করে এমনকি ফজরের সুন্নাত হলেও তা ত্যাগ করে জামাআতে শরীক হতে হবে । কারণ জামাআত ফরয । তাঁরা তাদের মতের স্বপক্ষে এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন (জামাআতে) নামাযের একামত হয় তখন ফরয ছাড়া আর কোন নামায নেই (সহীহ মুসলিম) ।

কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে, জামাআতের এক রাকআত পাবার আশা থাকলেও ফজরের সুন্নাত প্রথম আদায় করে জামাআতে শামিল হতে হবে । কারণ অন্য হাদীসে ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব ও ফযীলত উল্লেখ রয়েছে । তবে জামাআতের কাতার হতে যতখানি সম্ভব দূরে আদায় করবে । কাতারের মধ্যে বা নিকটে আদায় করা মাকরুহ।

মসজিদে একাধিক জামাআত করা প্রসংগে

যদি কোন মসজিদে একবার জামাআতের সাথে নামায আদায় করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাআত কায়িম করে নামায আদায় করা যাবে কিনা এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

www.amarboi.org

ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) এর মতে, দ্বিতীয় বার জামাআত (সানী জামাআত) করে নামায আদায় করা যাবে । এতে মাকরুহ বা দোষনীয় কিছু নয় । তবে শর্ত হচেছ মসজিদে যে স্থানে প্রথম জামাআত অনুষ্ঠিত হয়েছে সে স্থান পরিবর্তন করে নিতে হবে । অর্থাৎ প্রথম জামাআতের সময় ইমাম সাহেব যে স্থানে দাঁড়িয়েছিলেন দ্বিতীয় জামাআতের ইমামকে সে স্থান পরিবর্তন করে অন্য স্থানে দাঁড়াতে হবে ।

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে, যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াযযিন নির্দিষ্ট আছে, প্রকাশ্য আযান ও ইকামাত দিয়ে নিয়মিত জামাআত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সে মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করে নামায আদায় করা মাকরুহ তাহরীমী । পক্ষান্তরে যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াযযিন নির্দিষ্ট নেই এবং প্রকাশ্য আযান ও ইকামাত দিয়ে নিয়মিত জামাআত অনুষ্ঠিত হয় না সে মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরুহ নয় ।

বর্তমানে আমাদের দেশে কেউ কেউ ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ) এর মতের উপর আমল করে দ্বিতীয় জামাআত করে থাকেন, আবার কেউ কেউ ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতের উপর আমল করে দ্বিতীয় জামাআত ব্যতীত একাকী নামায আদায় করেন ।

তবে এ কথা সত্য যে, দ্বিতীয় জামাআত(সানী জামাআত) এর প্রকাশ্য অনুমতি দেয়া হলে প্রথম জামাআতের প্রতি মানুষ গুরুত্বই দিবে না । মনে মনে ভাববে, পরে কয়েকজনে মিলে জামাআত করে নামায পড়ে নিব । ফলে আস্তে আস্তে বড় জামাআত আর থাকবে না । এমনকি কালক্রমে জামাআতের প্রতি মানুষ আর হয়তো গুরুত্বই দিবে না ।

ফরয নামায দুইবার আদায় করা প্রসংগে

কোন ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করার পর মসজিদে কিংবা মাঠে জামাআত হতে দেখলে তার করণীয় কি-এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস আলোচনা ও পর্যালোচনা করে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সে যদি প্রথমে একাকী নামায আদায় করে থাকে এবং ঐ নামায আসর, মাগরিব ও ফজর না হয় অর্থাৎ যুহর ও ইশা ওয়াক্তের নামায হয় তাহলে সে জামাআতে শরীক হয়ে পুনরায় নামায আদায় করতে পারবে । এটা তার জন্যে নফল হবে । কিন্তু আসর, মাগরিব ও ফজর নামাযে একাকী নামায আদায়ের পর পুনরায় জামাআতে শরীক হতে পারবে না । কারণ আসর ও ফজরের পর নফল

www.amarboi.org

আদায় করা মাকরুহ এবং তিন রাকআত কোন নফল নেই। তাই এ তিনওয়াক্তের নামায পুনঃ আদায় করবে না ।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ বলেন, আসর, মাগরিব ও ফজরসহ সকল নামাযই দ্বিতীয়বার জামাআতে আদায় করা যেতে পারে । এমনকি প্রথমে জামাআতে নামায আদায় করলেও দ্বিতীয়বার জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে ।

জামাআত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী

✪ পুরুষ হওয়া । স্ত্রীলোকের উপর জামাআত ওয়াজিব নহে ।

✪ বালেগ হওয়া । নাবালেগের উপর জামাআত ওয়াজিব নহে ।

✪ স্বাধীন হওয়া । ক্রীতদাসের উপর জামাআত ওয়াজিব নহে ।

✪ যাবতীয় ওযর হতে মুক্ত হওয়া। মা'যুরের উপর জামাআত ওয়াজিব নহে ।

জামাআত সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

জামাআত সহীহ্ হওয়ার জন্যে ঃ

✪ ইমামকে মুসলমান হতে হবে ।

✪ ইমামকে বালেগ পুরুষ এবং জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে ।

✪ মুকতাদীগণকে নামাযের নিয়্যাতের সাথে সাথে ইমামের ইকতিদার নিয়্যাত করতে হবে ।

✪ ইমাম ও মুকতাদির স্থান একই হতে হবে অর্থ্যাৎ ইমাম ও মুকতাদির মাঝে দুই কাতার পরিমাণ ব্যবধান বা গাড়ী চলাচল করার মত রাস্তার ব্যবধান থাকতে পারবে না । ইমাম ও মুকতাদী ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনে থাকলেও জামাআত সহীহ্ হবে না ।

ইমামতি সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলী

ইমামতি সহীহ্ হওয়ার জন্য কতকগুলো শর্ত রয়েছে । যার মধ্যে এ সব শর্ত পাওয়া যাবে তিনি নামাযের জামাআতে ইমাম হওয়ার যোগ্য হবেন । নামাযের জামাআতে তাঁর ইকতিদা করা শরীয়াতের বিধান মতে সহীহ্ হবে । ইমামতি সহীহ্ হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরুপ ঃ

✪ মুসলমান হওয়া।

www.amarboi.org

- ইমাম বালিগ হওয়া। শুধু ছোটদের জামাআত হলে ইমামকে বালিগ হওয়ার প্রয়োজন নেই ।
- ইমাম সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়া । তবে মুকতাদী সবাই রুগী হলে ইমামকে সুস্থ হওয়া জরুরী নয় ।
- কিরাআত সহীহ হওয়া। কমপক্ষে মাসনূন পরিমাণ কিরাআত সহীহ্ হতে হবে।
- ইমাম পুরুষ হওয়া । মহিলাদের ইমাম হওয়া জায়িয নেই ।
- বিভিন্ন প্রকার ওযরমুক্ত হওয়া । যেমন তোতলামী না থাকা, নাসিকার রক্ত প্রবাহ্ না থাকা ইত্যাদি ।

ইকতিদা সহীহ হওয়ার শর্তাবলী

- মুকতাদী ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।
- ইমামের অবস্থা পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে ।
- ইমাম ও মুকতাদির নামায এক হতে হবে । ইমাম ফরয নামাযের নিয়্যাত করলে সে ক্ষেত্রে মুকতাদী তার পিছনে ফরয অথবা নফল নামাযের ইকতিদা করতে পারবে । ইমাম নফল নামাযের নিয়্যাত করলে আর মুকতাদী তার পিছনে ফরয নামাযের নিয়্যাত করলে তা সহীহ্ হবে না ।
- মুকতাদিকে ইকতিদার নিয়্যাত করতে হবে ।
- প্রতিটি রুকুনের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করতে হবে ।
- ইমাম ও মুকতাদির স্থান এক হতে হবে । ইমাম এক যানবাহনে আর মুকতাদী অন্য যানবাহনে থাকলে ইকতিদা সহীহ হবে না । ইমাম ও মুকতাদির মধ্যে দুই কাতার পরিমাণ জায়গা খালি থাকলে ইকতিদা সহীহ হবে না ।
- জামাআতে পুরুষ ও মহিলা মুকতাদী থাকলে পুরুষ মহিলার পাশাপাশি হতে পারবে না ।
- মুকতাদির পায়ের গোড়ালি ইমামের গোড়ালি থেকে সামনে অগ্রসর হতে পারবে না ।
- ইমামের নামায শুদ্ধ হতে হবে । ইমামের নামায ফাসিদ হলে মুকতাদির নামাযও ফাসিদ হবে ।

ইমাম নিয়োগের যোগ্যতাবলী

সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত এবং অধিক গুণের অধিকারী ব্যক্তিকেই ইমাম নিযুক্ত করা মুসাল্লীগণের এবং মসজিদ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য । অধিক যোগ্যতা

www.amarboi.org

সম্পন্ন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা সুন্নাতের খিলাফ এবং গুনাহের কাজ । ইমাম নিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়াতের বিধান হচেচ এই যে,

১মঃ আলেম ব্যক্তিই ইমাম নিযুক্ত হবার জন্য সর্বাগ্রগণ্য । যদি তিনি বিশুদ্ধ ভাবে মাসনূন পরিমাণ কিরাআত মুখস্ত পড়তে সক্ষম হন, নামাযের মাসআলা জানেন এবং ফাসিক না হন ।

২য়ঃ ইলমে দীনের ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেই যদি সম পর্যায়ের হন তবে যিনি তাজবীদ সহকারে বিশুদ্ধ ভাবে কুরআন পাঠে সক্ষম তিনিই ইমামতির জন্য অধিকযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন (গলার সুর ভাল হওয়া শর্ত নয়)।

৩য়ঃ তাতেও যদি তাঁরা সকলে সম পর্যায়ের হন তবে যার মধ্যে তাকওয়া বেশী তিনি ইমামতির জন্য অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন ।

৪র্থঃ তাকওয়ার ক্ষেত্রে সকলেই সমান হলে যিনি বেশী বয়স্ক তিনি ইমামতির জন্য অধিক উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন ।

৫মঃ বয়সের ক্ষেত্রেও যদি তাঁরা সকলে সমান হয়ে যান তাহলে সমাজে যিনি অধিক ভদ্র, যার আচার ব্যবহার মিষ্ট, যিনি বেশী সম্মানিত এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত তিনিই ইমামতির জন্য অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

৬ষ্ঠঃ এ বিষয়েও যদি তাঁরা সকলে সমপর্যায়ের হয়ে যান তাহলে যিনি অধিক সুদর্শন তিনি অধিক উপযুক্ত বলে গণ্য হবেন ।

৭মঃ সুদর্শনের দিক থেকেও যদি তাঁরা সমান হয়ে যান তাহলে যিনি অধিক ভদ্র এবং বংশের দিক দিয়ে অধিক মর্যাদাবান তিনি ইমামতির জন্য অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

৮মঃ এ বিষয়েও সবাই সমান হলে যার কণ্ঠ বেশী ভাল তিনি ইমামতির জন্য অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

৯মঃ অতঃপর যার স্ত্রী সুন্দর তিনি অধিক যোগ্য বলে গণ্য হবেন ।

১০মঃ অতঃপর যার পোশাক পরিচছদ ভাল এবং যিনি অধিক সম্পদের অধিকারী তিনি ইমামতির জন্য অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন ।

১১ঃ অতঃপর মুসাফিরের তুলনায় মুকীম অগ্রগণ্য হবেন ।

১২ঃ অতঃপর যার মধ্যে একাধিক গুণ থাকবে তিনি এক গুণের অধিকারী অপেক্ষা অগ্রগণ্য বিবেচিত হবেন ।

www.amarboi.org

উপরোক্ত গুণাবলী যদি একাধিক ব্যক্তির মধ্যেই পাওয়া যায় তাহলে মুসাল্লীগণ কিংবা মসজিদ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যাকে মনোনীত করবেন তিনিই ইমাম হবেন (এ মাসআলাগুলো ফতোয়ায়ে আলমগীরী এবং বেহেশতী জেওর এ বর্ণিত আছে)।

কারো বাড়ীতে যদি নামাযের জামাআত কায়িম হয় এবং বাড়ীর মালিক ইমাম হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হন সে ক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক ইমামতির জন্য অগ্রাধিকার বিবেচিত হবেন । তবে কোন অধিক গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে ইমাম বানিয়ে দেয়া মালিকের জন্য উত্তম । আর যদি সেখানে ইমামতির যোগ্যতা সম্পন্ন সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান বা বিচারপতি থাকেন, তাহলে তিনিই ইমামতির জন্য অধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া)।

রাষ্ট্রপ্রধান যদি নিজেই উপস্থিত লোকদের থেকে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সামনে বাড়িয়ে দেন এবং তাকে ইমাম নির্বাচন করেন তবে তা জায়িয হবে । রাষ্ট্রীয় উচচ মর্যাদা সম্পন্ন কতিপয় ব্যক্তিবর্গ যদি একত্রিত হন তা হলে প্রথমে রাষ্ট্রপ্রধান পরে সরকার প্রধান এরপর এই ধারায় অন্যেরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন (ফতোয়ায়ে শামী)।

যদি এমন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেন যিনি ইমামতির জন্য অধিক যোগ্য, কিন্তু সেখানে মহল্লার নির্ধারিত ইমাম রয়েছেন, তখন মহল্লাহর ইমামই অগ্রাধিকার পাবেন (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

যাদেরকে ইমাম বানানো মাকরূহ

⇒ বিদআতী ব্যক্তিকে ইমাম বানানো এবং তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমী (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

⇒ কেউ যদি ফাসিক বিদআতী ব্যক্তির পিছনে জামাআতে নামায পড়ে তাহলে মুত্তাকী ইমামের পিছনে পড়লে যতটুকু সওয়াব পেত ততটুকু পাবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

⇒ ক্রীতদাসকে ইমাম বানানো মাকরূহ (ফতোয়ায়ে শামী)।

⇒ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম বানানো মাকরূহ (ফতোয়ায়ে শামী)।

⇒ অন্ধ বাক্তিকে ইমাম বানানো মাকরূহ। তবে তার চেয়ে ভাল এবং মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞাত এমন ব্যক্তি না থাকলে মাকরূহ হবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।

⇒ জারজ বা অবৈধ সন্তানের ইমামতি করা মাকরূহ (হিদায়া)।

www.amarboi.org

⇒ মহিলা ও বালকের পিছনে ইকতিদা করা মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

⇒ যারা দাঁড়ি ছাটে বা কাটে এবং শরীয়াতের নির্ধারিত পরিমাণ না রাখে তাদের ইমামতি করা মাকরুহ তাহরীমী (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

⇒ হিজরাদের ইমামতি করা মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

⇒ সুদখোর, ঘুষখোর এবং যার স্ত্রী পর্দা করে না তার ইমামতি করা মাকরুহ (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

⇒ খোঁড়া ব্যক্তির ইমামতি করা মাকরুহ তানযিহী (ফতোয়ায়ে শামী)।

⇒ বোবা ব্যক্তির ইমামতি করা মাকরুহ (ফতোয়ায়ে শামী)।

⇒ ওযরবিহীন ব্যক্তির ইকতিদা মাযুর যেমনঃ বহুমুত্র ব্যক্তির পিছনে করা দুরস্ত নেই (বেহেশতী জেওর)।

⇒ রুকু সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তির ইকতিদা রুকু সিজদা করতে অক্ষমের পিছনে দুরস্ত নেই (বেহেশতী জেওর)।

জামাআতে মুকতাদির সংখ্যা

হযরত আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ দুই ব্যক্তি বা তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক হলেই জামাআত হয় (ইবনে মাযাহ্) ।

এ হাদীস থেকে জানা যায় ইমামের সাথে একজন মুকতাদী হলেই জামাআত হয় ।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযে ইমাম ব্যতীত একজন মুকতাদী হলেও জামাআত হয়ে যায় । চাই সে একজন বুদ্ধিসম্পন্ন নাবালেগ হউক বা মেয়েলোক হউক (আল ফিকহুল ইসলামী)।

স্ত্রীকে নিয়ে জামাআত করা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইমাম ব্যতীত একজন মুকতাদী হলেও জামাআত হয়ে যায় (ইবনে মাযাহ, আল ফিকহুল ইসলামী)। কেউ যদি মসজিদে গিয়ে দেখে জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছে,এমতাবস্থায় মসজিদের বাইরে জামাআত করে নামায পড়তে পারলে উত্তম । এছাড়া বাসায় এসে যারা নামায আদায় করেনি তাদেরকে নিয়ে যেমনঃ মা,বাবা,ভাই,বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদেরকে নিয়েও জামাআত করতে পারবে । শুধু স্ত্রীকে নিয়েও জামাআত করা যায় । এতে দোষের কোন কিছুতো নেই-ই বরং উত্তম । তবে স্ত্রী একা মুকতাদী হলে তাকে পিছনে দাঁড় করাবে । ডানে বা বামে দাঁড় করাবে না। এক্ষেত্রে একজনেই কাতার হবে; মাকরুহ হবে না। আর যদি সাথে বাবা মা কিংবা পুত্র সন্তান বা কন্যা সন্তান অথবা অন্য কেউ

www.amarboi.org

থাকে তাহলে এক্ষেত্রে কাতার করার নিয়ম অনুযায়ী কাতার করবে । কোন কারণে বাসায়ও যদি জামাআত করা না যায় তাহলে ফরয নামায মসজিদে আদায় করাই উত্তম (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।

জামাআতে ইমাম ও মুকতাদির নিয়্যাতের মাসআলা

জামাআতে নামায আদায়ের সময় ইমাম সাহেব মুকতাদিগণের ইমামতির নিয়্যাত করবে । ইমাম যদি কারো ইমামতির নিয়্যাত না করে এবং মুকতাদী ইমামের ইকতিদা করে জামাআতে শরীক হয় তাহলেও তার নামায শুদ্ধ হবে । কিন্তু ইমাম যদি মহিলাদের ইমামতির নিয়্যাত না করে তাহলে তাদের নামায শুদ্ধ হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ইমাম নামায শুরু করেছেন এই ধারণায় কেউ নামায শুরু করার নিয়্যাত করলেন অথচ তখনও ইমাম নামায শুরু করেননি,এমতাবস্থায় মুকতাদির নামায জায়িয হবে না ।

ইমাম ও মুকতাদির নিয়্যাত

জামাআতে নামায আদায় করার সময় ইমাম নিয়্যাত করার সময় (ফারদুল্লাহি তায়ালা) এর পর বলবে (আনা ইমামুল লিমান হাযারা ওয়া মাইইয়াহযুরু) অর্থাৎ যারা বর্তমানে নামাযে উপস্থিত আছে এবং যারা পরে উপস্থিত হবে আমি তাদের ইমাম । আর মুকতাদীগণ এস্থলে বলবে (ইকতাদাইতু বিহাযাল ইমাম) অর্থাৎ আমরা এই ইমামের ইকতিদা বা অনুসরণ করলাম - এ বাক্যটুকু বাড়িয়ে বলবে ।

ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই জামাআতে শরীক হওয়া

হযরত আলী (রাঃ) ও মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে আসে এবং ইমামকে কোন অবস্থায় পায় তখন সে যেন তাই করে, যা ইমাম করছেন (সহীহ্ তিরমিযী)।

অর্থাৎ রুকু, সিজদা, কিয়াম, তাশাহহুদ ইত্যাদি যে কোন অবস্থায় ইমামকে পাবে, সে অবস্থায়ই নামাযে শামিল হয়ে যাবে । এমন করবে না যে, যেহেতু রুকু ছুটে গিয়েছে তাই পরবর্তী রাকআতে রুকুর আগে শামিল হয়ে যাব । তবে রুকু না পেলে সেটাকে রাকআত হিসেবে গণ্য করা যাবে না । ইমামের সাথে রুকু পেলেই সেটা রাকআত হিসেবে গণ্য হবে । এ ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে

www.amarboi.org

বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা যখন নামাযে আস এবং আমাদেরকে সিজদা অবস্থায় দেখ, তখন তোমরাও সিজদায় শামিল হয়ে যাবে । তবে এটাকে রাকআতের মধ্যে গণ্য করবে না । আর যে ব্যক্তি রুকু পেয়ে যায় সে এ রাকআতসহ নামায পেয়ে যাবে (আবূ দাউদ)।

মুকতাদিগণকে ইমামের অনুসরণ করা সম্পর্কে কতিপয় মাসাইল

➢ ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রহঃ) এর মতে, ইমামের সাথে সাথে কাজটি আদায় করা এবং বিলম্ব না করা সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, মুকতাদী যেন ইমামের আগে কোন রুকন আদায় না করে । সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ ইমাম বানানো হয় তাঁর অনুসরণ করার জন্য । আর অনুসরণের হক আদায় হয় তখনই যখন মুকতাদী ইমামের সাথে সাথে নামাযের রুকনগুলো আদায় করে ।

➢ মুকতাদী যদি ইমামকে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় পায়, অতঃপর বসে যায়; কিন্তু মুকতাদির তাশাহহুদ পড়ার পূর্বেই ইমাম দাঁড়িয়ে যায় বা সালাম ফিরিয়ে নেয়, তখন মুকতাদী তাশাহহুদ পড়া শেষ করে নিবে । এ অবস্থায় তাশাহহুদ পূর্ণভাবে না পড়লেও নামায হয়ে যাবে । তবে এরুপ করা মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

➢ মুকতাদী দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা শেষ করার পূর্বেই যদি ইমাম সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলে মুকতাদি ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নিবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ রুকু সিজদায় মুকতাদী তিন তাসবীহ আদায় করার পূর্বেই ইমাম যদি মাথা উঠিয়ে নেয় তাহলে মুকতাদী ইমামের সাথে সাথে মাথা উঠিয়ে নিবে । রুকু সিজদা হতে ইমাম মাথা উঠানোর পূর্বেই মুকতাদী যদি মাথা উঠিয়ে নেয় তবে সে পুনরায় রুকু বা সিজদায় ফিরে যাবে । এতে দুই রুকু বা দুই সিজদা গণ্য হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ মুকতাদী প্রথম সিজদায় বিলম্ব করল । ইত্যবশরে ইমাম দ্বিতীয় সিজদা করে নিল । অতঃপর মুকতাদী তার মাথা উঠালো এবং ধারণা করল যে, প্রথম সিজদাতেই আছে,তাই সে দ্বিতীয়বার(প্রথম সিজদার জন্যই)সিজদায় গেল। এতে তার দ্বিতীয় সিজদা আদায় হয়ে যাবে । যদিও সে প্রথম সিজদার নিয়্যাতেই সিজদা করেছিল (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

- ইমাম যদি তাকবীর তাহরীমা বলার পর সানা না পড়েই সূরা ফাতিহা পাঠ করা শুরু করেন তাহলে মুকতাদিগণ এ অবস্থায় সানা পড়ে নিবে । ইমাম কিরাআত আরম্ভ করলেও মুকতাদিগণ সানা পড়ে নিবে ।
- ভিন্ন মাযহাবের ইমাম যদি অন্য মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন এবং নিজের মাযহাবের উপর হটকারী না হন এবং এ বিষয়ে ইয়াকীন থাকে, তাহলে তাঁর পিছনে হানাফী মাযহাবের লোকদের ইকতিদা করা জায়িয আছে । আর যদি অন্য মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হন এবং অন্য মাযহাবের ইমামগণের বিরূপ সমালোচনা করেন, তাহলে তাঁর পিছনে ইকতিদা করা জায়িয নয় । যে ইমামের অবস্থা জানা নেই তার পিছনে ইকতিদা করা মাকরূহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- ইমাম যদি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হন এবং সফর অবস্থায় কসর পড়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে তার পিছনে হানাফী মাযহাবের লোকদের ইকতিদা জায়িয নয় (ফাতাওয়া ও মাসাইল)। ইখতিলাফী মাসআলার ক্ষেত্রে ইমাম যদি ইখতিলাফ থেকে দূরে থাকেন তাহলে হানাফী মাযহাবের মাশাইখগণের মতে তাঁর পিছনে ইকতিদা জায়িয । অন্যথায় নয় ।
- নামাযের সকল ফরয এবং ওয়াজিবে ইমামের অনুসরণ করা মুকতাদীর জন্য ওয়াজিব । সুন্নাত ও মুস্তাহাবে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব নয় ।

ইমামের দীর্ঘ কিরাআতে নামায না পড়ানোর হুকুম

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ ইমাম হয়ে লোকদের নামায পড়ায় তখন সে যেন উহা সংক্ষেপ করে । কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছে। অবশ্য যখন তোমাদের কেউ নিজে নিজে নামায আদায় করবে, তখন সে যে পরিমাণ ইচ্ছে কিরাআত দীর্ঘ করতে পারে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

তাবেয়ী কায়স ইবনে আবূ হাযেম বলেন, সাহাবী হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) আমাকে বলেছেনঃ এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর কসম, আমি ফজর নামাযে অমুক ব্যক্তির কারণে বিলম্বে হাযির হই । সে আমাদের নামাযকে দীর্ঘ করে । আবূ মাসউদ বলেন, সে দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে আমি এমন ক্রোধান্বিত দেখেছি যেরূপ তাঁকে আর কখনো দেখিনি । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ লোকদেরকে জামাআত হতে দূরে সরিয়ে দেয় । তোমাদের যে কেউ লোকদের ইমামতি করবে, সে যেন

www.amarboi.org

কিরআত সংক্ষেপ করে (অর্থাৎ ছোট ছোট কিরাআত দিয়ে নামায আদায় করে)। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল,বৃদ্ধ ও কাজের চিন্তাগ্রস্থ লোক রয়েছে (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম) ।

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তার বাস্তব আমলেও এ নীতি অবলম্বন করেছেন । তিনি যখন একাকী নামায আদায় করতেন তখন কোন কোন সময় তিনি এক এক রাকআতে কয়েক পারা তিলাওয়াত করতেন । কিন্তু জামাআতে ইমাম হয়ে তিনি অতি দীর্ঘ কিরাআতে নামায পড়াননি । তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কিরাআতকে সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে যেন, নামাযের ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নাতসমূহ তরক না হয় । এছাড়া এটাও মনে রাখতে হবে যে, কোন ব্যক্তি বিশেষের নামায ধরার জন্যে কিংবা কাউকে খুশী করার জন্যে নামায শুরু করার পর কিরাআত দীর্ঘ করা যাবে না । এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হয়ে গায়রুল্লাহকে সন্তুষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়ে যাবে, যা শিরকের পর্যায়ভূক্ত হবে ।

একাকী নামায পড়লে কিরাআত, রুকু সিজদা যত ইচছা দীর্ঘ করা যায় । কিন্তু জামাআতের নামাযে কিরাআত লম্বা করা, রুকু সিজদা সুন্নাত পরিমাণের চেয়ে দীর্ঘ করা ইমামের জন্য মাকরুহ । ইমামের উচিত কিরাআতকে মাসনূন পরিমাণের অধিক দীর্ঘ না করা বরং উপস্থিত লোকদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

জামাআতে মুকতাদিগণের কিরাআত না পড়ার হুকুম

জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কোন নামাযেই মুকতাদিগণ ইমামের পিছনে কিরাআত পড়বে না এবং সূরা ফাতিহাও পড়বে না । যদি পড়ে তাহলে মাকরুহ তাহরীমী হবে । তবে নামায আদায় হয়ে যাবে । মুকতাদির কাজ হল, ইমাম যখন উচচস্বরে কিরাআত পড়বে তখন সে মনযোগ সহকারে তা শুনবে । আর যখন ইমাম চুপে চুপে কিরাআত পড়বে তখন চুপচাপ থাকবে । হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পড়তাম । অতঃপর পবিত্র কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ন হয়-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

অর্থাৎ যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে এবং চুপ থাকবে (সূরা আ'রাফঃ ২০৪) ।

www.amarboi.org

ইমামের পূর্বে মুকতাদির রুকু সিজদা করা নিষেধ

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায় করলেন ঃ তিনি যখন নামায শেষ করলেন তখন আমাদের দিকে ফিরে বললেনঃ হে লোক সকল, আমি তোমাদের ইমাম । তাই তোমরা রুকু, সিজদা, কিয়াম ও সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী হবে না । আমি কিন্তু তোমাদেরকে আমার সামনের দিক দিয়েও দেখি এবং পিছনের দিক দিয়েও দেখি (সহীহ মুসলিম) ।

ইমামের পূর্বে মাথা উঠানোর পরিণাম

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় রুপান্তর করে দিবেন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

(উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ তায়ালা তার মাথাকে গাধার মাথায় রুপান্তর করে দিবেন এর অর্থ হচেছ, তার মাথায় কি কোন জ্ঞান বুদ্ধি বলতে কিছু নেই ? সে গাধার ন্যায় এরুপ বোকামির কাজ করে কেন? কারো কারো মতে বাস্তবে গাধার মাথায় রুপান্তর করে দেয়াও আল্লাহর জন্যে অসম্ভব কিছু নয় । কিংবা হাশরে হয়তো আল্লাহ তায়ালা তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন । সুতরাং এরুপ কাজ করা হতে আল্লাহকে ভয় করা উচিত) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় বা নামায়, নিশ্চয় তার মাথা শয়তানের হাতে রয়েছে (অর্থাৎ শয়তানই তাকে এরুপ করতে উদ্বুদ্ধ করছে)- মুয়াত্তা ইমাম মালেক ।

নামাযের মধ্যে লোকমা দেয়ার হুকুম

নামাযে মুকতাদিগণ কর্তৃক ইমামের কোন ভুল সংশোধন করে দেয়াকে লোকমা দেয়া বলে । ইমাম যদি নামাযের মধ্যে কোন ভুল করে বসেন যেমনঃ এক সিজদা দিয়েই দাঁড়িয়ে যেতে লাগলে, তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্যে না বসে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলে, কিরাআত পড়ার সময় কোন ভুল করে ফেললে, যুহর ও আসর নামাযে উচচস্বরে কিরাআত পড়া শুরু করলে, ফজর, মাগরিব ও ইশা নামাযে নিঃশব্দে কিরাআত পড়লে, নামাযের শেষ বৈঠকের জন্যে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে, চার রাকআত

www.amarboi.org

বিশিষ্ট নামাযের তৃতীয় রাকআতে বসে পড়লে, নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দাঁড়িয়ে গেলে বা নামাযে অন্য কোন ভুল করলে মুকতাদিগণ লোকমা দিয়ে তা সংশোধন করতে পারবে এবং ইমামও তা গ্রহণ করতে পারবে এবং গ্রহণ করা উচিত । তবে ইমামকে পেরেশানীতে ফেলার জন্যে ভুল লোকমা দেয়া গুনাহের কাজ ।

নামাযে সুবহানাল্লাহ বলে মুকতাদিগণ লোকমা দিবে । হাদীস শরীফে সুবহানাল্লাহ বলে লোকমা দেয়ার কথা উল্লেখ আছে । তবে কেউ যদি আল্লাহু আকবার বলে লোকমা দেয় তাহলেও জায়িয হবে । আমাদের দেশে আল্লাহু আকবার বলে লোকমা দেয়ার প্রচলন আছে; এতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না ।

ইমাম কেবল মুকতাদিগণের লোকমাই গ্রহণ করবে । নামাযের বাইরের কোন ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করবে না । নামাযের ইকতিদা করে নাই এমন কোন ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করা হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে ।

চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ইমাম দ্বিতীয় রাকআতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্যে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে, দাঁড়াতে গিয়ে বসার কাছাকাছি থাকতে অর্থাৎ হাঁটু বাঁকা থাকতেই যদি মুকতাদী লোকমা দেয় কিংবা ইমামের স্মরণ হয় তাহলে বসে যাবে । আর যদি দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে লোকমা গ্রহণ না করে তৃতীয় রাকআতের জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে। লোকমা গ্রহণ করলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে । এ সকল অবস্থায় নামাযের শেষ বৈঠকে সিজদা সাহু দিয়ে নামায শেষ করবে । আর যদি নামাযের শেষ রাকআতের বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে লোকমা গ্রহণ করে বসে যাবে এবং সিজদা সাহু দিয়ে নামায শেষ করবে ।

মুকতাদির প্রকারভেদ

মুকতাদী সাধারণত তিন প্রকার । যথাঃ মুদরিক, মাসবূক ও লাহিক ।

মুদরিক ঐ মুকতাদী যে ইমামের সাথে পূর্ণ নামায পড়েছে । মাসবূক ঐ মুকতাদী যে ইমামের অন্তত এক রাকআত আদায়ের পরে জামাআতে শরীক হয়েছে(ফতোয়ায়ে শামী)। লাহিক ঐ মুকতাদী যে জামাআতে শরীক হওয়ার পর ওযু ভংগের কারণে বা অন্য কোন কারণে তার নামাযের অংশ বিশেষ ছুটে গিয়েছে।

www.amarboi.org

মাসবুকের নামাযের বিবরণ

মাসবুক ঐ মুসাল্লীকে বলা হয় যে ইমামের সাথে প্রথম রাকআত বা একাধিক রাকআত পায়নি অথবা ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে শুধু শেষ বৈঠকে ইমামের ইকতিদা করেছে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী)।

মাসবূক মুসাল্লী যে কয়েক রাকআত ইমামের সংগে পায়নি সেগুলো মুনফারিদ (অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারী) মুসাল্লীর ন্যায় যথা নিয়মে সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও কিরাআত সহ আদায় করবে। যদি ঐ সমস্ত রাকআতে কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে সিজদা সাহু দিতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

মাসবূক যে রাকআতের রুকু পেয়েছে সে ঐ রাকআত পুরোই পেয়েছে বলে গণ্য হবে এবং যে রাকআতের রুকু পায়নি ঐ রাকআত পায়নি বলে ধর্তব্য হবে এবং সে ঐ রাকআত আদায় করবে । কিন্তু জামাআতে তৎক্ষণাৎ শরীক হয়ে যাবে। যদি আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে পায় তাহলে তাতেই শরীক হয়ে যাবে ।

ঐ অবস্থায় শরীক হওয়ার নিয়ম এই যে, সোজা দাঁড়িয়ে নিয়্যাত করে হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধবে। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে (ইমাম যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়) রুকুতে বা সিজদায় বা আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে গিয়ে শরীক হবে । যে সব রাকআত ছুটে গেছে তা সে মুনফারিদের (একাকী নামায আদায়কারীর) মত আদায় করবে । অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, কিরাআত সব কিছুই পড়তে হবে এবং যদি এ সব রাকআতে কোন ভুল হয় তবে সাহু সিজদা দিতে হবে । কেউ যদি মাগরিবের এক রাকআত মাত্র পায় তাহলে ইমামের শেষ বৈঠক আদায়ের পর ইমাম যখন বাম দিকে সালাম ফিরাবে তখন সে ওঠে দাঁড়াবে এবং সানা, আউযুবিল্লাহ,বিসমিল্লাহ, কিরাআত ইত্যাদি সহ এক রাকআত পড়ে বসবে এবং তাশাহহুদ, দরুদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে । এ রুপে যদি ইশা, যুহর বা আসরের মাত্র এক রাকআত পায় তবেও ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকে ওঠে এক রাকআত কিরাআতসহ পড়ে বসতে হবে; অতঃপর আরো এক রাকআত কিরাআত সহ এবং অবশিষ্ট এক রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে ।

মাসবূকের যে কয়েক রাকআত ছুটে গিয়েছে তা আদায় করার নিয়ম এই যে, প্রথমে কিরাআত বিশিষ্ট রাকআত, তারপর কিরাআত বিহীন রাকআত আদায়, করবে। আর যে কয়েক রাকআত ইমামের সংগে পড়েছে সে হিসেবে বৈঠক করবে। অর্থাৎ ঐ রাকআতের হিসাবে যা দ্বিতীয় রাকআত উহাতে প্রথম বৈঠক

www.amarboi.org

করবে । আর তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যা তৃতীয় রাকআত হবে উহাতে শেষ বৈঠক করবে । যেমনঃ যুহরের নামাযে তিন রাকআত হয়ে যাওয়ার পর কোন লোক জামাআতে শরীক হল । এখন সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং যে কয়েক রাকআত ছুটে গেছে তা আদায় করার নিয়ম হল ঃ প্রথম রাকআতে সানা পড়ার পর সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সিজদা করে প্রথম বৈঠক করবে ও তাশাহহুদ পড়বে । কেননা পাওয়া রাকআত হিসেবে ইহা তার জন্য দ্বিতীয় রাকআত । এরপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মিলাবে এবং এরপর বৈঠক করবে না। কেননা পাওয়া রাকআত হিসেবে ইহা তৃতীয় রাকআত । তারপর তৃতীয় রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাবে না। কেননা ইহা কিরাআতের রাকআত ছিল না। পাওয়া রাকআত হিসেবে ইহা চতুর্থ রাকআত । আর এতে বৈঠক করবে । এটাই তার জন্য শেষ বৈঠক ।

মাসবূক যদি ইমামকে উচচস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে কিরাআত পড়া অবস্থায় পায় তাহলে সে সানা পড়বে না বরং চুপ করে থাকবে। চাই মাসবূক ইমামের পার্শ্বে দাঁড়ায় বা দূরে দাঁড়ায়। আর চুপে চুপে কিরাআত বিশিষ্ট নামাযে মুকতাদী সানা পড়ে নিবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ইমামকে যদি রুকু বা সিজদারত অবস্থায় পায় তাহলে দ্রুত ভেবে নিবে যে, সানা পড়ে রুকু বা সিজদার কিছু অংশ পাবে কিনা, যদি পাওয়ার আশা থাকে তাহলে সে নিয়্যাত করে দাঁড়িয়ে সানা পড়বে । এর পূর্বে ইমামের অনুসরণ করবে না । কিন্ত সানার সাথে আউযুবিল্লাহ্ পড়বে না । আর যদি সানা পড়লে রুকু বা সিজদায় শরীক হতে পারবে না বলে মনে হয় তবে সানা না পড়েই ইমামের অনুসরণ করে রুকু বা সিজদায় শরীক হয়ে যাবে । আর যদি ইমামকে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় পায় তখন সানা পড়বে না বরং তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বাধঁবে। এরপর পুনরায় তাকবীর বলে তাশাহুদে শরীক হবে (বাহরুর রাইক ও ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মাসবূক প্রথমে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যতটুকু পায় ততটুকু আদায় করবে। অতঃপর ইমামের সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করবে। যদি শরীক হওয়ার আগেই ছুটে যাওয়া নামায শুরু করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

মাসবূক মুসাল্লী আখিরী বৈঠকে তাশাহহুদ পরবর্তী দু'আগুলো পড়বে না বরং তাশাহহুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে যেন ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তা শেষ হয় ।

মাসবূক যদি ভুল বশতঃ ইমামের সাথে বা ইমামের পূর্বেই সালাম ফিরায় তাহলে তার জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না । আর যদি ভুলবশতঃ ইমামের সালামের পর অনেক বিলম্বে সালাম ফিরায় তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে ।

মাসবূক ছুটে যাওয়া নামায একাকী আদায় করবে । এক্ষেত্রে সে অন্য কারো পিছনে ইকতিদা করবে না এবং তার পিছনেও অন্য কেউ ইকতিদা করবে না । এক মাসবূক অন্য মাসবূকের পিছনে ইকতিদা করলে মুকতাদী মাসবূকের নামায নষ্ট হয়ে যাবে । সে কিরাআত পড়ুক বা না পড়ুক । মাসবূক ইমামের নামায নষ্ট হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

দুইজন মাসবূক যাদের সমপরিমাণ নামায ছুটে গেছে, তাদের একজন যদি কি পরিমাণ নামায ছুটেছে তা ভুলে যায় এবং অন্য মাসবূকের দেখাদেখি বাকী নামায আদায় করে, কিন্তু সে তার পিছনে ইকতিদা করেনি, এক্ষেত্রে উভয়ের নামায সহীহ হবে ।

যদি কেউ মাসবূকও হয় এবং লাহিকও হয় তবে যে কয় রাকআতে লাহিক হয়েছে তা আগে বিনা কিরাআতে আদায় করবে । এরপর মাসবূক হিসাবে ছুটে যাওয়া নামায কিরাআতসহ আদায় করবে ।

লাহিকের নামাযের বিবরণ

লাহিক ঐ মুকতাদিকে বলা হয় যিনি জামাআতে প্রথম থেকেই ইমামের সাথে শরীক হয়েছেন, কিন্তু শেষ দিকে বিশেষ কোন কারণে তার নামায ছুটে গিয়েছে যেমনঃ নামাযে ঘুমিয়ে যাওয়া,ওযু নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি । যুদ্ধকালীন সময়ে জামাআত আদায়কারীদের প্রথম দল তারা সকলেই লাহিক । মুকীম মুকতাদী যদি মুসাফির ইমামের ইকতিদা করে এবং মুসাফির কসর করে তখন সেই মুকীম ঐ ইমামের নামায শেষ করার পর লাহিক হিসাবে গণ্য হবে ।

লাহিকের কর্তব্য হচেছ, যে রাকআতগুলো ছুটে গেছে, প্রথমে ঐগুলো মুকতাদির ন্যায় আদায় করবে, অর্থাৎ ইমামের পিছনে যেরুপ কিরাআত পড়তে হয় না বা মুকতাদির নিজের ভুলের জন্য সাহু সিজদা দিতে হয় না তদ্রুপ লাহিকও তার ছুটে যাওয়া নামায একাকী আদায় করার সময় কিরাআত পড়বে না, শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে। অবশ্য ইমামের দাঁড়ানো ও রুকু সিজদার সময়ের পরিমাণ থেকে

www.amarboi.org

কমবেশী পরিমাণ দাঁড়ালে তাতে কোন ক্ষতি নেই এবং লাহিকের কোন ভুল হলে সাহু সিজদাও করতে হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও শামী)। এরপর যদি জামাআত বাকী থাকে, তবে জামাআতে শরীক হবে । নতুবা অবশিষ্ট নামাযও নিজে নিজেই পড়ে নিবে । যেমনঃ জামাআতে চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে এক রাকআত আদায় করার পরই মুকতাদির যদি ওযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মুকতাদী ওযু করতে চলে যাবে । ওযু করার পর এসে যদি দেখে দ্বিতীয় রাকআত শেষ হয়ে গিয়েছে তাহলে প্রথমে ছুটে যাওয়া দ্বিতীয় রাকআত আগে আদায় করে ইমামের সাথে অবশিষ্ট নামায আদায় করবে । আর যদি ইমামের নামায শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে অবশিষ্ট নামায মুকতাদির ন্যায় একাকী আদায় করবে ।

লাহিক মুকতাদী ইমামের সাথে তাকবীর তাহরীমা বলার পর তন্দ্রাচছন্ন হয়ে পড়ল, এমতাবস্থায় ইমাম এক রাকআত নামায আদায় করে নিল, তারপর তার তন্দ্রার ভাব কেটে গেল, এখন সে প্রথম ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করে ইমামের সাথে শরীক হবে যদি ইমাম নামায রত থাকেন। আর যদি ইমাম নামায থেকে ফারিগ হয়ে থাকেন তবে লাহিক তার অবশিষ্ট নামায একাকী আদায় করে নিবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

লাহিক মুকতাদী যদি ছুটে যাওয়া নামায আগে আদায় না করে ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হয়ে যায় অতঃপর ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে তবে এভাবে নামায আদায় করাও জায়িয আছে । তবে প্রথমে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে নেয়াই উত্তম (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

লাহিকের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের পূর্বে ইমাম যদি সিজদায়ে সাহু আদায় করে তাহলে সে ইমামের অনুসরণ করবে না। অর্থাৎ সিজদায়ে সাহুতে শরীক হবে না । বরং সে নিজের নামায শেষ করবে ।

একটি মূলনীতি হচেছ, লাহিক মুকতাদী ইমামের ধারাবাহিক অনুসারে নামায আদায় করবে আর মাসবুক মুকতাদী ইমাম ফারিগ হওয়ার পর নিজের ছুটে যাওয়া নামায আদায় করবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

নামায শেষে ইমামের মুসাল্লীগণের দিকে ফিরে বসা

হযরত আনাস(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায শেষে ডান দিক ফিরে বসতেন (সহীহ মুসলিম)।

www.amarboi.org

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর পিছনে নামায পড়তাম তখন আমরা তাঁর ডান পার্শ্বে দাঁড়ানোর আকাংখা করতাম, যেন তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন ।

হাদীস দু'টির অর্থ এই নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু ডান দিকেই ফিরে বসতেন । হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ডান দিকে ফিরার প্রয়োজন হত তখন তিনি ডানদিকে ফিরতেন , আর বাম দিকে ফিরার প্রয়োজন হলে বাম দিকে ফিরতেন । অর্থাৎ মুসাল্লীদের প্রয়োজনে তাদের দিকে মুখ করতেন। তবে ডান দিকে মুখ করে বসা ভাল । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক বিষয়ে ডান দিককে পছন্দ করতেন । যদি মসজিদ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন না থাকত তবে তিনি ডান দিকে ফিরে মুসাল্লীদের প্রতি মুখ করে বসতেন (মিরকাত)। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে মাঝে নামায শেষে ডান দিকে ফিরে বসতেন ।

ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেন, ফজর ও আসরের নামাযের পর ইমামের ঐ অবস্থাতেই ক্বিবলামুখী হয়ে বসে থাকা মাকরুহ । তবে ইমামের সোজা পিছনে যদি কোন মাসবূক মুসাল্লী নামায পড়তে থাকেন তাহলে তিনি ডানে বা বামে ফিরে বসবেন । আর যদি কোন মাসবূক মুসাল্লী না থাকে তাহলে তিনি মুসাল্লীদের দিকে মুখ করে বসবেন । তবে ফজরের ক্ষেত্রে ইমামের ইখতিয়ার রয়েছে যে, ইচছা করলে তিনি স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে পারেন , আবার ইচছা করলে ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাযে বসেও থাকতে পারেন । যুহর, মাগরিব ও ইশার ফরয নামায শেষ করে ইমাম কোন দীর্ঘ দু'আয় মশগুল না হয়ে সুন্নাত নামায আদায় করা উচিত । সুন্নাত না পড়ে এ অবস্থায় বসে থাকা ইমামের জন্য মাকরুহ । ফরযের পর ইমাম ঐ স্থানে সুন্নাত নামায না পড়ে বরং ডানে অথবা পিছনে সরে এসে সুন্নাত আদায় করা ভাল । অন্যত্র গিয়েও সুন্নাত আদায় করা যায় । মুক্তাদী এবং একাকী নামায আদায়কারী ফরয নামায আদায় শেষে একই স্থানে কিংবা ডানে বামে সরে এসে সুন্নাত নামায আদায় করতে পারবে।

www.amarboi.org

৭নং অধ্যায় ঃ
মহিলাদের নামায

মহিলাদের নামায পড়ার বিবরণ

নামাযের নিয়ম কানুন, সূরা কিরাআত, দ'ুআ দরুদ ইত্যাদি সব কিছুই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য একই রকম । শুধুমাত্র কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থানে যেমন ঃ নামাযে দাঁড়ানো, তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত উঠানো, হাত বাঁধা, রুকু করা, সিজদা করা, সিজদা করার পর বসা ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে । এ সকল বিষয়ে মহিলাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে । মহিলাগণ উচচস্বরে কিরাআত পড়বে না । তাদের নামায হবে নিঃশব্দে এবং গোপনে, যাতে পর্দা বজায়ে থাকে । মহিলাগণ বাসায় নামায আদায় করবে। বাসায় মুহরিমদের সাথে (অর্থাৎ যাদের সাথে আজীবন বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম) জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে ।

মহিলাদের সতর

নামাযের মধ্যে মহিলাদের সতর হচেছ মুখমন্ডল,কব্জি পর্যন্ত দুই হাত এবং টাখনু পর্যন্ত দুই পা ব্যতীত সমগ্র শরীর । অর্থাৎ মহিলাদের নামায আরম্ভ করার সময় মুখমন্ডল,কব্জি পর্যন্ত দুই হাত এবং টাখনু পর্যন্ত দুই পা ব্যতীত সমগ্র শরীর ঢেকে রাখতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)। মহিলাদের চুলও সতরের অন্তর্ভূক্ত (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । মহিলাদের নামায পড়ার সময় যদি মুখ, হাতের কব্জি ও পা ব্যতীত শরীরের যে কোন একটি অংগের নূন্যতম চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ তিনবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়তে যে সময় লাগে সে পরিমাণ সময় খোলা থাকে তবে নামায আদায় হবে না । তবে তাহতে যদি কম সময় খোলা থাকে এবং সাথে সাথে ঢেকে ফেলে তখন নামায আদায় হয়ে যাবে; তবে ইচছাকৃত ভাবে সতর খোলা রাখার জন্য গুনাহগার হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মহিলাদের নামায আদায় এবং সকল অবস্থায় পর্দার সুবিধার্থে মেয়েদের জন্য উত্তম পোষাক হচেছ সেলোয়ার কামিজ, মেকসি এবং বড় উড়না । উড়না এমন মোটা হতে হবে যাতে মাথার চুল দেখা না যায় । কামিজ বা মেকসি অবশ্যই ঢিলে ঢালা ও এর হাতা কবজি পর্যন্ত হতে হবে এবং কাপড় এমন মোটা হতে হবে যেন শরীর দেখা না যায়। আমাদের দেশে অধিকাংশ মহিলা শাড়ি পরিধান করে

www.amarboi.org

ঘোমটা টেনে কিংবা মাথায় ছোট ওড়না দিয়ে নামায আদায় করেন । যখন সিজদায় যান তখন অনেক ক্ষেত্রে শাড়ির ভিতর থেকে হাত বেড়িয়ে যায় । এতে সতর তরক হবার দরুন নামায নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে । কেউ কেউ মাথার চুল খোলা রাখেন, আবার কারোর কান খোলা থাকে । এটা জায়িয নেই । মাথার চুল এমনকি কানের নীচে ঝুঁলে থাকা চুলও খোলা থাকতে পারবে না । নামাযে মহিলাদের উপরের তিনটি অংগ ব্যতীত সমগ্র শরীর অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে । উড়না যদি এত পাতলা হয় যে, তাতে মাথার চুল দেখা যায় তাহলে নামায হবে না । মহিলাগণ পায়ের টাখনুসহ সমস্ত পা ঢেকে রাখতে পারবে । এতে নামায মাকরুহ্ হবে না ।

নামায আদায়ে মহিলাদের উড়না ব্যবহার

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ খিমার (উড়না) ব্যতীত বালেগা স্ত্রীলোকদের নামায কবূল হয় না (আবূ দাউদ ও তিরমিযি) ।

এতে বুঝা যায় বালেগা স্ত্রীলোকদের মাথার চুল সতরের অন্তর্ভূক্ত এবং তা ঢেকে রাখা ফরয । উহা খোলা রেখে নামায আদায় করলে ফরয তরক হওয়ার কারণে নামায হবে না । তবে মাথার চুল ঢাকার জন্যে উড়নাই ব্যবহার করতে হবে তা নয় । অন্য যে কোন কাপড় বা চাদরও ব্যবহার করা যাবে ।

মহিলাদের নামাযে দাঁড়াবার নিয়ম

মহিলাগণ নামাযে উভয় পা মিলিয়ে দাঁড়াবে । দু' পায়ের মাঝখানে কোন ফাঁকা থাকবে না । বিশেষ করে উভয় গোড়ালী যেন কাছাকাছি মিলে থাকে । কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে দু'পায়ের মাঝখানে স্বাভাবিক কিছু ফাঁকা থাকবে ।

মহিলাদের হাত উঠাবার নিয়ম

মহিলাগণ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কান বরাবর হাত উঠাবে না বরং কাঁধ বরাবর উঠাবে যাতে বৃদ্ধা অংগুলি কাঁধ বরাবর থাকে এবং অন্যান্য অংগুলিগুলোর মাথা কাঁধের উপরে উঠে ,কিন্তু কানের উপরে নয় । হাত কাপড়ের উড়নার বা চাঁদরের ভিতরে থাকবে । কাপড়ের ভিতর থেকে হাত বের করবে না (ফতোয়ায়ে শামী) । কিন্তু পুরুষগণ কান পর্যন্ত হাত উঠাবে যাতে দু' হাতের বৃদ্ধ অংগুলি কানের লতি বরাবর থাকে এবং অন্যান্য অংগুলিগুলোর মাথা কানের উপরে থাকে কিন্তু মাথার উপরে উঠাবে না ।

www.amarboi.org

মহিলাদের হাত বাঁধার নিয়ম

মহিলাগণ তাকবীর তাহরীমা বলার পর বুকের উপর হাত বাঁধবে । ডান হাতের কবজি বাম হাতের কবজির উপর স্থাপন করবে কিংবা ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর চেপে ধরবে (ফতোয়ায়ে শামী)। মহিলাগণ সব সময়ই কাপড়ের ভিতর হাত রাখবে । কিন্তু পুরুষগণ নাভীর নীচে হাত বাঁধবে । ডান হাতের কবজি বাম হাতের কবজির উপর চেপে ধরবে কিংবা ডান হাতের বৃদ্ধ অংগুলি এবং অনামিকা দিয়ে বাম হাতের কবজিকে চেপে ধরবে । পুরুষগণ কাপড়ের ভিতর হাত রাখবে না ।

মহিলাদের কিরাআত পড়ার নিয়ম

মহিলাগণ সকল নামাযে কিরাআত আস্তে পড়বে । যে সব নামাযে পুরুষদের শব্দ করে কিরাআত পড়ার বিধান রয়েছে সে সব নামাযেও মহিলাগণ নিঃশব্দে কিরাআত পড়বে ।

মহিলাদের রুকু করার নিয়ম

রুকুতে মহিলাগণ পুরুষদের তুলনায় কম ঝুঁকবে । পুরুষদের ন্যায় কোমর ও মাথা সোজা রাখার প্রয়োজন নেই । রুকু অবস্থায় হাঁটুর উপর অংগুলিগুলো মিলিয়ে রাখবে, যাতে অংগুলিগুলোর মাঝখানে ফাঁকা না থাকে । হাঁটুকে পুরুষদের ন্যায় অংগুলি দিয়ে আঁকড়িয়ে ধরবে না, শুধু হাঁটুর উপর হাতের তালু চেপে রাখবে। রুকুতে মহিলাগণ পা দু'টিকে পুরুষদের ন্যায় সোজা রাখবে না বরং হাঁটু সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে রাখবে আর পিঠ সামান্য বাঁকা রাখবে । রুকুতে বগল ও বাহু মিলিয়ে রাখবে । পুরুষদের ন্যায় বগল ও বাহু পৃথক রাখবে না।

মহিলাদের সিজদা করার নিয়ম

রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে সিজদায় যাবার সময় মহিলাগণ প্রথম থেকেই শরীর সামনে ঝুঁকাতে পারবে । কিন্তু পুরুষগণ হাঁটু জমিনে ঠেকানোর পূর্বে শরীর ঝুঁকাবে না । সিজদায় গিয়ে মহিলাগণ দুই উরু, পেট ও বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে মাটিতে বিছায়ে দিবে । উভয় পা খাড়া করে রাখার পরিবর্তে ডান দিকে বের করে বিছিয়ে দিবে এবং ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার উপর রাখবে । হাতের অংগুলিগুলো মিলিয়ে রাখবে, কোন অবস্থাতেই অংগুলির মাঝে ফাঁকা রাখবে না । কিন্তু পুরুষগণ হাত মাটি থেকে উপরে রাখবে এবং দু' পা খাড়া রাখবে এবং পায়ের অংগুলিগুলো ক্বিবলার দিকে রাখবে ,আর হাতের অংগুলিগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ কিছু ফাঁকা করে রাখবে ।

www.amarboi.org

মহিলাদের নামাযে বসার নিয়ম

দু' সিজদার মাঝখানে এবং আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বের করে ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার উপর রেখে বাম নিতম্বের উপর বসবে । পুরুষদের ন্যায় ডান পা খাড়া করে বাম পায়ের পাতার উপর বসবে না ।

ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলাদের নামায

ইস্তিহাযা এর আভিধানিক অর্থ প্রবাহিত হওয়া । শরীআতের পরিভাষায় কোন রোগ ব্যধির কারণে কোন মহিলার গর্ভাশয়ের মুখে বিদ্যমান রগ থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে ইস্তিহাযা বলে । অন্যভাবে হায়েযের ক্ষেত্রে তিন দিন এবং তিন রাত অপেক্ষা কম অথবা দশ দিন এবং দশ রাত অপেক্ষা বেশী এবং নিফাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের বেশী রক্তস্রাব হলে একে ইস্তিহাযা বলে । যদি নয় বছরের কম বয়স্কা কোন মেয়ের রক্তস্রাব দেখা দেয় তবে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে । অনুরুপভাবে ৫০ বছরের পরও যদি কোন মহিলার রক্তস্রাব দেখা দেয় এবং রক্তের রং যদি হলদে,সবুজ বা মেটে রংয়ের হয় তবে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে । তবে ৫০ উর্ধ্ব বয়স্কা মহিলাদের অবস্থা ভেদে তা হায়িয বলেও গণ্য হতে পারে । ইস্তিহাযা হচেছ একটি রোগ ।

ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলার হুকুম মা'যুরের হুকুমের অনুরুপ । ইস্তিহাযার কারণে নামায রোযা কিছুই ত্যাগ করতে পারবে না । বরং নামায রোযা যথা সময়ে নিয়ম মাফিক আদায় করতে হবে । এমনকি এ সময় স্ত্রী সহবাস করাও জায়িয আছে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলা প্রত্যেক ওয়াক্তে নতুন করে ওযু করবে এবং এ ওযু দ্বারা ওয়াক্তের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত এবং নফল সব ধরনের নামায আদায় করতে পারবে । কুরআন তিলাওয়াতও করতে পারবে এবং তিলাওয়াতে সিজদাও দিতে পারবে । ওয়াক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ততক্ষণ তার ওযুও থাকবে । ওযু নষ্ট হবে না । ওয়াক্ত চলে যাবার পর ওযু নষ্ট হয়ে যাবে । নতুন ওয়াক্তে অন্য নামাযের জন্য আবার নতুন করে ওযু করতে হবে । আর ওয়াক্তের মধ্যে যদি তার ওযু ভংগের অন্য কোন কারণ পাওয়া যায় তাহলেতো অবশ্যই ওযু নষ্ট হবে এবং নতুন করে ওযু করে নিতে হবে । ইস্তিহাযাওয়ালী মহিলার নামায রোযা মাফ নেই । তার ক্ষেত্রে মা'যুরের বিধান প্রযোজ্য হবে ।

www.amarboi.org

হায়িয ও নিফাস অবস্থায় নামায

হায়িযের আভিধানিক অর্থ হচেছ প্রবাহিত হওয়া । শরীআতের পরিভাষায় বালিগা মহিলার জরায়ু হতে স্বাভাবিক নিয়মে মাসিক যে রক্তস্রাব হয় তাকে হায়িয বলে । বালিকার বয়স নয় বছর পূর্ণ হওয়ার পর রক্তস্রাব হলে তা হায়িয বলে গণ্য হবে । এর কম বয়সে রক্তস্রাব হলে তা হায়িয বলে গণ্য হবে না ।

হায়িযের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল তিন দিন তিন রাত এবং সর্বোচচ সময় দশ দিন দশ রাত । এ সময়সীমা ছাড়া অর্থাৎ তিন দিন তিন রাতের কম এবং দশদিন দশ রাত্রির বেশী সময় যদি রক্তস্রাব দেখা দেয় তাহলে তিন দিনের কম এবং দশ দিনের বেশী সময়ের রক্তস্রাব ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে ।

সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয় তাকে নিফাস বলে । নিফাসের সর্বোচচ সময়সীমা হচেছ চল্লিশ দিন ।

অপারেশনের মাধ্যমে যদি কোন মহিলার সন্তান প্রসব করানো হয় তাহলে অপারেশন জনিত স্বাভাবিক ক্ষতরুপেই গণ্য হবে, তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। ক্ষত সম্পর্কে শরীআতের যে বিধান রয়েছে এক্ষেত্রে সে বিধানই প্রযোজ্য হবে। তবে অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পর লজ্জাস্থান দিয়ে রক্ত নির্গত হলে তা নিফাস বলে গণ্য হবে ।

হায়িয ও নিফাস অবস্থায় নামায মাফ । এ নামাযের কাযা পড়তে হবে না। কিন্তু রোযা মাফ নয়। এটা শরীআতের বিধান । আলেমগণের মতে, নামায দৈনিক পাচঁ ওয়াক্ত পড়তে হয় বলে অনেক নামায জমা হয়ে যায় । এত নামাযের কাযা করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু রোযা সারা বছরে একমাস ফরয । হায়িয ও নিফাসের পর কয়েকদিন রোযা কাযা করা কষ্টসাধ্য নয় । সম্ভবতঃ এ কারণে শরীআতে নামায মাফ করা হয়েছে, কিন্তু রোযা মাফ করা হয় নাই । আল্লাহ পাকই তার এ বিধানের প্রকৃত হিকমত অবগত ।

যে ওয়াক্তে মহিলার হায়িয বা নিফাস আসবে ঐ ওয়াক্তের নামায তার দায়িত্ব থেকে রহিত হয়ে যাবে । ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায় করার মত সময় থাকুক বা না থাকুক ।

হায়িযওয়ালী মহিলার জন্য মুস্তাহাব হল, নামাযের ওয়াক্ত হবার পর ওযু করে নিজের ঘরে নামাযের স্থানে বসে পাক পবিত্র অবস্থায় নামায আদায় করতে যে পরিমাণ সময় প্রয়োজন হয় ঐ পরিমাণ সময় তাসবীহ তাহলীল পাঠ করা । হায়িয অবস্থায় যদি নামাযের অভিনয় করা না হয় তাহলে বাবা মা, সন্তান সন্ততি বা

www.amarboi.org

আত্নীয় স্বজন হয়তো ভিন্ন মনোভাব পোষণ করতে পারে । হয়তো মনে করতে পারে যে, এ মহিলা নামাযী নয় । সন্তান সন্ততির মনে হয়তো বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে । তাই ওয়াক্ত হলে নামাযের অভিনয় করা উত্তম, এতে কোন গুনাহ্ হবে না ।

হায়িয অবস্থায় সিজদার আয়াত শুনলে তার উপর তিলাওয়াতে সিজদা ওয়াজিব হবে না । হায়িয ও নিফাস অবস্থায় রোযা রাখা, মসজিদে প্রবেশ করা, বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা, স্ত্রী সহবাস করা হারাম (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মহিলাদের আযান ও ইকামত দেয়া

আযানের জন্য মুয়ায্যিন পুরুষ ও বালিগ হওয়া শর্ত । এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই । মহিলাদের আযান দেয়া মাকরুহ তাহরীমাহ । তারা আযান দিলে আযান পুনরায় দিতে হবে । অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে অবুঝ ও নির্বোধ হলে তার আযান দেয়া মাকরুহ । তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে যদি বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাহলে তার আযান দেয়া মাকরুহ্ হবে না । মুসাল্লীগণ উপস্থিত হয়ে গেলে এবং বুদ্ধি সম্পন্ন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে আযান দিলে সে আযান পুনরায় দিতে হবে না এবং মাকরুহও হবে না ।

যেহেতু মহিলাদের আযান দেয়া মাকরুহ তাহরীমাহ এবং আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে কাজেই ইকামত দেয়াও তাদের জন্য মাকরুহ তাহরীমাহ ।

মহিলাদের আযানের জবাব দেয়া

পুরুষদের মত মহিলাদেরও আযানের জবাব দিতে হবে । আযানের জবাব দেয়া কারো মতে ওয়াজিব, আবার কারো মতে মুস্তাহাব । হায়িয ও নিফাস অবস্থায় তারা আযানের জবাব দিবে না । যেহেত হায়িয ও নিফাস অবস্থায় তাদের নামাযই নেই । কাজেই এ অবস্থায় তাদের আযানের জবাবও দিতে হবে না (আযানের জবাব প্রসংগে আযান ও ইকামতের অধ্যায় দেখুন)।

মহিলাদের নামাযের জামাআত

মহিলাদের জামাআত করা মাকরুহ । মহিলাদের কেউ ইমাম হয়ে নামায পড়াতে পারবে না । তারা একাকী নামায আদায় করবে । তবে বাসার ভিতর যদি মুহরিম ব্যক্তিগণ জামাআত কায়িম করে অর্থাৎ যাদের সাথে আজীবন বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম যেমন- পিতা, ভাই, মামা, দাদা, নানা, স্বামী তাঁরা যদি

www.amarboi.org

জামাআত করে তাহলে মহিলাগণ জামাআতে নামায আদায় করতে পারবে এতে কোন দোষ নেই। তবে মহিলাগণ পুরুষদের পিছনের কাতারে দাঁড়াবে । পাশাপাশি কখনো দাঁড়াবে না । যদি পিতা কিংবা ভাই কিংবা স্বামী ইমাম হয় তাহলে মহিলা (কন্যা বা বোন বা স্ত্রী) ইমামের ইকতিদা করতে পারবে, কিন্তু পাশাপাশি দাঁড়াবে না, পিছনে দাঁড়াবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

বাসা বাড়িতে জামাআতে নামায আদায়ের সময় ইমাম যদি গায়ের মুহরিম হয় এবং জামাআতে যদি পুরুষ ও মহিলা থাকে তাহলে ইমামের পিছনে প্রথমে পুরুষগণ দাঁড়াবে, এরপর নাবালক ছেলে, অতঃপর হিজরা , অতপর নাবালিকা মেয়ে এবং এরপর মহিলাগণ দাঁড়াবে ।

মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা প্রসংগে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বাঁধা দিও না। তবে তাদের ঘরগুলোই তাদের জন্যে উত্তম (সহীহ আবূ দাউদ)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ(সাঃ) যদি দেখতেন যে, আজকাল মেয়েলোকেরা তাদের জীবনধারায় কি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করে দিতেন, যেমন (এ কারণে) বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে (তাদের ইবাদতখানায় আসতে) নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল (সহীহ বুখারী)।

প্রসংগত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জমানায় মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে তাঁর পিছনে নামায আদায় করার জন্য আকাঙ্খা পোষণ করতেন এবং মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে মহিলাদের মসজিদে এসে যথারীতি জামাআতের মাধ্যমে নামায আদায় করার ব্যবস্থাও ছিল । পরবর্তীতে যখন পর্দার বিধান নাযিল হয় তখন অনেক পুরুষই ধর্মীয়,সামাজিক ও আত্মমর্যাদার জন্য মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া কিংবা মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করা পছন্দ করতেন না । তাই উপরে প্রথম হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন । তবে তিনি মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি । বরং তিনি মহিলাদের জন্যে ঘরে নামায আদায় করাকেই

www.amarboi.org

উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন । কারণ মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়াটা ভবিষ্যতে ফিৎনার সৃষ্টি হতে পারে ।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে সাহাবায়ে কিরাম তথা মুসলমানদের চরিত্র এমন উন্নতভাবে গড়ে উঠেছিল যে, তাঁরা পাপকে এবং আখিরাতকে অত্যধিক ভয় করত । তাই সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে কেউ যদি কোন পাপ কাজ করে ফেলতেন তাহলে সাথে সাথে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ(সাঃ) , আমাকে শাস্তি দিন কারণ আমি পাপ করে ফেলেছি । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন, যেখানে প্রতিটি নারী তাদের পূর্ণ অধিকার লাভ করেছিল । রাত্রির অন্ধকারে তারা একাকী পথ চলতে পারত । তাদের নিরাপত্তার উপর আঘাত করার সাহস কেউ পেত না । তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করাটা কোন দোষনীয় ব্যাপার ছিল না ।

পরবর্তীতে আস্তে আস্তে মুসলমানদের ঈমান দূর্বল হয়ে পড়ে । পাপ ও আখিরাতের শাস্তির প্রতি ভয় কমে যেতে থাকে। নারীদের জীবনধারায় এসে যায় পরিবর্তন । তাই হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফত কালে মহিলাদের মসজিদে জামাআতে নামায আদায়ের জন্য আসা নিষেধ করা হয় । তখন তাতে কোন সাহাবীই আপত্তি উত্থাপন করেননি । এ নিষেধাজ্ঞার উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হয়েছিল । বিষয়টি উম্মুহাতুল মুসলিমীন হযরত মা আয়েশা (রাঃ) এর কর্ণগোচর হলে তিনি দ্বিতীয় হাদীসের কথাগুলো বলেছিলেন ।

সুতরাং বর্তমান যুগে মানুষের যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে এবং সামাজিক বিপর্যয়ের যে স্তরে আমরা নেমে এসেছি , এ অবস্থায় মহিলাদের জামাআতে নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে যাওয়া কিংবা জুমুআর নামাযে শরীক হওয়া কিংবা ঈদের নামায আদায়ের জন্যে ঈদগাহে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই । বর্তমান এ ফিৎনার যুগে মহিলাদের জামাআতে নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে যাওয়ার কোনভাবেই সুযোগ দেয়া যায় না । এটাই হক্কানী অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিম ও ফিকাহবিদগণের মতামত ।

তবে মসজিদে মহিলাদের নামায আদায়ের জন্যে পৃথক বাবস্থা থাকলে সেখানে তারা নামায আদায় করতে পারে । কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের পর্দার ব্যাপারে অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে । পুরুষের সাথে যেন কোন মেলামেশা না হয়,ফিতনা ফাসাদের সৃষ্টি না হয় । সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং কোন সাজগোজও করবে না ।

www.amarboi.org

মহিলাদের ইমামতি করা

পুরুষদের নামাযে মহিলাদের ইমামতি করা কোন অবস্থাতেই জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সাবধান, মহিলারা যেন পুরুষদের ইমামতি না করে (ফতোয়ায়ে শামী)।

এছাড়া মহিলা ইমাম হয়ে শুধু মহিলাদের নামাযের জামাআত কায়িম করা মাকরুহ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনদের যামানায় এরুপ করার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

৮নং অধ্যায় ঃ
নামাযে ব্যবহৃত বিভিন্ন সূরা, দু'আ দরুদ ও মুনাজাত

তাউ'জু

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۝

উচ্চারণ ঃ আউ'জু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি বিতারিত শয়তানের প্ররোচনা থেকে।

বিসমিল্লাহ / তাসমিয়াহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

মসজিদে প্রবেশ করার দু'আ

হযরত আবূ উসাইদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মসজিদে যাতায়াত করে তখন সে যেন নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করে (সহীহ মুসলিম)

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

www.amarboi.org

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মাফ্ তাহলী- আব্ ওয়া-বা রাহমাতিক ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও ।

মসজিদ থেকে বের হবার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ ফাদ্লিক।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি তোমার অনুগ্রহের প্রার্থী ।

ইন্নিওয়াজ্জাহ্তু

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

উচচারণ ঃ ইন্নি-ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজি-ফাত্বারাস্সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদা হানি-ফাও ওয়ামা-আনা মিনাল্ মুশরিকী-ন ।

অর্থ ঃ আমি আমার চেহারা তাঁর দিকে ফিরালাম যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই ।

তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচচারণ ঃ আল্লা-হু আকবার ।

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান ।

সানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

উচচারণ ঃ সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াতাবা-রাকাস্মুকা ওয়া তাআ'লা-জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গায়রুক।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। তোমার নাম বরকতময় এবং তোমার মর্যাদা অতি উচচ । তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ।

www.amarboi.org

রুকুর তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'জীম ।
অর্থ ঃ আমার মহান রব পবিত্র ।

তাসমিয়াহ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ ঃ সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ ।
অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শ্রবণ করেন ।

তাহমীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-লাকাল হামদ্ ।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে ।

সিজদার তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

উচ্চারণ ঃ সুবহা-না রাব্বাবিয়াল আ'লা- ।
অর্থ ঃ আমার রব পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাবান ।

সূরা ফাতিহা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (۱) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۲) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (۳)
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (۴) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (۵)
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (۶) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّآلِّيْنَ (۷)

উচ্চারণ ঃ বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম ।
(১) আল্হাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল্ আ'-লামীন্; (২) আর্ রাহ্মা-নির রাহীম; (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দি-ন; (৪) ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্ তায়ী'ন;(৫) ইহ্দি নাস্ সিরা-ত্বাল্ মুস্তাক্বীম; (৬) সিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্ আম্তা আ'লাইহিম; (৭) গাইরিল্ মাগ্দু-বি আ'লাইহিম্ ওয়ালাদ্দা-ল্লি-ন । (আমীন) ।

www.amarboi.org

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

(১) সমুদয় প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে; (২) যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু; (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক; (৪)(হে আল্লাহ) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি; (৫) আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত কর;(৬) তাদের পথে-যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ;(৭) তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত এবং পথভ্রষ্ঠ। (হে আল্লাহ কবূল কর) ।

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣
تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

উচচারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।

(১) আলাম্‌ তারা কাইফা ফায়া'লা রাব্বুকা বি আস্‌ হা-বিল্‌ ফীল ; (২) আলাম্‌ ইয়াজ্‌আ'ল কাইদাহুম ফি-তাদ্‌লীল; (৩) ওয়া আর্‌সালা আ'লাইহিম ত্বাইরান্‌ আবা-বীল; (৪) তারমি-হিম বিহিজা-রাতিম্‌ মিন্‌সিজ্জি-ল্‌; (৫) ফাজাআ'লাহুম কায়া'স ফিম্‌ মাকূল ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

(১) তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রভু হাতীর মালিকদের সাথে কিরুপ ব্যবহার করেছিল ? (২) তিনি কি তাদের ষড়যনএকে ব্যর্থ করে দেন নি? (৩) তিনি তাদের বিরুদ্ধে দলে দলে আবাবিল পাখী প্রেরণ করেছিলেন ; (৪) তারা (পাখীরা) তাদের উপর কংকর নিক্ষেপ করেছিল ; (৫) অনন্তর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত ঘাসের ন্যায় করেছিলেন ।

www.amarboi.org

সূরা কুরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿۱﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿۲﴾
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿۳﴾ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ
جُوْعٍ ۙ۵ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ٥

উচচারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।
(১) লিঈলা-ফি কুরাইশিন; (২) ঈলা-ফিহিম্ রিহ্‌লাতাশ শিতা-ই ওয়াস্ সাই-ফ্; (৩) ফাল্‌ইয়া'বুদূ রাব্বা হা-জাল্ বাই-ত; (৪) আল্লাজি- আত্বআ'মাহুম মিন্‌জু'-ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাউফ ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।
(১) আশ্চর্য কুরাইশদের অনুরাগ; (২) তাদের অনুরাগ শীত ও গ্রীষ্মকালে তাদের বিদেশ যাত্রার জন্যে; (৩) অতএব, তাদের উচিত এ গৃহের (কা'বা শরীফের) মালিকের ইবাদত করা, (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় অন্নদান করেছেন এবং ভয় হতে নিরাপদ করেছেন ।

সূরা মাউন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ﴿۱﴾ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ
الْيَتِيْمَ ۙ﴿۲﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿۳﴾ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿۴﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ﴿۵﴾
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ﴿۶﴾ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿۷﴾

www.amarboi.org

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।

(১) আরা আইতাল্লাজি- ইউকাজ্‌জিবু বিদ্দীন ; (২) ফাজা-লিকাল্লাজি- ইয়া দু'উল ইয়াতি-ম ; (৩) ওয়ালা-ইয়াহুদ্দু আ'লা- ত্বোয়া'-মিল্‌ মিস্‌কীন ; (৪) ফাওয়াই লুল্লিল্‌ মুসাল্লি-ন; (৫) আল্লাজি-না হুম্‌ আন্‌ সালা-তিহিম্‌ সা-হু-ন্‌; (৬) আল্লাজি-নাহুম্‌ ইউরা-উ-ন; (৭) ওয়া ইয়াম নাউ'-নাল মা-উ'-ন ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

(১) তুমি কি তাকে দেখেছ ? যে পরকালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? (২) অনন্তর ঐ সেই ব্যক্তি, যে এতিমকে তাড়িয়ে দেয়; (৩) এবং কখনও দুঃখীকে অন্ন দিতে উৎসাহ দেয় না; (৪) অনন্তর আক্ষেপ সেই নামাযীদের জন্যে; (৫) যারা নামাযে ভুল ও আলস্য করে; (৬) যারা লোক দেখানো নামায আদায় করে এবং (৭) যারা অন্যদের আহার্য বস্তু দিতে নিষেধ করে থাকে ।

সূরা কাউসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ②

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ③

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।

(১) ইন্না আ'ত্বাইনা- কাল কাউসার্‌; (২) ফাসাল্লি লিরাব্বিাকা ওয়ান্‌হার্‌; (৩) ইন্না শা-নিয়াকা হুয়াল্‌ আব্‌তার ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

(১) (হে রাসূল) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার (কাউসার নামক জান্নাতে শরবতের সাগর) দান করেছি; (২) অতএব, আপনি আপনার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী করুন; (৩) নিশ্চয়ই আপনার শত্রুরা হবে নির্বংশ ।

www.amarboi.org

সূরা কাফিরুন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَاۤ
اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ○ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ
وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ○

উচচারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।
(১) কুল্ ইয়া- আইয়ুহাল্ কা-ফিরুন ;(২) লা- আ'বুদু মা-তা'বুদ-ন্; (৩) ওয়ালা- আন্‌তুম আ'-বিদু-না মা- আ'বুদ; (৪) ওয়ালা- আনা আ-বিদুম মা- আবাততুম; (৫) ওয়ালা- আন্‌তুম আ'-বিদুনা মা- আ'বুদ; (৬) লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।
(১) (হে রাসূল) বলুন, হে অবিশ্বাসীরা (২) আমি তাঁর ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর; (৩) এবং আমি যার ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত কর না ; (৪) এবং তোমরা যার পুজা কর আমি তার পুজা করি না; (৫) আমি যার ইবাদত করি তোমরা তাঁর ইবাদত কর না ;(৬) তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্যে, আর আমার কর্মফল আমার জন্যে ।

সূরা নাসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ① وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ
فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ② فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

www.amarboi.org

উচচারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।
(১) ইজা- যা-আ নাস্‌রুল্লা-হি ওয়াল্ ফাত্‌হু; (২) ওয়ারাআই-তান্না-সা ইয়াদ্ খুলু-না ফি-দি-নিল্লা-হি আফওয়া-জা;(৩) ফাসাব্‌বিহ বিহামদি রাব্বিকা ওয়াসতাগ ফিরহু ইন্নাহু- কা-না তাওয়া-বা ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।
(১) যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে ; (২) এবং আপনি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবেন;(৩) তখন আপনি আপন প্রতিপালকের প্রশংসাময় পবিত্রতা ঘোষণা করবেন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○

উচচারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।
(১) তাব্বাত ইয়াদা- আবি- লাহাবিও ওয়াতাব্বা; (২) মা- আগনা- আনহু মা-লুহু-ওয়ামা- কাসাব; (৩) সাইয়াস্‌লা-না-রানজা-তা লাহাবিও; (৪) ওয়াম্‌রা আতুহু-হাম্মা-লাতাল হাতাব; (৫) ফী জী-দিহা- হাব্‌লুম মিম্মাসাদ ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।
(১) আবু লাহাবের হস্ত দু'টি নষ্ট হয়েছে এবং সে নিজেও বিনষ্ট হয়েছে ; (২) তার ধন সম্পদ তার কোন কাজেই আসবে না; (৩) শীঘ্রই সে অগ্নিশিখায় নিক্ষিপ্ত হবে; (৪) এবং তার কাষ্ঠ বহনকারিনী পত্নীও যার; (৫) গলায় খেজুর পাতার দড়ি আটকে রয়েছে ।

www.amarboi.org

সূরা ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ۵ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।

(১) কুল্‌হু আল্লা-হু আহাদ্ ; (২) আল্লা-হুস্ সামাদ; (৩) লাম্‌ইয়ালিদ্ ওয়ালাম্ ইয়ু-লাদ্; (৪) ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু- কুফুওয়ান্ আহাদ্ ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

(১) (হে রাসূল) বলুন, আল্লাহ্ অদ্বিতীয়; (২) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নহেন; (৩) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারো নিকট হতে জন্ম নেনও নি; (৪) এবং তার সমকক্ষ কেউ নহে ।

সূরা ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٥

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।

(১) কুল্ আউ'-জু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব; (২) মিন্‌শাররিমা- খালাক্ব; (৩) ওয়ামিন্ শার্‌রি গা-সিকিন ইজা- ওয়াক্বাব; (৪) ওয়ামিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাসাতি ফিল্ উ'ক্বাদ; (৫) ওয়ামিন্ শার্‌রি হা-সিদিন ইজা- হাসাদ ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।

(১) (হে রাসূল) বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাত কালের প্রভুর নিকট; (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে; (৩) এবং অন্ধকার রাত্রি যখন অন্ধকারে আবৃত

www.amarboi.org

করে তার অনিষ্ট হতে; (৪) এবং গ্রন্থিসমূহে ফুৎকারকারিণীদের(যাদুকরী স্ত্রীলোকের) অনিষ্ট হতে; (৫) এবং হিংসুকদের যখন হিংসা করে তাদের অনিষ্ট হতে ।

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② اِلٰهِ النَّاسِ ③
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ
النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

উচচারণ ঃ বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম ।
(১) কুল্‌ আউ'জু বিরাব্বিন্না-স;(২) মালিকিন্না-স; (৩) ইলা-হিন্না-স; (৪)মিন্‌শার্‌রিল ওয়াস্‌ ওয়া-সিল্‌ খান্না-স্‌; (৫) আল্লাজি -ইউওয়াস্‌বিসু ফী সুদূরিন্না-স্‌ ৬। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স ।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি) ।
(১) (হে রাসুল) বলুন, আমি আশ্রয় চাচিছ মানুষের প্রতিপালকের নিকট; (২) মানুষের অধিপতির নিকট; (৩) ও মানুষের উপাস্যের নিকট; (৪) লুকায়িত কুমনএণাদাতা (শয়তানের) অনিষ্ট হতে; (৫) যে মানুষের অন্তঃকরণে কুমনএণা দেয়; (৬) জ্বিন ও মানুষের মধ্য হতে ।

আয়াতুল কুরসী

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি এই মিম্বরের কাঠে দাঁড়িয়ে বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যুর বিলম্বই তার বাধা মাত্র) । আর যে ব্যক্তি শয়নকালে তা পাঠ করবে, আল্লাহ্‌ তায়ালা তার ঘর, তার প্রতিবেশীর ঘর এবং আশে পাশের আরো অনেক ঘরকে নিরাপদে রাখবেন (মিশকাত) ।

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۗ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যু-ম; লা তা'খুজুহু- সিনাতু- ওয়ালা- নাউ-ম; লাহু-মা- ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল আরদ; মান জাল্লাজী ইয়াশফাউ ইন্দাহু- ইল্লা- বিইজনিহ; ইয়া'লামু মা -বাইনা আইদি-হিম ওয়ামা- খালফাহুম ওয়ালা- ইউহীতুনা বিশায়্যিম মিন্ ইলমিহী ইল্লা- বিমাশাআ । ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ; ওয়া'লা -ইয়াউ-দুহু- হিফজুহুমা- ওয়াহুওয়াল আলিয়্যুল আ'জীম ।

অর্থ ঃ আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই । তিনি চিরনজীব, সর্বসত্তার ধারক । তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না । আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই । কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত । যা তিনি ইচছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না । তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না; আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ ।

তাশাহহুদ(আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

www.amarboi.org

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্‌সালাওয়া-তু ওয়াত্তায়্যিবা-তু আস্‌সালা-মু আ'লাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ্‌ । আস্‌সালা-মু আ'লাইনা-ওয়া আ'লা-ইবাদিল্লা-হিস্‌সা-লিহী-ন । আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু- ওয়া রাসূলুহু ।

অর্থ ঃ সমস্ত সম্মান, ইবাদত ও পবিত্র বিষয়াদি আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট । হে নবী, আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক । আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতিও শান্তি বর্ষিত হউক । আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى
اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি আ'লা-মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা-সাল্লাইতা আ'লা- ইব্রা-হী-মা ওয়া আ'লা-আ-লি ইব্রা-হী-মা ইন্নাকা হামী-দুম্‌ মাজীদ । আল্লা-হুম্মা বা-রিক আ'লা-মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা-বা-রাকতা আ'লা-ইব্রা-হী-মা ওয়া আ'লা-আ-লি ইব্রা-হী-মা ইন্নাকা হামীদুম মাজী-দ ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি অনুগ্রহ কর মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর- যেভাবে অনুগ্রহ করেছ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান । হে আল্লাহ, তুমি বরকত দান কর মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর- যেভাবে বরকত দান করেছ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান ।

www.amarboi.org

দু'আ মাসূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ
اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ
اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নি-জালামতু নাফসী-জুল্‌মান্‌ কাসী-রা, ওয়ালা-ইয়াগফিরুজ্জুনু-বা ইল্লা আন্‌তা, ফাগফিরলী-মাগফিরাতাম্‌ মিন্‌ ইন্‌দিকা ওয়ারহামনী- ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ গাফূরুর রাহীম ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আমার নাফসের উপর অধিক জুলুম করেছি । আর তুমি ব্যতীত আমার অপরাধ ক্ষমা করার কেউই নেই । সুতরাং তোমার দয়ায় আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার উপর করুণা করো । নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও করুণাময় ।

দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ
يَّفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ
وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাসতায়ী-নুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নুহ্‌মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আ'লাইকা ওয়া নুস্‌নী আ'লাইকাল খাই-রা ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লানাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাইয়্যাফজুরুকা । আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লি-ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ'-

www.amarboi.org

ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজু-রাহমাতাকা ওয়া নাখশা-আ'জা-বাকা ইন্না আ'জা-বাকা বিলকুফ্ফা-রি মুলহিক্ব ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি, তোমার নিকট ক্ষমা চাই, আমারা তোমার প্রতি ঈমান রাখি, তোমার উপর নির্ভর করি, আমরা তোমার প্রতি উওম প্রশংসা করি, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমরা তোমার অবাধ্য হই না, বরং যে তোমার অবাধ্যতা করে তাকে আমরা বর্জন করি ও ত্যাগ করি । হে আল্লাহ, আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমারই সন্তুষ্টির জন্যে সালাত আদায় করি, সিজদা করি, তোমারই দিকে ধাবিত হই, তোমারই দিকে দৌড়াই । আমরা তোমার রহমতের প্রত্যাশা করি, তোমার শাস্তিকে ভয় করি । নিশ্চয়ই তোমার শাস্তি কাফিরদের (অবাধ্যদের) উপরই পতিত হবে ।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচচারণ ঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ ।
অর্থ ঃ তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হউক।

ইস্তিগফার / তাওবা

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

উচচারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লা-হা রাব্বী মিন্ কুল্লি জাম্বিও ওয়া আতূবু ইলাইহি লা-হাওলা ওয়া লা- কুওয়্যাতা ইল্লা-বিল্লা-হিল আ'লিয়্যিল আ'জীম।

অর্থ ঃ আমি আমার রব আল্লাহ পাকের নিকট সমস্ত গোনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট তওবা করছি। সেই মহান আল্লাহ পাক ব্যতিত আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করার কারো ক্ষমতা ও সাধ্য নেই ।

www.amarboi.org

রোযার নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ
يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম মিন্ শাহ্‌রি রামাদা-নাল মুবা-রাকি ফারদাল্লাকা ইয়া-আল্লা-হু ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্‌তাস সামী'উল আ'লীম।

অর্থ ঃ আমি আগামীকল্য রমজান মাসের ফরয রোযা রাখার নিয়্যাত করলাম। হে আল্লাহ্, তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবূল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবনকারী ও সর্বজ্ঞ ।

ইফতারের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুমতু ওয়া তাওয়াক্কালতু আ'লা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া-আরহামার রা-হিমীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, আমি কেবলমাত্র তোমারই সন্তুষ্টির জন্যে রোযা রেখেছি, তোমারই দেয়া রিযিকের উপর ভরসা করেছি এবং তোমারই করুণার সাথে ইফতার করছি; হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময়।

কয়েকটি দু'আ ও মুনাজাত

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

১। **উচ্চারণ ঃ** রাব্বানা- জালামনা- আন্‌ফুসানা-ওয়া ইল্লাম্ তাগফিরলানা- ওয়া তার্‌-হামনা- লানা-কু-নান্না মিনাল খা- সিরীন।

অর্থঃ হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি । তুমি যদি

www.amarboi.org

আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি করুণা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ধবংস প্রাপ্ত হবো ।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

২। **উচ্চারণ ঃ** রাব্বানা-আ-তিনা- ফিদ্দুনিয়া- হাসানাতাও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও ওয়াকিনা-আজা-বান্না- র ।

অর্থ ঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যান দান কর এবং জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা কর ।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا۔

৩। **উচ্চারণ ঃ** রাব্বির হাম্‌হুমা- কামা- রাব্বাইয়া-নী সাগী-রা ।

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক, তাদের (আমার পিতামাতার) প্রতি দয়া কর, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন পালন করেছেন ।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا
غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

৪। **উচ্চারণ ঃ** রাব্বানাগফিরলানা- ওয়া লিইখওয়া-নিনাল্লাজীনা সাবাকূনা বিল্ ঈমা-নি ওয়া লা-তাজ্‌আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাজীনা আ-মানূ রাব্বানা ইন্নাকা রাউ-ফুর রাহীম ।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই ভাইদেরকেও (ক্ষমা করে দাও), যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে । আর ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয় । হে আমাদের প্রতিপালক,নিশ্চয় তুমি বড় করুণাময় ।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ
وَاَسْاَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَاَسْاَلُكَ قَلْبًا
سَلِيْمًا لِسَانًا صَادِقًا وَاَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَاَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ۔

www.amarboi.org

৫। **উচ্চারণ ঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নী-আসআলুকাস্ সাবা-তা ফীল আমরি ওয়াল আ'জিমাতা আ'লার রুশদি ওয়া আসআলুকা শুকরা নি'মাতিকা ওয়া হুস্না ই'বা-বাদিকা ওয়া আস্আলুকা ক্বালবান সালিমান ওয়া লিসা-নান সাদিকান্ ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা-তা'লামু ওয়া আউ'যুবিকা মিন শাররি মা-তা'লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা-তা'লামু ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট কাজে স্থায়িত্ব ও সৎ পথের দৃঢ়তার জন্যে প্রার্থনা করি । আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি তোমার নি'আমতের (অনুগ্রহ) কৃতজ্ঞতা ও উত্তমরুপে তোমার ইবাদত করার শক্তি । আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি প্রশান্ত হৃদয়ের এবং সত্যবাদিতার । আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যা তুমি উত্তম বলে মনে কর এবং আমি তোমার নিকট তা হতে আশ্রয় চাই যা তুমি নিকৃষ্ট বলে মনে কর । আর আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি সে সকল অপরাধ থেকে যা তুমি অবগত আছ ।

(হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস(রাঃ) হতে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে তাশাহহুদ এর পরে মাঝে মাঝে উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন,
সূত্রঃ নাসায়ী)।

اَللّٰهُمَّ اهْدِ اَئِمَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلٰى سُنَّةِ الرَّسُوْلِ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ۔
اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ۔ اَللّٰهُمَّ وَانْصُرْهُمْ
عَلٰى اَعْدَائِكَ وَاَعْدَائِهِمْ ۔ اَللّٰهُمَّ خَلِّدْ مُلْكَنَا وَمَمَالِكَ الْاِسْلَامِ ۔
اَللّٰهُمَّ وَفِّقْ لَنَا فِيْهَا تَأْسِيْسَ اَحْكَامِ السُّنَّةِ وَالْقُرْاٰنِ ۔ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ
خَوَاصَّنَا وَعَوَامَّنَا مِنْ دَرَنِ الْفِسْقِ وَالطُّغْيَانِ ۔ اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ
نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔

৬। **উচ্চারণ ঃ** আল্লা-হুম্মাহ্দি আইম্মাতাল মুসলিমীন ইলা-সুন্নাতির রাসূলি ওয়াল খুলাফা-ইর রা-শিদীন । আল্লা-হুম্মা আল্লিফ বাইনা ক্বলূবিল মু'মিনীনা ওয়া আসলিহ্ জা-তা বাইনিহিম । আল্লা-হুম্মা ওয়ান্সুরহুম আ'লা- আ'দা-ইকা ওয়া আ'দা-ইহিম । আল্লা-হুম্মা খাল্লিদ মুলকানা ওয়া মামা-লিকাল ইসলা-ম । আল্লা-হুম্মা ওয়াফ্ফিক্ব লানা-ফীহা- তাসীসা আহকা-মিস্ সুন্নাতি ওয়াল কুরআ-ন। আল্লা-হুম্মা ত্বাহ্হির খাওয়াসসানা ওয়া আ'ওয়াম্মানা মিন্

www.amarboi.org

দারানিল ফিসক্বি ওয়াত্ তুগইয়া-ন । আল্লা-হুম্মান্ সুর মান নাসারা দীনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লা-হু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, মুসলমানদের নেতাগণকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পথে পরিচালিত কর । হে আল্লাহ, বিশ্বের মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক মহব্বত কায়িম করে দাও এবং তাদের সকল মতপার্থক্য মিটিয়ে দাও । হে আল্লাহ, মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর । হে আল্লাহ, আমাদের রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে চিরস্থায়ী কর। হে আল্লাহ, এতে কুরআন ও সুন্নার আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার তাওফিক আমাদেরকে দান কর । হে আল্লাহ, আমাদের নেতৃবৃন্দ ও জনগণকে গুনাহের কাজ ও আল্লাহদ্রোহীতা হতে পবিত্র রাখ। হে আল্লাহ, তুমি রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর দ্বীনের সাহায্যকারীদেরকে সাহায্য কর ।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى ـ

৭ । **উচ্চারণ ঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা- ওয়াত্তাক্বা- ওয়াল আফা-ফা ওয়াল গিনা- ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট হিদায়েত, তাকওয়া, সচচরিত্র এবং স্বচ্ছলতার প্রার্থনা করছি ।

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكِذْبِ
وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ـ

৮ । **উচ্চারণ ঃ** আল্লা-হুম্মা ত্বাহ্হির ক্বালবী মিনান নিফা-ক্বি ওয়া আমালী- মিনার রিয়াই ওয়া লিসা-নী মিনাল কিজবি ওয়া আইনী মিনাল খিয়া-নাতি ফাইন্নাকা তালামু খা-ইনাতাল আয়ুনি ওয়া মা-তুখফীস সুদূরা ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিকী থেকে, আমলকে রিয়া থেকে, কথাকে মিথ্যা থেকে এবং দৃষ্টিকে অপব্যবহার থেকে পবিত্র রাখ । তুমিতো চোখের ফাঁকি এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে খুবই অবগত ।

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

৯ । **উচ্চারণ ঃ** আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'যুবিকা মিন্ আরজালিল উ'মরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়া আ'জাবিল কাবরি ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কাপুরুষতা হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কৃপণতা হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অকর্মন্য বয়স হতে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের শাস্তি হতে ।

(হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযান্তে উক্ত দু'আ পাঠ করতেন, সূত্রঃ সহীহ্ বুখারী) ।

১০। হযরত কা'ব ইবনে উজরা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পাঠ করার কতিপয় বাক্য আছে, সেগুলো যারা পাঠ করবে তারা কখনও নিরাশ হবে না । তাহলোঃ ৩৩ বার সুবহা-নাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার (সহীহ্ মুসলিম) ।

১১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করেছে, অতঃপর শত পূর্ণ করার জন্যে নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করেছে তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় (অধিক) হয় (সহীহ্ মুসলিম) ।

www.amarboi.org

মুনাজাত শেষ করার সময় নিম্নের দরুদ পাঠ করা যায় ।

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা-খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিও ওয়া আ-লিহি ওয়া আসহা-বিহী আজমাঈন, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা তার সর্বোৎকৃষ্ট মাখলুক মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজন,সাহাবায়ে কিরাম এবং সকলের প্রতি রহমত নাযিল করুক। হে পরম দয়ালু, তোমার অসীম করুণা ও রহমতের উছিলায় আমার দুআ কবূল কর(আমীন)।

৯নং অধ্যায় ঃ
ফজর নামাযের বিবরণ

ফজর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

হযরত জুনদুব কাসরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করল সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল । - সহীহ মুসলিম ।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে(সাঃ) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাযের দিকে গেল সে ঈমানের পতাকা নিয়ে গেল । আর যে ব্যক্তি ভোরে (নামায আদায় না করে বাজারের দিকে গেল,সে শয়তানের পতাকা নিয়ে গেল (ইবনে মাযাহ) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মুনাফিকদের পক্ষে ফজর ও ইশা অপেক্ষা কোন কঠিন নামায নেই । যদি তারা জানত তার মধ্যে কি আছে তাহলে তারা উহার জন্যে আসত, যদিও তাদের আসতে হত হামাগুড়ি দিয়ে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত উমারাহ ইবনে রুআইবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, এমন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করেছে । অর্থাৎ ফজর ও আসর।

- সহীহ মুসলিম ।

www.amarboi.org

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সময়ের নামায আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । অর্থাৎ ফজর ও আসর কিংবা ফজর ও ইশা । - সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম ।

উপরোল্লিখিত হাদীসসমূহে ফজর ও আসর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে । তবে এ হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি কেবল ফজর ও আসর নামায আদায় করবে আর অন্য সকল ওয়াক্তের নামায ছেড়ে দিবে কিংবা কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে সে জান্নাতে যাবে ।

শেষ রাতে শয়তানের প্ররোচনা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নিদ্রায় যায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মারে- এখনও অনেক রাত্রি আছে, তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও । যদি সে জাগ্রত হয় এবং আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটি গিরা খুলে যায় । অতঃপর যদি সে ওযু করে আরও একটি গিরা খুলে যায় । অতঃপর যদি সে নামায আদায় করে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে প্রভাতে বের হয় প্রফুল্ল মন ও পবিত্র অন্তর নিয়ে; অন্যথায় সে প্রভাতে বের হয় কলুষিত অন্তর ও অলস মনে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তির উল্লেখ করে বলা হল, সে সারা রাত্রি নিদ্রা যায় । এমনকি সকাল হল, কিন্তু নামাযের জন্য জাগ্রত হল না । ইহা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সে এমন ব্যক্তি যার কানে অথবা তিনি বলেছেন, যার দুই কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন ব্যক্তির ইবাদতের জন্যে রাত্রে উঠার বিরুদ্ধে শয়তানের বাধাঁদানকে তিনটি গিরাদানের উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন । অথবা বাস্তবেও এরুপ হতে পারে যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অবগত ছিলেন যদিও আমরা অবগত নই । দ্বিতীয় হাদীসে যারা ফজরের নামাযের জন্যে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় না তাদের কানের অসারতা বুঝানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হয়তো এরুপ উক্তি করেছেন । অথবা বাস্তবেও শয়তান কানে প্রস্রাব করতে পারে যা তিনি হয়তো অবগত ছিলেন কিন্তু, আমরা চর্ম চোখে দেখি না ।

www.amarboi.org

ফজর নামাযে ঘুম থেকে জাগানোর ফযীলত

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করেন যে ব্যক্তি রাত্রে উঠে নামায আদায় করে এবং আপন স্ত্রীকেও জাগায়ে দেয় এবং সেও নামায আদায় করে। আর যদি সে ঘুম থেকে উঠতে অস্বীকার করে, তাহলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় (যদি ঘুমের ব্যঘাতে আপন সংগীর বিশেষ কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে) । এরূপে আল্লাহ অনুগ্রহ করেন সে স্ত্রীলোকের প্রতি যে রাত্রে উঠে নামায আদায় করে এবং আপন স্বামীকেও জাগিয়ে দেয় এবং সেও নামায আদায় করে । আর যদি সে উঠতে স্বীকার করে তাহলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় (আবূ দাউদ ও নাসায়ী) ।

ফজরের নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত

হযরত উসমান (রাঃ)বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করল সেযেনপূর্ণরাত্রি নামায আদায় করল (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার নাজদের দিকে একটি অভিযান প্রেরণ করলেন । তাঁরা বহু গণীমতের মাল লাভ করল এবং দ্রুত ফিরে আসল । ইহা দেখে আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি যে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি সে বলল, এ অভিযান অপেক্ষা এত দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী এবং শ্রেষ্ঠ গণীমত লাভকারী আর কোন অভিযান আমরা দেখি নি। ইহা শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন এক দলের কথা বলব না, যারা এদের অপেক্ষাও গণীমত লাভে শ্রেষ্ঠ ও দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ? তারা সে দল যারা ফজরের নামায জামাআতে আদায় করেছে । অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর স্মরণ করেছে, তারাই হল প্রত্যাবর্তনে দ্রুত এবং গণীমত লাভে শ্রেষ্ঠ (তিরমিযী) ।

হযরত আবূ বকর ইবনে সুলায়মান ইবনে আবূ হাসমাহ (রাঃ) বলেন, একদা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আমার পিতা সুলায়মান ইবনে আবূ হাসমাহকে ফজরের নামাযে পেলেন না । অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) বাজারের দিকে যাচিছলেন । সুলায়মানের ঘর তখন মসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যবর্তী জায়গায় ছিল । হযরত উমর (রাঃ) পথ চলতে সুলায়মানের মা বিবি শাফার সাক্ষাৎ পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ফজরের নামাযে সুলায়মানকে যে দেখলাম না ? তিনি উত্তর

www.amarboi.org

করলেন, সে সারা রাত্রি (নফল) নামায আদায় করেছে । অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় ঘুমে অভিভূত হয়ে গিয়েছে । ইহা শুনে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আমি ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হই-ইহা আমার নিকট সারা রাত্রি নফল আদায় করা অপেক্ষা উত্তম (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) ।

উপরোক্ত হাদীস হতে বুঝা যায়, সময় বা কারো পক্ষে তাহাজ্জুদ পড়া ফজরের জামাআত তরকের কারণ হলে তাহাজ্জুদ তরক করাই শ্রেয় ।

ফজর নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজর নামাযের ওয়াক্ত বা সময়। শেষ রাত্রে পূর্বাকাশে লম্বা লম্বিভাবে একটি সাদা রেখা দেখা যায় এবং মধ্যাকাশ পর্যন্ত তা বিস্তৃত হয়ে পুনরায় তা অদৃশ্য হয়ে যায়। এটিকে সুবহে কাযিব বলে । সুবহে কাযিবের পর অর্থাৎ সাদা রেখা বিলীন হয়ে অন্ধকার নেমে আসে । কিছুক্ষণ পর পূর্বাকাশে উত্তর দক্ষিণে লম্বা লম্বিভাবে একটি রেখা প্রকাশ পায় যার পর উষার শুভ্রতা ছড়িয়ে পড়ে । তখন হতেই সুবহে সাদিক শুরু হয় । এই সাদা রেখাই আস্তে আস্তে হলুদ ও লাল হতে থাকে । সুবহে সাদিকের সময় হতেই ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং রোযাদারদের জন্যে পানাহার নিষিদ্ধ হয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ফজরের নামায একটু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব

হযরত রাফি ইবনে খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা ফজরের নামায ফর্সা প্রভাতে আদায় করো । কেননা, এতে সওয়াব বেশী রয়েছে (সহীহ তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জমানায় সাহাবায়ে কিরাম তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে ফজরের নামাযের অপেক্ষায় থাকতেন এবং মহিলারাও তখন জামাআতে শামিল হতেন, তাই তখন একটু অন্ধকার থাকতেই ফজরের জামাআত আদায় করে নেয়া হত । কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ ব্যবস্থাটি স্থায়ী হবে না এবং মানুষের মধ্যে অবহেলা দেখা দিবে এ বিষয়টি হয়তো বিবেচনা করেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটু বিলম্বে ফজরের নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন । ফজরের নামায একটু বিলম্বে আদায় করলে মুসাল্লীর সমাগম বেশী হবে । তবে বর্তমান যুগেও যদি মানুষ ফজরের নামায জামাআতে আদায়ের জন্য প্রথম ওয়াক্তেই প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং জামাআত বিলম্বে করলে অসুবিধা হয় তাহলে প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়ে নেয়াই উত্তম । যেমনঃ রমযান মাসে সবাই সাহরী খেয়ে নামাযের অপেক্ষায় থাকে

www.amarboi.org

এবং এ সময় নামায বিলম্বে করলে হয়তো কেউ ঘুমিয়ে যাবে এবং মুসাল্লীর সংখ্যা কমে যাবে । তাই এ অবস্থায় ফজরের নামায আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে আদায় করাই উত্তম । অন্যথায় ফর্সা হলে আদায় করা উত্তম ।

ফজর নামাযের রাকআত সংখ্যা

ফজরের নামায মোট ৪(চার) রাকআত । যথা ঃ

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ	ঃ	২ রাকআত ।
ফরজ	ঃ	২ রাকআত ।

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের ফযীলত

সুন্নাত নামায সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মুয়াক্কাদাহ সুন্নাত হল ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত । অতঃপর যথাক্রমে মাগরিবের পর দুই রাকআত, যুহরের পর দুই রাকআত, ইশার পর দুই রাকআত এবং যুহরের পূর্বে চার রাকআত । ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের ফযীলত সম্পর্কে একাধিক হাদীস রয়েছে ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নফল নামাযসমূহের মধ্যে কোন নামাযের প্রতিই এত অধিক লক্ষ্য রাখতেন না, যত না অধিক লক্ষ্য রাখতেন ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের প্রতি (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

অন্য হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ফজরের(ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত নামায দুনিয়া ও তার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম (সহীহ মুসলিম) ।

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ
تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিল ফাজরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

প্রথম রাকআত

- প্রথমে নামাযের স্থানে ক্বিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে,দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রেখে নিঃশব্দে ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু দু'আ পাঠ করবে ।
- অতঃপর নামাযের নিয়্যাত করবে । আরবীতে নিয়্যাত করা ভাল তবে শর্ত ও জরুরী নয় । বাংলায় নিয়্যাত করলেও হবে এবং এতে নামাযের কোন সওয়াব কম হবে না । নিয়্যাত করা অর্থ্যাৎ মনে মনে এ সংকল্প করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম ।
- অতঃপর উভয় হাতের পেট ক্বিবলার দিক করে পুরুষগণ কান পর্যন্ত এবং মহিলাগণ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে । হাত এমন ভাবে উঠাবে যাতে পুরুষদের ক্ষেত্রে হাতের বৃদ্ধা অংগুলি কানের লতির বরাবর থাকে এবং অংগুলির মাথা কানের উপরে থাকে, কিন্তু মাথার উপরে নয় । আর মহিলাদের ক্ষেত্রে হাতের বৃদ্ধা অংগুলি কাঁধ বরাবর এবং আংগুলের মাথা কাঁধের উপরে থাকে, কিন্তু কানের উপরে নয় ।
- হাত উঠানোর পর নিঃশব্দে স্বরে আল্লাহু আকবার (তাকবীর তাহরীমা) বলে পুরুষগণ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ সিনার (বুকের) উপরে ডান হাতের কবজি বাম হাতের করের উপর স্থাপন করবে অথবা ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জুনী অংগুলি দিয়ে বাম হাতের করকে শক্ত করে ধরবে ।
- তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বাঁধার পর প্রথমে সুবহানাকা, অতঃপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়বে । তৎপর নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং ফাতিহা শেষে চুপে আমীন বলবে । অতঃপর যে কোন একটি সূরা বা কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত, আর বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত পাঠ করবে ।
- অতঃপর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে রুকু করবে । রুকুতে দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটুকে মযবুত করে ধরবে এবং হাতকে তীরের ন্যায় সোজা রাখবে । এ সময় মাথা,পিঠ ও নিতম্ব এক বরাবর রাখবে এবং পিঠকে কুঁজ ও মাথাকে নীচু করবে না । মহিলাগণ তাদের রুকু করার নিয়ম অনুযায়ী রুকু করবে ।
- অতঃপর রুকুতে নিঃশব্দে তিন,পাচঁ অথবা সাতবার (বিজোর) সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'জী-ম ধীরস্থিরভাবে পাঠ করবে ।

www.amarboi.org

- অতঃপর নিঃশব্দে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে (বলতে বলতে) স্থির হয়ে দাঁড়াবে যাতে পিঠ ও মাথা সোজা হয়ে যায় । হাত নীচের দিকে ছেড়ে সোজা রাখবে । অতঃপর চুপে রাব্বানা- লাকাল হামদ্ বলবে ।
- অতঃপর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করবে । সিজদায় মাটিতে প্রথমে নাক তারপর কপাল রাখবে । মাথা, পিঠ ও নিতম্ব সম্পূর্ণ সোজা রাখবে, পিঠকে কুজঁ করবে না ।
- সিজদায় নিঃশব্দে তিন,পাচঁ অথবা সাতবার (বিজোর) সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করবে ।
- অতঃপর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে স্থির হয়ে বসবে যাতে মাথা ও পিঠ সোজা সুজি থাকে । সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় মাটি থেকে প্রথমে কপাল তারপর নাক উঠাবে ।
- অতঃপর পুনরায় নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে এবং পূর্বের ন্যায় সিজদায় নিঃশব্দে তিন,পাচঁ বা সাতবার তাসবীহ্ পাঠ করবে । অতঃপর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে যাবে । এতে এক রাকআত নামায পূর্ণ হয়ে গেল ।

দ্বিতীয় রাকআত

- প্রথম রাকআতের দুই সিজদার পর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে দ্বিতীয় রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । সিজদা থেকে উঠার সময় মাটি হতে প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত উঠাবে । হাত হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । দুই হাত মাটিতে ভরদিয়ে দাঁড়াবে না, তবে কোন ওযর থাকলে পারবে ।
- দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় পুরুষগণ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য একটি সূরা বা কুরআনের যে কোন স্থান হতে বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত, আর ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে ।
- তারপর পূর্বের ন্যায় নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে রুকু করবে এবং রুকুতে তিন, পাচঁ বা সাতবার তাসবীহ্ পাঠ করবে ।
- তারপর পূর্বের ন্যায় নিঃশব্দে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । তারপর নীরবে রাব্বানা- লাকাল হামদ্ বলবে ।

www.amarboi.org

- তারপর প্রথম রাকআতের ন্যায় দুই সিজদা করবে । দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসবে । সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব । উভয় সিজদাতে পূর্বের ন্যায় তিন, পাচঁ বা সাতবার তাসবীহ পাঠ করবে ।
- দ্বিতীয় রাকআতে দুই সিজদার পর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে বসবে । বসার নিয়ম হচেছ, ডান পায়ের পাতাকে খাড়া রেখে বাম পায়ের বুকের উপর বসবে । বসাবস্থায় দুই হাতের কর দুই উরুর উপর জানু বরাবর স্থাপন করবে এবং অংগুলিসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে । মহিলাগণ তাদের বসার নিয়ম অনুযায়ী বসবে । পুরুষদের ন্যায় বসবে না ।
- বসা অবস্থায় যথাক্রমে নিঃশব্দে আত্তাহিয়্যাতু ,দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করে প্রথমে ডানে,পরে বামে নীরবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাবে । এতে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়া সমাপ্ত হবে ।

ফজরের দুই রাকআত ফরযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিল ফাজরি ফারদুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ফজরের দুই রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

(জামাআতে ইমামের পিছনে নামায আদায় করা হলে নিয়্যাত করার সময় ফারদুল্লাহি তায়ালা এর পরে বলতে হবে ইক্বতাদাইতু বিহা-জাল ইমাম । অতঃপর বাকী অংশ বলবে) ।

ফজরের দুই রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম

ফজরের দুই রাকআত ফরয নামায একাকী পড়লে দুই রাকআত সুন্নাত নামায যে নিয়মে আদায় করা হয়েছিল সে নিয়মেই আদায় করতে হবে । কিরাআত উচচস্বরেও পড়া যাবে, আবার নিঃশব্দেও পড়া যাবে। ইকামাত দেয়া জরুরী নয়।

www.amarboi.org

ইকামাত ইচেছ করলে দেয়াও যাবে, আবার না দিলেও কোন অসুবিধা নেই । আর জামাআতে আদায় করার সময় নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

- ফজরের দুই রাকআত ফরয নামায জামাআতে আদায়ের ক্ষেত্রে মুকতাদিগণকে নামাযের নিয়্যাতসহ ইমামের ইকতিদা করার নিয়্যাত করতে হবে, কিন্তু ইমামের ইমামতির নিয়্যাত করা জরুরী নয় ।
- নিয়্যাত করার পর ইমামের তাকবীর তাহরীমা বলার পর মুকতাদিগণও দু' কান পর্যন্ত দু'হাত উঠায়ে তাকবীর তাহরীমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে নাভীর উপর হাত বাধঁবে।
- অতঃপর মুকতাদিগণ চুপে চুপে সানা পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে ।
- মুকতাদিগণ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরা কিরাআত পড়বে না । ইমামের কিরাআত মনোযোগসহকারে শুনবে ।
- মুকতাদিগণ ইমামের তাকবীর বলার পর পর সমস্ত তাকবীর (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার) যথা স্থানে বলবে । ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলবে তখন মুকতাদিগণ সোজা হয়ে রাব্বানা-লাকাল হামদ্ বলবে।
- মুকতাদিগণ রুকু সিজদায় নিঃশব্দে তাসবীহ্ পাঠ করবে। আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দুআ মাসূরাও নিঃশব্দে পাঠ করবে । কিন্তু কোন সূরা কিরাআত পড়বে না ।
- অন্যান্য সকল কাজে মুকতাদিগণ ইমামের যথাযথ অনুসরণ করবে ।

একাকী ফরযের নিয়্যাত করার পর জামাআত দাঁড়ালে করণীয়

মসজিদ কিংবা অন্য কোথাও নিজে নিজে ফজরের দুই রাকআত ফরয নামাযের নিয়্যাত করার পর নিকটে কয়েকজন মিলে যদি জামাআত দাঁড়ায় এমতাবস্থায় আপনি যদি দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা না করে থাকেন তাহলে নামাযে যে অবস্থায় থাকবেন সে অবস্থায়ই ডান দিকে এক সালাম দিয়ে নামায ভংগ করে জামাআতে শরীক হয়ে যাবেন । আর যদি দ্বিতীয় রাকআতের সিজদা করে থাকেন তাহলে ঐ নামায একাকী-ই পূর্ণ করবেন । এ অবস্থায় জামাআতে আর শরীক হবেন না (বেহেশতী জেওর)। ফজরের ফরয নামায একাকী আদায়ের ক্ষেত্রে সূরা কিরাআত উচচ স্বরেও পড়া যায় এবং অনুচচ স্বরেও পড়া যায়।

www.amarboi.org

নামাযের শেষ বৈঠকে ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে গেলে করণীয়

কেউ যদি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত বা দুই রাকআত ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের (শেষ বৈঠকে) তাশাহহুদ পড়া পরিমাণ সময় বসার পর ভুলক্রমে তৃতীয় রাকআতের জন্য সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্র বসে যাবে, যদিও সূরা কিরাআত পড়ে থাকে বা রুকুও করে থাকে । বসে ডান দিকে সালাম ফিরায়ে সাহু সিজদা করবে । অতঃপর আবার আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবে । আর যদি তৃতীয় রাকআতের সিজদা করে থাকে তাহলে তৃতীয় রাকআত শেষে বসে যাবে এবং সাহু সিজদা আদায়সহ নামায শেষ করবে। চতুর্থ রাকআত পড়বে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। এ অবস্থায় নামায যদি ফজরের দুই রাকআত ফরয নামাযের নিয়্যাত করা হয়ে থাকে তাহলে দুই রাকআত ফরয আদায় হয়ে যাবে, আর এক রাকআত বাতিল হবে । আর যদি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়্যাত করা হয়ে থাকে তাহলেও দুই রাকআত সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে এবং এক রাকআত বাতিল হবে । চতুর্থ রাকআত না পড়ার কারণ হলো, ফজরের দুই রাকআত ফরযের পর কোন নফল নামায নেই এবং দুই রাকআত ফরযের পূর্বেও দুই রাকআত সুন্নাত ব্যতীত আর কোন সুন্নাত বা নফল নামায নেই ।

যদি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত বা দুই রাকআত ফরয নামাযে এমন হয় যে, দ্বিতীয় রাকআতের (শেষ বৈঠকে) তাশাহহুদ পড়া পরিমাণ সময় না বসেই ভুলক্রমে তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতে উদ্যত হয় তাহলে বসার নিকটবর্তী থাকাকালীন অবস্থায় তা স্মরণ হলে বসে যাবে এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যাবার পর স্মরণ হয়, কিংবা সূরা ফাতিহা পড়ার পর, এমনকি তৃতীয় রাকআতের রুকু করার পরও যদি স্মরণ হয় তবু বসে যেতে হবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদার সাথে নামায পূর্ণ করবে, এতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে । আর যদি তৃতীয় রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হয় তাহলে এ নামায বাতিল হয়ে যাবে । পুনরায় নিয়্যাত করে নামায আদায় করতে হবে ।

ফজরের সুন্নাত পড়ার পূর্বেই জামাআত শুরু হলে করণীয়

ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করা হয়নি,এ অবস্থায় যদি জামাআত শুরু হয়ে যায় এবং এ আশা থাকে যে, সুন্নাত পড়েও জামাআতের শেষ

www.amarboi.org

বৈঠকের তাশাহহুদে শরীক হতে পারবে, তাহলে সুন্নাত পড়ে জামাআতে শরীক হবে । কারণ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ রয়েছে । জামাআত শুরু হয়ে গেলে মসজিদের বারান্দায় কিংবা মসজিদের পিলারের পিছনে দাঁড়িয়ে সুন্নাত নামায আদায় করে নিবে । কাতারের মাঝে দাঁড়িয়ে সুন্নাত আদায় করা কিংবা মসজিদে কোন আড়াল ব্যতীত সুন্নাত নামায আদায় করা মাকরুহ তাহরীমি । সুন্নাত আদায় করে জামাআতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদে শরীক হতে পারবে না এরুপ আশংকা থাকলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে। এরুপ ছেড়ে দেয়া সুন্নাত সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া জায়িয নেই । সূর্য উদয় হয়ে কিছু উপরে উঠার পর হতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পরার পূর্ব পর্যন্ত সুন্নাত পড়া যাবে । তবে এরুপ যদি কোন আশংকা থাকে যে, সূর্য উদয়ের পর সুন্নাত নামায আদায় করার সময় বা সুযোগ পাওয়া যাবে না তাহলে সূর্যোদয়ের পূর্বেই সুন্নাত আদায় করে নিতে পারবে । ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামাযের সুন্নাতের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয় । ফজরের সুন্নাত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এতে উপরোক্ত হুকুম রয়েছে ।

নামাযে বিলম্বে আসলে জামাআতে শরীক হবার নিয়ম

যদি কোন মুসাল্লী ফরযের জামাআতে বিলম্বে আসে এবং এসে দেখে যে, ইমাম সাহেব নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন কিংবা এক রাকআত আদায় করে ফেলেছেন কিংবা রুকুতে বা সিজদায় আছেন কিংবা বসে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় আছেন, তাহলে জামাআতে তৎক্ষণাৎ শরীক হয়ে যাবে । ইমাম যদি রুকু অবস্থায় থাকেন তাহলে রুকুতেই শরীক হয়ে যাবে, ইমাম যদি সিজদা অবস্থায় থাকেন তাহলে সিজদাতেই শরীক হয়ে যাবে, আর ইমাম যদি বসে তাশাহহু পড়া অবস্থায় থাকেন তাহলে তাশাহহুদেই শরীক হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় জামাআতে ইমামের সাথে শরীক হবার অর্থাৎ ইমামের ইকতিদা করার নিয়ম হচেছ এই যে ঃ

মাসবূক মুকতাদী সোজা দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে নামায পড়ার নিয়্যাত করে হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধবে। ইমামকে যদি নামাযে কিরাআতবিহীন দাঁড়ানো অবস্থায় পায় তাহলে হাত বাঁধার পর সানা পড়ে নিবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। আর যদি কিরাআত পড়া অবস্থায় পায় তাহলে সানা পড়বে না বরং চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে এবং ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শুনবে। ইমামকে যদি রুকু বা সিজদা অবস্থায় পায় তাহলে দ্রুত ভেবে

www.amarboi.org

নিবে যে, সানা পড়ে রুকু বা সিজদার কিছু অংশ পাবে কিনা, যদি পাওয়ার আশা থাকে তাহলে সানা পড়বে । এর পূর্বে ইমামের অনুসরণ করবে না । কিন্তু সানার সাথে আউযুবিল্লাহ পড়বে না। আর যদি সানা পড়লে রুকু বা সিজদায় শরীক হতে পারবে না বলে মনে হয় তাহলে সানা না পড়েই ইমামের অনুসরণ করে রুকু বা সিজদায় শরীক হয়ে যাবে । আর যদি ইমামকে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় পায় তখন সানা পড়বে না বরং তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বেঁধে পুনরায় তাকবীর বলে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে তাশাহহুদে শরীক হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহরুর রাইক)।

মাসবূক মুকতাদি প্রথমে ইমামের সাথে শরীক হয়ে নামাযের যতটুকু পাবে ততটুকু আদায় করবে। অতঃপর ছুটে যাওয়া নামায মুনফারিদ অর্থাৎ একাকী নামায আদায় করার ন্যায় আদায় করবে। যদি শরীক হওয়ার আগেই ছুটে যাওয়া নামায শুরু করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মাসবূক অর্থাৎ ইমামের সাথে বিলম্বে অংশগ্রহণকারী মুসাল্লী আখিরী বৈঠকে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পরবর্তী দু'আগুলো অর্থাৎ দরুদ শরীফ ও দুআ মাসূরা পড়বে না বরং তাশাহহুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে যেন ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তা শেষ হয় । অতঃপর ইমাম যখন বাম দিকে সালাম ফিরাবে তখন আল্লাহু আকবার বলে উঠে ছুটে যাওয়া নামায মুনফারিদের ন্যায় অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারীর ন্যায় যথা নিয়মে আদায় করবে(ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার নিয়ম সামনে লিপিবদ্ধ করা হবে ইনশাআল্লাহ)। ইমাম ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় দাঁড়াবে না । কারণ ইমাম সিজদায়ে সাহু দিলে তাকেও সিজদায়ে সাহু দিতে হবে ।

জামাআতে ছুটে যাওয়া
রাকআত আদায় করার নিয়ম

মাসবূক মুসাল্লী অর্থাৎ যে মুসাল্লী জামাআতে বিলম্বে শরীক হয়েছে,সে যে কয়েক রাকআত ইমামের সংগে পায়নি সেগুলো মুনফারিদ মুসাল্লী অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারী মুসাল্লীর ন্যায় সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও কিরাআত সহ আদায় করবে । আর ঐ সমস্ত রাকআতে সে যদি কোন ভুল করে থাকে তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

www.amarboi.org

মনে রাখতে হবে যে, মাসবূক যে রাকআতের রুকু পেয়েছে সে ঐ রাকআত পুরোই পেয়েছে । আর যে রাকআতের রুকু পায়নি সে ঐ রাকআত পায়নি বলেই গণ্য হবে । তাকে তা পুনরায় পড়তে হবে ।

মাসবূক মুকতাদীর যদি ফজরের জামাআতে এক রাকআত ছুটে যায় তাহলে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে । ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়াবে না । কারণ ইমাম যদি সাহূ সিজদা দেয় তাহলে তাকেও সাহূ সিজদা দিতে হবে । দাঁড়ানোর পর প্রথমে সানা ,আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর সূরা ফাতিহার সাথে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সিজদা করে শেষ বৈঠক করবে। কেননা ফজরের ফরয নামায দুই রাকআত। পাওয়া রাকআত হিসাবে ইহা তার জন্যে দ্বিতীয় রাকআত। আর যদি দুই রাকআতই ছুটে গিয়ে থাকে অর্থাৎ ইমামের সাথে তাশাহহুদে শরীক হয়ে থাকে তাহলে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর মাসবূক মুকতাদী আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে প্রথম রাকআতে সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করে প্রথম রাকআত শেষ করবে । প্রথম রাকআতে দুই সিজদা করার পর সে বসবে না বরং দাঁড়িয়ে যাবে । অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলাবে। অতঃপর শেষ বৈঠক করে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দুআ মাসূরা পাঠ করে ডানে বামে সালাম দিয়ে নামায শেষ করবে।

ফজর ওয়াক্তে অন্য কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ

সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ও দুই রাকআত ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। তবে কাযা নামায, জানাযার নামায, তিলাওয়াতে সিজদা, কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ দরুদ, জিকির ইত্যাদি জায়িয আছে। এছাড়া কেউ যদি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় না করেই জামাআতে ফরয আদায় করে থাকে এবং সূর্যোদয়ের পর ছুটে যাওয়া সুন্নাত আদায় করতে পারবে না বলে আশংকা করে তাহলে তা আদায় করে নিতে পারবে। তবে সূর্যোদয়ের পর আদায় করা উত্তম।

সূর্যোদয়ের সময় ফজর নামায পড়া নিষিদ্ধ

কোন ব্যক্তির যদি ফজর নামায এক রাকআত পড়ার পর সূর্যোদয় হয় তবে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে । এ নামাযের কাযা অবশ্যই আদায় করতে হবে ।

www.amarboi.org

কারণ সূর্যোদয়ের সময়(সূর্যোদয়ের সময় হতে পরবর্তী ২৩ মিনিট সময় পর্যন্ত) সর্বপ্রকার নামায নিষিদ্ধ।(আহসানুল ফাতাওয়া)। ফজরের নামাযকে আসরের নামাযের ন্যায় মনে করা যাবে না । কারণ আসরের নামায মাকরুহ ওয়াক্তে শুরু হয়ে নিষিদ্ধ ওয়াক্তে আদায় হয় বলে সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসরের নামায জায়িয । কিন্তু ফজরের কোন মাকরুহ ওয়াক্ত নেই । সুবহে সাদিকের শুরু হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সমগ্র ওয়াক্তই নির্দোষ ওয়াক্ত । সুতরাং নির্দোষ ওয়াক্তে যে নামায আরম্ভ হয়েছে তা নিষিদ্ধ ওয়াক্তে আদায় হতে পারেনা ।

ঘুমের কারণে ফজর ওয়াক্তে জাগ্রত হতে না পারলে করণীয়

ফযরের ওয়াক্তে ঘুম থেকে সঠিক সময়ে জাগ্রত হতে না পারলে যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হবে এবং নামাযের কথা স্মরণ হবে তখন আর বিলম্ব না করে পুরো নামায আদায় করে নিবে । এ নামায কাযা আদায় করবে না। তবে জাগ্রত হবার পরও যদি ইচছাকৃত ভাবে বিছানা থেকে না উঠে তাহলে এ নামায কাযা হবে ।

হযরত আনাস(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যদি কেউ কোন নামায আদায় করতে ভুলে যায় কিংবা নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, উহার প্রতিকার হল যখনই স্মরণ হবে তখনই তা আদায় করে নিবে । অপর এক বর্ণনায় আছে, এ ছাড়া উহার অন্য কোন প্রতিকার নেই (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত আবূ কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ নিদ্রায় কোন ত্রুটি নেই, ত্রুটি হল জাগরণে । সুতরাং যখন তোমাদের কেউ কোন নামায আদায় করতে ভুলে যায় অথবা উহা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে যখনই স্মরণ হবে নামায আদায় করে নিবে । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ নামায কায়িম কর আমার স্মরণে (সহীহ মুসলিম) ।

ফজরের নামায কাযা হলে কত রাকআত আদায় করবে

ফজরের ফরযসহ সুন্নাত নামায কাযা হলে এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পরার পূর্বেই যদি কাযা আদায় করা হয় তাহলে সুন্নাতসহ কাযা আদায় করবে । কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পরার পর কাযা আদায় করলে শুধু ফরযেরই কাযা করবে । সুন্নাতের কাযা পড়তে হবে না (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)। তবে পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পরলে সুন্নাতের কাযা আদায় করতে হয় না বলে, কাযা নামায আদায়ে বিলম্ব করা গোনাহের কাজ ।

www.amarboi.org

১০নং অধ্যায় ঃ
যুহরের নামাযের বিবরণ

যুহরের নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পরার পর থেকে কোন বস্তুর ছায়া আছলী অর্থাৎ মূল ছায়া বাদ দিয়ে বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের নামাযের সময় থাকে। দ্বিপ্রহর সময়ে বস্তুর যে ছায়া হয় তখনকার ছায়াকে ছায়া আছলী বা মূল ছায়া বলে। স্থান ও কালভেদে এ ছায়ার পরিমাণ কমবেশী হতে পারে । শীতের মৌসুমে ওয়াক্ত শুরু হবার পর প্রথম ভাগে এবং গরমের মৌসুমে কিছু বিলম্বে যুহরের নামায পড়া মুস্তাহাব (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর মতে কোন বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতিরেকে একগুণ লম্বা হওয়া পর্যন্ত যুহরের নামাযের ওয়াক্ত থাকে। ।

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে, কোন বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতিরেকে দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের নামাযের ওয়াক্ত থাকে । এর উপরই ওলামায়ে কিরাম ফতোয়া দিয়েছেন ।

যুহরের নামাযের রাকআত সংখ্যা

যুহরের নামায মোট ১২ রাকআত । যথা-

সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ	ঃ	৪ রাকআত
ফরয	ঃ	৪ রাকআত
সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ	ঃ	২ রাকআত
নফল	ঃ	২ রাকআত
মোট	ঃ	১২ রাকআত

যুহরের ফরযের পূর্বে সুন্নাত পড়া প্রসংগে

যুহরের ফরযের পূর্বে সুন্নাত নামায চার রাকআত নাকি দুই রাকআত এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে ।

www.amarboi.org

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহরের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করেছেন । অপর দিকে তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে যুহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাতের কথা উল্লেখ আছে ।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে যুহরের পূর্বে সুন্নাত দুই রাকআত বলে মত পোষণ করেছেন । অন্য দিকে ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে যুহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত বলে মনে করেন । আসল কথা হচেছ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও দুই রাকআত কখনও চার রাকআত আদায় করতেন ।

যুহরের চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতিয যুহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

যুহরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

প্রথম রাকআত

- প্রথমে নামাযের স্থানে বা মুসাল্লায় ক্বিবলামুখী হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ,দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রেখে ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু দু'আ পাঠ করবে ।
- অতঃপর নামাযের নিয়্যাত করবে । আরবীতে অথবা বাংলায় নিয়্যাত করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম ।
- অতঃপর উভয় হাতের পেট ক্বিবলার দিকে করে পুরুষগণ কান পর্যন্ত এবং মহিলাগণ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাবে । হাত এমন ভাবে উঠাবে যাতে পুরুষদের

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে হাতের বৃদ্ধাংগুল কানের লতির বরাবর থাকে এবং আংগুলের মাথা কানের উপরে থাকে , কিন্তু মাথার উপরে নয় ।

- হাত উঠানোর পর নিঃশব্দে আল্লাহু আকবার(তাকবীর তাহরীমা) বলে পুরুষগণ নাভির নীচে ডান হাতের কবজি বাম হাতের কবজির উপর স্থাপন করবে অথবা ডান হাতের বৃদ্ধা ও তর্জুনী আংগুল দিয়ে বাম হাতের কবজিকে শক্ত করে ধরবে । আর মহিলাগণ বুকের উপর ডান হাতের কবজি বাম হাতের কবজির উপর কিংবা ডান হাতের পেট বাম হাতের পিঠের উপর স্থাপন করবে ।
- তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বাঁধার পর প্রথমে সুবহানাকা, অতঃপর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়বে । অতঃপর নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং ফাতিহা শেষে চুপে আমীন বলবে । অতঃপর যে কোন একটি সূরা বা কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত, আর বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত নিঃশব্দে পাঠ করবে ।
- অতঃপর নীরবে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে । রুকুতে পুরুষগণ দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটুকে মযবুত করে ধরবে এবং হাতকে তীরের ন্যায় সোজা রাখবে । এ সময় মাথা,পিঠ ও নিতম্ব এক বরাবর রাখবে এবং পিঠকে কুঁজ ও মাথাকে নীচু করবে না । মহিলাগণ তাদের রুকু করার নিয়ম ও পদ্ধতি অনুযায়ী রুকু করবে ।
- অতঃপর রুকুতে তিন, পাচঁ অথবা সাতবার (বিজোড়) অনুচ্চ স্বরে সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'জী-ম ধীরস্থিরভাবে পাঠ করবে ।
- অতঃপর অনুচ্চ স্বরে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে স্থির হয়ে দাঁড়াবে যাতে পিঠ ও মাথা সোজা হয়ে যায় । হাত নীচের দিকে ছেড়ে সোজা রাখবে। অতঃপর রাব্বানা- লাকাল হামদ্ বলবে ।
- অতঃপর অনুচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করবে । সিজদায় মাটিতে প্রথমে নাক তারপর কপাল রাখবে ।
- সিজদায় তিন, পাচঁ অথবা সাতবার (বিজোড়) সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা পাঠ করবে ।
- অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে স্থির হয়ে বসবে যাতে মাথা ও পিঠ সোজা সুজি থাকে । দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব । সিজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় মাটি থেকে প্রথমে কপাল তারপর নাক উঠাবে ।

www.amarboi.org

- অতঃপর পুনরায় নীরবে আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে এবং পূর্বের ন্যায় সিজদায় তাসবীহ্ পাঠ করবে ।
- অতঃপর নীরবে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে যাবে । এতে এক রাকআত সুন্নাত নামায পূর্ণ হয়ে গেল ।

দ্বিতীয় রাকআত

- প্রথম রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর অনুচ্চ স্বরে আল্লাহু আকবার বলে সিজদা থেকে উঠে দ্বিতীয় রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । সিজদা থেকে উঠার সময় মাটি হতে প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত উঠাবে । হাত হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । দুই হাত মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না । তবে ওযর থাকলে পারবে ।
- দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় পুরুষ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর দাঁড়ানো অবস্থায় নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য একটি সূরা বা কুরআনের যে কোন স্থান হতে বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত, আর ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে । উল্লেখ্য যে, প্রথম রাকআতে যে সূরা বা আয়াত পাঠ করে ছিলে দ্বিতীয় রাকআতে কুরআনের ক্রম অনুসারে পরবর্তী সূরা পাঠ করবে অথবা পরবর্তী কমপক্ষে দুইটি সূরা বাদ দিয়ে যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে অথবা প্রথম রাকআতে যে আয়াত পাঠ করেছিলে তার পরবর্তী যে কোন স্থান হতে বড় হলে কমপক্ষে এক আয়াত আর ছোট হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে ।
- তারপর পূর্বের ন্যায় নীরবে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে । রুকুতে তিন, পাচঁ বা সাতবার (বিজোড়) তাসবীহ পাঠ করবে ।
- তারপর পূর্বের ন্যায় নীরবে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে । তারপর নীরবে রাব্বানা- লাকাল হামদ্ বলবে । রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব ।
- তারপর প্রথম রাকআতের ন্যায় দুই সিজদা করবে । দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসবে । সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব । উভয় সিজদাতে পূর্বের ন্যায় বিজোড় তাসবীহ পাঠ করবে ।
- দ্বিতীয় রাকআতে দুই সিজদার পর নীরবে আল্লাহ্ আকবার বলে পূর্বের ন্যায় সিজদা থেকে উঠে বসবে । বসাবস্থায় দুই হাতের কর দুই উরুর উপর জানু

www.amarboi.org

বরাবর স্থাপন করবে এবং অংগুলিসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে । মহিলাগণ তাদের নিয়ম অনুযায়ী বসবে ।

- বসাবস্থায় নীরবে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে । এতে দুই রাকআত সুন্নাত আদায় হল ।

তৃতীয় রাকআত

- দ্বিতীয় রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর অনুচচ স্বরে আল্লাহু আকবার বলে বসা হতে উঠে তৃতীয় রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে ।
- দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় পুরুষ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর পূর্বের নিয়মে সূরা মিলাবে কিংবা কুরআনের ক্রম অনুসারে পরবর্তী বড় আয়াত হলে কমপক্ষে এক আয়াত , আর ছোট আয়াত হলে কমপক্ষে তিন আয়াত পাঠ করবে ।
- অতঃপর পূর্বের ন্যায় নীরবে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে এবং রুকুতে তিন, পাচঁ বা সাতবার নীরবে তাসবীহ পাঠ করবে ।
- অতঃপর রুকু থেকে পূর্বের নিয়মে সোজা হয়ে দাঁডিয়ে তাকবীর বলে সিজদায় যাবে । দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসবে এবং সিজদার তাসবীহ পাঠ করবে । এতে তিন রাকআত নামায শেষ হল ।

চতুর্থ রাকআত

- তৃতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পর নীরবে আল্লাহু আকবার বলে চতুর্থ রাকআতের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়াবে ।
- দাঁড়ায়ে পূর্বের ন্যায় পুরুষ নাভির নীচে এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর নীরবে সূরা ফাতিহা পড়ার পর পূর্বের নিয়মে সূরা বা কিরআত মিলাবে।
- অতঃপর নীরবে আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের ন্যায় রুকু করবে এবং তাসবীহ পাঠ করবে ।
- অতঃপর পূর্বের ন্যায় রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে ।
- অতঃপর নীরবে তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় সিজদায় গিয়ে দুই সিজদাহ করবে । দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসবে। উভয় সিজদায় তাসবীহ পাঠ করবে ।
- অতঃপর সিজদা থেকে নীরবে আল্লাহু আকবার সোজা হয়ে বসবে । দাঁড়াবে না।

www.amarboi.org

- সোজা হয়ে বসাবস্থায় নীরবে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পাঠ করে প্রথমে ডানে এবং পরে বামে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাবে। উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় গর্দান এতটুকু ঘুরাবে যাতে পিছনে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তির চোয়াল দেখা যায় । সালাম ফিরানোর সময় দৃষ্টি কাধেঁর উপর রাখবে ।
- সালাম ফিরানো পর এখন চার রাকআত নামায পূর্ণ হলো । অতঃপর প্রয়োজন বোধে মুনাজাত করবে । এখানে মনে রাখতে হবে যে, মুনাজাত নামাযের অংশ নয় । মুনাজাত না করলেও নামাযের কোনই ক্ষতি হবে না । এভাবে চার রাকআত বিশিষ্ট সুন্নাত নামায শেষ হলো । অতঃপর পরবর্তী নামাযের জন্যে নতুন করে নিয়্যাত করবে এবং উপরের নিয়মে পরবর্তী নামায আদায় করবে ।

সুন্নাতের নিয়্যাত করার পর জামাআত শুরু হলে করণীয়

যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামাযের নিয়্যাত করার পর এক রাকআত পূর্ণ করার পূর্বেই যদি জামাআত শুরু হয়ে যায় তাহলে ডান দিকে সালাম দিয়ে নামায ভংগ করে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে । আর যদি এক রাকআত আদায় করার পর কিংবা দুই রাকআতের কম আদায় করার পূর্বেই যদি জামাআত শুরু হয়ে যায় তাহলে দুই রাকআত পূর্ণ করে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে । এই দুই রাকআত নামায নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং চার রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ পরে আদায় করে নিতে হবে । আর যদি ধারণা হয় যে, অবশিষ্ট দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করেই রুকু পর্যন্ত জামাআতে শরীক হতে পারবে তাহলে অবশিষ্ট দুই রাকআত পড়ে চার রাকআত পূর্ণ করে জামাআতে শরীক হবে । আর তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে থাকলে নামায ভংগ না করে চার রাকআত সুন্নাত পূর্ণভাবে আদায় করে জামাআতে শরীক হবে (আহসানুল ফাতাওয়া) ।

যুহরের চার রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ শুরু করার পূর্বেই জামাআত শুরু হলে সুন্নাতের আর নিয়্যাত করবে না । সুন্নাত নামায আদায় না করেই ফরয নামায আদায়ের জন্যে জামাআতে শরীক হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। ছুটে যাওয়া চার রাকআত সুন্নাত নামায পরে আদায় করবে ।

www.amarboi.org

ছুটে যাওয়া চার রাকআত সুন্নাত কখন আদায় করবে

যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায়ের পূর্বে জামাআতে চার রাকআত ফরয নামায আদায় করা হলে ছুটে যাওয়া সুন্নাত ফরযের পর আদায় করবে । ফরযের পর প্রথমে দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করবে, তারপর পূর্বের ছুটে যাওয়া চার রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করে নিবে (ফতোয়ায়ে শামী)। ফরযের পর আগে ছুটে যাওয়া চার রাকআত সুন্নাত আদায় করে, তারপর দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করলেও হবে । যে কোন একটি আগে করা যাবে এতে কোন দোষ নেই ।

যুহরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝে নফল নামায পড়া

যুহরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝে নফল নামায পড়া জায়িয আছে । সুন্নাত পড়ার পর জামাআত শুরু হবার পূর্বে যদি সময় থাকে তাহলে অহেতুক কথাবার্তা বলা ঠিক নয় । বরং এ সময়টুকুতে নফল নামায কিংবা দু'আ দরুদ পড়া উত্তম ।

যুহরের চার রাকআত ফরযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ
تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতিয যুহ্‌রি ফারদুল্লা-হি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে যুহরের চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

(জামাআতে ইমামের পিছনে নামায আদায় করা হলে নিয়্যাত করার সময় ফারদুল্লাহি তায়ালা এর পরে বলতে হবে ইক্বতাদাইতু বিহা-জাল ইমাম । অতঃপর বাকী অংশ বলবে) ।

www.amarboi.org

যুহরের চার রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম

যুহরের চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়ম আর চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ম প্রায় একই । শুধু পার্থক্য হচেছ,

একাকী যুহরের চার রাকআত ফরয নামায আদায়ের সময় নিয়্যাতের মধ্যে চার রাকআত সুন্নাতের স্থলে চার রাকআত ফরযের নিয়্যাত করবে । সুন্নাতের চার রাকআতেই সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাতে হয়, কিন্তু চার রাকআত ফরযের মধ্যে শুধু প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাতে হয়, আর শেষের দুই রাকআতে কোন সূরা মিলাতে হয় না । শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে । একাকী ফরয নামায আদায়ের সময় ইকামাত দেয়াও যায়, তবে ইকামাত না দিলেও কোন ক্ষতি নেই।

আর জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নামায আদায়ের জন্য ইমামের ইকতিদা করার নিয়্যাত করবে । নামাযে ইমামের পিছনে কোন সূরা কিরাআত পড়বে না । সূরা কিরাআত ব্যতীত অন্যান্য দু'আ দরুদ যেমন - তাকবীর, সানা, রুকুর তাসবীহ, সিজদার তাসবীহ, আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ, দু'আ মাসূরা, সালাম ফিরানো ইত্যাদি সবকিছুই যথাস্থানে পাঠ করবে । কোন কোন ফকীহর মতে জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও সূরা ফাতিহা অবশ্যই পাঠ করতে হয় । কিন্তু হানাফী মাযহাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয় না । কারণ ইমামের কিরাআতই মুকতাদিগণের কিরাআত ।

একাকী ফরয নামায আদায় কালে জামাআত দাঁড়ালে করণীয়

যুহরের ফরয নামায একাকী আদায় কালে পার্শ্বে যদি জামাআত দাঁড়ায়, এমতাবস্থায় যদি প্রথম রাকআতের সিজদা না করে থাকে তাহলে নামাযে যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থায়ই তৎক্ষণাত ডান দিকে এক সালাম দিয়ে নামায ভংগ করে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে । আর যদি এক সিজদাও করে থাকে তাহলে দুই রাকআত পূর্ণ করে অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকআতের দুই সিজদার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হবে। আর যদি তৃতীয় রাকআতের জন্যে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু এখনও তৃতীয় রাকআতের সিজদা না করে থাকে, এমতাবস্থায় জামাআত শুরু হয় তাহলে ঐ অবস্থায়ই ডানে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হবে । আর যদি তৃতীয়

www.amarboi.org

রাকআতের এক সিজদাও করে থাকে কিংবা আরো বেশী পড়ে থাকে তাহলে ঐ নামায পূর্ণ করে নিবে (বেহেশতী জেওর)। একাকী ফরয নামায শেষ করার পর ইচেছ করলে এখন জামাআতে শরীক হতে পারবে । তবে জামাআতে নামায তার জন্যে নফল হবে ।

নামাযে বিলম্বে আসলে জামাআতে শরীক হবার নিয়ম

যদি কোন মুসাল্লী যুহরের জামাআতে বিলম্বে আসে এবং এসে দেখে যে, ইমাম সাহেব নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন কিংবা এক বা একাধিক রাকআত আদায় করে ফেলেছেন কিংবা রুকুতে বা সিজদায় আছেন কিংবা বসে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় আছেন, তাহলে জামাআতে তৎক্ষণাৎ শরীক হয়ে যাবে । ইমাম যদি রুকু অবস্থায় থাকেন তাহলে রুকুতেই শরীক হয়ে যাবে, ইমাম যদি সিজদা অবস্থায় থাকেন তাহলে সিজদাতেই শরীক হয়ে যাবে, আর ইমাম যদি বসে তাশাহহু পড়া অবস্থায় থাকেন তাহলে তাশাহহুদেই শরীক হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় জামাআতে ইমামের সাথে শরীক হবার অর্থাৎ ইমামের ইকতিদা করার নিয়ম হচেছ এই যে,

সোজা দাঁড়িয়ে প্রথমে ইমামের ইকতিদা করে নামায পড়ার নিয়্যাত করে হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধবে। ইমামকে যদি নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় পায় তাহলে হাত বাঁধার পর সানা পড়ে নিবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ইমামকে যদি রুকু বা সিজদা অবস্থায় পায় তাহলে দ্রুত ভেবে নিবে যে, তাকবীর তাহরীমা বেঁধে হাত বাঁধার পর সানা পড়ে রুকু বা সিজদার কিছু অংশ পাবে কিনা, যদি পাওয়ার আশা থাকে তাহলে মুকতাদী তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে সানা পড়বে । এর পূর্বে ইমামের অনুসরণ করবে না । কিন্তু সানার সাথে আউ'যুবিল্লাহ পড়বে না। আর যদি সানা পড়লে রুকু বা সিজদায় শরীক হতে পারবে না বলে মনে হয় তাহলে সানা না পড়েই ইমামের অনুসরণ করে আল্লাহু আকবার বলে রুকু বা সিজদায় শরীক হয়ে যাবে ।

আর যদি ইমামকে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় পায় তখন সানা পড়বে না বরং তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বেঁধে পুনরায় তাকবীর বলে তাশাহহুদে শরীক হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহরুর রাইক)।

মাসবূক মুকতাদী প্রথমে ইমামের সাথে শরীক হয়ে নামাযের যতটুকু পাবে ততটুকু আদায় করবে । অতঃপর ছুটে যাওয়া নামায মুনফারিদ অর্থাৎ একাকী

www.amarboi.org

নামায আদায়কারীর ন্যায় আদায় করবে । যদি শরীক হওয়ার আগেই ছুটে যাওয়া নামায শুরু করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মাসবূক অর্থাৎ ইমামের সাথে বিলম্বে অংশগ্রহণকারী মুসাল্লী আখিরী বৈঠকে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পরবর্তী দু'আগুলো অর্থাৎ দরূদ শরীফ ও দুআ মাসূরা পড়বে না বরং তাশাহহুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে যেন ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তা শেষ হয় । অতঃপর ইমাম যখন বাম দিকে সালাম ফিরাবে তখন আল্লাহু আকবার বলে উঠে ছুটে যাওয়া নামায মুনফারিদের ন্যায় অর্থ্যাৎ একাকী নামায আদায়কারীর ন্যায় যথা নিয়মে আদায় করবে । ইমাম ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় দাঁড়াবে না । কারণ ইমাম সিজদায়ে সাহু দিলে তাকেও সিজদায়ে সাহু দিতে হবে ।

মাসবূক মুসাল্লী ভুলক্রমে ইমামের সাথে সালাম ফিরালে করণীয়

মাসবূক মুসাল্লী অর্থাৎ যে মুসাল্লী ইমামের সাথে এক বা একাধিক রাকআত পায়নি সে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে । অতঃপর সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও কিরাআতসহ ছুটে যাওয়া নামায যথা নিয়মে আদায় করবে ।

মাসবূক মুসাল্লী যদি ভুলবশতঃ ইমামের সালামের পর সালাম ফিরায়ে ফেলে, অতঃপর সে তার ভুল বুঝতে পারে, এমতাবস্থায় সে যদি ক্বিবলা দিক হতে ঘুরে না যায় কিংবা কোন কথাবার্তা না বলে থাকে কিংবা নামায ভংগ হয়ে যায় এমন কোন কাজ না করে থাকে তাহলে সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া নামায যথা নিয়মে আদায় করবে এবং শেষ বৈঠকে সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করবে। আর যদি কোন কথাবার্তা বলে থাকে কিংবা নামায ভংগ হয়ে যায় এমন কোন কাজ করে থাকে তাহলে পুরো নামায পুনরায় নতুন করে আদায় করতে হবে ।

সে যদি এরূপ ধারণা করে ইমামের সাথে সালাম ফিরায় যে, ইমামের সাথে সালাম ফিরানো তার উপর কর্তব্য, তাহলে সেটা ইচছাকৃত সালাম হল । এর দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে । তাকে নতুন করে পুরো নামায আদায় করতে হবে ।

www.amarboi.org

যুহরের জামাআতে ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করার নিয়ম

মাসবূক মুসাল্লী অর্থাৎ যে মুসাল্লী জামাআতে বিলম্বে শরীক হয়েছে ,সে যে কয়েক রাকআত ইমামের সংগে পায়নি সেগুলো মুনফারিদ মুসাল্লী অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারীর ন্যায় সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও কিরাআত সহ আদায় করবে । আর ঐ সমস্ত রাকআতে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

মনে রাখতে হবে যে, মাসবূক যে রাকআতের রুকু পেয়েছে সে ঐ রাকআত পুরোই পেয়েছে । আর যে রাকআতের রুকু পায়নি সে রাকআত তাকে পড়তে হবে ।

মাসবূকের যে কয় রাকআত ছুটে গেছে তা আদায় করার সময় প্রথমে কিরাআত বিশিষ্ট রাকআত আদায় করবে, তারপর কিরাআতবিহীন রাকআত আদায় করবে । আর যে কয় রাকআত ইমামের সংগে পড়েছে সেগুলোকে হিসাবে ধরে সে হিসেবে বৈঠক করবে । অর্থাৎ ঐ রাকআতের হিসাবে যা দ্বিতীয় রাকআত উহাতে প্রথম বৈঠক করবে । আর তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যা তৃতীয় রাকআত হবে উহাতে শেষ বৈঠক করবে । যেমন, যুহরের নামাযে তিন রাকআত হয়ে যাওয়ার পর কোন লোক জামাআতে শরীক হল । এখন সে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া তিন রাকআত আদায় করবে । আদায় করার নিয়ম এই যে,

ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর মাসবূক মুকতাদী আল্লাহু আকবার বলে দাঁডিয়ে যাবে । ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়াবে না । কারণ ইমাম যদি সাহু সিজদা দেয় তাহলে তাকেও সাহু সিজদা দিতে হবে । দাঁড়ানোর পর প্রথমে সানা ,আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর সূরা ফাতিহার সাথে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সিজদা করে প্রথম বৈঠক করবে ও তাশাহহুদ পড়বে । কেননা, পাওয়া রাকআত হিসাবে ইহা তার জন্যে দ্বিতীয় রাকআত। এরপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাবে । কেননা কিরাআতের রাকআত হিসেবে ইহা দ্বিতীয় রাকআত । আর পাওয়া রাকআত হিসাবে ইহা তৃতীয় রাকআত । তারপর তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে কোন সূরা মিলাবে না । কেননা পাওয়া রাকআত হিসাবে ইহা চতুর্থ রাকআত । ইহা কিরাআতের রাকআত ছিল না। আর এতে বৈঠক করবে। এটা তার জন্য শেষ বৈঠক।

www.amarboi.org

মাসবূক ছুটে যাওয়া নামায একাকী আদায় করবে । এক্ষেত্রে সে অন্য কারো পিছনে ইকতিদা করবে না এবং তার পিছনেও অন্য কেউ ইকতিদা করবে না । এক মাসবূক অন্য মাসবূকের পিছনে ইকতিদা করলে মাসবূক মুকতাদীর নামায নষ্ট হয়ে যাবে । মাসবূক ইমামের নামায নষ্ট হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

দু'জন মাসবূক যাদের সমপরিমাণ নামায ছুটে গেছে । তাদের একজন যদি কি পরিমাণ নামায ছুটেছে তা ভুলে যায় এবং অন্য মাসবূকের দেখাদেখী বাকী নামায আদায় করে, কিন্তু সে তার পিছনে ইকতিদা করেনি, এক্ষেত্রে উভয়ের নামায সহীহ হবে ।

নামাযে ভুলবশতঃ বসার স্থানে দাঁড়িয়ে গেলে মাসআলা

যুহরের চার রাকআত ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাকআতের দুই সিজদার পর বসা এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়া ওয়াজিব। কিন্তু কেউ যদি ভুলবশতঃ দ্বিতীয় রাকআতের পর না বসেই অর্থাৎ প্রথম বৈঠক না করেই দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং বসার নিকটবর্তী থাকাকালীন অবস্থায় তা স্মরণ হয় তাহলে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে নিবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । আর যদি দাঁড়ানোর নিকটবর্তী হয়ে যায় তাহলে দাঁড়িয়েই যাবে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত আদায় করে শেষ বৈঠকে সাহু সিজদা দিবে। এ ক্ষেত্রে সাহু সিজদা দেয়া ওয়াজিব হবে অর্থ্যাৎ সাহু সিজদা দিতেই হবে। দ্বিতীয় রাকআতে ভুলবশতঃ না বসে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর আবার বসে যাওয়া অন্যায় । তবে কেউ যদি এরূপ করে তবে নামায হয়ে যাবে বটে কিন্তু সাহু সিজদা দিতে হবে ।

যুহরের চার রাকআত ফরয নামাযের চতুর্থ রাকআতে বসতে ভুলে গিয়ে কেউ যদি দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং বসার নিকটবর্তী থাকাকালীন অবস্থায় তা স্মরণ হয় তাহলে বসে যাবে এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । আর যদি সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যাবার পর স্মরণ হয় , কিংবা সূরা ফাতিহা পড়ার পর, এমনকি ৫ম রাকআতের রুকু করার পরও যদি স্মরণ হয় তবু বসে যাবে এবং সাহু সিজদার সাথে যথা নিয়মে নামায শেষ করবে । আর ৫ম রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হলে আর বসবে না। ৫ম রাকআত পূর্ণ করে আরো এক রাকআত পড়ে মোট ছয় রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে। এ অবস্থায় সাহু সিজদা করতে হবে না । এই পরো ছয় রাকআত নামায নফল হয়ে যাবে । ফরয নামায পুনরায় পড়তে হবে । কারণ নামাযের শেষ বৈঠক অর্থাৎ চার রাকআতের পর বসা ফরয । আর যদি ৬ষ্ঠ

www.amarboi.org

রাকআত না পড়ে ৫ম রাকআতেই বসে সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করে তাহলে চার রাকআত নফল হবে এবং এক রাকআত বাতিল হবে। ফরয নামায পুণরায় পড়বে ।

চতুর্থ রাকআতে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর একে দু' রাকআত মনে করে কেউ যদি ভুলবশতঃ দাঁড়াতে উদ্যত হয় এবং বসার নিকটবর্তী থাকাকালীন অবস্থায় তা স্মরণ হয় তাহলে বসে যাবে এবং দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবে । এ অবস্থায় সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । আর যদি ভুলবশতঃ সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে যায় এবং ৫ম রাকআতের সিজদা করার পূর্বে স্মরণ হয় তাহলে বসে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদা করবে । তারপর আবার আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে ডানে বামে সালাম দিয়ে নামায শেষ করবে । আর যদি ৫ম রাকআতের সিজদা করার পর মনে হয় তাহলে আরো এক রাকআত পড়ে ছয় রাকআত পূর্ণ করে সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করবে । এতে চার রাকআত ফরয এবং দু'রাকআত নফল হিসেবে গণ্য হবে । আর যদি ৫ম রাকআতের সাথে ৬ষ্ঠ রাকআত না মিলায়ে ৫ম রাকআতেই সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করে তাহলে চার রাকআত ফরয হবে এবং এক রাকআত বৃথা যাবে । তবে এরুপ করা অন্যায় ।

চার রাকআত সুন্নাত বা নফল পড়তে গিয়ে কেউ যদি দ্বিতীয় রাকআতের পর বসতে ভুলে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকআতের সিজদা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্মরণ আসা মাত্র বসে যাবে । আর যদি তৃতীয় রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হয় তাহলে বসবে না বরং চার রাকআত পূর্ণ করবে । এ উভয় অবস্থায় নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে, কিন্তু উভয় অবস্থায়ই সাহু সিজদা দিতে হবে (বেহেশতী জেওর)।

যুহরের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ
تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিয যুহ্‌রি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে যুহরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

যুহরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । যুহরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম আর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম একই রকম । শুধুমাত্র নিয়্যাতের মধ্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত এর স্থলে যুহরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায কথাটি উল্লেখ করবে । কাজেই যুহরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়মের জন্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম দেখে নিবে ।

যুহরের দুই রাকআত নফলের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى
جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিন নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে যুহরের দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

যুহরের দুই রাকআত নফল পড়ার নিয়ম

ফরয বা যুহরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায যে নিয়মে আদায় করতে হয়, যুহরের দুই রাকআত নফল নামাযও একই নিয়মে আদায় করবে । নিয়্যাতের মধ্যে শুধু দুই রাকআত নফল নামায উল্লেখ করবে । অর্থাৎ মনে মনে এরূপ ধারণা করবে যে, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম ।

www.amarboi.org

১১নং অধ্যায় ঃ
আসর নামাযের বিবরণ

আসর নামাযের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব

হাদীসে আসর নামায যথাসময়ে আদায় করার বহু তাকীদ রয়েছে এবং একে শ্রেষ্ঠ নামায বলা হয়েছে । হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যার আসরের নামায তরক হলো, তার যেন সমস্ত পরিবার ও ধন সম্পদ লুট হয়ে গেল (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসর নামায তরক করেছে তার আমল বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে (সহীহ বুখারী) ।

আসর নামায বিলম্বে পড়া মুনাফিকের লক্ষণ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ উহা মুনাফিকের নামায যে বসে সূর্যের অপেক্ষা করে - যে যাবৎ না সূর্য হলদে হয় এবং শয়তানের দুই শিং এর মধ্যখানে আসে ।তখন সে উঠে চারি ঠোঁকর মারে,তাতে সে আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে (সহীহ মুসলিম) ।

আসর নামাযের ফযীলত

হযরত উমারাহ ইবনে রুআইবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, এমন কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না, যে সূর্যেদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করেছে । অর্থাৎ ফজর ও আসর ।

- সহীহ মুসলিম ।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সময়ের নামায আদায় করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । অর্থাৎ ফজর ও আসর কিংবা ফজর ও ইশা । - সহীহ বুখারী ও মুসলিম ।

আসর নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর মতে কোন বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতিরেকে একগুণ হওয়ার পর থেকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় । কিন্তু ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে, বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতিরেকে দ্বিগুণ হওয়ার পর থেকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু

www.amarboi.org

হয়। এর উপরই ওলামায়ে কিরামগণ ফতোয়া দিয়েছেন । অর্থাৎ কোন বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া ব্যতিরেকে দ্বিগুণ হওয়ার পর থেকে সূর্যের রং হলুদ হয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আসর নামাযের ওয়াক্ত বা সময় । সূর্য হলুদ হয়ে যাবার পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া সময় পর্যন্ত মাকরুহ্ ওয়াক্ত। এ মাকরুহ্ ওয়াক্তে কোন নফল নামায, কাযা নামায এবং পূর্বের তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা জায়িয নেই। কিন্তু এই মাকরুহ্ সময়ে ঐ দিনের আসরের নামায আদায় করতে পারবে। এছাড়া আসরের মাকরুহ্ ওয়াক্তে জানাযা উপস্থিত হলে কিংবা আয়াতে সিজদা পড়লে জানাযার নামায এবং তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

আসর নামাযের রাকআত সংখ্যা

আসর নামায মোট ৮ রাকআত। যথাঃ

সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্	ঃ	৪ রাকআত
ফরয	ঃ	৪ রাকআত
মোট	ঃ	৮ রাকআত

আসরের চার রাকআত সুন্নাতের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেন সে ব্যক্তির প্রতি, যে আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায (সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদহ্) আদায় করেছে (আহমাদ,তিরমিযী ও আবূ দাউদ) ।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পূর্বে দুই রাকআত নামায (নফল) আদায় করতেন (আবূ দাউদ) ।

উল্লেখিত দু'টি হাদীস থেকে বুঝা যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের ফরযের পূর্বে কখনও দুই রাকআত, কখনও চার রাকআত নামায আদায় করতেন ।

আসরের চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

www.amarboi.org

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতিল আসরি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে আসরের চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

আসরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । আসরের চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম আর যুহরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম একই রকম । শুধুমাত্র নিয়্যাতের মধ্যে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত এর স্থলে আসরের চার রাকআত সুন্নাত নামায কথাটি উল্লেখ করবে । কাজেই আসরের চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়মের জন্যে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম দেখে নিবে ।

সুন্নাত পড়ার সময় জামাআত শুরু হলে করণীয়

আসরের চার রাকআত সুন্নাত সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ । ইহা পড়লে সওয়াব হবে কিন্তু না পড়লে কোন গোনাহ হবে না । সুন্নাত পড়ার পূর্বেই জামাআত শুরু হলে সুন্নাতের আর নিয়্যাত করবে না বরং ফরয আদায়ের জন্যে জামাআতে শরীক হবে। যদি চার রাকআত সুন্নাত নামায শুরু করার পর এক রাকআত পূর্ণ করার পূর্বেই জামাআত শুরু হয়ে যায় তাহলে ডান দিকে সালাম দিয়ে নামায ভংগ করে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে । আর যদি এক রাকআত পূর্ণ করার পর কিংবা দুই রাকআতের কম আদায় করার পূর্বেই জামাআত শুরু হয়ে যায় তাহলে দুই রাকআত পূর্ণ করে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হয়ে যাবে । এই দুই রাকআত নামায নফল হিসেবে গণ্য হবে । জামাআতে ফরয আদায়ের পর এ চার রাকআত সুন্নাত বা অবশিষ্ট দুই রাকআত আদায় করতে হবে না । আর তৃতীয় বা চতুর্থ রাকআতে থাকা অবস্থায় জামাআত শুরু হলে চার রাকআত সুন্নাত পূর্ণ করে জামাআতে শরীক হবে।

আসরের চার রাকআত ফরযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ
تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

www.amarboi.org

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতিল আসরি ফারদুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে আসরের চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

(জামাআতে ইমামের পিছনে নামায় আদায় করা হলে নিয়্যাত করার সময় ফারদুল্লাহি তায়ালা এর পরে বলতে হবে ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমাম । অতঃপর বাকী অংশ বলবে) ।

আসরের চার রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম

যুহরের চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার যে নিয়ম, আসরের চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়মও একই । শুধু নিয়্যাতের মধ্যে যুহরের চার রাকআত ফরয এর স্থলে বলতে হবে আসরের চার রাকআত ফরয ।

আসরের নামাযের পর অন্য কোন নামায পড়া

আসরের ফরয নামায আদায়ের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল নামায পড়া মাকরুহ । তবে আসরের ফরয নামাযের পূর্বে নফল পড়া মাকরুহ নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। আসরের ফরয আদায়ের পর কাযা নামায, জানাযার নামায, তিলাওয়াতে সিজদা, দু'আ দরুদ ইত্যাদি জায়িয আছে। সূর্য হলুদ হয়ে যাবার পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া সময় পর্যন্ত মাকরুহ ওয়াক্ত । এ মাকরুহ ওয়াক্তে কোন নফল নামায, কাযা নামায এবং পূর্বের তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা জায়িয নেই । কিন্তু এই মাকরুহ সময়ে ঐ দিনের আসরের নামায আদায় করতে পারবে । এছাড়া আসরের মাকরুহ ওয়াক্তে জানাযা উপস্থিত হলে কিংবা আয়াতে সিজদা পড়লে জানাযার নামায এবং তিলাওয়াতে সিজদা আদায় করা যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মাকরুহ সময়ে ফজর ও আসর নামায শুরু করা হলে

তিন সময়ে নামায আদায় করা নিষিদ্ধ । যেমনঃ সূর্যোদয়ের সময়, দ্বিপ্রহরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় । কিন্তু অধিকাংশ ইমাম বলেন, ফজরের নামাযে রত অবস্থায় সূর্য উদয় হলে কিংবা আসর নামাযে রত অবস্থায় সূর্য অস্ত গেলে ফজর ও আসর নামায বাতিল হবে না; বরং ঐ ওয়াক্তের নামায আদায় হয়ে যাবে । তাঁরা এর স্বপক্ষে একটি হাদীসকে দলিল হিসেবে উপস্থিত করেন । তা হচেছ হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে

www.amarboi.org

ফজরের নামাযের এক রাকআত পেল সে ফজরের নামাযকে পেয়েছে এবং যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকআত পেয়েছে সে আসরের নামায পেয়েছে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন সূর্য অদৃশ্য হবার পূর্বে আসর নামাযের এক সিজদা (এক রাকআত) পায় সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয়। এরূপে যখন সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর নামাযের এক সিজদা (এক রাকআত) পায় সে যেন তার নামাযকে পূর্ণ করে নেয় (সহীহ বুখারী)।

কিন্তু ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নামায আদায় করা নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু হাদীস দু'টি পরস্পর বিরোধী, এমতাবস্থায় কিয়াসের অনুসরণ করা উচিত। কিয়াস অনুসারে ফজরের নামায আদায় হবে না; কিন্তু আসরের নামায আদায় হয়ে যাবে। কেননা আসরের নামাযের নির্দোষ সময়সীমা হচেছ সূর্য হলুদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। সূর্য হলুদ হওয়ার পর আসরের নামায আদায় করা মাকরুহ। কিন্তু মাকরুহ অর্থ নিষিদ্ধ বা নাজায়িয নয়। মাকরুহ হচেছ জায়িয তবে দোষনীয়। সুতরাং মাকরুহ অর্থাৎ দোষনীয় সময়ে যে নামায আরম্ভ হয়েছে তা নিষিদ্ধ সময়ে আদায় হতে পারে। অপর দিকে ফজরের কোন মাকরুহ ওয়াক্ত নেই। সুবহে সাদিকের শুরু হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত সমগ্র ওয়াক্তই নির্দোষ ওয়াক্ত। সুতরাং নির্দোষ ওয়াক্তে যে নামায আরম্ভ হয়েছে তা নিষিদ্ধ ওয়াক্তে আদায় হতে পারে না। এটাই যুক্তিযুক্ত।

১২নং অধ্যায় ঃ মাগরিবের নামাযের বিবরণ

মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

সূর্য পশ্চিম আকাশে সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পর থেকে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। এরপর পশ্চিম আকাশের শাফাক অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বাকী থাকে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ(রহঃ) এর মতে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে যে লালবর্ণ দেখা যায় তাকে শাফাক বলে।

www.amarboi.org

অপরদিকে ইমাম আবূ হানিফা(রহঃ) এর মতে লালবর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর যে শুভ্রতা দেখা দেয় তাকে শাফাক বলে । ইমাম আবূ হানিফা(রহঃ) এর মতের উপরই ফতোয়া (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। মাগরিব নামাযের সময় থাকে প্রায় ১ ঘণ্টা পনের মিনিট । তবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর অর্থাৎ আযানের সাথে সাথেই মাগরিবের নামায পড়ে নেয়া উত্তম । মাগরিবের নামায দেরী করে পড়া মাকরূহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । রমজান মাসে ইফতার শেষ করে মাগরিবের নামায আদায় করবে ।

মাগরিব নামাযের রাকআত সংখ্যা

মাগরিবের নামায মোট ৭ রাকআত । যথাঃ

ফরয	ঃ	৩ রাকআত
সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ	ঃ	২ রাকআত
নফল	ঃ	২ রাকআত
মোট	ঃ	৭ রাকআত

মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নাত নামায প্রসংগে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করবে । তোমরা মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল নামায আদায় করবে । কিন্তু তৃতীয়বার বললেন, যে ব্যক্তি ইচছা করে । এ কথা আমি এ আশংকা করে বললাম, যাতে মানুষ উহাকে সুন্নাত (সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ) করে না ফেলে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

তাবেয়ী হযরত মারসাদ ইবনে আবদিল্লাহ (রাহঃ) বলেন, একদা আমি সাহাবী হযরত ওকবা জুহানীর নিকট গিয়ে বললাম, আমি আপনাকে তাবেয়ী আবূ তামীম সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর কথা শুনাব কি ? তিনি মাগরিবের ফরযের পূর্বে দুই রাকআত নামায আদায় করেন । তখন হযরত ওকবা বললেন, আমরাও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যমানায় তা আদায় করতাম । আমি বললাম, তাহলে এখন আপনাকে তা আদায় করতে কিসে বাধা দিল ? তিনি বললেন, কাজের ব্যস্ততা (সহীহ বুখারী)।

www.amarboi.org

মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ না হলেও সাহাবাগণ ও তাবেয়ীগণ প্রায়ই এ নামায আদায় করতেন । কিন্তু পরবর্তীতে ফকীহ্গণ মাসায়েল সম্পর্কে লোকদের অজ্ঞতা এবং জামাআতে অসুবিধা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে ইহা আদায় না করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন ।

মাগরিবের তিন রাকআত ফরযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালাসা রাকআ'তি সালাতিল মাগরিবি ফারদুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে মাগরিবের তিন রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

(জামাআতে ইমামের পিছনে নামায আদায় করা হলে নিয়্যাত করার সময় ফারদুল্লাহি তায়ালা এর পরে বলতে হবে ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমাম । অতঃপর বাকী অংশ বলবে) ।

মাগরিবের তিন রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম

একাকী নামায আদায়ের সময় ইকামত দেয়া যাবে । ইকামত না দিলেও কোন অসুবিধা নেই । মাগরিবের তিন রাকআত ফরয নামাযের নিয়্যাত করে অন্যান্য ফরয নামাযের ন্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআত পূর্ণ করবে । উভয় রাকআতেই সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলাবে । কিরাআত ইচ্ছে করলে উচ্চস্বরেও পড়া যাবে, নিঃশব্দেও পড়া যাবে । দ্বিতীয় রাকআতের দুই সিজদার পর বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় রাকআতের জন্যে দাঁড়িয়ে যাবে । দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়বে, অন্য কোন সূরা মিলাবে না । অতঃপর তৃতীয় রাকআত শেষে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে ডানে ও বামে সালাম দিয়ে নামায শেষ করবে ।

জামাআতে নামায আদায়ের সময় ইমামের ইকতিদা করার নিয়্যাত করবে । ইমামের পিছনে কোন সূরা কিরাআত পড়বে না । অন্যান্য দু'আ দরুদ, তাকবীর, রুকু ও সিজদার তাসবীহ, আত্তাহিয়্যাতু, দু'আ মাসূরা ইত্যাদি যথাস্থানে পড়বে ।

www.amarboi.org

জামাআতে বিলম্বে আসলে ইমামের সাথে শরীক হবার নিয়ম

যদি কোন মুসাল্লী মাগরিবের জামাআতে বিলম্বে আসে এবং এসে দেখে যে, ইমাম সাহেব নামাযে কিরাআত পড়ছেন কিংবা এক বা একাধিক রাকআত আদায় করে ফেলেছেন কিংবা রুকুতে বা সিজদায় আছেন কিংবা বসে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় আছেন, তাহলে জামাআতে তৎক্ষণাৎ শরীক হয়ে যাবে । ইমাম যদি রুকু অবস্থায় থাকেন তাহলে রুকুতেই শরীক হয়ে যাবে, ইমাম যদি সিজদা অবস্থায় থাকেন তাহলে সিজদাতেই শরীক হয়ে যাবে, আর ইমাম যদি বসে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় থাকেন তাহলে তাশাহহুদেই শরীক হয়ে যাবে । এমতাবস্থায় জামাআতে ইমামের সাথে শরীক হবার নিয়ম হচেছ এই যে,

সোজা দাঁড়িয়ে প্রথমে ইমামের ইকতিদা করে নামায পড়ার নিয়্যাত করে হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে হাত বাঁধবে। ইমামকে যদি নামাযে কিরাআত পড়া অবস্থায় পায় তাহলে হাত বাঁধার পর সানা পড়বে না বরং মনোযোগ সহকারে ইমামের কিরাআত শ্রবণ করবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ইমামকে যদি রুকু বা সিজদা অবস্থায় পায় তাহলে দ্রুত ভেবে নিবে যে, তাকবীর তাহরীমা বেঁধে হাত বাঁধার পর সানা পড়ে রুকু বা সিজদার কিছু অংশ পাবে কিনা, যদি পাওয়ার আশা থাকে তাহলে মুকতাদী তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে সানা পড়বে । এর পূর্বে ইমামের অনুসরণ করবে না । কিন্তু সানার সাথে আউযুবিল্লাহ পড়বে না। আর যদি সানা পড়লে রুকু বা সিজদায় শরীক হতে পারবে না বলে মনে হয় তাহলে সানা না পড়েই রুকু বা সিজদায় শরীক হয়ে যাবে । মনে রাখতে হবে যে, ইমামের সাথে রুকু পেলেই মুকতাদী ঐরাকআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে ।

আর যদি ইমামকে তাশাহহুদ পড়া অবস্থায় পায় তখন সানা পড়বে না বরং তাকবীর তাহরীমা বলে হাত বেঁধে পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তাশাহহুদে শরীক হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহরুর রাইক)।

মাসবূক মুকতাদী প্রথমে ইমামের সাথে শরীক হয়ে নামাযের যতটুকু পাবে ততটুকু আদায় করবে । অতঃপর ছুটে যাওয়া নামায মুনফারিদ অর্থ্যাৎ একাকী নামায আদায় করার ন্যায় আদায় করবে । যদি শরীক হওয়ার আগেই ছুটে যাওয়া নামায শুরু করে তাহলে তার নামায ফাসিদ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

মাসবূক অর্থাৎ ইমামের সাথে বিলম্বে অংশগ্রহণকারী মুসাল্লী আখিরী বৈঠকে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পরবর্তী দু'আগুলো অর্থাৎ দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়বে না বরং তাশাহহুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে যেন ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তা শেষ হয় । অতঃপর ইমাম যখন বাম দিকে সালাম ফিরাবে তখন আল্লাহু আকবার বলে উঠে ছুটে যাওয়া নামায মুনফারিদের ন্যায় অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারীর ন্যায় যথা নিয়মে আদায় করবে । ইমাম ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় দাঁড়াবে না । কারণ ইমাম সিজদায়ে সাহু দিলে তাকেও সিজদায়ে সাহু দিতে হবে ।

জামাআতে ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করার নিয়ম

মাসবূক মুসাল্লী অর্থাৎ যে মুসাল্লী জামাআতে বিলম্বে শরীক হয়েছে ,সে যে কয়েক রাকআত ইমামের সংগে পায়নি সেগুলো মুনফারিদ মুসাল্লী অর্থাৎ একাকী নামায আদায়কারীর ন্যায় সানা, আউ'যুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও কিরাআত সহ আদায় করবে । আর ঐ সমস্ত রাকআতে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী) ।

মাসবূকের যে কয়েক রাকআত ছুটে গেছে তা আদায় করার সময় প্রথমে কিরাআত বিশিষ্ট রাকআত আদায় করবে, তারপর কিরাআতবিহীন রাকআত আদায় করবে । আর যে কয়েক রাকআত ইমামের সংগে পড়েছে সেগুলোকে গণনায় ধরে সে হিসেবে বৈঠক করবে । অর্থাৎ ঐ রাকআতের হিসাবে যা দ্বিতীয় রাকআত উহাতে প্রথম বৈঠক করবে । আর তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযে যা তৃতীয় রাকআত হবে উহাতে শেষ বৈঠক করবে । যেমনঃ মাগরিবের নামাযের দুই রাকআত হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ এক রাকআত বাকী থাকতে কোন লোক জামাআতে শরীক হল । তাহলে সে ইমামের শেষ বৈঠকে ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং যে কয়েক রাকআত ছুটে গেছে তা আদায় করবে । আদায় করার নিয়ম এই যে,

ইমামের বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর মাসবূক মুকতাদী আল্লাহু আকবার বলে দাঁডিয়ে যাবে । ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর দাঁড়াবে না । কারণ ইমাম যদি সাহূ সিজদা দেয় তাহলে তাকেও সাহু সিজদা দিতে হবে । দাঁড়ানোর পর প্রথমে সানা, আউ'যুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর সূরা ফাতিহার সাথে কোন একটি সূরা মিলিয়ে রুকু সিজদা করে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়বে । কেননা

www.amarboi.org

কিরাআতের রাকআত হিসেবে ইহা প্রথম রাকআত, আর পাওয়া রাকআত হিসাবে ইহা তার জন্যে দ্বিতীয় রাকআত। এরপর পুনরায় তাকবীর বলে উঠে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাবে । কেননা কিরাআতের রাকআত হিসেবে ইহা দ্বিতীয় রাকআত এবং পাওয়া রাকআত হিসাবে ইহা তৃতীয় রাকআত। এরপর রুকু সিজদা করে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়ে ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবে । কেননা তিন রাকআত বিশিষ্ট নামাযে এটা শেষ বৈঠক।

মাসবূক ছুটে যাওয়া নামায একাকী আদায় করবে । এক্ষেত্রে সে অন্য কারো পিছনে ইকতিদা করবে না এবং তার পিছনেও অন্য কেউ ইকতিদা করবে না । এক মাসবূক অন্য মাসবূকের পিছনে ইকতিদা করলে মাসবূক মুকতাদীর নামায নষ্ট হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

দু' জন মাসবূক যাদের সমপরিমাণ নামায ছুটে গেছে । তাদের একজন যদি কি পরিমাণ নামায ছুটেছে তা ভুলে যায় এবং অন্য মাসবূকের দেখাদেখী বাকী নামায আদায় করে, কিন্তু সে তার পিছনে ইকতিদা করেনি, এক্ষেত্রে উভয়ের নামায সহীহ হবে ।

মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাতের ফযীলত

তাবেয়ী হযরত মাকহুল (রহঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নাম করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের (ফরয আদায়ের) পর কথা বলার পূর্বে দুই রাকআত নামায আদায় করবে, তার সে নামায ইল্লিয়্যীনে উঠানো হবে (অর্থাৎ কবূল করা হবে) - মিশকাত ।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মাগরিবের পর দুই রাকআত তাড়াতাড়ি (সুন্নাত) আদায় করবে । কেননা উহা ফরযের সহিত উপরে উঠানো হয় (অর্থাৎ কবূল হয়) (মিশকাত) ।

হাদীস দু'টিতে কথা না বলা এবং তাড়াতাড়ি করা বলতে অধিক বিলম্ব না করাকে বুঝানো হয়েছে । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ নামায নিজ গৃহে আদায় করতেন । অবশ্য রাসূলুল্লাহর ঘর মসজিদ সংলগ্নই ছিল । সুন্নাত ও ফরযের মাঝখানে অহেতুক কথা বলা মাকরুহ । তবে আবশ্যকীয় কথা বলা যেতে পারে । মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা(রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ফজরের সুন্নাত পড়ে ফরজের পূর্বে কথা বলার আবশ্যক থাকলে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে কথা বলতেন ।

www.amarboi.org

মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিল মাগরিবি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে মাগরিবের দুইরাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম আর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম একই রকম । শুধুমাত্র নিয়্যাতের মধ্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত এর স্থলে মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত নামায কথাটি উল্লেখ করতে হবে । কাজেই মাগরিবের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়মের জন্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম দেখা যেতে পারে ।

মাগরিবের দুই রাকআত নফলের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى
جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিল মাগরিবি নাফলী মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে মাগরিবের দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

মাগরিবের দুই রাকআত নফল পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । মাগরিবের দুই রাকআত নফল নামায পড়ার নিয়ম আর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম একই রকম । কাজেই মাগরিবের দুই রাকআত নফল নামায পড়ার নিয়মের জন্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম দেখা যেতে পারে । উল্লেখ্য যে, দু'রাকআত বিশিষ্ট নামায তা ফরজ হউক বা সুন্নাত হউক বা নফল হউক, আদায় করার নিয়ম একই । শুধু নিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য ।

১৩নং অধ্যায় ঃ
ইশার নামাযের বিবরণ

ইশার নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হবার পর অর্থাৎ পশ্চিম আকাশের লালবর্ণ শেষ হয়ে যে সাদা বর্ণ দেখা যায়, তারপর যে কাল বর্ণ দেখা যায় সেখান হতে ইশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুবহে সাদিক পর্যন্ত ইশার নামাযের ওয়াক্ত থাকে । তবে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ সময়ের মধ্যে ইশার নামায আদায় করা মুস্তাহাব এবং রাত্রির দ্বিপ্রহরের পর ইশার নামাযের মাকরুহ ওয়াক্ত । মাকরুহ ওয়াক্তের পূর্বে ইশার নামায আদায় না করে থাকলে মাকরুহ ওয়াক্তেই নামায আদায় করতে হবে, কাযা করা যাবে না । বিতির ও ইশার নামাযের ওয়াক্ত এক ও অভিন্ন । যেহেতু উভয়ের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব সেহেতু ইশা প্রথমে এবং বিতির পরে আদায় করতে হবে । যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে থাকে তারা তাহাজ্জুদের পর বিতির নামায আদায় করবে । তবে ইশার নামাযের পর বিতির আদায় করে নিলেও হবে ।

ইশার নামায একটু বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি যদি আমার উম্মতের কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে তাদেরকে ইশার নামায রাত্রির এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে আদায় করার নির্দেশ দিতাম (সহীহ তিরমিযী)।

www.amarboi.org

অবশ্য মুসাল্লীদের উপস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই নামাযকে একটু আগে পিছে করতে হবে । বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লোক সমাগম হলে ইশার নামায একটু আগে আগে অর্থাৎ আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করে নিতেন, আর তাদের সংখ্যা কম হলে একটু দেরী করে নামায আদায় করতেন ।

ইশার নামায জামাআতে পড়ার ফযীলত

হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআতের সহিত আদায় করল সে যেন অর্ধ রাত্রি (নফল) নামায আদায় করল (সহীহ মুসলিম) ।

ইশার নামাযের রাকআত সংখ্যা

ইশার নামায মোট ১৫ রাকআত । যথাঃ

সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ	ঃ	৪ রাকআত
ফরয	ঃ	৪ রাকআত
সুন্নাতে মায়াক্কাদাহ	ঃ	২ রাকআত
নফল	ঃ	২ রাকআত
বিতির(ওয়াজিব নামায)	ঃ	৩ রাকআত
মোট	ঃ	১৫ রাকআত

ইশার চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ
تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতিল ইশায়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ইশার চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

ইশার চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । ইশার চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম আর যুহরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম একই রকম । শুধুমাত্র নিয়্যাতের মধ্যে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত এর স্থলে ইশার চার রাকআত সুন্নাত নামায কথাটি উল্লেখ করতে হবে । কাজেই ইশার চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়মের জন্যে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম দেখে নেয়া যায় ।

ইশার চার রাকআত ফরযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاۤءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতিল ইশায়ি ফারদুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ইশার চার রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

(ইমামের পিছনে জামাআতে নামায় আদায় করার সময় ফরদুল্লাহি তায়ালা এর পর পড়তে হবে ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমাম অর্থাৎ আমি এ ইমামের ইক্বতিদা করলাম । অতঃপর বাকী অংশ পড়তে হবে) ।

ইশার চার রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম

যুহরের চার রাকআত ফরয নামায যে নিয়মে আদায় করতে হয় ইশার চার রাকআত ফরয নামাযও একই নিয়মে আদায় করতে হবে । নিয়্যাত করার সময় ইশার চার রাকআত ফরয নামাযের নিয়্যাত করতে হবে । যুহরের নামাযে কিরাআত নিঃশব্দে পড়তে হয় কিন্তু ইশার নামাযে কিরাআত একাকী আদায়ের সময় উচচস্বরেও পড়া যায়, আবার নিঃশব্দেও পড়া যায় । ইশার চার রাকআত ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা পড়তে হয়, আর শেষের দুই রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে । জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে কোন সূরা কিরাআত পড়বে না । ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবন করবে ।

www.amarboi.org

ইশার দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিল ইশায়ি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ইশার দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

ইশার দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । ইশার দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম আর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম একই রকম । শুধুমাত্র নিয়্যাতের মধ্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত এর স্থলে ইশার দুই রাকআত সুন্নাত নামায কথাটি উল্লেখ করবে । কাজেই ইশার দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়মের জন্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম দেখে নিবে ।

ইশার দুই রাকআত নফলের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিল ইশায়ি নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ইশার দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

ইশার দুই রাকআত নফল পড়ার নিয়ম

দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়ম আর দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়ম একই । শুধুমাত্র নিয়্যাতের মধ্যে সুন্নাতের স্থলে নফল বলবে ।

বিতির নামায

বিতির নামাযের গুরুত্ব

বিতির শব্দের অর্থ বিজোড়। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে বিতির নামায ওয়াজিব । অর্থাৎ ফরয ও সুন্নাত নামাযের মধ্যস্তরে । বিতির নামায ছেড়ে দিলে গোনাহ হবে । কোন কারণবশতঃ বিতির নামায ছুটে গেলে এর কাযা পড়তে হবে । পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) একে সুন্নাত বলেছেন । হাদীস শরীফে রয়েছে-

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, বিতির হক (অপরিহার্য) । সুতরাং যে ব্যক্তি বিতির আদায় করবে না সে আমাদের দলের অন্তর্ভূক্ত নয় । বিতির হক (অপরিহার্য) । সুতরাং যে বিতির আদায় করবে না সে আমাদের দলের অন্তর্ভূক্ত নয় । বিতির হক (অপরিহার্য) । সুতরাং যে বিতির আদায় করবে না সে আমাদের দলের অন্তর্ভূক্ত নয় (এরূপে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনবার বলেছেন) - আবূ দাউদ ।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে বিতির আদায় না করে নিদ্রায় গিয়েছে অথবা তা ভুলে গিয়েছে, সে যেন তা স্মরণ আসা মাত্র আদায় করে নেয় অথবা যখন সে জাগ্রত হয় (তিরমিযী,আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ) ।

এ সকল হাদীস বিতির ওয়াজিব হবার সুস্পষ্ট দলিল ।

বিতির নামাযের ফযীলত

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ বিতির (বিজোড়) তিনি বিতিরকে ভালবাসেন । সুতরাং হে কুরআনধারীগণ, তোমরা বিতির আদায় করবে (তিরমিযী,আবূ দাউদ ও নাসায়ী) ।

www.amarboi.org

বিতির নামাযের রাকআত সংখ্যা

বিভিন্ন হাদীস পর্যালোচনা করে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেছেনঃ বিতির নামায তিন রাকআত । অপর দিকে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণের মতে উহা এক রাকআত । আসলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায সর্বদা জোড়া জোড়া অর্থাৎ দুই রাকআত, চার রাকআত, ছয় রাকআত, আট রাকআত ইত্যাদি করে আদায় করেছেন । অতঃপর তিন রাকআত আবার কখনও এক রাকআত দ্বারা উহাকে বিতির অর্থাৎ বিজোড় করেছেন । সুতরাং সাহাবীগণের মধ্যে যিনি যা দেখেছেন তিনি তাই বর্ণনা করেছেন । ফলে ইমামগণের মধ্যে যার নিকট যা প্রমাণগতভাবে অধিক প্রবল বলে মনে হয়েছে তিনি তাই বলেছেন ।আমাদের নিকট বিতির নামায তিন রাকআত । এক রাকআত পড়লে বিতির আদায় হবে না ।

বিতির নামাযের সময়

ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত বিতির নামাযের সময় । কিন্তু বিতির নামাযের উত্তম সময় হচেছ, শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদের পর । কিন্তু যাদের পক্ষে শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হবার সম্ভাবনা কম, তাদের পক্ষে ইশা নামাযের পর বিতির আদায় করা জায়িয ও উচিত । প্রথম রাত্রিতে ইশার নামাযের পর বিতির আদায় করে নিলে শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হলেও তা আর পুনরায় আদায় করতে হবে না । শুধু তাহাজ্জুদ আদায় করবে । হাদীস শরীফে রয়েছে-

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যার শেষ রাত্রিতে জাগ্রত না হওয়ার আশংকা রয়েছে, সে যেন প্রথম রাত্রিতেই বিতির আদায় করে । আর যার শেষ রাত্রিতে জাগ্রত হওয়ার ভরসা আছে সে যেন শেষ রাত্রিতেই বিতির আদায় করে । কেননা, শেষ রাত্রির নামাযে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন । আর এটাই হল উত্তম (সহীহ মুসলিম) ।

বিতির নামাযের জামাআত

রমযান মাসে তারাবীহ নামাযের পর বিতির নামায জামাআতে আদায় করা মুস্তাহাব । বিতির নামায জামাআতে আদায় করা হলে তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলানোর পর ইমামের ন্যায় মুকতাদিগণকেও নীরবে দু'আ কুনূত পাঠ করতে হবে । বিতির নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব ।

www.amarboi.org

বিতির নামাযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ
اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা সালা-সা রাকআ'তি সালাতিল বিত্‌রি ওয়াজিবুল্লা-হি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে বিতিরের তিন রাকআত ওয়াজিব নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

(রমজান মাসে বিতিরের নামায ইমামের সাথে জামাআতে আদায় করা হলে ওয়াজিবুল্লা-হি তায়া-লা এর পর বলতে হবে ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমাম অর্থ্যাৎ এ ইমামের ইক্বতিদা করলাম । এতঃপর বাকী অংশ পড়বে)।

বিতির নামায পড়ার নিয়ম

বিতির নামায তিন রাকআত । মাগরিবের তিন রাকআত ফরয নামায যে নিয়মে পড়তে হয় বিতির নামাযও সেই নিয়মেই পড়তে হয় । পার্থক্য হচেছ, নিয়্যাত করার সময় বিতির নামায আদায়ের নিয়্যাত করতে হবে । বিতির নামাযের কিরাআত নিঃশব্দে পড়বে, আর রমযান মাসে তারাবীহর পর বিতির নামায জামাআতে আদায় করবে । বিতির নামাযের প্রত্যেক রাকআতেই সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা মিলানো বা কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে কমপক্ষে বড় হলে এক আয়াত, আর ছোট হলে তিন আয়াত তিলাওয়াত করা ওয়াজিব । তবে সূরা আলা, সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস দিয়ে বিতির নামায পড়া মুস্তাহাব । তবে এই তিন সূরাকে সব সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট করে নেয়া ঠিক নয় । মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম করা উচিত । বিতির নামাযের তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করার পর আল্লাহু আকবার বলে (তাকবীর তাহরীমার সময় হাত বাঁধার ন্যায়) পুরুষগণ দুই হাত কান পর্যন্ত এবং মহিলাগণ কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে । এরপর পুরুষগণ নাভির উপর এবং মহিলাগণ বুকের উপর হাত বাঁধবে । অতঃপর নীরবে দু'আ কুনূত পাঠ করবে । দু'আ কুনূত পাঠ করা ওয়াজিব । জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও ইমামের ন্যায় মুকতাদিগণ নীরবে

www.amarboi.org

দু'আ কুনূত পাঠ করবে । অতঃপর যথা নিয়মে রুকু, সিজদা ও শেষ বৈঠক করে নামায শেষ করবে ।

বিতির নামাযে ভুলক্রমে দু'আ কুনূত পড়া না হলে করণীয়

কেউ যদি বিতির নামাযের তৃতীয় রাকআতে ভুলক্রমে দু'আ কুনূত না পড়েই রুকুতে চলে যায়, অতঃপর রুকুতে কিংবা পরে তা স্মরণে আসে তাহলে দু'আ কুনূত আর পড়বে না । নামায শেষে সিজদা সাহু দিতে হবে । কারণ দু'আ কুনূত পড়া ওয়াজিব । সিজদা সাহু দিলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

বিতির নামাযের তৃতীয় রাকআতে কেউ যদি কিরাআত পড়ার পর দু'আ কুনূত পড়ার পূর্বে তাকবীর না বলে তাহলেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

ভুলক্রমে প্রথম বা দ্বিতীয় রাকআতে দু'আ কুনূত পড়া হলে তা পড়া হিসেবে গণ্য হবে না । তৃতীয় রাকআতে আবার পড়তে হবে । আর এ ভুলের জন্য সিজদা সাহু দিতে হবে ।

কেউ যদি ভুলক্রমে নামাযে দু'আ কুনূত না পড়ে থাকে এবং সাহু সিজদাও না করে থাকে বরং সালাম ফিরানোর পড়ে তা স্মরণে আসে তাহলে সিজদা সাহু দিবার সুযোগ না থাকার কারণে নামাযকে পুনরায় আদায় করে নিবে ।

ইচছাকৃত ভাবে কেউ বিতির নামাযে দু'আ কুনূত ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে।

বিতির নামায পড়া না হলে কাযা পড়তে হবে

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর নিকট বিতির নামায ওয়াজিব । কাজেই কোন কারণে বিতির নামায নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে কিংবা আদায় না করে নিদ্রায় গেলে এবং শেষ রাত্রে জাগ্রত না হলে তা ফজরের পূর্বে কাযা আদায় করতে হবে । ইমামগণের মধ্যে যারা বিতিরকে সুন্নাত বলেন, তারাও উহার কাযা পড়তে বলেছেন ।

তাবেয়ী হযরত যায়িদ ইবনে আসলাম (রহঃ) সাহাবীর মধ্যস্থতায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিতির আদায় না করে নিদ্রায় গিয়েছে সে যেন ফজরে তা (কাযা) আদায় করে (মিশকাত) ।

www.amarboi.org

১৪নং অধ্যায় ঃ
জুমুআ'র নামাযের বিবরণ

জুমুআ'র দিনের নামকরণ

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জুমুআ'র দিনকে জুমুআর দিন কেন বলা হয় (কেননা জুমুআর অর্থ তো একত্র করা,সমাবেশ) ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করলেন, কারণ এ দিনে তোমার আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) এর কাদামাটি একত্র করা হয়েছে, এ দিনে বিশ্বের ধ্বংস সাধন ও জীবকুলকে পুনরায় উঠানো হবে, এ দিনেই কাফিরদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে এবং এ দিনের শেষ তিন মুহূর্তের মধ্যে এমন একটি মূহূর্ত রয়েছে- যে মূহূর্তে কেউ যদি আল্লাহকে ডাকে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন (আহমাদ) ।

জুমুআ'র নামাযের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا
اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ, জুমুআ'র দিনে যখন সালাতের জন্যে আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর, ইহাই তোমাদের জন্যে শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর (সূরা-জুমুআঃ ৯) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ(সাঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি মিম্বরের কাঠের উপর দাঁড়িয়ে বলতেছেন- লোকেরা হয় জুমুআর নামায তরক করা হতে বিরত থাকবে, না হয় আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন, অতঃপর তারা নিশ্চয় গাফিলদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আযান শুনেছে তার প্রতি জুমুআ ফরয (আবূ দাউদ) ।

www.amarboi.org

জুমুআ'র নামায ছেড়ে দেয়ার পরিণাম

হযরত যা'দ যামরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অবহেলাবশতঃ পর পর তিন জুমুআর নামায ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে মোহর অংকিত করে দিয়েছে (অর্থাৎ তার অন্তরে নেক কাজের প্রবৃত্তি জন্মিবে না) (আবূ দাউদ) ।

হযরত উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে তিনটি জুমুআ ছেড়ে দেয় তার নাম মুনাফিকদের তালিকায় লিখে দেয়া হয় (তাবারানী)।

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিনা ওযরে জুমুআর নামায ছেড়ে দিয়েছে সে যেন এক দীনার দান করে । যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে অর্ধ দীনার (আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ) ।

(এ দান নামাযের কাফফারা নহে বরং এটা হচেছ তার অন্যায় কার্যের জরিমানা) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওযর ব্যতীত জুমুআর নামায ছেড়ে দিয়েছে, সে (আল্লাহর নিকট) মুনাফিক বলে এমন কিতাবে লেখা হয়েছে যার লেখা মুছে ফেলা যায় না এবং পরিবর্তন করাও যায় না (মিশকাত) ।

জুমুআ'র দিনের ফযীলত

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিন অপেক্ষা জুমুআর দিনই হল উত্তম দিন । জুমুআর দিনেই হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনেই তাকে তথা হতে বের করা হয়েছে, আর জুমুআর দিন ব্যতীত কিয়ামত কায়িম হবে না (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, কোন মু'মিন বান্দা যদি উহাকে পায় এবং উহাতে আল্লাহর নিকট কোন মংগল প্রার্থনা করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে উহা দান করবেন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত আবূ লুবাবা ইবনে আবদুল মুনযির(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ জুমুআর দিন সকল দিনের সর্দার এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর

www.amarboi.org

নিকট অধিক সম্মানিত দিন । উহা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত । তাতে পাচঁটি বিষয় রয়েছে, যথাঃ (১) এ দিনে আল্লাহ পাক হযরত আদম(আঃ)কে সৃষ্টি করেছেন, (২) এ দিনে আল্লাহ পাক তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, (৩) এ দিনে তাঁকে মৃত্যু দান করেছেন, (৪) এ দিনে এমন একটি মূহূর্ত রয়েছে যে মূহূর্তে বান্দা আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে দান করেন, যে পর্যন্ত না সে হারাম কোন কিছু প্রার্থনা করে এবং (৫) এ দিনে কিয়ামত কায়িম হবে । এমন কোন সম্মানিত ফেরেশতা নেই, আসমান নেই,জমিন নেই, বাতাস নেই,পাহাড় নেই ও সমুদ্রও নেই· যে জুমুআর দিন সম্পর্কে ভীত নয় (ইবনে মাযাহ) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোন মুসলমান যদি জুমুআর দিনে অথবা জুমুআর রাত্রে মৃত্যু বরণ করে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাকে কবরের ফিতনা হতে রক্ষা করেন (এখানে ফিতনা বলতে কবরে মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন অথবা কবরের আযাবকে বুঝানো হয়েছে)- তিরমিযী ও আহমাদ ।

(ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব,উপরন্ত এর সনদও মুত্তাসিল নহে বরং মুনকাতি) ।

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন জুমুআর দিন আসে, ফেরেশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ান এবং যার পূর্বে যে আসে তা লিপিবদ্ধ করেন । যে ব্যক্তি খুব সকালে আসে তার উদাহরণ হচেছ, যে মক্কায় কুরবানী করার জন্যে একটি উট পাঠায় । অতঃপর যে আসে তার উদাহরণ, যে একটি গরু পাঠায় । অতঃপর আগমনকারী একটি দুম্বা, অতঃপর আগমনকারী একটি মুরগী, অতঃপর আগমনকারী যেমন একটি ডিম পাঠাল । ইমাম যখন খুতবা দানে বের হন, ফেরেশতাগণ তখন তাদের কাগজ মুড়ে নেন এবং খুতবা শুনতে আরম্ভ করেন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

জুমুআ'র নামাযের ফযীলত

হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরুপে পবিত্রতা লাভ করবে, অতঃপর নিজের জমাকৃত তৈল হতে নিজের শরীরে তৈল ব্যবহার করবে অথবা গৃহে সুগন্ধি থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করবে, অতঃপর মসজিদে গমন করবে এবং দুই ব্যক্তির মাঝে (কাতারে) কোনরুপ ফাকা না রেখে দাঁড়াবে, অতঃপর তার

www.amarboi.org

পক্ষে যা সম্ভব (সুন্নাত নফল) নামায আদায় করবে, অতঃপর মনোযোগের সাথে খুতবা পাঠ শুনবে, নিশ্চয় তার এ জুমুআ ও পূর্ববর্তী জুমুআর মধ্যকার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ্ মাফ করা হবে (সহীহ্ বুখারী)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং উত্তমরূপে তা সম্পন্ন করবে, অতঃপর জুমুআর নামাযে গমন করবে এবং মনোযোগের সাথে খুতবা শ্রবণ করবে তার এ জুমুআ হতে পূর্ববর্তী জুমুআ পর্যন্ত সমস্ত (সগীরা) গুনাহ্ ক্ষমা করা হবে ,অধিকন্তু আরো তিন দিনের । যে ব্যক্তি খুতবার সময় অহেতুক নড়া চড়া করল সে নিরর্থক কাজ করল (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে এবং আপন উত্তম পোশাক পরিধান করে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে যদি তার নিকট থাকে, অতঃপর জুমুআর নামায আদায়ে গমন করে এবং (সম্মুখে যাবার জন্যে) মানুষের ঘাড়ের উপর লাফ দেয় না । অতঃপর তার পক্ষে যা সম্ভব নফল নামায আদায় করে, অতঃপর যখন ইমাম খুতবার জন্যে বের হন নীরবে বসে থাকে, যে যাবত না তিনি আপন নামায হতে অবসর গ্রহণ করেন- এটা তার এ জুমুআ ও পূর্ব জুমুআর মধ্যে যা কিছু (অপরাধ) ছিল তার জন্যে কাফফারা স্বরুপ (আবূ দাউদ) ।

জুমুআ'র দিন গোসল করার ফযীলত

হযরত উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ (জুমুআর নামাযের উদ্দেশ্যে) জুমুআর দিনের গোসল মানুষের চুলের গোড়া থেকে তার পাপসমূহ বের করে নিয়ে আসে (তাবারানী)।

জুমুআ'র দিন উত্তম পোষাক পরিধান করা ও নখ গোঁফ কাটা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ সামর্থ থাকলে তোমাদের কেউ যদি তার দৈনন্দিন পরিধেয় বস্এ ছাড়া জুমুআর দিনের জন্যে (জুমুআর নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) দু'টি কাপড় তৈরী করে রাখে তাহলে তো এতে দোষের কিছু নেই (ইবনে মাযাহ)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমুআর দিন নামাযে যাওয়ার পূর্বে নিজের হাত পায়ের নখ ও গোঁফ কাটতেন (মুসনাদে বাযযার) ।

www.amarboi.org

জুমুআ'র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত

হযরত আওস ইবনে আওস (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে (জামা কাপড়) ধৌত করবে ও গোসল করবে,অতঃপর সকাল সকাল নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে ও সকালে মসজিদে যাবে এবং যানবাহনে না চড়ে পায়ে হেটেঁ যাবে, আর মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকট বসবে, অতঃপর মনোযোগ সহকারে খুতবা শ্রবন করবে এবং অনর্থক কোন কিছু করবে না, তার প্রত্যেক পদ চারনায় তার এক বৎসরের (নেক) আমলের সওয়াব হবে । অর্থ্যাৎ এক বৎসর দিনে রোযা ও রাত্রিতে নামায আদায় করলে যে সওয়াব হতো তা লাভ করবে (তিরমিযী,আবূ দাউদ,নাসায়ী ও ইবনে মাযাহ) ।

ইমামের নিকটে বসার ফযীলত

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ (শুরুতেই) খুতবায় উপস্থিত হবে এবং ইমামের নিকটে বসবে । কেননা মানুষ বরাবর (উত্তম কাজ হতে) পিছনে যেতে থাকে, ফলে জান্নাত দানেও তাকে পিছনে করা হবে, যদিও সে জান্নাতে যাবে (আবূ দাউদ) ।

কাউকে নামাযের স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে বসা

জুমুআর নামাযে এবং অন্যান্য নামাযে কেউ যদি মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের জন্যে নিজ আসন নিয়ে বসে, তাহলে বিলম্বে কেউ গিয়ে তাকে সেখান থেকে তুলে দিয়ে নিজে বসা নিষেধ । কারণ হাদীস শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন জুমুআর দিন আপন কোন মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে উঠায়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে। বরং বলবে, একটু চেপে বসুন (সহীহ্ মুসলিম)।

অন্য হাদীসে রয়েছে, তাবেয়ী হযরত নাফে (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ কেউ যেন অপরকে তার স্থান হতে উঠায়ে দিয়ে সেখানে নিজে না বসে । নাফে-কে প্রশ্ন করা হল, এটা কি শুধু জুমুআর দিনের জন্যে ? তিনি উত্তর করলেন, জুমুআর দিন এবং তদ্ব্যতীতও (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম) ।

www.amarboi.org

জুমুআ'র নামাযে মানুষকে ঠেলে আগে বসার চেষ্টা করা

জুমুআর নামাযে প্রথম কাতারে ইমামের নিকটে বসার জন্যে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া উচিত । কিন্তু এক শ্রেণীর লোক কে দেখা যায়, তারা দেরীতে মসজিদে যায়,অতঃপর সামনের লোকদেরকে ঠেলে ঘাড়ের উপর দিয়ে গিয়ে সামনে বসার চেষ্টা করে । এতে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবার সম্ভাবনাই বেশী । কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ জুমুআর দিনে যে ব্যক্তি মানুষের ঘাড় চেপে সম্মুখে যাবার চেষ্টা করে (কিয়ামতের দিন) তাকে জাহান্নামের পুলস্বরুপ করা হবে (মিশকাত) । তবে সম্মুখে যদি জায়গা খালি থাকে তাহলে পিছনের লোক সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে । এর জন্যে যারা সম্মুখে জায়গা খালি রেখে পিছনে বসেছে তারাই দায়ী হবে ।

জুমুআ'র নামায ফরয হওয়ার শর্তাবলী

১। মুকীম হওয়া । মুসাফিরের উপর জুমুআ ফরয নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

২। পুরুষ হওয়া । মহিলাদের উপর জুমুআ ফরয নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৩।আযাদ (স্বাধীন) হওয়া । গোলামের উপর জুমুআ ফরয নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৪। সুস্থ হওয়া । রোগীর উপর জুমুআ ফরয নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৫।পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার যে সব শর্ত রয়েছে, ঐ সব শর্তাবলী বিদ্যমান থাকা, যেমনঃ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, মুসলমান হওয়া ।

৬। যে সব ওযরের কারণে জামাআত তরক করা যায় ঐ ধরনের ওযর না থাকা (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

যাদের উপর জুমুআ ফরয নয় তারা যদি জুমুআ আদায় করে তাহলে যুহরের নামায আদায় হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

জুমুআ'র নামায সহীহ হওয়ার শর্তাবলী

১। শহর হওয়া । শহর ঐ জনপদকে বলা হয় যেখানে জুমুআর মুসাল্লী এ পরিমাণ থাকে যে, তারা যদি তাদের বৃহত্তম মসজিদে একত্রিত হয় তবে স্থান সংকুলান হয় না, এরুপ জনপদকে শহর বলা হয় (ফতোয়ায়ে শামী)। অধিকাংশ ওলামায়ে কিরামগণের মতে শহর ঐ জনপদকে বলা হয় যেখানে শহরের ন্যায় সুবিধাদি রয়েছে এবং সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত

www.amarboi.org

হয় । যেমন-রাস্তাঘাট,দোকান পাট,শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ, থানা, জিলা ইত্যাদি ।

২। জুমুআর নামায এবং খুতবা যুহরের ওয়াক্তের মধ্যে হতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৩। জামাআত হওয়া (দুররে মুখতার)।

৪। নামাযের পূর্বে মুসালীগণের সামনে আরবীতে খুতবা হওয়া (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৫। জুমুআর নামায এমন স্থানে পড়া যেখানে সর্ব সাধারণের প্রবেশাধিকারের অনুমতি রয়েছে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

৬। রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর প্রতিনিধি ধরনের কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকা । বর্তমানে আমাদের দেশে যেহেতু জুমুআর নামায কায়িমের বিষয়ে সরকারীভাবে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই এবং জুমুআ কায়িমের বিষয়ে কোন বাধার আশংকাও নেই, এ কারণে রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিত না থাকা অবস্থায়ও জুমুআর নামায জায়িয হবে । হানাফী মাযহাব মতে যে সব দেশে কাফিরদের হুকুমত রয়েছে সেখানেও মুসলমানরা জুমুআর নামায আদায় করতে পারবে ।

জুমুআ'র নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পরই জুমুআর নামাযের সময় হয় । যুহর নামাযের যে ওয়াক্ত বা সময় জুমুআর নামাযেরও সেই একই ওয়াক্ত । তবে জুমুআর নামায শীত-গ্রীষ্ম সকল ঋতুতে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব (ফতোয়ায়ে শামী)।

জুমুআ'র আযান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সময়কাল, অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর সময়কালে জুমুআর আযান ছিল একটি অর্থাৎ খুতবার পূর্বে একটি মাত্র আযান দেয়া হতো । হযরত উসমান (রাঃ) এর যুগে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে গেল এবং দিনের পর দিন এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মুসলমানদের বসতি মদীনার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল সে সময় খুতবার আযান দূর পর্যন্ত শুনা যেত না বিধায় লোকদেরকে নামাযের দিকে আহবানের জন্য হযরত উসমান (রাঃ) মসজিদের বাইরে আর একটি আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন । আযানের আওয়ায দূর পর্যন্ত শুনা যেতে লাগল, হাজার হাজার সাহাবীর উপস্থিতিতে এ নতুন কাজটি সংঘটিত হওয়ার পরও কোন সাহাবী কোন রকম প্রশ্ন

www.amarboi.org

তুলেন নি । ফলে এ আযান সাহাবায়ে কিরামের ইজমা অর্থাৎ ঐক্যমতের ভিত্তিতে শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলে গৃহীত হল ।

জুমুআর দ্বিতীয় আযান মসজিদের ভিতরে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। ইমাম মিম্বরে বসলে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেয়ার নিয়ম চালু হয়ে আসছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগ থেকে ।

দ্বিতীয় আযানের পর ঘরে বা মসজিদে ক্বাবলাল জুমুআ (সুন্নাত) পড়া মাকরুহ তাহরীমী । কেউ যদি খুতবার পূর্বে চার রাকআত ক্বাবলাল জুমুআ পড়তে না পারে তাহলে ফরযের পর চার রাকআত বা'দাল জুমুআ (সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ) আদায় করার পর তা আদায় করে নিতে হবে ।

জুমুআ'র নামাযের খুতবা

খুতবা আরবী শব্দ । এর অর্থ হচেছ বক্তৃতা করা, ভাষণ দেয়া । ইসলামী শরীয়ায় খুতবার অর্থ হচেছ, এমন বক্তৃতা যাতে আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা, তাওহীদ রিসালাতের ঘোষণা,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি দরুদ এবং উপস্থিত মুসাল্লিগণের প্রতি কিছু সৎ উপদেশ থাকে ।

খুতবা জুমুআর নামাযের শর্ত বা ফরয। খুতবা ব্যতীত জুমুআর নামায হয় না। খুতবার দু'টি অংশ রয়েছে । প্রথম অংশে সাধারণত তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা এবং উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ থাকে । আর দ্বিতীয়াংশে থাকে রাসূলুল্লাহ(সাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি দরুদ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জন্যে দু'আ ।

আরবী ভাষায় খুতবা দান

খুতবা সহীহ হওয়ার জন্য খুতবা আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত । আরবী ভাষাতেই খুতবা দিতে হবে । অন্য ভাষায় খুতবা দেয়া জায়িয নেই । শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেনঃ আরবী ভাষায় খুতবা এ জন্যে পাঠ করতে হবে যে, সূচনা হতেই সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এই একই তরীকা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে । ফকীহ ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেনঃ খুতবা সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত হলো আরবী ভাষায় হওয়া । দু'টি খুতবার একটি আরবীতে এবং অপরটি অন্য ভাষায় দেয়া জায়িয নেই (ফাতাওয়া ও মাসাইল)। তবে খতীব সাহেবানদের উচিত খুতবার মূল বিষয়বস্তু মাতৃভাষায় মুসাল্লিগণকে খুতবার পূর্বে বা পরে বুঝায়ে দেয়া । এছাড়া বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের অদ্ভুত সমস্যাবলী

www.amarboi.org

খুতবার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করা । এতে নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম হলেও মুসলমানদের মধ্যে এক বিরাট জাগরণের সৃষ্টি হবে ।

তবে এ কথা সত্য যে, আমাদের দেশে কিছু কিছু খতীব সাহেবান আছেন যারা সংগত কারণে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী খুতবার মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করেন না বা করতে পারেন না । ফলে তাঁরা বার চান্দের খুতবা কিংবা বিভিন্ন আলেমগণের লিখিত খুতবা দেখে দেখে পাঠ করে নামাযের সুন্নাত ও ফরয আদায় করে থাকেন যা দোষের কোন কিছু নেই । কেউ কেউ আবার ২/১টি খুতবা মুখস্ত করে চালিয়ে দেন ।

পরিতাপের বিষয় হচেছ এ যে, বর্তমানে আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মুসলমান আছেন যারা বাংলা ভাষায় জুমুআর খুতবা দানের জন্যে যুক্তি পেশ করেন । আরবী ভাষা হচেছ শ্রেষ্ঠ ভাষা এবং আল্লাহ্ পাকের প্রিয় ভাষা । রাসূলের ভাষা আরবী, কুরআনের ভাষা আরবী, হাদীসের ভাষা আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও হবে আরবী। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে আরবী ভাষা শিক্ষা করা উচিত । মুসলিম উম্মার মধ্যে স্থায়ী ও সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপনে আরবী ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম । এ কথা চির সত্য যে, আরবী ভাষায় খুতবা দান, আরবী ভাষায় মুসলমানদের নামকরণ, আরবী ভাষায় অভিবাদন (সালাম)-এ কয়টি বিষয়ই বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহকে কিছুটা পরস্পরের নিকট করে রেখেছে । নতুবা মুসলামানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব আরো বৃদ্ধি পেত । বর্তমানে এক শ্রেণীর মুসলমান তাদের সন্তানদের নাম বাংলা বা ইংরেজী ভাষার শব্দ দিয়ে হিন্দুআনা নাম রাখতে শুরু করেছে । উপরন্তু জুমুআর খুতবা বাংলা ভাষায় দেয়ার জন্যে যুক্তি পেশ করছেন যা মুসলিম জাতির অধঃপতন ও ধ্বংসেরই লক্ষণ ।

খুতবার শর্তসমূহ

১। জুমুআর ওয়াক্তে খুতবা দেয়া । ওয়াক্তের পূর্বে খুতবা দিলে এই খুতবা আদায় হবে না ।

২। জুমুআর ফরযের পূর্বে খুতবা দিতে হবে ।

৩। খুতবার মাঝে আল্লাহর যিকির থাকতে হবে ।

৪। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ(রহঃ) এর মতে খুতবা এতটুকু দীর্ঘ হতে হবে যাকে খুতবা বলা চলে ।

www.amarboi.org

খুতবার সুন্নাতসমূহ

১। মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া ।
২। পবিত্রতার সাথে খুতবা দেয়া ।
৩। দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া ।
৪। মুসাল্লীগণের দিকে মুখ করে খুতবা দেয়া ।
৫। খুতবার পূর্বে চুপে চুপে আউযুবিল্লাহ পড়া ।
৬। এতটুকু আওয়ায করে খুতবা পাঠ করা যাতে উপস্থিত মুসাল্লীগণ শুনতে পান।
৭। আল্লাহর হামদ দ্বারা খুতবা শুরু করা ।
৮। আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করা ।
৯। কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করা ।
১০। রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করা ।
১১। ওয়ায নসীহত করা ।
১২। কুরআন শরীফের কোন আয়াত পাঠ করা ।
১৩। উভয় খুতবায় হামদ, সানা ও দরুদ পাঠ করা ।
১৪। দুনিয়ার সকল মুসলমানদের জন্য দু'আ করা ।
১৫। উভয় খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ।

খুতবার মাকরুহসমূহ

১। ওযু ব্যতীত খুতবা পাঠ করা ।
২। বসে বসে খুতবা দেয়া ।
৩। চুপে চুপে খুতবা দেয়া ।
৪। মুসাল্লীগণের দিকে পিঠ দিয়ে কিংবা উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করে খুতবা দেয়া।
৫।মুসাল্লীগণের দিকে পিঠ দিয়ে দরজায় এসে খুতবা দেয়া ।
৬।খুতবার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের হামদ ও সানা না থাকা ।
৭।খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর দরুদ না পড়া ।
৮।উভয় খুতবার মাঝে না বসা ।
৯।খুতবা অনেক দীর্ঘ করা ।
১০। খুতবায় আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কবিতা পাঠ করা ।
১১। খুতবার ফাঁকে ফাঁকে খুতবার অনুবাদ করা ।

www.amarboi.org

দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করার হুকুম

হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) দাঁড়িয়ে খুতবা দান করতেন,অতঃপর বসতেন, তৎপর পুনঃ দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুতবা পাঠ করতেন । সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, তিনি বসে খুতবা দান করতেন সে নিশ্চয়ই মিথ্যুক । আল্লাহর কসম, আমি তাঁর সাথে বহুবার নামায আদায় করেছি (কখনও তাকে বসে খুতবা দান করতে দেখিনি)- সহীহ মুসলিম ।

খুতবার সময় কথা বলা

খুতবার সময় কথা বলা নিষেধ । কারণ মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা ওয়াজিব । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে ইমামের খুতবা দানকালে কথা বলে সে ঐ গাধার ন্যায়, যে কেবল বোঝা বহন করে (অথচ কোন ফল ভোগ করতে পারে না) এবং যে তাকে বলে চুপ কর তার জন্যেও জুমুআ নেই (কারণ সেও চুপ করল না)- আহমাদ ।

খুতবার সময় হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে বসা

জুমুআর নামাযের সময় মসজিদে কতিপয় মুসাল্লিকে দেখা যায়, ইমাম যখন খুতবা পাঠ করেন তখন তারা দু' হাঁটুকে খাড়া করে পেট ও বুকের সাথে মিশিয়ে দু'হাত দ্বারা চেপে ধরে বসে থাকেন । এরুপ বসাকে আরবীতে হাবওয়া বলা হয়। খুতবার সময় এভাবে বসা নিষেধ যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । হাদীসে রয়েছে-

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমুআর দিনে ইমামের খুতবা দানের সময় হাবওয়া করতে অর্থাৎ দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন (তিরমিযী ও আবূ দাউদ) ।

তবে এভাবে বসা অন্য সময় নিষেধ নয় । কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বার সম্মুখে এভাবে বসতেন বলে প্রমাণ রয়েছে ।

খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব

ইমাম যখন জুমুআর খুতবা প্রদান করেন তখন তা মনোযোগ সহকারে শোনা ওয়াজিব । কোন কথা বলা হারাম যদিও তা উত্তম কথা হয় । হাদীস শরীফে রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ জুমুআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে যখন তুমি তোমার সংগীকে বললে, চুপ কর তখন তুমি নিরর্থক কথাই বললে (কারণ অন্যকে চুপ থাকতে বলা নিজের চুপ

www.amarboi.org

থাকার বিপরীত কাজটি করা হলো) (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম) । খুতবা প্রদান কালে কাযা নামায ব্যতীত সুন্নাত বা নফল নামায আদায় করাও মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । খুতবা আরম্ভ হবার পূর্বে সুন্নাত নামায আরম্ভ করলে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে দুই রাকআতে সালাম ফিরায়ে দিবে । তিন রাকআত আদায় হয়ে গেলে অবশ্য চার রাকআত নামায পূর্ণ করবে । তিবরানীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ইমাম মিম্বরে উপবেশন করার পর যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন নামায আদায় না করে এবং কোন কথা না বলে - যে যাবত না ইমাম অবসর গ্রহণ করে।

জুমুআ'র খুতবার সময় মুসাল্লীগণের করণীয়

- জুমুআর খুতবাদানের জন্যে ইমামের মিম্বরে আরোহনের সময় হতে ফরয নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কথা বলা, কাউকে সালাম দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, সুন্নাত বা নফল নামায আদায় করা মাকরুহ তাহরিমী । এ সময়ে কাউকে চুপ থাকতে বলাও গোনাহের কাজ (ফতোয়ায়ে শামী)।
- চার রাকআত ক্বাবলাল জুমুআ পড়ার মধ্যে খুতবা শুরু হলে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাকআতে থাকলে নামায পূর্ণ করে নিবে আর এর পূর্বে থাকলে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে । এ দুই রাকআত নফল হিসেবে গণ্য হবে । ফরযের পর চার রাকআত বা'দাল জুমুআর পূর্বে বা পরে এই চার রাকআত আদায় করে নিবে । খুতবা শুরু হবার পর নতুন করে কোন নামায শুরু করা যাবে না (ফতোয়ায়ে শামী)।
- জুমুআর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া ও তার পরে দু'আ পড়া মাকরুহ (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।
- আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যেভাবে বসতে হয় খুতবার সময় সেভাবে বসা মুস্তাহাব (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- খুতবার সময় ক্বিবলামুখী হয়ে বসবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- মনোযোগের সাথে খুতবা শ্রবন করা ওয়াজিব (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

www.amarboi.org

জুমুআ'র নামাযের রাকআত সংখ্যা

জুমুআর নামায মোট ১২ রাকআত । যথাঃ

ক্বাবলাল জুমুআ (সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্)	ঃ	৪ রাকআত
ফরয	ঃ	২ রাকআত
বাদাল জুমুআ(সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্)	ঃ	৪ রাকআত
ওয়াক্তিয়ার সুন্নাত (সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্)	ঃ	২ রাকআত
মোট	ঃ	১২ রাকআত

ক্বাবলাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতিল ক্বাবলাল জুমুআ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্বাবলাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

ক্বাবলাল জুমুআ' চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । ক্বাবলাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়মও একই রকম । শুধুমাত্র নিয়্যাতের মধ্যে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত এর স্থলে ক্বাবলাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত কথাটি বলবে । সুতরাং ক্বাবলাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত পড়ার জন্যে যুহরের চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম দেখে নিবে । চার রাকআত ক্বাবলাল জুমুআ খুতবার পূর্বে আদায় করতে হবে । যদি কোন কারণে খুতবার পূর্বে আদায় করা না যায় তাহলে ফরযের পর চার রাকআত বা'দাল জুমুআ (সুন্নাত) আদায় করার পূর্বে বা পরে আদায় করবে ।

www.amarboi.org

জুমুআ'র দুই রাকআত ফরযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِيْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসক্বিত্বা আন জিম্মাতী ফারদায্ যুহরি বিআদা-ই রাকআতাই সালাতিল জুমুআতি ফারদুল্লাহিতায়ালা ইক্বতাদাইতু বিহাজাল ইমামি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে এই ইমামের পিছনে জুমুআর দুই রাকআত ফরয নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

জুমুআ'র দুই রাকআত ফরয পড়ার নিয়ম

অন্যান্য দুই রাকআত ফরয যেমন ফজরের দুই রাকআত ফরয নামায আদায় করার যে নিয়ম জুমুআর নামাযও আদায় করার একই নিয়ম । শুধু নিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্য । এছাড়া জুমুআর নামায জামাআতে আদায় করতে হয় । নামায শেষে ইমাম দু'টি খুতবা দিবেন ।

বা'দাল জুমুআ' চার রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা'আ রাকআ'তি সালাতি বাদাল জুমুআ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে বাদাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

বা'দাল জুমুআ' চার রাকআত সুন্নাত পড়ার নিয়ম

অন্যান্য চার রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার যে নিয়ম বা'দাল জুমুআ চার রাকআত সুন্নাত পড়ারও একই নিয়ম । শুধু নিয়্যাতের মধ্যে বলতে হবে বাদাল জুমুআর চার রাকআত সুন্নাত পড়ার জন্যে নিয়্যাত করলাম ।

www.amarboi.org

ওয়াক্তিয়া দুই রাকআত সুন্নাতের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআ'তাই সালাতিন নাফলি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকআত নফল নামায (অথবা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ্) নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম আল্লাহু আকবার ।

ওয়াক্তিয়া দুই রাকআত সুন্নাত নামায পড়ার নিয়ম

দুই রাকআত বিশিষ্ট সুন্নাত ও নফল নামায আদায় করার নিয়ম একই ।

জুমুআ'র ফরযের পর বাকী নামায ঘরে পড়া

জুমুআর ফরয নামায জামাআতে আদায় করার পর অবশিষ্ট নামায ঘরে এসে আদায় করা সুন্নাত, যদি শরয়ী সম্মত কোন ওযর না থাকে । তবে মসজিদে আদায় করলেও নামায আদায় হবে । হাদীস শরীফে রয়েছে-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) জুমুআর পরে যে পর্যন্ত না আপন ঘরে ফিরতেন কোন নামায আদায় করতেন না (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

জুমুআ'র নামাযে শরীক হতে না পারলে করণীয়

যাদের উপর জুমুআ ফরয তাদের মধ্যে কেউ অথবা কয়েকজন যদি কোন কারণবশতঃ জুমুআয় শরীক হতে না পারে তাহলে তারা জুমুআর জামাআত হয়ে যাওয়ার পর একাকী যুহরের নামায আদায় করে নিবে । আযান, ইকামাত ও জামাআত কায়িম করবে না ।

যদি রোগের কারণে কারো উপর জুমুআ ফরয না হয়ে থাকে তাহলে জুমুআর জামাআত হয়ে যাওয়ার পর একাকী যুহরের নামায আদায় করে নিবে । জুমুআর জামাআত শেষ হবার পূর্বে যুহর আদায় করা মাকরুহ । জামাআত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ।

www.amarboi.org

১৫নং অধ্যায় ঃ
কসর/মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

কসর, সফর ও মুসাফিরের অর্থ

কসর ঃ কসর আরবী শব্দ । এর আভিধানিক অর্থ হচেছ কোন বস্তু আবদ্ধ' করে রাখা, হ্রাস করা বা সংক্ষেপ করা । শরীআতের পরিভাষায় নামাযে কসর করার অর্থ হচেছ সফরের সময় চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায দু' রাকআত আদায় করা (মুজামু লুগাতুল ফুকাহা)।

সফর ঃ সফর আরবী শব্দ । এর আভিধানিক অর্থ হচেছ, ভ্রমন করা, পথ অতিক্রম করা, পর্যটন করা ইত্যাদি । ইসলামী শরীয়ায় এর অর্থ হচেছ কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পথ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে কারো নিজ বাসস্থান এলাকা হতে বের হওয়া ।

মুসাফির ঃ যে ব্যক্তি সফর করে তাকে বলা হয় মুসাফির অর্থাৎ পথ অতিক্রমকারী, ভ্রমনকারী, পর্যটক । শরীআতের পরিভাষায় যে ব্যক্তি কমপক্ষে তিন মনজিল তথা ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার নিয়্যাত করে বাড়ী থেকে বের হবে তাকে মুসাফির বলা হবে । যখন সে নিজ গ্রাম বা শহরের এলাকা অতিক্রম করবে তখন তার উপর মুসাফিরের হুকুম বর্তাবে ।

নামাযকে কসর করার বিধান

হিজরী চতুর্থ সালে কসর নামাযের বিধান নাযিল হয় । সফর অবস্থায় নামাযকে কসর করার বিধান বান্দার প্রতি আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ অনুদান । সফর অত্যন্ত কষ্টকর কাজ । হাদীস শরীফে আছে, সফর এক প্রকারের আযাব । হয়তোবা বান্দার এ কষ্ট লাঘবের জন্য দয়াবান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সফর অবস্থায় নামাযকে কসর করার অর্থাৎ চার রাকআতের ফরয দুই রাকআত আদায় করার বিধান দিয়েছেন । তবে এর প্রকৃত কারণ আল্লাহ পাকই ভাল জানেন ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা যখন (দেশ-বিদেশে) সফর করবে তখন নামাযকে কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই । কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (সূরাঃ নিসা- ১০১) ।

www.amarboi.org

সফরকালে নামাযকে কসর করার সুযোগ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে বান্দার জন্য একটি বিশেষ অনুগ্রহ । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ এটি তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের সাদাকাহ ও অনুগ্রহ । আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এটি অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন । অতএব, আল্লাহর অনুদান তোমরা গ্রহণ কর (সহীহ মুসলিম)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত , তিনি বলেনঃ নামায ফরয হয়েছে দু' রাকআত দু'রাকআত করে । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা শরীফে হিযরত করলেন । তখন ফরয হল চার রাকআত করে এবং সফরের নামায পূর্ব অবস্থায়ই রেখে দেয়া হলো (ফতোয়ায়ে শামী)।

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) বলেছেনঃ সফরে যে ব্যক্তি পূর্ণ নামায আদায় করছে সে মন্দ কাজ করছে এবং সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করছে । সফর অবস্থায় (ভুলক্রমে) দু'রাকআতের স্থলে চার রাকআত নামায আদায় করলে সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে । আর ইচছাকৃতভাবে চার রাকআত আদায় করলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে । ফকীহগণের মতে, কসর ওয়াজিব ও আবশ্যিক ।

সফরের দূরত্বের পরিমাণ

যে পরিমাণ দূরত্বে গমন করার নিয়্যাত করে ঘর থেকে বের হলে সফরের বিধান প্রযোজ্য হয় অর্থাৎ নামাযকে কসর আদায় করতে হয় তা হচেছ তিন দিনের সফরের দূরত্ব (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । সফরের দূরত্ব নির্ধারণে মধ্যম গতিতে চলা বিবেচ্য । অধিকাংশ হানাফী ফকীহগণের মতে তিন দিনের দূরত্ব প্রচলিত ইংরেজী মাইল হিসেবে ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার । শরয়ী মাইল এবং ইংরেজী মাইলের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে । ইংরেজী মাইল হয় ১৭৬০ গজে এবং শরয়ী মাইল হয় ২০০০ গজে (বেহেশতী জেওর)।

যে ব্যক্তি কমপক্ষে তিন দিনের দূরবর্তী স্থানে অর্থাৎ তিন মনজিল বা ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার নিয়্যাত করে নিজ বাড়ী থেকে বের হবে তার উপর মুসাফিরের হুকুম বর্তাবে । যখন সে নিজ গ্রাম বা মহল্লা অতিক্রম করবে তখন তার উপর মুসাফিরের হুকুম বর্তাবে । যতক্ষণ সে নিজ গ্রাম বা মহল্লার মধ্যে থাকবে ততক্ষণ সে মুসাফির হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। যদি সে অন্তত ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার দূরত্বের সফরের নিয়্যাত না করে, আর এ অবস্থায়সে সমস্ত দুনিয়াও ঘুরে আসে, তবুও সে মুসাফির হবে না । কারণ নামায কসর করার জন্য সফরের নিয়্যাত থাকা শর্ত ।

www.amarboi.org

মুসাফির যে পথ ধরে সফর করবে সে পথের দূরত্ব বিবেচ্য হবে । কোন শহরে পৌঁছার যদি দু'টি পথ থাকে, এক পথে যেতে তিন দিন সময় লাগে আর অপর পথে তার চেয়ে কম । তাহলে যে পথে দূরত্ব বেশী লোকটি যদি সে পথে যায় তাহলে তাকে মুসাফির হিসেবে গণ্য করা হবে । যদি কম দূরত্বের পথে যায় তবে সে মুসাফির হবে না, তাকে পুরো নামায আদায় করতে হবে । কোন স্থানে পৌঁছার যদি দু'টি পথ থাকে যার একটি জলপথ অপরটি স্থলপথ, জলপথে যাত্রা করলে অন্তত তিন দিন সময় লাগে আর স্থল পথে যাত্রা করলে দু'দিনে পৌঁছা যায়, তাহলে জলপথে যাত্রা করলে নামাযকে কসর আদায় করবে, আর স্থলপথে যাত্রা করলে কসর আদায় করবে না ।

কসর নামাযের নিয়্যাত

আরবীতে নিয়্যাত করা জরুরী নয়, বাংলাতে নিয়্যাত করলেই হবে । এতে সওয়াবের দিক থেকে কম হবে না । আরবীতে নিয়্যাত করতে হলে, কসর নামাযের নিয়্যাত ওয়াক্তিয়া নামাযের নিয়্যাতের অনুরূপ । কেবলমাত্র (উসাল্লিয়া) শব্দের স্থলে اَقْصُرَ (আক্বসুরা) এবং اَرْبَعَ (আরবাআ) শব্দের স্থলে رَكْعَتَىْ (রাকআতাই) এবং যখন যে নামাযের কসর আদায় করবে তখন সে নামাযের নাম উল্লেখ করবে । উদাহরণ স্বরুপ যুহরের কসর নামাযের নিয়্যাত উল্লেখ করা হলো ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَقْصُرَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আক্বসুরা লিল্লা-হি তায়ালা রাকআতাই সালাতিয্ যুহরি ফারদুল্লাহি তায়া-লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লা-হু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে যুহরের ফরয দুই রাকআত কসর নামায আদায়ের নিয়্যাত করলাম আল্লাহু আকবার ।

মুসাফিরের হুকুম

মুসাফির নামাযকে কসর (সংক্ষিপ্ত) করবে অর্থাৎ চার রাকআতের ফরয দুই রাকআত আদায় করবে । অন্যান্য সুন্নাত ও ওয়াজিব নামাযের মধ্যে কোন কসর নেই । সফর কোন ভাল কাজের উদ্দেশ্যে হোক কিংবা মন্দ কাজের জন্যে হোক সর্বাবস্থায়ই মুসাফিরকে কসর পড়তে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)। সফর অবস্থায়

www.amarboi.org

মুসাফিরের জন্যে দুই রাকআতই ফরয (হিদায়া)। ফকীহগণের মতে, কসর ওয়াজিব । মুসাফির যদি মুকীম ইমামের ইকতিদা করে জামাআতের সাথে নামায আদায় করে, তাহলে চার রাকআতই আদায় করবে । এক্ষেত্রে দুই রাকআত ফরয হবে এবং দুই রাকআত নফল হিসেবে সওয়াব পাবে । ফজরের দুই রাকআত ফরয ও মাগরিবের তিন রাকআত ফরযের মধ্যে কোন কসর নেই ।

নামাযকে কসর করার শর্তাবলী

মুসাফির নামাযকে কসর করার সুবিধাদি কেবল মাত্র তখনই পাবে যখন তার মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পাওয়া যাবে ।

- সফরের নিয়্যাত করা । সফরের নিয়্যাত না করে পৃথিবী ঘুরে আসলেও সে মুসাফির হবে না এবং কসরও করতে পারবে না ।
- সফরের নিয়্যাত করে নিজ মহল্লা অতিক্রম করা । নিজ মহল্লাহর মধ্যে কসর হবে না. ।
- কমপক্ষে ৪৮ মাইল তথা৭৭.২৩২ কিলোমিটার দূরত্বের সফরের নিয়্যাতকরা ।
- শরীআতের বিধান অনুযায়ী নিয়্যাত করার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া ।
- কোন গ্রাম বা শহরে পনের দিন কিংবা ততোধিক দিবস ইকামাত অর্থাৎ অবস্থানের নিয়্যাত না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- নৌকার মধ্যে পনের দিন ভ্রমন করবে বলে ইকামাতের নিয়্যাত করলেও সে মুকীম হবে না, মুসাফির হিসেবে নামাযকে কসর করবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মুসাফির যে স্থান থেকে কসর পড়া শুরু করবে

কোন ব্যক্তি যখন ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার বা ততোধিক দূরবর্তী স্থানে যাওয়ার নিয়্যাত করে ঘর থেকে বের হবে এবং নিজ শহর বা মহল্লা অতিক্রম করবে তখনই তার উপর মুসাফিরের হুকুম বর্তাবে । ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, মুসাফির যখন সফরের নিয়্যাত করে নিজ শহরের মহল্লা বা গ্রামের সীমানা অতিক্রম করবে এবং শহরের বাড়ী ঘর ছেড়ে যাবে তখন কসর শুরু করবে। এটির উপরই ফতোয়া (তাতার খানিয়া)। শহরের আবাসিক এলাকা ছেড়ে যাওয়ার পর কসর শুরু করবে, আবাসিক এলাকার ভিতরে থাকতে নয় । শহরতলীর সাথে সংযুক্ত মহল্লাসমূহ শহর হিসেবে গণ্য কিন্তু বিচ্ছিন্ন মহল্লা শহরের মধ্যে গণ্য নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। গ্রাম বাসীগণ যখন নিজ গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে যাবে তখন থেকে নামায কসর পড়বে । সফর থেকে ফিরে আসার

www.amarboi.org

সময় নিজ আবাসিক এলাকায় বা গ্রামের সীমানায় প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত কসর পড়বে।

উল্লেখ্য যে, কেবল সফরের নিয়্যাত দ্বারা কোন ব্যক্তি মুসাফির হিসেবে গণ্য হয় না যতক্ষণ না সফরের নিয়্যাতে নিজ আবাসিক এলাকা পরিত্যাগ করবে । কিন্তু ইকামতের ক্ষেত্রে মুসাফির পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন ইকামতের নিয়্যাত করার সংগে সংগে মুকীমে পরিণত হবে । মুকীম অবস্থায় নামাযকে পুরো আদায় করবে ।

কোন ব্যক্তি যদি ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়্যাত করে বাড়ী হতে বের হয়, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর নিয়্যাত বদলে যায় এবং বাড়ী ফিরে আসে, তাহলে যখন হতে বাড়ী ফিরার ইচেছ করবে তখন হতেই পূর্ণ নামায আদায় করবে । অবশ্য এরূপ নিয়্যাত করার পূর্বে যে সব নামাযের কসর আদায় করেছে তা জায়িয হয়েছে (বেহেশতী জেওর)।

নামাযকে কসর করার সময়সীমা

মুসাফির ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ আবাসিক এলাকায় কিংবা নিজ গ্রামের সীমানায় ফিরে না আসবে কিংবা বসবাসযোগ্য কোন স্থানে কমপক্ষে পনর দিন অবস্থান করার নিয়্যাত না করবে ততদিন নামাযকে কসর করে যাবে (ফতোয়ায়ে শামী)। মুসাফির ব্যক্তি যদি কোথায় এক সাথে কমপক্ষে পনর দিন অবস্থান করার নিয়্যাত না করে কিংবা করতে না পারে এমতাবস্থায় যদি মাসের পর মাসও চলে যায় তাহলেও নামাযকে কসর আদায় করতে হবে ।

মুসাফিরের মুকীম হওয়ার শর্তাবলী

মুসাফিরের কোথাও মুকীম হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে, যথা ঃ

১। সফর স্থগিত করা ।

২। যে স্থানে একামত করবে সে স্থানটি ইকামত বা অবস্থান করার উপযোগী হওয়া । কেউ সমুদ্রবক্ষে ইকামাতের নিয়্যাত করলে তা শুদ্ধ হবে না ।

৩। কোন নির্দিষ্ট স্থানের একামাতের নিয়্যাত করা ।

৪। একাধারে ১৫ (পনের) দিন কিংবা ততোধিক দিনের অবস্থানের নিয়্যাত করা ।

৫। অবস্থানের ক্ষেত্রে নিয়্যাতে কোন সন্দেহ না থাকা ।

www.amarboi.org

মুসাফির বা মুকীমের ইমাম হওয়া

⇒ কোন মুসাফির যদি কোন মুকীম ব্যক্তির ইকতিদা করে অর্থাৎ ইমাম যদি মুকীম হয় তাহলে মুসাফিরকে চার রাকআতই আদায় করতে হবে ।

⇒ ইমাম যদি মুসাফির হয় আর মুক্তাদীগণ যদি মুকীম হয় তাহলে ইমাম দু'রাকআত পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর মুকীম মুক্তাদীগণ আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে তাদের বাকী দু'রাকআত নামায পূর্ণ করে নিবে (হিদায়া) । মুকীম মুক্তাদীগণ শেষ দু'রাকআতে কিরাআত পাঠ করবে না বরং চুপ থাকবে । কেননা সে লাহিক (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পরিমাণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রুকু সিজদা করে নামায পূর্ণ করবে ।

⇒ মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হলে নামায শুরু করার পূর্বেই তার বলে দেয়া উচিত যে, আমি মুসাফির, মুকীমগণ নামায পূর্ণ করে নিবেন । আর যদি নামায শুরু করার পূর্বে বলতে স্মরণ না থাকে তাহলে নামায শেষে মুক্তাদীগণকে বলে দেয়া উচিত, আমি মুসাফির তাই নামাযকে কসর করেছি । মুকীমগণ নামায পূর্ণ করে নিন ।

⇒ মুসাফির যখন মুকীমের পিছনে ইকতিদা করে তখন মুসাফিরের জন্যে প্রথম বৈঠক ওয়াজিব হবে, ফরয থাকবে না । সুতরাং ইমাম যদি প্রথম বৈঠকে না বসেন তাহলে মুসাফিরের নামায নষ্ট হবে না । আর মুকীম ব্যক্তি যদি মুসাফিরের ইকতিদা করে সেক্ষেত্রে মুকতাদীর জন্যে প্রথম বৈঠক ফরয হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

ওয়াতানের (আবাস্থলের) প্রকারভেদ

ওয়াতান তিন প্রকার । যথা ঃ

১।**ওয়াতানে আসলীঃ** যে স্থানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে অথবা স্বপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাকে ওয়াতানে আসলী বলে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। ওয়াতানে আসলীতে অবস্থান কালে নামাযকে কসর করার বিধান নেই ।

২। **ওয়াতানে ইকামাত ঃ** মুসাফির ব্যক্তি সফর অবস্থায় যে আবাসস্থলে পনের দিন কিংবা ততোধিক অবস্থানের নিয়্যাত করে তাকে ওয়াতানে ইকামাত বলে । পনের দিন কিংবা ততোধিক অবস্থানের নিয়্যাত করলে কসর নামাযের বিধান নেই ।

www.amarboi.org

৩। ওয়াতানে সুকুনাত ঃ মুসাফির ব্যক্তি যে স্থানে পনের দিনের কম অবস্থানের নিয়্যাত করে তাকে ওয়াতানে সুকুনাত বলে। ওয়াতানে সুকুনাতে সর্বদা নামাযকে কসর আদায় করতে হবে ।

কয়েকটি বিবিধ মাসাইল

➾ একই সাথে একাধিক ওয়াতানে আসলী হতে পারে । আবার এক ওয়াতানে আসলী দ্বারা অপর ওয়াতানে আসলী বাতিলও হতে পারে ।

➾ যদি কোন ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনসহ পূর্ববর্তী ওয়াতান থেকে অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তাহলে পূর্ববর্তী ওয়াতানে আসলী রহিত হবে । যদি স্ত্রীসহ বসবাস না করে কিংবা অন্য স্থানে দ্বিতীয় বিবাহ করে বসবাসের নিয়্যাত করে তবে পূর্বতন ওয়াতানে আসলী রহিত হবে না । উভয় আবাসস্থলই ওয়াতানে আসলী হিসেবে গণ্য হবে এবং উভয় স্থানেই তাকে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে ।

➾ কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবার পরিজন ও মালামাল নিয়ে তার ওয়াতানে আসলী তথা স্থায়ী আবাস ছেড়ে অন্যত্র যাত্রা করে এবং প্রথমোক্ত স্থানে তার ঘর বাড়ী ও জায়গা জমি থেকে থাকে তবে তার প্রথম ওয়াতানে আসলী যথারীতি অক্ষুন্ন থাকবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➾ ওয়াতানে ইকামাত দ্বারা ওয়াতানে আসলী বাতিল হয় না ।

➾ মুসাফির ব্যক্তি তার ওয়াতানে আসলীতে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে ইকামতের নিয়্যাত না করলেও তার সফরের সমাপ্তি ঘটবে এবং নামাযকে পূর্ণ আদায় করবে ।

➾ কোন মহিলা বিবাহের পর তার শশুরালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলে তার পিত্রালয় তার জন্যে ওয়াতানে আসলী থাকবে না । অর্থাৎ পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ের দূরত্ব যদি সফরের দূরত্বের সমান কিংবা বেশী হয় তবে শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে এলে পনের দিনের কম নিয়্যাত করলে তাকে কসর পড়তে হবে । আর পিত্রালয়েই যদি বসবাস করতে থাকে এবং সাময়িকভাবে শ্বশুরালয় গমন করে তবে শশুরালয়ে ন্যূনতম পনের দিনের ইকামাতের নিয়্যাত না করলে নামাযকে কসর করতে হবে । পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে সফর রহিত হবে এবং পূর্ণ নামায আদায় করবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)

➾ এক ব্যক্তি যে স্থান হতে রওয়ানা হয়েছে সে স্থান হতে গন্তব্য স্থান ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার বটে, কিন্তু পথিমধ্যে সে যদি তার নিজের গ্রামে

www.amarboi.org

আসে তাহলে সে মুসাফির হবে না, সমস্ত রাস্তায় তার পূর্ণ নামায পড়তে হবে। কারণ নিজ গ্রামের সীমানায় পা রাখা মাত্রই তার সফল বাতিল হয়ে যাবে যদিও বাড়ীতে অবস্থান না করে বা বাড়ীতে প্রবেশও না করে। (বেহেশতী জেওর)।

যেসব কারণে নামাযের কসর রহিত হবে

- মুসাফির ব্যক্তি তার ওয়াতানে ইকামাতে নূন্যতম পনের দিন অবস্থানের নিয়্যাত করলে।
- মুসাফির ব্যক্তি তার ওয়াতানে আসলীতে প্রত্যাবর্তন করলে,যদিও একামাতের নিয়্যাত না করে।

যে সব অবস্থায় মুসাফিরকে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে

- মুসাফির ব্যক্তি যখন নূন্যতম পনের দিন অবস্থানের নিয়্যাত করবে।
- মুসাফির ব্যক্তি যখন কোন মুকীম ব্যক্তির ইকতিদা করবে।
- মুসাফির ব্যক্তি ওয়াক্তের মধ্যে কসর আদায়কালে নামাযের মধ্যে ইকামাতের নিয়্যাত করে ফেললে তাকে পূর্ণ চার রাকআতই আদায় করতে হবে। সে মুক্তাদী হউক বা মুনফারিদ, মাসবূক হউক কিংবা মুদরিক হউক।

মুসাফিরের সুন্নাত নামাযের হুকুম

মুসাফির অবস্থায় সুন্নাত নামাযের কসর নেই (মুহীত)। কোন কোন ফকীহ বলেন, মুসাফিরের জন্যে সুন্নাত নামায পরিত্যাগ করা জায়িয। সবার নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো এই যে, নিরাপদ, শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নাত নামায অবশ্যই আদায় করবে। আর সময় না থাকলে অথবা অবস্থা অস্বাভাবিক হলে সুন্নাত পরিত্যাগ করা জায়িয (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, ফজরের সুন্নাত সব সময় আদায় করতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)। বিতির নামায ওয়াজিব। কোন অবস্থাতেই বিতির নামায পরিত্যাগ করা জায়িয নয় (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।

মুসাফিরের কাযা নামাযের হুকুম

সফর অবস্থায় যদি কোন মুসাফিরের নামায কাযা হয় আর মুকীম অবস্থায় যদি তার কাযা আদায় করা হয় তবে কসররুপেই তা কাযা আদায় করতে হবে। অর্থাৎ চার রাকআত ফরয নামাযের স্থলে দুই রাকআত আদায় করবে।

www.amarboi.org

মহিলাদের সফর ও নামাযকে কসর করার হুকুম

মহিলাদের জন্যে তিন মনজিল তথা ৪৮ মাইল দূরবর্তী স্থানে মাহ্‌রাম পুরুষ অর্থাৎ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তাদের সংগে ব্যতীত একাকী সফর করা জায়িয নয় । একাকী সফর করলে অতিশয় গুনাহ্ হবে । আর এক মনজিল বা দুই মনজিল দূরবর্তী স্থানে মহিলাদের জন্যে একাকী সফর করা হারাম নয় বটে, তবে ভাল নয় । হাদীস শরীফে এ বিষয়ে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে । মাহ্‌রাম যদি ধর্মভীরু না হয় এবং গুনাহের কাজে তার ভয় না থাকে তাহলে তার সংগেও মহিলাদের জন্য সফর করা জায়িয নয় ।

স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে সফর করে এবং স্বামীকে ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার নিয়্যাত না থাকে তবে স্বামী যেরুপ নিয়্যাত করবে স্ত্রীরও সেরুপ নামায আদায় করতে হবে । এক্ষেত্রে স্ত্রীর নিয়্যাতের কোন মূল্য নেই ।

পুরুষগণ যে সব কারণে, যে যে অবস্থায় এবং যে যে নামাযে কসর আদায় করবে, মহিলাগণও অনুরুপভাবে নামাযকে কসর আদায় করবে । নামাযকে কসর করার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই ।

বাস ও মোটর গাড়ীতে নামায আদায়ের নিয়ম

এক স্থান হতে অন্য স্থানে ভ্রমনকালে যানবাহনে নামায আদায়ের অনুমতি রয়েছে । বিভিন্ন যানবাহনে নামায আদায়ের বিভিন্ন হুকুম । বাস ও মোটর গাড়ীর ভিতর কিয়াম ও ক্বিবলা ঠিক রেখে নামায পড়া কঠিন । তাই বাসযাত্রীদের জন্য বাস থামিয়ে রাস্তার পার্শ্বে কোন মসজিদে অথবা পবিত্র স্থানে নামায আদায় করা জরুরী । যদি ওয়াক্তের মধ্যে কোন ষ্টপিজে পৌঁছার সম্ভাবনা না থাকে কিংবা চালক পথিমধ্যে বাস বা মোটর গাড়ী থামাতে রাজি না হয় তাহলে বাসে বসে বসে নামায আদায় করে নিবে । বিশেষ কোন ওযর যেমনঃ মাথা ঘুরানো, স্থানের সংকীর্নতা, গুরুতর রোগ ইত্যাদি ব্যতীত ফরয, ওয়াজিব ও ফজরের সুন্নাত নামায বসে আদায় করা জায়িয হবে না । কেননা এ সকল নামাযে কিয়াম করা (দাঁড়ানো) ফরয। ওযর থাকলে নামায বসে আদায় করবে । বসাও সম্ভব না হলে ইশারায় নামায আদায় করবে । নামায অবশ্যই ক্বিবলামুখী হয়ে আদায় করতে হবে । কেননা ক্বিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করাও ফরয। এ ফরয কিছুতেই মাফ হতে পারে না । নামায আদায় কালে বাস বা মোটর গাড়ীর দিক পরিবর্তন হলে নামায আদায়কারীও ধীরে ধীরে ক্বিবলামুখী হবে । যতবার

www.amarboi.org

যানবাহনের দিক পরিবর্তন হবে ততবারই নামায আদায়কারী নিজেকে ক্বিবলামুখী করে নিতে হবে ।

রেলগাড়ীতে নামায আদায়ের নিয়ম

রেলগাড়ী যেহেতু একটি নির্দিষ্ট স্টেশনে গিয়ে থামে কাজেই রেলগাড়ীতেও নামায আদায়ের অনুমতি রয়েছে । রেলগাড়ীতেও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে বসে নামায আদায় করবে । নামায আদায়ের সময় অবশ্য ক্বিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে হবে। নামাযরত অবস্থায় গাড়ীর দিক পরিবর্তন হলে নামায আদায়কারীকেও ক্বিবলা ঠিক রাখার জন্য গাড়ীর সাথে সাথে নিজের দিক পরিবর্তন করবে । নামায আদায়কারী যদি গাড়ীর দিক পরিবর্তন সম্পর্কে অবগত না হয় অথবা নামায শেষ করার পর জানতে পারে যে, ক্বিবলা ভুল হয়েছে তাহলে সে ক্ষেত্রে নামায সহীহ্ হয়ে যাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

নৌকায় নামায আদায়ের নিয়ম

চলন্ত নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হলে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে । এক্ষেত্রে বসে নামায পড়লে নামায সহীহ্ হবে না । আর যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হয় তাহলে সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী নৌকায়ও বসে নামায আদায় করা জায়িয হবে । নামায আদায়ের সময় অবশ্য ক্বিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে হবে । নামাযরত অবস্থায় নৌকায় দিক পরিবর্তন হলে নামায আদায়কারী নিজের দিক ধীরে ধীরে ক্বিবলামুখী করে নিবে । জানা থাকা সত্তেও নৌকার দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজের দিক পরিবর্তন না করলে নামায সহীহ্ হবে না । রুকু ও সিজদা আদায় করতে সক্ষম কেউ যদি নৌকার মধ্যে ইশারায় নামায আদায় করে তাহলে তার নামায সহীহ্ হবে না । এক নৌকা থেকে অন্য নৌকায় নামাযরত ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করা জায়িয নয় । তবে উভয় নৌকা যদি এক সাথে লাগানো থাকে তাহলে ইকতিদা সহীহ্ হবে ।

সামুদ্রিক জাহাজে নামায আদায়ের নিয়ম

সামুদ্রিক জাহাজ বিরাট আয়তনের হয় এবং দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে থাকে । এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে পৌঁছতে বহু দিন লেগে যায় । যে কোন সময় বন্দরে ভিড়ানো সম্ভব নয় বলে এর আরোহীরা জাহাজের অভ্যন্তরেই নামায আদায় করবে । কোন নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে যদি জাহাজ বন্দরে ভিড়ে এবং নাবিকদের পক্ষ থেকে কোন বাধা না থাকে তাহলে যাত্রীগণ বাইরে এসে নামায আদায়

www.amarboi.org

করবে । আর জাহাজে নামায আদায় করলে সর্বাবস্থায় ক্বিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে হবে । নামাযরত অবস্থায় জাহাজের দিক পরিবর্তন হলে নামাযীকেও ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করে নিতে হবে । দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে বসে নামায পড়া জায়িয হবে ।

বিমানে নামায আদায়ের নিয়ম

নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে উড়ন্ত বিমানে নামায আদায় করা জায়িয । দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা সম্ভব না হলে বসে নামায আদায় করবে । বিমানে পানি পাওয়া না গেলে এবং ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে । উড়ন্ত বিমানে অবশ্য ক্বিবলামুখী হয়ে নামায আদায় করতে হবে । ক্বিবলা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নামায শুরু করতে হবে । বিমানের দিক পরিবর্তন হয়েছে বলে জানতে পারলে নামায আদায়কারীও নিজের দিক পরিবর্তন করে ক্বিবলামুখী হবে । কোন কারণে ক্বিবলা ঠিক রাখা না গেলে অনুমান করে ক্বিবলা ঠিক করে নামায আদায় করে নিবে ।

বর্তমান যুগে মুসাফির নামাযকে কসর করবে কেন

কেউ কেউ বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে তৎকালীন আরবের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত । আরববাসী উটের উপর সওয়ার হয়ে মরুভূমির দূর্গম পথ অতিক্রম করত । এতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হতো এবং সময়ও ব্যয় হতো অধিক । মুসাফিরকে কয়েক দিনের খাবার ও পানীয় সংগে নিতে হতো । পদব্রজে পার হতে হতো পাহাড়ের পর পাহাড়ের দূর্গম পথ । এছাড়া জিহাদের ময়দানে শত্রু পক্ষের ভয়ও ছিল অধিক । তাই মুসাফির ও মুজাহিদদের কষ্টের কথা বিবেচনা করেই হয়তো নামাযকে কসর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে । কিন্তু বর্তমান যুগে ঘণ্টায় শত শত মাইল ভ্রমন করে আসা যায় । খাদ্য, পানীয় ও জীবন যাত্রার অন্যান্য বিষয়ে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় না । কাজেই বর্তমান যুগে নামাযকে কসর করার যৌক্তিকতা কোথায় ?

জবাবে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য । হযরত ইয়ালা ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) কে বললাম, আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ "যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফিররা তোমাদের কোন বিপদে ফেলবে, তা হলে তোমরা নামাযকে কসর করতে পার ।" আর এখনতো মানুষ তথা মুসলমান সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুতরাং এখন নামাযকে আর কসর করা হয় কেন ? উত্তরে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, আপনি যেরুপ আশ্চর্যবোধ করছেন, আমিও

www.amarboi.org

আপনার ন্যায় আশ্চর্য বোধ করতাম । একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এটা একটি দান, যা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি করেছেন । সুতরাং তোমরা তাঁর দানকে গ্রহণ কর (সহীহ মুসলিম) ।

উল্লেখিত হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট ভাবেই বুঝা যাচেছ যে, মুসাফিরের জন্যে নামাযকে কসর করার বিধান মুসাফিরের যাতায়াতের কষ্ট, কিংবা খাদ্য পানীয়র কষ্ট কিংবা শত্রুদের ভয় শর্ত হিসেবে দেয়া হয় নি । অর্থাৎ মুসাফিরের যাতায়াতের কষ্ট, খাদ্য, পানীয়র কষ্ট বা শত্রুর ভয়ের দরুণ নামাযকে কসর (সংক্ষেপ) করার বিধান দেয়া হয়েছে বিষয়টি এমন নহে । যদি শর্ত হিসেবে মুসাফিরকে কসর করার বিধান দেয়া হতো তাহলে শর্ত বাতিল হয়ে গেলে তার হুকুম হয়তো বাতিল হয়ে যেত । অর্থাৎ যেখানে মুসাফিরের কোন যাতায়াত বা খাদ্যের কষ্ট থাকবে না কিংবা শত্রুর ভয় থাকবে না সেখানে নামাযকে কসর করার প্রয়োজন হতো না ।

কিন্তু আসলে মুসাফিরের উপর নামাযকে কসর করার বিধান হচেছ, মুসাফির বান্দার উপর আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ দান বা বোনাস । এ দান বা বোনাসকে বান্দার অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে । কেননা আল্লাহ পাকের দানকে গ্রহণ না করা দানের প্রতি অমর্যাদা করা হবে । আল্লাহ পাকের দানকে অমর্যাদা প্রদর্শন করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিরুদ্ধাচরণেরই শামিল । কোন কোন হাদীসে ভয়ের কথা কেবলমাত্র তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে; কিন্তু শর্তরুপে নহে । সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের এ বিধান বহাল থাকবে অর্থাৎ মুসাফিরের উপর নামাযকে কসর করার হুকুম বর্তাবে ।

কসর নামাযের বিবিধ মাসাইল

- কোন ব্যক্তি যদি পৃথক পৃথক দু'টি স্থানে মোট পনর দিন ইকামাতের নিয়্যাত করে তাহলে তাতে সে মুকীম হবে না । আর স্থান দু'টি যদি একটি অপরটির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হয় তবে সেখানে সে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) ।
- মুসাফির যদি একাকী ভুলক্রমে চার রাকআত আদায় করে, কিন্তু দুই রাকআতের পর যদি বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে থাকে তাহলে ফরয আদায় হয়ে যাবে, অতিরিক্ত দুই রাকআত নফল হবে । তবে সাহু সিজদা দিতে হবে । আর যদি দুই রাকআতের পর না বসে থাকে তবে ফরয আদায় হবে না, ঐ নামায নফল হবে এবং ফরয নামায পুনরায় আদায় করতে হবে ।

www.amarboi.org

✪ ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার বা ততোধিক দূরে যাওয়ার নিয়্যাত করে বাড়ী হতে বের হবার পর পথিমধ্যে কোন স্থানে যদি কয়েক দিন থাকার ইচেছ হয়, তবে যতক্ষণ ১৫ দিন বা তদুর্ধকাল থাকার নিয়্যাত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসাফিরের ন্যায় নামাযকে কসর করতে থাকবে । অবশ্য যদি ১৫ দিন বা তদূর্ধকাল থাকবার নিয়্যাত করে তবে যখন এরুপ নিয়্যাত করবে তখন হতেই মুকীমের ন্যায় পূর্ণ নামায আদায় করা শুরু করবে । তারপর যদি নিয়্যাত বদলে যায় এবং ১৫ দিনের পূর্বেই চলে যাওয়ার ইচেছ করে তবে পূর্ণ নামাযই পড়তে হবে, কসর পড়া জায়িয হবে না । এরুপে ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করে মুকীম হয়ে যাবার পর যখন ঐ স্থান হতে অন্য স্থানে রওয়ানা হবে তখন দেখতে হবে যে, যে স্থানে যাবার ইচেছ করেছে সে স্থানের দূরত্ব কত? যদি সে স্থানের দূরত্ব ঐ অবস্থানের স্থান হতে কমপক্ষে ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার হয় তবে আবার কসর পড়তে হবে, আর যদি দূরত্ব ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার না হয়, তবে কসর পড়তে পারবে না, পূর্ণ নামাযই আদায় করতে হবে (বেহেশতী জেওর)।

✪ এক ব্যক্তি যখন বাড়ী হতে বের হয়েছে তখন ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানেই যাবার নিয়্যাত করেছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নিয়্যাতও করেছে যে, পথিমধ্যে ১৫ মাইল বা ২০ মাইল দূরবর্তী অমুক গ্রামে ১৫ দিন থাকবে তবে সে মুসাফির হবে না । সমস্ত রাস্তায়ই তার পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে । তারপর ঐ গ্রামে গিয়ে যদি ১৫ দিন না-ও থাকে তবুও পূর্ণ নামাযই আদায় করতে হবে, কসর করা জায়িয হবে না (বেহেশতী জেওর)।

✪ কেউ বাড়ী হতে ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার বা ততোধিক দূরে যাওয়ার নিয়্যাত করে বের হয়েছে, কিন্তু পথিমধ্যে ঘটনাক্রমে কোন স্থানে দুই চার দিন অবস্থান করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, অতঃপর প্রতিদিনই ধারণা থাকে যে, আগামীকল্য বা পরশু চলে যাবে, কিন্তু যাওয়া হয় না, এরুপে বহুকালও যদি ঐ স্থানে থাকা হয় এবং কোন সময়ই ১৫ দিন থাকার নিয়্যাত করতে না পারে তাহলে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকবে মুসাফিরই থাকবে, মুকীম হবে না । নামাযকে কসর করতে হবে (বেহেশতী জেওর)।

✪ এক ব্যক্তি ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৩২ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়্যাত করে বাড়ী হতে বের হয়েছিল, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর নিয়্যাত বদলে ফেলল এবং বাড়ী ফিরে আসল । তাহলে যখন হতে বাড়ী ফিরার ইচেছ করেছে

www.amarboi.org

তখন হতেই পূর্ণ নামায আদায় করবে । অবশ্য এরূপ নিয়্যাত করার পূর্বে যে সব নামাযের কসর আদায় করেছে তা জায়িয হয়েছে (বেহেশতী জেওর)।

১৬নং অধ্যায় ঃ
কাযা নামাযের বিবরণ

কাযার অর্থ

কোন ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আরম্ভ করা হলে তাকে বলা হয় আদা (ওয়াক্তিয়া) । কিন্তু ফরয বা ওয়াজিব কোন ইবাদত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হবার পর আদায় করা হলে তাকে বলা হয় কাযা ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার উপর নামায ফরয করার সাথে সাথে প্রতিটি নামায তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করাও ফরয করে দিয়েছেন । যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়িম করা মু'মিনদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য (সূরা নিসাঃ ১০৩) ।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি কোন ওয়াক্তের নামাযকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় না করে, যেমনঃ যুহরের নামায যুহর ওয়াক্তে আদায় না করে পরে আদায় করা হয় তাহলে তাকে কাযা বলা হয় ।

কাযা নামাযের বিধান

ফরয নামাযের কাযা করা ফরয, ওয়াজিব নামাযের কাযা করা ওয়াজিব । মুসাফির অবস্থায় যে নামায কাযা হয়েছে তা মুকীম অবস্থায় আদায় করা হলে মুসাফিরের ন্যায় আদায় করতে হবে । অর্থাৎ চার রাকআত ফরযের স্থলে দু'রাকআতই আদায় করবে । আর মুকীম অবস্থায় যে নামায কাযা হয়েছে তা মুসাফির অবস্থায় আদায় করলে চার রাকআতের নামায চার রাকআতই আদায় করতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মা'যুর অবস্থায় সুস্থ অবস্থার কাযা নামায আদায় করলে বসে বা শুয়েই সে নামায আদায় করবে । যেহেতু মা'যুর অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া তার জন্য

www.amarboi.org

সম্ভব হচ্ছে না । পরবর্তীতে সুস্থ হলে এবং দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম হলে পুনরায় সে নামায পড়তে হবে না । আবার মা'যুর অবস্থায় নামায কাযা হয়ে থাকলে সুস্থ হবার পর তা আদায় করার সময় শুয়ে বা বসে আদায় করতে হবে না, দাঁড়িয়েই তা আদায় করবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

যে সব ওযরের কারণে নামায কাযা করা যায়

নিম্নলিখিত ওযরের কারণে নামায কাযা করা ইসলামী শরীয়ায় অনুমোদিত । যথাঃ

✪ শত্রুর ভয় । যদি কারো মনে এরুপ ধারণা জন্মে যে, শত্রু অতি নিকটে । সে যদি নামাযে দাঁড়ায় তাহলে শত্রু তার উপর আক্রমন করবে কিংবা মুসাফির যদি এরুপ ধারণা করে যে, সে নামাযে দাঁড়ালে তার মালপত্র সব কিছু চুরি হয়ে যাবে তাহলে নামায কাযা করা জায়িয (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

✪ সন্তান প্রসবকালে ধাত্রীর জন্য নামায কাযা করা জায়িয আছে । কারণ ধাত্রীর সামান্য বিলম্বের কারণে মা ও শিশুর মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে (গায়াতুল আওতার)।

✪ ঘুম ও নামাযের কথা ভুলে যাওয়া । কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং ওয়াক্ত চলে যাবার পর তার ঘুম ভাংগে বা কেউ যদি নামাযের কথা একেবারে ভুলে যায় এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হবার পর মনে পড়ে তাহলে তার এ নামায কাযা আদায় করা ফরয । কিন্তু এ বিলম্বের কারণে তার কোন গুনাহ হবে না । তবে নামাযের ওয়াক্ত হবার পর নামায আদায় না করে ঘুমানো জায়িয নয় ।

কাযা নামাযের নিয়্যাত

কাযা নামাযের নিয়্যাতও আরবীতে করার কোন প্রয়োজন নেই । আরবীতে নিয়্যাত করতে হলে কাযা নামায ও ওয়াক্তিয়া নামাযের নিয়্যাত একই রকম । তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কাযা নামাযে اَنْ اُصَلِّىَ (আন উসাল্লিয়া) শব্দের স্থলে اَنْ اَقْضِىَ (আন আকদিয়া) এবং যে নামাযের কাযা আদায় করা হবে তার নাম উচ্চারণ করার পর اَنْ فَيْتَتِى (আল ফাইতাতি) অর্থাৎ অনাদায়ী শব্দটি বাড়িয়ে বলতে হবে । যেমনঃ ফজরের নামায কাযা হলে নিয়্যাত করবে ঃ

www.amarboi.org

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন আকদিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআতাই সালাতিল ফাজরিল ফাইতাতি ফারদুল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে বিগত ফজরের দুই রাকআত ফরয নামাযের কাযা আদায় করার নিয়্যাত করলাম- আল্লাহু আকবার ।

কাযা নামায জামাআতে আদায় করা

অনেক লোকের নামায যদি কাযা হয়ে থাকে তাহলে তারা এ নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে । ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার যে নিয়ম রয়েছে, কাযা নামায আদায়ের জন্যও সেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে । যুহর ও আসরের নামাযে ইমাম চুপে চুপে কিরাআত পড়বে এবং ফজর, মাগরিব ও ইশার নামাযে উচচস্বরে কিরাআত পড়বে । এ নামাযগুলো দিনে বা রাত্রে যখনই আদায় করা হউক সেদিকে লক্ষ্য করা হবে না ।

নামায কাযা হবার যদি এমন কোন কারণ ঘটে যা সকলের জানা তাহলে আযান ও ইকামাতের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে মসজিদে জামাআত অনুষ্ঠিত হতে পারে, তা মাকরুহ হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মুসাফির ও মুকীম অবস্থায় কাযা আদায়ের হুকুম

সফর অবস্থায় যদি কোন মুসাফিরের নামায কাযা হয় আর মুকীম অবস্থায় যদি তার কাযা আদায় করা হয় তবে কসররূপেই তা কাযা আদায় করবে । আর মুকীম অবস্থায় কাযা নামায মুসাফির অবস্থায় আদায় করা হলেও তা পূর্ণ চার রাকআতই আদায় করতে হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

সুন্নাত ও নফল নামাযের কাযা

ফরয ও ওয়াজিব নামাযের কাযা হয় । সুন্নাত ও নফল নামাযের কাযা হয় না। তবে ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে যে দু'রাকআত সুন্নাত রয়েছে কেবল এই সুন্নাতের কাযা আদায়ের বিধান রয়েছে । এছাড়া অন্য কোন সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ কিংবা সুন্নাতে জায়িদার কোন কাযা নেই ।

www.amarboi.org

যদি ফজরের ওয়াক্তে শুধু ফরয আদায় করা হয়, আর সুন্নাত আদায় করা না হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর মতে সূর্য উঠার পর হতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় তা আদায় করে নেয়া উত্তম (বাদায়েউস সানায়ে)। যদি ফজরের ফরয ও সুন্নাত কোনটিই আদায় করা না হয়, তাহলে যুহরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে কাযা আদায় করা হলে ফরয ও সুন্নাত উভয়টির কাযাই অদায় করতে হবে । কিন্তু যদি যুহরের ওয়াক্ত হবার পর কাযা আদায় করা হয় তাহলে শুধু ফরয দু'রাকআতের কাযা আদায় করবে, সুন্নাতের কাযা আদায় করবে না ।

কাযা নামাযের তারতীবের বিধান

একই সাথে কিংবা বিভিন্ন সময়ে কারো যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা এর চেয়ে কম নামায কাযা হয়ে থাকে তাহলে তাকে সাহিবে তারতীব বলা হয় । পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের মধ্যে যে তারতীব অর্থাৎ ধারাবাহিকতা রয়েছে, কাযা নামাযের ক্ষেত্রেও সে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব । কারো যদি ফজর হতে ইশা পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে থাকে তাহলে তাকে প্রথমে ফজর, তারপর যুহর, তারপর আসর, তারপর মাগরিব, তারপর ইশার নামায আদায় করতে হবে । সবশেষে বিতির আদায় করতে হবে । কারো যদি ফজর নামায কাযা হয়ে থাকে অতঃপর যদি বিনা কারণে কিংবা স্বেচছায় ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য না করে প্রথমে যুহর ও তারপর ফজরের কাযা আদায় করে তাহলে তাকে পুনরায় যুহরের নামায আদায় করতে হবে । এমনিভাবে কারো যদি ইশার নামায কাযা হয়ে থাকে, তাহলে ফজরের নামাযের সময় প্রথমে তাকে ইশার ফরয তারপর বিতিরের নামায কাযা পড়তে হবে । অতঃপর ফজরের নামায আদায় করতে হবে । যদি ইচছা করে ফজরের নামায পড়ার পর ইশা ও বিতির পড়ে, তাহলে তাকে পুনরায় ফজরের নামায পড়তে হবে । তবে ভুলক্রমে হলে পুনরায় পড়তে হবে না (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

যে সব কারণে কাযা নামাযের তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব নয়

✪ সময়ের সংকীর্ণতা ঃ যদি কোন ওয়াক্তে এত স্বল্প সময় অবশিষ্ট থাকে যে, কেবল এ ওয়াক্তের নামায আদায় করা সম্ভব তাহলে সে এই সময়ে শুধু সেই সময়ের ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করবে, পরবর্তী সময়ে কাযা নামায আদায় করবে ।

www.amarboi.org

- ✪ ভুলে যাওয়া ঃ নামায আদায়কারীর নিজ দায়িত্বে কাযা নামায রয়েছে এ কথা ভুলে গেলে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব নয় । কারণ ভুল মানুষের ইচছাকৃত কোন ত্রুটি নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার পর যদি কাযা নামাযের কথা মনে পড়ে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাযটিকে পুনরায় পড়তে হবে না ।
- ✪ কাযা নামাযের পরিমাণ ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক হওয়া ঃ কাযা নামাযের পরিমাণ ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক হলে ওয়াক্তিয়া কাযা নামাযের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব থাকে না । এ নামাযগুলো একাধারে ছয় ওয়াক্তের হতে পারে বা বিভিন্ন সময়ের এক দুই ওয়াক্ত একত্রিত হয়ে ছয় ওয়াক্ত হতে পারে । বহু পূর্বের বা নিকট অতীতের বা এ দুই সময় মিলিয়ে হতে পারে । সুতরাং কারো যদি ছয় ওয়াক্ত কাযা হয় কিংবা একাধারে ছয় দিন শুধু ফজরের নামায কাযা হয়, অতঃপর অন্য নামাযগুলো আদায় করার পূর্বে ফরয কাযা আদায় না করা হয়ে থাকে তাহলে ঐ লোকটি আর সাহিবে তারতীব থাকবে না ।

কাযা নামাযের সংখ্যা জানা না থাকলে এর বিধান

কোন ব্যক্তির জীবনে কি পরিমাণ নামায কাযা হয়েছে তা যদি জানা না থাকে তবে চিন্তা ভাবনা করে সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করে সে অনুযায়ী অতীতের নামায সমূহের কাযা আদায় করবে । যদি সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করতে না পারে তবে অনুমান করে কাযা পড়তে থাকবে । যখন মন নিশ্চিত সাক্ষ্য দিবে যে আর কোন কাযা নামায তার দায়িত্বে নেই তখন থেকে আর কাযা আদায় করতে হবে না ।

উমরী কাযা নামায আদায় করার নিয়ম

কাযা নামাযের পরিমাণ যদি ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক হয় তাহলে তাকে উমরী কাযা বলে । কিন্তু হাদীসের ভাষায় উমরী কাযা বলে কোন শব্দ নেই । ফিকাহর পরিভাষায় এ ধরনের কাযাকে উমরী কাযা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই কাযা নামাযগুলো একাধারেও ছয় ওয়াক্তের হতে পারে অথবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে ছয় ওয়াক্ত হতে পারে । ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক নামায কাযা হয়ে গেলে তা ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে কাযা আদায় করে নেয়ার তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আর ওয়াজিব থাকে না । নিষিদ্ধ এবং মাকরূহ্ ওয়াক্ত ব্যতীত যে কোন সময় তা আদায় করা যায় ।

www.amarboi.org

যদি কোন ব্যক্তির কয়েক মাস বা কয়েক বছর একাধারে নামায কাযা হয়ে থাকে তাহলে সে প্রথমত হিসাব করে নিবে কতদিনের নামায সে পড়েনি । যত ওয়াক্ত নামায কাযা হয়েছে বলে মনে প্রবল ধারণা হবে, সতর্কতা হিসাবে তার চেয়ে কিছু বেশি ওয়াক্ত হিসাবে রাখবে । অতঃপর নামাযের নিষিদ্ধ সময়গুলো ব্যতীত অন্য যে কোন সময় কয়েক ওয়াক্তের কাযা নামায আদায় করতে থাকবে। সহজভাবে আদায়ের একটি পদ্ধতি হচেছ, যখন যে ওয়াক্তিয়া নামাযটি আদায় করবে তখন সে ওয়াক্তের বিগত জীবনের এক দুই ওয়াক্ত কাযা নামায আদায় করবে ।

উমরী কাযা নামাযের নিয়্যাত ঃ

উমরী কাযা নামায আদায়ের সময় মনে মনে এ নিয়্যাত করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে অমুক দিনের অমুক ওয়াক্তের অত রাকআত ফরয নামায কাযা আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার । যদি দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয় তাহলে এভাবে নিয়্যাত করবে যে, আমার জিম্মায় যতগুলো যুহরের নামায কাযা রয়েছে তার প্রথমটি আদায় করার নিয়্যত করলাম - আল্লাহু আকবার । অন্যান্য ওয়াক্তের কাযা নামায আদায় করার ক্ষেত্রেও অনুরুপভাবে নিয়্যাত করবে ।

মুমূর্ষ ব্যক্তির কাযা নামাযের কাফফারা

কোন মুমূর্ষ ব্যক্তির দায়িত্বে যদি কিছু নামায বা রোযা আদায় করা বাকী থাকে, কিন্তু তার পক্ষে সেগুলো আর আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে মৃত্যু আসন্ন অবস্থাতেই সেই ব্যক্তি ঐ সমস্ত নামায ও রোযার কাফফারা আদায় করার জন্য উত্তরাধিকারীদের প্রতি অসিয়্যাত করে যাবে। এই অসিয়্যাত করা ওয়াজিব, না করা হলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

কোন লোক তার কাযা নামায ও কাযা রোযার কাফফারা আদায়ের জন্য মৃত্যুর পূর্বে অসিয়্যাত করে গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হতে তা প্রদান করা হবে । প্রতি ওয়াক্ত নামায বা প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজনের ফিতরা পরিমাণ কাফফারা দিতে হবে । কাফফারার পরিমাণ যদি মৃত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হতে অধিক হয় তাহলে এক তৃতীয়ংশ হতে যতটুকু সম্ভব তাই আদায় করবে । এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অধিক হতে আদায় করতে হলে উত্তরাধিকারীগণের সম্মতি অবশ্য নিতে হবে । নগদ অর্থের দ্বারা কাফফারা আদায় করা উত্তম ।

www.amarboi.org

উত্তরাধিকারীগণ যদি অসিয়্যাত আদায় না করে সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বণ্টণ করে নেয় তাহলে তা সেচছায় ইসলামী আইনকে অমান্য করা হবে এবং অন্যায় ভাবে সম্পত্তি আত্মসাতকারীর সামিল হবে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পরকালে কঠোর শাস্তি দিবেন। তাদের শাস্তি যে কত ভয়াবহ হবে তা আল্লাহ্পাকই ভাল জানেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা একাধিকবার বলেছেন, তোমরা অন্যায় ভাবে কারো সম্পদ ভক্ষণ করো না।

যদি কোন লোক কাফফারা আদায়ের জন্য অসিয়্যাত না করেই মারা যায় কিংবা কাফফারা আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে মৃত ব্যক্তির পক্ষে কাফফারা আদায় করা উত্তরাধিকারীগণের উপর ওয়াজিব নয় । তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ যদি স্বেচছায় ও সন্তোষ্টচিত্তে কাফফারা আদায় করে দেয় তাহলে তা জায়িয হবে ।

অসুস্থ ব্যক্তি নিজের কাযা নামাযের কাফফারা নিজে আদায় করতে পারবে না। রোযার কাফফারা এর বিপরীত অর্থাৎ রোযার কাফফারা নিজেই আদায় করতে পারবে । মূমুর্ষ ব্যক্তি তার কাযা নামায ও কাযা রোযা আদায় করার জন্য সন্তান বা আত্মীয় স্বজনের কাউকে অনুরোধ করলে তা কার্যকরী হবে না । কারণ একজনের পক্ষ থেকে অন্য কারো নামায বা রোযা রাখা জায়িয নয় । কিন্তু হজ্জ এর ব্যতিক্রম ।

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির কাযা নামায ও রোযার কাফফারা আদায়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথা চালু রয়েছে । কোন কোন জায়গায় অনাদায়ী নামায রোযার মোট ফিদিয়া হিসাব করে এর পরিবর্তে একখানা বা ততোধিক কুরআন শরীফ দান করে থাকেন । এতে পূর্ণ কাফফরা আদায় হবে না, তবে কুরআন শরীফের মূল্য পরিমাণ কাফফারা আদায় হবে মাত্র । কারো মৃত্যুর পর কুরআনখানি, মিলাদ শরীফ, কাঙালী ভোজ ইত্যাদি করা হলে এর দ্বারা কাফফারা আদায় হবে না ।

যে অবস্থায় নামায কাযা হলে তা আদায় করা ওয়াজিব নয়

➢ পাগল হলে । কোন লোক পাগল অবস্থা থেকে সুস্থ হলে পাগল অবস্থায় যে সমস্ত নামায পড়া হয়নি তার কাযা করা ওয়াজিব নয় । তবে শর্ত এই যে, ছয় বা তার অধিক নামাযের পূর্ণ ওয়াক্ত পাগল অবস্থায় কেটে গেলে এ বিধান প্রযোজ্য হবে ।

www.amarboi.org

➢ বেহুশ হলে । মৃগীরোগ বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে ছয় ওয়াক্ত বা এর অধিক সময় বেহুশ অবস্থায় থাকলে এ সময়ের নামায কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয় ।

➢ নাবালেগ অবস্থায় যে সব নামায আদায় করা হয়নি ,বালেগ হবার পর সে সব নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না । কারণ নাবালেগ অবস্থায়তো নামাযই ফরয হয় নাই ।

➢ মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবান্তে স্রাবের দিনগুলোতে নামায ফরয থাকে না । তাই এ সময়ের নামাযের কাযা পড়তে হবে না । তবে ফরয রোযার কাযা আদায় করতে হবে ।

কাযা নামাযের বিবিধ মাসাইল

➢ যদি কারো এক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে থাকে, পরে এর কাযা আদায় না করেই পরবর্তী ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে, পরবর্তীতে দীর্ঘ বিলম্বের কারণে সেটি কোন্ ওয়াক্তের কাযা নামায ছিল তা আর স্মরণ না থাকে তাহলে স্মরণ করার চেষ্টা করবে এবং প্রবল ধারণা অনুযায়ী কাযা আদায় করবে । কিন্তু যদি কোনটিরই প্রবল ধারণা না থাকে তাহলে একদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই কাযা আদায় করবে (বাহরুর রাইক)।

➢ কারো যদি কোন নামায ছুটে যায় তাহলে স্মরণ আসা মাত্রই কাযা আদায় করা ওয়াজিব । যদি কারো ছয় বা ততোধিক ওয়াক্তের নামায কাযা হয়ে থাকে তাহলে ইচেছ করলে সব নামাযের কাযা এক ওয়াক্তেই আদায় করে নিতে পারবে। যুহরের নামাযের কাযা যে যুহরের ওয়াক্তেই পড়তে হবে এরূপ কোন বিধান নেই ।

➢ কাযা নামায আদায়ের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই । যখনই একটু সময় পাওয়া যায় তখনই ওযু করে দুই চার ওয়াক্তের কাযা আদায় করে লওয়া যায়। তবে নিষিদ্ধ বামাকরুহ ওয়াক্তে আদায় করবে না ।

➢ যদি কারো মাত্র দুই এক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে থাকে, এর পূর্বে আর কোন নামায কাযা হয় নি অথবা কাযা হয়েছে কিন্তু কাযা আদায় করে নিয়েছে । শুধু এক ওয়াক্তের কাযা বাকী আছে তবে সে যতক্ষণ পর্যন্ত কাযা নামায আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওয়াক্তিয়া নামায সহীহ হবে না । কাযা আদায় না করে যদি ইচছাকৃত ভাবে ওয়াক্তিয়া পড়ে তবে তা পুনরায় পড়তে হবে । অবশ্য যদি কাযা নামাযের কথা স্মরণ না থাকাবশতঃ ওয়াক্তিয়া পড়ে থাকে,

www.amarboi.org

তবে ওয়াক্তিয়া নামায সহীহ্ হবে, পুনরায় আদায় করতে হবে না । কিন্তু স্মরণ আসা মাত্রই কাযা আদায় করে নিবে ।

➢ কারো যদি পাচঁ ওয়াক্ত নামায অর্থাৎ এক দিনের পরিমাণ নামায কাযা হয় তবে তাকে সাহিবে তারতীব বলে । এক দিনের বেশী নামায কাযা হলে অর্থাৎ ছয় বা ততোধিক নামায কাযা হলে তারতীব থাকে না । এক সংগে হউক বা পৃথক কাযা জমা হউক । সাহিবে তারতীব হলে তার যেমন কাযা এবং ওয়াক্তিয়ার মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব তেমনি কাযা নামাযগুলির মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ওয়াজিব । কারো ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা (বিতিরসহ) কাযা হলে এই নামাযগুলো আদায় করার পূর্বে পরের দিনের ফজরের নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না এবং যে নামাযগুলো কাযা হয়েছে তাহাও পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ আগে ফজর, তারপর যুহর, তারপর আসর, তারপর মাগরিব, তারপর ইশা, তারপর বিতির পড়তে হবে । সাহিবে তারতীব না হলে কাযা নামায রেখে ওয়াক্তিয়া পড়লে তা সহীহ হবে এবং যে নামাযগুলি কাযা হয়েছে তার মধ্যে তারতীব রক্ষা করাও ওয়াজিব হবে না (বেহেশতী জেওর)।

➢ কারো যদি ছয় ওয়াক্ত বা ততোধিক পূর্বের যমানার কাযা থাকে, তারপর রীতিমত নামাযী হয় এবং বহুকাল পরে হঠাৎ এক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায় তবে সেও সাহিবে তারতীব থাকবে না । এই কাযা রেখে ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করলে ওয়াক্তিয়া নামায সহীহ্ হয়ে যাবে (বেহেশতী জেওর)।

১৭নং অধ্যায় ঃ
তারাবীহ্ নামাযের বিবরণ

তারাবীহ্ শব্দের অর্থ

তারাবীহ্ নামায মূলে রয়েছে কিয়ামু শাহ্রি রামাযান শব্দ । অর্থাৎ রমযান মাসের কিয়াম অর্থাৎ তারাবীহ'র নামায। তারাবীহ্ শব্দটি আরবী তারবীহাতুন (تَرْوِيْحَةٌ) এর বহুবচন। তারাবীহ্ অর্থ হচেছ, ক্ষণিক বিশ্রাম। রমযান মাসে ইশার নামাযের পর এ নামাযের প্রতি চার রাকআতের পরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কিছু সময় বিলম্ব ও বিশ্রাম নিতেন। তাই ফকীহগণ এ নামাযের নামকরণ করেছেন সালাতুত তারাবীহ। কিন্তু হাদীসের ভাষায় সালাতুত তারাবীহ্ বলে কোন শব্দ নেই । বরং হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, মান্ ক্বা-মা রামাদা-না ঈমানান ওয়া

www.amarboi.org

ইহ্তিসা-বান গুফিরালাহু মা-তাক্বাদ্দামা মিন্ জাম্বিহি। অর্থ্যাৎ যে ব্যক্তি রমজান মাসে ঈমান ও ইখলাছের সাথে কিয়াম করবে, তার পূর্বকৃত সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত নববী(রঃ) মুসলিম শরীফের শরাহে লিখেছেন, কিয়াম শব্দটি দ্বারা মূলত সালাতুত তারাবীহকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তারাবীহ নামায রমজানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তারাবীহ্ নামাযের হুকুম

ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এর মতে তারাবীহ্ নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। একদা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) কে তারাবীহ নামায এবং এ সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রহঃ) এর ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বললেন, তারাবীহ্ নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তারাবীহ্ নামায সম্পর্কে নিজের মনগড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি এবং তিনি বেদআতীও ছিলেন না অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে তিনি নূতন কোন কিছু আবিষ্কার করেন নি। তিনি তাঁর সাথে বিদ্যমান মূল দলীলের ভিত্তিতে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট হতে অবগতির সূত্রেই তারাবীহ্ নামাযের জন্য জামাআতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তারাবীহ্ নামাযের ফযীলত

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) রমযান মাসের নামায কায়িম করার জন্যে উৎসাহ প্রদান করতেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে খুব তাগিদ করতেন না বরং এরূপ বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে রমযান মাসে কিয়াম করবে (অর্থাৎ তারাবীহ্ নামায আদায় করবে) তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করা হবে।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের উপর রমযান মাসে দিনের বেলায় রোযা ফরয করেছেন এবং উহার রাত্রি বেলায় (তারাবীহ্) নামায সুন্নাত করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইখলাসের সাথে এ মাসে দিনের বেলায় যথাযথ রোযা রাখবে এবং রাত্রিতে কিয়াম করবে (অর্থাৎ তারাবীহ নামায আদায় করবে) তার পূর্বকৃত সকল (সগীরা) গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।

www.amarboi.org

তারাবীহ্ নামাযের জামাআত

তারাবীহ্ নামায জামাআতে আদায় করা সুন্নাত হওয়া নবী (সাঃ) এর কাওলী ও আমলী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ(সাঃ) নিয়মিত তারাবীহ নামায জামাআতে আদায় করতেন না । তিনি কয়েকদিন জামাআতে তারাবীহ্ আদায় করেছিলেন ; আর ঘরে তিনি একাকী তাআদায় করতেন । বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযান মাসের কয়েক রাত্রিতে বের হন এবং লোকদের সাথে নিয়ে তারাবীহ নামায আদায় করেন । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিয়মিত তারাবীহ্ নামায জামাআতে আদায় না করার কারণ ব্যক্ত করে বলেছেন, আমি নামাযের প্রতি এবং তা আমার সংগে জামাআতে আদায় করার প্রতি তোমাদের প্রচন্ড আগ্রহ প্রত্যক্ষ করেছি, তবুও অন্যান্য রাতের ন্যায় আমি বের হই নি। আমার আশংকা হল যে, তা তোমাদের প্রতি ফরয করে দেয়া হবে, আর ফরয করে দেয়া হলে তোমরা তা যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে না (মিশকাত)। পরবর্তীতে তাঁর ওফাতের পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর খিলাফতকাল এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফত কালের প্রথম দিকে লোকেরা রামযান মাসের রাতে একাকী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মসজিদে সমবেত হয়ে জামাআতে তারাবীহ নামায আদায় করতেন । অতঃপর হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁদের জন্য একজনকে ইমাম নির্ধারিত করে সকলকে এক জামাআতে তারাবীহ্ আদায়ের ব্যবস্থা করে দিলেন সে থেকে সকলে এক জামাআতে বিশ রাকআত তারাবীহ্ নামায আদায় করতেন। এ ঘটনা ছিল সকল সাহাবীর উপস্থিতিতে। কেউই এতে অসম্মতি প্রকাশ করেন নি । পরবর্তী যুগের তাবিয়ীগণ, তাবে-তারিয়ীগণ, মুজতাহিদ ও ইমামগণসহ সকলেই তারাবীহ্ নামাযের এর পদ্ধতি মেনে নিয়েছেন এবং তদনুযায়ী আমল করেছেন । যেহেতু উম্মতের উপর ফরয হবার আশংকা আর নেই, তাই খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তারাবীহ জামাআতে আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন । সুতরাং এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাতের পরিপন্থী নয় ।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণের নিকট তারাবীহ্ নামায একাকী ঘরে আদায় করা উত্তম । আর জামাআতে আদায় করা জায়িয । তাঁদের মতে, তারাবীহ্ নামায জামাআতে আদায় করা জায়িয আছে এ বিষয়টি উম্মতকে বুঝানোর জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে মাঝে জামাআতে তারাবীহ আদায় করেছেন ।

www.amarboi.org

অপর দিকে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রমুখ ইমামগণের নিকট তারাবীহ নামায ঘরে একাকী আদায় করা জায়িয আছে, তবে জামাআতে আদায় করা উত্তম । হানাফী মতে, তারাবীহ নামায জামাআতে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়াহ । অর্থাৎ কোন মহল্লাহর মসজিদে তারাবীহ নামায জামাআতে আদায় করা হলে মহল্লাহর সকলেই জামাআতের দায় মুক্ত হবে এবং সকলেরই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে । আর যদি মহল্লাহর কোথাও জামাআতের ব্যবস্থা করা না হয় এবং মহল্লাবাসীরা একাকী যার যার তারাবীহ আদায় করে নেই তাহলে সকলেই জামাআতের সুন্নাত বর্জনের দায়ে দায়ী ও গোনাহগার হবে ।

একদা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) তাঁর উস্তাদ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) কে তারাবীহ নামায এবং এ সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রহঃ) এর ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জবাবে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বললেন, তারাবীহ নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ । হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তারাবীহ নামায সম্পর্কে নিজের মনগড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি এবং তিনি বেদআতীও ছিলেন না অর্থাৎ দ্বীনের ব্যাপারে তিনি নূতন কোন কিছু আবিষ্কার করেন নি। তিনি তাঁর সাথে বিদ্যমান মূল দলীলের ভিত্তিতে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট হতে অবগতির সূত্রেই তারাবীহ নামাযের জন্য জামাআতের ব্যবস্থা করেছিলেন ।

তারাবীহ নামাযের রাকআত সংখ্যা

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে তারাবীহ নামায বিশ রাকআত। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও ইহা গ্রহণ করেছেন । ইবনে হাব্বানের কিতাবে হযরত জাবির (রাঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে সাথে নিয়ে তারাবীহ আট রাকআত আদায় করেছিলেন । কিন্তু ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফ এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তারাবীহ বিশ রাকআত আদায় করেছিলেন । অবশ্য কোন কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসকে সনদগত দিক দিয়ে যয়ীফ বলেছেন কিন্তু এর মর্ম সহীহ । কেননা ইমাম বায়হাকীর এক সহীহ বর্ণনায় আছে, হযরত উমর (রাঃ) , হযরত উসমান (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) এর যুগে তারাবীহ বিশ রাকআত আদায় করা হতো ।

এখানে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হচেছ এ যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি তারাবীহ বিশ রাকআত না-ই আদায় করতেন তাহলে তাঁরা তারাবীহ বিশ রাকআত আদায়

www.amarboi.org

করতে কোন অবস্থাতেই সাহস করতেন না এবং অপর সাহাবীগণও চুপ থাকতেন না । তাঁরা হয়তো অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতেন । সুতরাং বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) প্রথম দিকে তারাবীহ্ আট রাকআত আদায় করতেন এবং শেষের দিকে বিশ রাকআত আদায় করেছেন । ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এটিই গ্রহণ করেছেন ।

সুতরাং তারাবীহ্ নামায বিশ রাকআত হওয়ার ব্যপারে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) হতে সমকাল পর্যন্ত সর্বযুগের মুসলিম উম্মাহ ও মুজতাহিদ ইমামগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন (রাদ্দুল মুহতার)।

তারাবীহ্ নামাযের সময়

তারাবীহ্ নামাযের সময় ইশার নামাযের পর হতে ফজরের ওয়াক্ত হবার অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত । বিতির নামাযের আগে ও পরে তারাবীহ্ পড়া যায় । তবে বিতিরের আগে পড়া উত্তম ।

তারাবীহ্ নামাযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআতাই সালাতিত্ তারাবীহ, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার ।

(জামাআতে ইমামের পিছনে নামায আদায় করা হলে সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা এর পরে বলবে "ইকতাদাইতু বিহাজাল ইমাম" অতঃপর বাকী অংশ বলবে)।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে তারাবীহ্ নামাযের দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার জন্য এ ইমামের ইকতিদা করলাম- আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

চার রাকআত তারাবীহর পর দু'আ

আমাদের দেশে প্রতি চার রাকআত তারাবীহর পর বসে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করা হয়ে থাকে । এ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রশংসা করা হয়েছে । কিন্তু এ দু'আ পাঠ করা জরুরী নয় এবং এটি নামাযের কোন অংশও নয়। এ দু'আ পাঠ না করে চুপচাপ বসে থাকলেও কোন গোনাহ্ হবে না । এ দু'আ কোন হাদীসে উল্লেখ নেই । কিন্তু এ দু'আ এমন ভাবে পাঠ করা হয় যে, মনে হয় এটি ওয়াজিব, আসলে তা নয় । তবে এ দু'আ পাঠ করা ভাল । কেউ কেউ হয়তো আছেন, এ দু'আ মুখস্ত পড়তে পারেন না বলে তারাবীহ নামাযেই যান না, এটি মারাত্মক অজ্ঞতা এবং ভ্রান্ত ধারণা।

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ
رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ ঃ সুবহা-না জিল মুলকি ওয়াল মালাকূ-তি সুবহা-না জিল ইয্যাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল জাবারু-তি সুবহানাল মালিকিল হায়্যিল্লাযী লা- ইয়ানা-মু ওয়ালা- ইয়ামূ-তু আবাদান আবাদান সুব্বু-হুন কুদ্দু-সুন রাব্বুনা-ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়াররুহ্।

অর্থ ঃ দৃশ্য ও অদৃশ্য লোকের মালিক যিনি আমি তারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি । মান সম্মানের অধিপতি, ত্রাস সঞ্চারক, ক্ষমতাবান, গৌরবান্বিত এবং প্রবল ও প্রতাপশালী যিনি- আমি তারই মহিমা ঘোষণা করছি । আমি সেই চিরনজিব মহা প্রভুর প্রশংসা করছি যিনি কখনও নিদ্রায় যান না এবং যার কখনো মৃত্যু নেই । তিনি চির পবিত্র ও সম্পূর্ণ নিষ্কলংক । তিনি আমাদের, সমুদয় ফিরিশতাগণের এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর রব (প্রতিপালক) ।

তারাবীহ্ নামাযের মুনাজাত

আমাদের দেশে তারাবীহ্ নামায শেষে নিম্নলিখিত মুনাজাত করা হয়ে থাকে । কিন্তু এটি কোন হাদীস নয় এবং এ মুনাজাত করতে হবে এমন কোন কথাও নয়।

www.amarboi.org

নামায শেষে যে কোন ভাবে মুনাজাত করা যায় কিংবা মুনাজাত না করেও চলে যাওয়া যায় । মুনাজাত নামাযের কোন অংশ নয়।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ
بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ
اَللّٰهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউ-যুবিকা মিনা ন্না-রি ইয়া-খা-লিকুল জান্নাতি ওয়ান্না-রি বিরাহমাতিকা ইয়া-আযীযু, ইয়া-গাফ্‌ফা-রু, ইয়া-কারীমু, ইয়া-সাত্তা-রু, ইয়া-রাহীমু, ইয়া-জাব্বা-রু, ইয়া-খা-লিকু, ইয়া-বাররু, আল্লা-হুম্মা আজিরনা মিনান্না-রি ইয়া-মুজীরু, ইয়া-মুজীরু, ইয়া-মুজীরু বিরাহমাতিকা ইয়া-আরহামার রা-হিমীন ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমরা তোমারই নিকট জান্নাত কামনা করি এবং দোজখ হতে মুক্তি প্রার্থনা করি । হে জান্নাত ও দোজখের স্রষ্টা, হে প্রবল পরাক্রমশালী, হে ক্ষমাকারী, হে দয়াবান, হে দোষক্রুটি আচছাদনকারী, হে করুণাময়, হে প্রতাপশালী, হে মহান সৃষ্টিকর্তা, হে সৎকর্মশীল আল্লাহ ,আমাদের প্রতি করুণা কর । হে আল্লাহ, হে ত্রানকর্তা, হে মুক্তিদাতা, হে রক্ষাকারী, হে দয়াল শ্রেষ্ঠ দয়ালু, নিজ করুণায় আমাদেরকে অগ্নি হতে উদ্বার কর ।

তারাবীহ্ নামায আদায় করার নিয়ম

ইশার নামায আদায় করার পর অর্থাৎ ইশার চার রাকআত ফরয, অতঃপর দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করার পর তারাবীহ নামায দু'রাকআত দু'রাকআত করে নিয়্যাত করে পড়তে হয় । এভাবে দশ সালামে মোট বিশ রাকআত আদায় হবে। একাকী দু'রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার যে নিয়ম রয়েছে, তারাবীহ্ নামায আদায়ের নিয়মও একই। শুধু নিয়্যাত করবে তারাবীহ্ নামাযের। আরবীতে নিয়্যাত করা জরুরী নয় । বাংলায় নিয়্যাত করলেও চলবে । এতে সওয়াবে কোন কমতি হবে না । একাকী নামায আদায়ের ক্ষেত্রে দু'রাকআতের নিয়্যাত করার পর প্রতি রাকআতে সূরা পড়তে হবে । আর জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে কোন সূরা কিরাআত পড়বে না । মনোযোগ সহকারে ইমামের কুরআন তিলাওয়াত শুনবে । দু'রাকআত শেষে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ এবং দু'আ মাসূরা পড়ে দু'দিকে সালাম ফিরায়ে পুনরায় দু'রাকআতের নিয়্যাত

www.amarboi.org

করবে । চার রাকআত নামায আদায় হলে কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নিবে । বিশ্রাম নেয়া মুস্তাহাব । বিশ্রামের সময় উপরোক্ত দু'আ বা অন্য যে কোন দু'আ বা তাসবীহ্ পাঠ করা যায় । তবে এ দু'আ পড়তেই হবে এমন নয় । চুপ করে বসে থাকলেও কোন গুনাহ্ বা নামাযের কোন ক্ষতি হবে না । আমাদের দেশে কেউ কেউ আছেন, যারা এসকল দু'আ জানেন না বলে নামাযেই যেতে চান না । এটা মারাত্মক ভুল এবং অজ্ঞতা । এ সকল দু'আ ও মুনাজাত নামাযের কোন অংশ নয়। প্রতি চার রাকআত নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা যায়। তবে বিশ রাকআতের পর বিতিরের পূর্বে মুনাজাত করা উত্তম ।

ইশার নামায কিংবা তারাবীহ্ নামায ছুটে গেলে করণীয়

তারাবীহ্ নামাযের পূর্বে ইশার নামায অবশ্যই আদায় করতে হবে । ভুলক্রমে ইশার নামায না পড়ে তারাবীহ্ ও বিতির পড়ে থাকলে পুনরায় ইশা, তারাবীহ্ ও বিতির পর্যায়ক্রমে আদায় করতে হবে ।

ইশার জামাআত হয়ে যাওয়ার পর কেউ মসজিদে এলে সে প্রথমে একাকী ইশার নামায আদায় করে নিবে এবং পরে তারাবীহর জামাআতে শরীক হবে । জামাআতে তারাবীহ্ নামাযের দু' চার রাকআত ছুটে গিয়ে থাকলে মুকতাদী বিতির নামায ইমামের সংগে জামাআতে আদায় করার পর একাকী ছুটে যাওয়া তারাবীহ্ আদায় করবে । তবে একাধিক ব্যক্তির এরূপ অবস্থা হয়ে থাকলে তারা বিতিরের পর স্বতনএ জামাআত করেও ছুটে যাওয়া তারাবীহ্ নামায আদায় করতে পারে । কেননা, তারাবীহ্ নামাযের ওয়াক্ত বিতিরের পরেও বিদ্যমান থাকে । সুতরাং ছুটে যাওয়া তারাবীহ্ আদায়ের জন্য বিতিরের জামাআত ছেড়ে দেওয়া অনুচিত ।

কোন কারণে তারাবীহ্ নামায বাতিল হয়ে গেলে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তা পুনঃ আদায়ের সময় থাকে ।

তারাবীহ্ নামাযে কুরআন খতম করা

রমযান মাসে তারাবীহ্ নামাযে একবার কুরআন শরীফ খতম করা সুন্নাত, দু'বার খতম করা ফযীলতপূর্ণ । মূলত কুরআন শরীফ খতম করাই তারাবীহ্ নামাযের সুন্নাত পদ্ধতি । মুসাল্লীদের অলসতা বা অহেতুক অনীহার কারণে এ সুন্নাত বর্জন করা যাবে না । তবে শরয়ী ওযরের কারণে খতমে তারাবীহ্ না পড়ে সূরা তারাবীহ্ পড়া জায়িয আছে ।

www.amarboi.org

সূরা তারাবীহ্

তারাবীহ্ নামাযে কুরআন শরীফ পূর্ণ খতম না করে সূরা দিয়ে প্রতিদিনের তারাবীহ্ পড়াকে সূরা তারাবীহ্ বলা হয় । শরয়ী ওযরের কারণে খতমে তারাবীহ না পড়ে সূরা তারাবীহ্ পড়া জায়িয আছে । সূরা তারাবীহতে ন্যূনতম একটি দীর্ঘ আয়াত অথবা তিনটি ছোট আয়াত অথবা এক একটি সূরা তিলাওয়াত করার দ্বারা তারাবীহ্ নামায আদায় হয়ে যাবে । কুরআন শরীফের যে কোন স্থান হতে যে কোন আয়াত বা সূরা পড়া যেতে পারে ।

সূরা ফীল হতে সূরা নাস পর্যন্ত দশটি সূরা দিয়ে বিশ রাকআত আদায় করা জায়িয আছে । অর্থাৎ একবার সূরা ফীল হতে সূরা নাস পর্যন্ত এক এক সূরা দিয়ে এক এক রাকআত করে মোট দশ রাকআতের পর দ্বিতীয় বার পুনরায় সূরা ফীল হতে শুরু করে সূরা নাস পর্যন্ত পড়ে বিশ রাকআত সমাপ্ত করা জায়িয । অথবা সূরা ফীল হতে সূরা নাস পর্যন্ত দশটি সূরার এক একটি এক রাকআতে এবং অপর রাকআতে সূরা ইখলাস পড়ে বিশ রাকআত নামায শেষ করা যায় । মনোযোগ ও রাকআত সংখ্যা স্থির রাখার সুবিধার্থে ফকীহ্ ও আলেমগণ এ পদ্ধতি পছন্দ করেছেন ।

তারাবীহ্ নামাযের বিবিধ মাসাইল

- যে সন্ধ্যায় রমযান মাসের চাঁদ দেখা যাবে সে রাতে তারাবীহ্ শুরু হবে এবং যে সন্ধ্যায় ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা যাবে সে রাতে বন্ধ হবে ।
- তারাবীহ নামাযে ভুলক্রমে দ্বিতীয় রাকআতের পর দাঁড়িয়ে গেলে এবং তৃতীয় রাকআতে দাঁড়ানো অবস্থায় তা স্মরণ হলে তখনই বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে নামায সম্পন্ন করে নিবে । তৃতীয় রাকআতের সিজদা করার পর স্মরণ হলে এবং তৃতীয় রাকআতেই বসে সাহু সিজদা করতঃনামায শেষ করলে তা দু'রাকআত তারাবীহ্ আর এক রাকআত বাতিল বলে গণ্য হবে ।
- ইমামের কুরআন তিলাওয়াতের সময় মুকতাদীর বসে বসে অপেক্ষা করা এবং রুকুর পূর্বক্ষণ অথবা রুকুতে ইমামের সংগে শরীক হওয়ার অভ্যাস করা মাকরুহ ।
- তারাবীহ নামাযে তাড়াহুড়া করা, অতি দ্রুত ও অস্পষ্ট তিলাওয়াত, কম সময়ে নামায পড়ার ব্যতিব্যস্ততা, যথাযথ নামাযের আহকাম ও রুকন আদায় না করা মাকরুহ । খতমে তারাবীহতে তিলাওয়াতকালে কোন আয়াত বা সূরা ছুটে

www.amarboi.org

গেলে পরবর্তী রাকআতে ছুটে যাওয়া আয়াত ও সূরা হতে পুনরায় পড়ে আসা মুস্তাহাব ।

➢ ওযর ব্যতীত তারাবীহ্ নামায বসে আদায় করা মাকরূহ্ । কেননা এ নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সাধারণ নফল নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ খতমে তারাবীহর কারণে তারাবীহর জামাআত অত্যন্ত ছোট হওয়ার বা জামাআত না হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সূরা তারাবীহর জামাআত করা বান্চনীয় । কেননা একেবারে জামাআত না হওয়ার চেয়ে সূরা তারাবীহর জামাআত হওয়াই উত্তম (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ রমযান মাসে তারাবীহর পর বিতির নামায আদায় করা হয়, এ কারণে শুধু রমযান মাসের জন্য বিতির জামাআতে আদায় করার বিধান রয়েছে । কেননা, সাহাবীগণ রমযানে তারাবীহর পর বিতিরও জামাআতে আদায় করেছেন । রমযান মাস ব্যতীত অন্য মাসে বিতির জামাআতে আদায় করার বিধান নেই ।

➢ ইশার নামায জামাআতে আদায় না করলে তারাবীহর নামাযও জামাআতে আদায় করা জায়িয হবে না । কারণ তারাবীহ ইশার তাবে (অনুগামী), কাজেই ইশার চেয়ে তারাবীহর সম্মান বেশী করা জায়িয নহে ।

১৮নং অধ্যায় ঃ ঈদের নামাযের বিবরণ

ঈদের পূর্ব রাত্রে নফল ইবাদত করার ফযীলত

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পুণ্যের আশায় দুই ঈদের রাত জেগে ইবাদত করবে, তার অন্তর সে দিন মরবে না, যে দিন অন্যান্য মানুষের অন্তর মরে যাবে । (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তার অন্তর যিন্দা ও সজীব থাকবে)- ইবনে মাযাহ ।

ঈদের দিনের ফযীলত

হযরত আউস আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ঈদুর ফিতরের দিন সকালে সকল ফিরিশতা রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন, হে মুসলিমগণ, তোমরা দয়ালু প্রতিপালকের দিকে আস । উত্তম প্রতিদান ও অনেক সওয়াব প্রাপ্তির জন্য আস ।

www.amarboi.org

তোমাদের রাত্রিবেলার নামাযের নির্দেশ দেয়া হলে তোমরা সে নির্দেশ মেনে নামায আদায় করেছ । তোমাদেরকে দিনগুলোতে রোযা রাখতে বলা হলে তোমরা সে নির্দেশও পালন করেছ, এক মাস রোযা রেখেছ । গরীব দুঃখীদের পানাহারের মাধ্যমে নিজ প্রতিপালককে তোমরা পানাহার করিয়েছ । এখন নামায পড়ার মাধ্যমে এগুলোর প্রতিদান ও পুরস্কার গ্রহণ কর । ঈদের নামায পড়ার পর ফিরিশতাগণের মাঝে একজন ঘোষণা দেন, শোন নামায আদায়কারীরা, তোমাদেরকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মাফ করে দিয়েছেন, সকল গুনাহ থেকে মুক্ত অবস্থায় নিজ নিজ আবাসে ফিরে যাও । আর শোন, এ দিনটি হচেছ পুরস্কার প্রদানের দিন । আসমানে এ দিনের নামকরণ করা হয়েছে পুরষ্কারের দিন· (তাবারানী) ।

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার বিবরণ

প্রত্যক জাতিরই আনন্দ ও খুশীর জন্য নির্দিষ্ট কিছু দিন রয়েছে । আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মুসলমানদের জন্যও তেমনি বছরে দু'টি দিন নির্ধারিণ করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচেছ, ঈদুল ফিতর যা রমযান মাসের রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে উদ্‌যাপন করা হয় । অপরটি হচেছ, ঈদুল আযাহা যা যিলহাজ্জ মাসের দশম তারিখে পালন করা হয় । এ দু'টি দিনে শরীয়াতের সীমার মধ্য থেকে আনন্দ করার সুযোগ রয়েছে এবং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া স্বরুপ দু'রাকআত করে নামায আদায়ের বিধান দিয়েছেন ।

দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদের নামায ওয়াজিব করা হয় । ঈদের নামাযের বিধান অবতীর্ন হওয়ার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি বছর ঈদের নামায আদায় করতেন । খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও কেউ তা বাদ দেননি ।

ঈদের দিনের সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ

➢ নিজ মহল্লাহর মসজিদে ফজরের নামায আদায় করা ।
➢ মিসওয়াক করা ।
➢ গোসল করা ।
➢ খুশবু লাগানো ।
➢ সাদাকায়ে ফিতর যার উপর ওয়াজিব তা নামাযের পূর্বেই আদায় করে দেয়া ।
➢ সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোষাক পরিধান করা ।
➢ খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা ।

www.amarboi.org

➢ ঈদের ময়দানে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খাওয়া, আর ঈদুল আযহার দিন কুরবানীর পূর্বে কিছু না খাওয়া ।

➢ সামর্থ অনুযায়ী দান সাদাকা করা ।

➢ যথাশীঘ্র ঈদগাহে গমন করা ।

➢ পায়ে হেঁটে ঈদগাহে এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা ।

➢ ঈদগাহে যাওয়ার সময় চুপে চুপে তাকবীরে তাশরীক বলা । অর্থাৎ আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু; আকবার আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হামদ ।

➢ কুরবানী ঈদের দিন যে লোক নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী করবে তার জন্য ঈদের নামায ও কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পর নখ ও লোম কাটা মুস্তাহাব । যিল হাজ্জের চাঁদ উঠার পর হতে কুরবানী না করার পূর্ব পর্যন্ত নখ চুল ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব ।

ঈদের দিনে কিছু খাওয়া

ঈদুল ফিতরের দিনে (রোযার ঈদে) মিষ্টি জাতীয় কোন কিছু খেয়ে ঈদের নামাযে যাওয়া সুন্নাত । অপর দিকে ঈদুল আযহায় (কুরবানীর ঈদে) নামায আদায়ের পর কুরবানী করে খাওয়া সুন্নাত । এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত বুরায়দা আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু খেয়ে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হতেন, আর ঈদুল আযহার দিনে নামায আদায় না করে কিছু খেতেন না (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদুল ফিতরের দিনে কয়েকটি খেজুর খেয়ে নামাযের জন্যে বের হতেন , আর তা তিনি বিজোড় খেতেন (সহীহ বুখারী) ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতেনঃ আল্লাহ নিজে বিজোড় এবং তিনি বিজোড়কে ভালবাসেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সকল কাজ বিজোড় করা সম্ভবপর তা বিজোড়ই করতেন ।

ঈদের নামাযের হুকুম

ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) বিভিন্ন হাদীস পর্যালোচনা করে বলেছেন, ঈদের নামায ওয়াজিব । ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এরও একই অভিমত । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) এর মতে সুন্নাত । সূর্যোদয়ের কিছু পর হতে সূর্য স্থির হবার (অর্থাৎ মাথার উপরে আসার) পূর্ব পর্যন্ত

www.amarboi.org

ঈদের নামাযের সময় । ঈদের নামায দু'রাকআত। ঈদের নামায বড় ঈদগাহে (মাঠে) আদায় করা সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ(সাঃ) সর্বদা ঈদের নামায মাঠে আদায় করতেন । তবে শরয়ী সম্মত কোন ওযর থাকলে ঈদের নামায মসজিদেও আদায় করা যায় । যেমনঃ বড় মাঠ না পাওয়া কিংবা মাঠে মুসাল্লিগণের স্থান সংকুলান না হওয়া কিংবা বৃষ্টি হলে ইত্যাদি । হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত,এক ঈদের দিনে সেখানে বৃষ্টি হল । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করলেন (আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ)।

ঈদুল ফিতর নামাযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তায়া-লা রাকআতাই সালা-তি ঈদিল ফিত্‌রি মাআ'সিত্তাতি তাকবীরা-তি ওয়াজিবুল্লা-হি তায়া-লা ইকতাদাইতু বিহা-জাল ইমা-মি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি- আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ঈদুল ফিতরের দুই রাকআত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবীরের সাথে এ ইমামের পিছনে আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

ঈদুল আযহা নামাযের নিয়্যাত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লা-হি তায়া-লা রাকআতাই সালা-তি ঈদিল আযহা মাআ'সিত্তাতি তাকবীরা-তি ওয়াজিবুল্লা-হি তায়া-লা ইকতাদাইতু বিহা-জাল ইমা-মি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি- আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ঈদুল আযহার দুই রাকআত ওয়াজিব নামায ছয় তাকবীরের সাথে এ ইমামের পিছনে আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

ঈদের নামায আদায়ের নিয়মাবলী

- প্রথমে ইমামের পিছনে ক্বিবলামুখী হয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াবে । কাতারের মাঝখানে কোন ফাঁকা রাখবে না । অতঃপর আরবী অথবা বাংলায় ঈদের নামায আদায়ের নিয়্যাত করবে ।
- অতঃপর দুই কান পর্যন্ত দুই হাত উঠাবে । ইমামের তাকবীর বলার পর তাকবীর বলে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে অন্যান্য নামাযের ন্যায় তাহরীমা বাধঁবে । এ তাকবীরকে বলা হয় তাকবীরে তাহরীমা ।
- অতঃপর সানা অর্থাৎ সুবহানাকাল্লাহুম্মা দু'আ পাঠ করবে ।
- এরপর ইমামের তাকবীর বলার পর তাকবীর বলে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উঠাবে । এরপর হাত ছেড়ে রাখবে এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ার পরিমাণ অপেক্ষা করবে (এটি হচেছ প্রথম তাকবীর)।
- অতঃপর আবার ইমামের তাকবীর বলার পর তাকবীর বলে অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উঠাবে এবং হাত ছেড়ে রাখবে এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ার পরিমাণ অপেক্ষা করবে (এটি হচেছ দ্বিতীয় তাকবীর)।
- অতঃপর পুনরায় ইমামের তাকবীর বলার পর তাকবীর বলে দুই হাত দুই কান পর্যন্ত উঠাবে । এবার নাভীর উপর হাত বাঁধবে (এটি হচেছ তৃতীয় তাকবীর)।
- অতঃপর ইমাম আস্তে আস্তে পূর্ণ আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর উচচ স্বরে সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা পাঠ করবেন এবং মুকতাদীগণ কোন সূরা পাঠ করবে না বরং ইমামের কিরাআত মনোযোগ সহকারে শ্রবন করবে ।
- ইমাম সূরা পড়ার পর অন্য সকল নামাযের ন্যায় রুকু সিজদার মাধ্যমে প্রথম রাকআত সম্পন্ন করবেন এবং তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় রাক[illegible] উদ্দেশ্যে দাঁড়াবেন ।
- অতঃপর ইমাম সূরা ফাতিহা পড়বেন এবং এর সাথে অন্য কোন সূরা মিলাবেন আর মুকতাদীগণ তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে ।
- এরপর ইমাম অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবেন । প্রত্যেক তাকবীরের সময় দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাবেন এবং প্রতিটি তাকবীরের পর হাত ছেড়ে রাখবেন। হাত ছেড়ে রাখা অবস্থায় তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ার পরিমাণ অপেক্ষা করবেন। মুকতাদীগণও ইমামের সাথে অতিরিক্ত তিনটি তাকবীর বলবে । প্রত্যেক তাকবীরের সময় দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাবে এবং তিনবার সুবহানাল্লাহ পড়ার পরিমাণ সময় হাত ছেড়ে রাখবে।

www.amarboi.org

➢ অতঃপর এভাবে হাত ছেড়ে রাখা অবস্থাতেই ইমাম চতুর্থবার তাকবীর বলে রুকুতে চলে যাবেন এবং এরপর যথারীতি সিজদা, আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করে নামায শেষ করবেন । মুকতাদীগণও অন্যান্য নামাযের ন্যায় ইমামের ইকতিদা করবে ।

ঈদের নামাযে ভুল হলে মাসআলা

ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর বলা ওয়াজিব । যদি ছয় তাকবীর বলা না হয় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (বাহরুর রাইক)। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে ঈদের নামাযে একটি তাকবীর ভুলে আদায় না করলেও সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে (জখীরাহ)। ঈদের তাকবীরসমূহ আদায় করতে যদি ইমাম ভুল করেন, এমন কি তাকবীর আদায় ছাড়াই রুকুতে চলে যান তাহলে পুনরায় দাঁড়িয়ে তাকবীর আদায় করবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

ঈদের জামাআতে বিলম্বে শরীক হলে করণীয়

➢ ইমাম প্রথম রাকআতে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলার পর কিরাআত পড়ার সময় কোন লোক জামাআতে এসে শরীক হলে সে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে নিবে । এ সময় তাকে হাত উঠাতে হবে ।

➢ ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় কেউ যদি জামাআতে শরীক হয় তাহলে তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলার জন্য যদি প্রবল ধারণা হয় যে, দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলার পরও ইমামকে রুকু অবস্থায় পাওয়া যাবে তাহলে সে তাকবীরগুলো বলার পরই রুকুতে যাবে । যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় না পাওয়ার আশংকা হয় তাহলে তাকবীরে তাহরীমা বলার সাথে সাথে সে রুকুতে চলে যাবে এবং রুকুতে থাকা অবস্থায় রুকুর তাসবীহ পাঠ না করে তাকবীরগুলো বলবে । এ সময় হাত উঠাতে হবে না । বরং হাত দু'টো হাঁটুতেই ধরা থাকবে । যদি রুকুতে তিন তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম দাঁড়িয়ে যান তাহলে তাকেও ইমামের অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে। এক্ষেত্রে তার জন্য অবশিষ্ট তাকবীরগুলো বলতে হবে না ।

➢ ইমাম রুকু হতে দাঁড়ানোর পর কেউ যদি ঈদের জামাআতে শরীক হয় তাহলে তাকে ঐ সময় ঐ রাকআতের অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতে হবে না । ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকে মাসবূক হিসাবে এই রাকআতটি আদায় করতে হবে এবং তখন অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলতে হবে ।

www.amarboi.org

➢ যদি কেউ দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআত পড়ার সময় জামাআতে শরীক হয় তাহলে সে দ্বিতীয় রাকআততো যথারীতিই পেল, প্রথম রাকআতটি আদায় করার সময় কিরাআতের পর তিন তাকবীর বলবে ।

ঈদের নামাযের বিবিধ মাসাইল

➢ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায ওয়াজিব।এ উভয় নামায দুই রাকআত । প্রত্যেক নামাযে মোট ছয়টি করে অতিরিক্ত তাকবীর বলা ওয়াজিব । তন্মধ্যে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে তিনটি এবং দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের পর রুকুতে যাবার পূর্বে তিনটি তাকবীর বলতে হবে ।

➢ ঈদের নামাযের দু' রাকআতে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলার স্থলে ইমাম যদি আরো বেশী সংখ্যক তাকবীর বলেন তাহলে দু'রাকআতে তেরবার বলা পর্যন্ত ইমামের অনুসরণ করা হবে । কেননা তেরবার তাকবীর বলা কোন কোন ইমামের মাযহাব রয়েছে । তেরবারের অধিক তাকবীর বলা হলে ইমামের ভুল বলে পরিগণিত হবে (উমাদাতুল ফিকহ্)।

➢ ইমাম যদি প্রথম রাকআতে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতে ভুলে যান এবং কিরাআত পড়া শুরু করে দেন তাহলে কিরাআতের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিনি তাকবীরগুলো বলবেন । যদি রুকুতে যাওয়ার পর তাকবীর না বলার বিষয়টি স্মরণ হয় তাহলে রুকুতে থাকা অবস্থাতেই তাকবীরগুলো বলবেন । তাকবীরগুলো বলার জন্য তাকে রুকু থেকে উঠতে হবে না বা পুনরায় কিরাআত পড়তে হবে না । ইমাম যদি দ্বিতীয় রাকআতে তাকবীরগুলো বলতে ভুলে গিয়ে রুকুতে চলে যান তাহলে রুকুতেই তিনি তাকবীরগুলো বলবেন (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

➢ নামায সম্পন্ন করার পর ইমাম মিম্বরে উঠে মুকতাদগিণের দিকে ফিরে দু'টি খুতবা পড়বেন । এ দু'টি খুতবার মাঝে জুমুআর খুতবার ন্যায় তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় বসা সুন্নাত ।

তাকবীরে তাশরীক

যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখ (ঈদের আগের দিন) ফজরের পর থেকে তের তারিখ আসরের পর পর্যন্ত এ পাঁচ দিন প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব । তাকবীরে তাশরীক হচেছ ঃ

আল্লা-হু আকবার,আল্লা-হু আকবার; লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ্‌ ।

www.amarboi.org

উপরোক্ত পাঁচ দিনকে বলা হয় আইয়্যামে তাশরীক অর্থাৎ তাশরীকের দিন। উল্লেখিত পাঁচ দিন ব্যতীত অন্য সময়ে তাকবীর পড়া ওয়াজিব নয়। উচ্চস্বরে অন্তত একবার পড়া ওয়াজিব আর তিনবার পড়া উত্তম। তাকবীর পড়ার সময় প্রতিটি আকবার শব্দে থেমে থেমে পড়া উত্তম।

মুসাফির ও মহিলাদের জন্য তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব নয়। কিন্তু মুসাফির যদি মুকীম ইমামের ইকতিদা করে তাহলে তাকবীর বলা ওয়াজিব। তাকবীর ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হচেছ ঃ (১) মুকীম হওয়া, (২) শহর বা শহররূপে গন্য এমন স্থান হওয়া, (৩) পুরুষ হওয়া, (৪) ফরয নামায হওয়া এবং (৫) জামাআত হওয়া।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে, ফরয আদায়কারী প্রত্যেক নামাযীর জন্য তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। অতএব, মহিলা, মুসাফির ও একাকী নামায আদায়কারী প্রত্যেকেই তাকবীর পড়বে। তাই সতর্কতা হিসাবে সকলেরই তাকবীর পড়া উচিত (দুররুল মুখতার)।

মহিলাদের ঈদের নামায প্রসংগে

দ্বিতীয় হিজরীতে ঈদের নামায ওয়াজিব হয়। সে সময় মুসলমানদের জামাআত ও তাদের সংখ্যাধিক্য প্রকাশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদগাহে মহিলাদের উপস্থিত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর আমাদের সকল আনসারী মহিলাদের একটি ঘরে একত্র করা হলো এবং সেখানে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কে পাঠানো হলো। তিনি ঘরের দরজায় এসে আমাদের উদ্দেশ্যে সালাম দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। তিনি আপনাদের সকলকে ঈদের নামাযে অংশ নিতে ঈদগাহে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। তাতে ঋতুমতী ও সদ্যবয়স্কা মহিলারাও অংশ নিবে (সহীহ্ আবূ দাউদ)।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে রয়েছে, সকল পর্দানশীল মহিলাকে ঈদগাহে যাবার নির্দেশ দেয়া হল। ঋতুমতী মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তারা এই উত্তম কাজটিতে অংশ নিবে এবং জামাআতে শরীক হবে। এরপর এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল, কারো যদি বের হবার জন্য যথেষ্ট কাপড় না থাকে তাহলে সে কি করবে? উত্তর করলেন, তার কোন বান্ধবী তাকে কাপড় দিবে (আবূ দাউদ)।

www.amarboi.org

উল্লেখিত হাদীসসমূহে মহিলাদের জন্য ঈদের নামায জরুরী ভিত্তিতে ঈদগাহে আসার নির্দেশ বুঝায় না বরং মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যই মূল উদ্দেশ্য হওয়া প্রতীয়মান হয় । তাই ঋতুমতী ও সদ্যবয়স্কা মেয়েদেরও উপস্থিত হতে হয়েছে, অথচ তাদের উপর নামায নেই । তারা শুধু পিছনে একত্র হয়ে থাকবে ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে তাঁর পিছনে নামায আদায় করার জন্য আকাঙ্খা পোষণ করতেন এবং মদীনায় মসজিদে নববীতে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে মহিলাদের মসজিদে এসে যথারীতি জামাআতের মাধ্যমে নামায আদায় করার ব্যবস্থাও ছিল । পরবর্তীতে যখন পর্দার বিধান নাযিল হয় তখন অনেক পুরুষই ধর্মীয়, সামাজিক ও আত্মমর্যাদার জন্য মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়া কিংবা মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করা পছন্দ করতেন না । তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাদের মসজিদে যেতে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন । তবে তিনি মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করেননি । বরং তিনি মহিলাদের জন্যে ঘরে নামায আদায় করাকেই উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন । কারণ মহিলাদের ঘরের বাইরে যাওয়াটা ভবিষ্যতে ফিৎনার সৃষ্টি হতে পারে ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিওনা। তবে তাদের ঘরগুলোই তাদের জন্যে উত্তম (সহীহ আবূ দাউদ)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , রাসূলুল্লাহ(সাঃ) যদি দেখতেন যে, আজকাল মেয়েলোকেরা তাদের জীবনধারায় কি পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে আসার ব্যাপারে নিষেধ করে দিতেন, যেমন (এ কারণে) বনী ইসরাঈদের মহিলাদেরকে (তাদের ইবাদতখানায় আসতে) নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল (সহীহ বুখারী)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে সাহাবায়ে কিরাম তথা মুসলমানদের চরিত্র এমন উন্নতভাবে গড়ে উঠেছিল যে, তাঁরা পাপকে এবং আখিরাতকে অত্যধিক ভয় করত । তাই সাহাবায়ে কিরামগণের মধ্যে কেউ যদি কোন পাপ কাজ করে ফেলতেন তাহলে সাথে সাথে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ(সাঃ) , আমাকে শাস্তি দিন কারণ আমি পাপ করে ফেলেছি । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন যেখানে প্রতিটি নারী তাদের পূর্ণ অধিকার লাভ

www.amarboi.org

করেছিল । রাত্রির অন্ধকারে তারা একাকী পথ চলতে পারত । তাদের নিরাপত্তার উপর আঘাত করার সাহস কেউ পেত না । তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর যুগে মহিলাদের মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করাটা কোন দোষনীয় ব্যাপার ছিল না ।

পরবর্তীতে আস্তে আস্তে মুসলমানদের ঈমান দূর্বল হতে থাকে । পাপ ও আখিরাতের শাস্তির প্রতি ভয় কমে যেতে থাকে। নারীদের জীবনধারায় এসে যায় পরিবর্তন । তাই হযরত উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফত কালে মহিলাদের মসজিদে জামাআতে নামায আদায়ের জন্য আসা নিষেধ করা হয় । তখন তাতে কোন সাহাবীই আপত্তি উথথাপন করেননি । এ নিষেধাজ্ঞার উপর সাহাবায়ে কিরামের ইজমা হয়েছিল । বিষয়টি উম্মুহাতুল মুসলিমীন হযরত মা আয়েশা (রাঃ) এর কর্ণগোচর হলে তিনি উপরে উল্লেখিত হাদীসের কথাগুলো বলেছিলেন ।

সুতরাং বর্তমান যুগে মানুষের যে নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে এবং আমরা সামাজিক বিপর্যয়ের যে স্তরে নেমে এসেছি , এ অবস্থায় মহিলাদের জামাআতে নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে যাওয়া কিংবা জুমুআর নামাযে শরীক হওয়া কিংবা ঈদের নামায আদায়ের জন্যে ঈদগাহে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই । বর্তমান এ ফিৎনার যুগে মহিলাদের ঈদের নামাযে যাওয়ার কোনভাবেই সুযোগ দেয়া যায় না। এটাই হক্কানী অধিকাংশ বিজ্ঞ আলিম ও ফিকাহবিদগণের মতামত । মহিলাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয় । তবে তারা যদি ঈদের নামায পড়ে তবে তা আদায় হবে । কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের পর্দার ব্যাপারে অবশ্য সতর্ক থাকতে হবে । পুরুষের সাথে যেন কোন মেলামেশা না হয়,ফিতনা ফাসাদের সৃষ্টি না হয়। সুগন্ধি ব্যবহার করবে না এবং কোন সাজগোজও করবে না । তবে এভাবে পর্দার যথাযথ ব্যবস্থা সর্বত্র সর্বদা সম্ভব নয়, উপরন্ত ঈদের দিনে মহিলারা অলংকারাবৃতা ও সুসজ্জিতা হয়ে থাকে বলে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভ তাই মহিলাদের ঈদের জামাআতে শরীক হওয়ার কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করে তা থেকে নিরুৎসাহিত করাকেই ওলামায়ে কিরাম উত্তম বলে মত পোষণ করেছেন ।

www.amarboi.org

১৯নং অধ্যায় ঃ
জানাযার নামাযের বিবরণ

মুসলমানের ছয়টি হক

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ এক মুসলমানের অপর মুসলমানের উপর ছয়টি হক রয়েছে । তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেগুলো কি কি ? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ (১) যখন তার সাক্ষাত পাবে, সালাম দিবে, (২) যখন সে তোমাকে দাওয়াত করবে, দাওয়াত কবূল করবে, (৩) যখন সে তোমার নিকট কল্যান কামনা করবে, তার কল্যান করবে, (৪) যখন সে হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বলবে, জবাবে ইয়ারহামু কাল্লা বলবে, (৫) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাবে এবং (৬) সে যখন মৃত্যু বরণ করবে তার জানাযাহ ও দাফনে যোগ দিবে (সহীহ মুসলিম) ।

মৃত্যুর কথা বেশী বেশী করে স্মরণ করা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা দুনিয়ার সকল স্বাদ বিনাশকারী বস্তু (অর্থাৎ মৃত্যুর কথা) বেশী করে স্মরণ কর (সহীহ তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দিবা রাত্রি অন্তত ২০ বার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে সে ব্যক্তি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করলেও শাহাদাতের সাওয়াব লাভ করবে (বায়হাকী)।

রোগ দ্বারা মুমিনের গুনাহ্ মাফ হয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে কোন মুসলমানের জীবনে রোগ এবং অন্য যে কোন বিপদ ও কষ্ট আসে, মহান আল্লাহ এর বিনিময়ে তার গুনাহগুলো এভাবে ঝেরে ফেলেন, যেভাবে বৃক্ষ তার পাতাগুলো ঝেরে ফেলে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) ।

হযরত রামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন রোগ ব্যাধির আলোচনা করলেন । তিনি বললেনঃ মুমিন ব্যক্তির যখন কোন অসুখ হয়, তারপর মহান আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন তখন এ রোগ ব্যাধি তার

www.amarboi.org

অতীতের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য এটা তার কাছে এক বিরাট উপদেশ হয়ে থাকে । পক্ষান্তরে মুনাফিক ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়, তারপর রোগমুক্ত হয় তখন সে ঐ উটের মত থেকে যায়, যাকে তার মালিক রশিতে বেঁধে রাখল তারপর ছেড়ে দিল (অর্থাৎ এর দ্বারা তার অতীত ও ভবিষ্যতের কোন উপকারই হয় না)। সে বুঝতেই পারে না যে, মালিক তাকে কেন বেঁধে রেখেছিল এবং কেনইবা আবার ছেড়ে দিল (আবূ দাউদ)।

মুমূর্ষু ব্যক্তির যা করণীয়

যে ব্যক্তির মৃত্যু অতি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে তাকে শরীআতের পরিভাষায় মুমূর্ষু ব্যক্তি বলা হয় ।

- মুমূর্ষু ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি নেক ধারণা পোষণ করবে । সে নিজের সুস্থতার সময় আল্লাহর যতখানি রহমত ও ক্ষমার আশা পোষণ করতো শয্যাশায়ী অবস্থায় তার চেয়ে অধিক লাভ করবে বলে আশা পোষণ করবে ।
- প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর যিকির করবে এবং কালিমা পাঠ করবে ।
- তার নিকট যদি কারো পাওনা থাকে তাহলে তা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে আদায় করে দেয়ার জন্য অসীয়্যাত করবে ।
- উপস্থিত সবার নিকট হতে ক্ষমা চেয়ে নিবে ।
- মুমূর্ষু ব্যক্তি তার উত্তরাধিকারীগণকে অসীয়্যাত করবে যেন তার মৃত্যুর পর তার কাফন দাফন সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী হয় ।
- মুমূর্ষু ব্যক্তি বেশী বেশী করে তাওবা ইস্তিগফার করবে ।

মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত লোকদের করণীয়

মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকবে তারা

- মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালিমার তালকীন দিবে (অর্থাৎ তাকে দ্রুত কালিমা মনে করিয়ে দিবে)।
- তার শয্যাপাশে কুরআন তিলাওয়াত করবে ।
- তাকে তাওবা করাবে এবং বেশী করে আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দিবে ।
- তাকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে শোয়াবে ।
- পানি কিংবা শরবত দিয়ে তার কণ্ঠনালী ভিজিয়ে রাখবে ।
- আল্লাহর প্রতি তার ধারণা সুন্দর রাখবে ।
- তার মৃত্যু হলে উপস্থিতগণ তার হাত পা সোজা করে দিবে, চক্ষু বন্ধ করে দিবে, মুখ যেন হা করে না থাকে তার জন্য একখন্ড কাপড় দিয়ে চিবুক থেকে

www.amarboi.org

মাথা পর্যন্ত বেঁধে দিবে এবং পাগুলো যেন ফাঁক না হয়ে থাকে তজ্জন্য দু'পা জোড়াভাবে একত্রিত করে কোন গামছা কিংবা কাপড় দ্বারা বেঁধে দিবে । তারপর সম্পূর্ণ শরীর একটি চাদর দিয়ে আবৃত করে দিবে ।

➢ তার মৃত্যুর পর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদেরকে তার মৃত্যুর কথা জানিয়ে দিবে, মৃতের ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবে এবং যথাশীঘ্র তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে ।

কারো মৃত্যুতে বিলাপ করে কান্নাকাটি করা নিষেধ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে দুটি স্বভাব রয়েছে, যেগুলো তাদের জন্য কুফরীতুল্য ঃ (১) বংশ নিয়ে খোটা দেয়া এবং (২) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করে কাঁদা (সহীহ মুসলিম)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি (শোকের সময়) গালে চপেটাঘাত করে, জামার বুক ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলী যুগের প্রথানুযায়ী হায় হায় করে, সে আমাদের মধ্যে নয় (সহীহ বুখারী)।

সুতরাং মৃতের জন্য বিলাপ করা, চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, ক্ষোভে পরিধেয় পোষাক ছিন্ন করা, নিজ শরীরে আঘাত করা ইত্যাদি মাকরুহ তাহরীমী ।

বিলাপ ব্যতীত কান্নাকাটি করা দোষনীয় নয়

বিলাপ ব্যতীত অশ্রু নির্গত করে নিঃশব্দে ক্রন্দন করা দোষনীয় নয় । তবে সকল পরিস্থিতিতে ধৈর্য্যধারণ করাই উত্তম (ফতোয়ায়ে আলমগীরী) । প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যুতে স্বাভাবিক কান্না আসবে, অশ্রু বের হবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় । এটা মানুষের মায়া মমতা ও স্বভাবগত ব্যাপার । কারো যদি মায়া মমতা ও স্বভাবগত কারণে কান্না আসে এবং অশ্রু বের হয় তাহলে তাকে চরমভাবে বাধা না দিয়ে নীরবে কাঁদার সুযোগ দেয়া উচিত । কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে কাঁদতে না পারলে তা মস্তিকের জন্য বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে । এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কথা । কারো মৃত্যুতে নিঃশব্দে অশ্রু বের হওয়া মমতাবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর সাথে লৌহকার আবূ সাইফের বাড়ীতে গেলাম । আবূ সাইফ ছিল (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পুত্র) ইবরাহীমের ধাত্রী (খাওলা বিনতে মুনযির) এর স্বামী । রাসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

(সাঃ) ইবরাহীমকে কোলে নিলেন, তাকে চুমু খেলেন এবং গালে নাক রাখলেন । তারপর আরেকবার আমরা তার এখানে গেলাম । ইবরাহীম তখন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন । (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দু'চোখ অশ্রু প্রবাহিত করতে লাগল । আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) তখন বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনিও এমন করছেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হে আউফের পুত্র, এটা হচেছ মমতা ও ভালবাসার নিদর্শন । তারপর আবার তিনি অশ্রুপাত করলেন এবং বললেনঃ চোখ অশ্রুপাত করছে, আর অন্তর ব্যথিত হচেছ । তবে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে এমন কিছু আমি বলছি না । আর হে ইবরাহীম, তোমার বিরহে আমি সত্যিই ব্যথিত ।(সহীহ বুখারী) ।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মাসনূন তরীকা

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মাসনূন তরীকা এই যে,

প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে ইস্তিনজা করাবে । তবে হাতে কাপড় পেঁচানো ব্যতীত তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত জায়গা স্পর্শ করবে না এবং এর প্রতি দৃষ্টিও দিবে না। হাতে নেকড়া জাতীয় কিছু মুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ের নীচে হাত প্রবেশ করাবে এবং প্রথমে ঢিলা দ্বারা তারপর পানির দ্বারা ইস্তিনজা করাবে । এরপর ওযুর জায়গাসমূহ ওযুর তারতীব অনুসারে ধৌত করে দিবে । কিন্তু কুলি কিংবা নাকে পানি দেয়া বা হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক নয় । প্রথমে মুখমন্ডল ধৌত করে দিবে, তারপর ক্রমে ডান হাত ও বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে দিবে । এরপর মাথা মাসেহ করাবে । এরপর ডান পা, তারপর বাম পা ধৌত করবে । এ সময় আংগুলে ভিজা পাতলা কাপড় পেঁচিয়ে দাঁতসহ মুখের ভিতর এবং নাকের ভিতর পরিষ্কার করবে । কিন্তু মৃত বাক্তি যদি হায়িয নিফাস কিংবা জুনূবী অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে তাহলে উক্ত পদ্ধতিতে মুখের ভিতর ও নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো জরুরী । মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পূর্বেই তার নাকে ও কানে তুলা জাতীয় জিনিস ঢুকিয়ে রাখবে যেন ছিদ্র পথে গোসলের পানি প্রবেশ করতে না পারে । এরুপে ওযু শেষ করার পর লাশের মাথা সাবান দ্বারা ধৌত করবে । তারপর মৃতকে বাম কাতে শোয়ায়ে ডান পার্শ্বের উপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি ঢালবে । তারপর পুনরায় ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বেও অনুরুপভাবে পানি ঢালবে । এভাবে গোসল শেষে গোসলদাতা নিজের শরীরের সংগে ঠেস লাগিয়ে মৃতকে সামান্য বসাবে এবং পেটের উপর হাত দিয়ে মৃদু চাপ দিবে এতে পেট থেকে কোন মল বের হলে তা মুছে ধুয়ে নিবে । এতে পূর্বের ওযু কিংবা গোসল নষ্ট হবে না । তারপর মৃতকে বাম কাতের উপর শোয়ায়ে তার মাথা

www.amarboi.org

পা পর্যন্ত তিনবার কর্পূরের পানি ঢালবে । অতঃপর শুকনা কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ভালভাবে মুছে কাফন পরাবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে, পুরুষ ব্যক্তি পুরুষ ব্যতীত অন্যকে গোসল দিতে পারবে না । অনুরুপভাবে মহিলারা মহিলা ব্যতীত অন্যকে গোসল দিতে পারবে না, কিন্তু স্ত্রী তার মৃত স্বামীকে গোসল দিতে পারবে । মহিলাদের জন্য না-বালিগ ছেলেদের গোসল দেয়া জায়িয আছে । অনুরুপভাবে পুরুষদের জন্যও না-বালিগা মেয়েকে গোসল দেয়া জায়িয আছে ।

স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে একে অন্যকে দেখা ও গোসল দেয়া

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তার স্বামীকে দেখতে, নিজ হাতে গোসল দিতে এবং কাফন পরাতে পারবে । এটা জায়িয আছে (বেহেশতী জেওর)।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার মৃত স্ত্রীকে দেখতে পারবে । মৃত স্ত্রীকে দেখা এবং কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লাগানো জায়িয আছে (বেহেশতী জেওর) । কিন্তু মৃত স্ত্রীকে স্বামী কোন অবস্থায়ই গোসল দিতে কিংবা আবরণ ব্যতীত স্পর্শ করতে কিংবা চুম্বন করতে পারবে না । স্বামী কর্তৃক তার মৃত স্ত্রীর লাশ দেখা, খাট কাঁধে লওয়া, খাট বহন করা জায়িয (দুররুল মুখতার, ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

উপরোক্ত বিষয়ে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত এ কথাটি স্পষ্ট যে, স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবিত স্ত্রী তাকে দেখতে, নিজ হাতে গোসল দিতে এবং কাফন পরাতে পারবে । এটা জায়িয । এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই । অপরদিকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জীবিত স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবে না এবং কাপড় ব্যতীত খোলা হাতে স্পর্শও করতে পারবে না । কিন্তু তার লাশ দেখতে, কাপড়ের উপর দিতে স্পর্শ করতে, খাট বহন করতে , খাট কাঁধে করে কবর স্থানে নিয়ে যেতে এবং লাশ কবরে নামাতে পারবে। এমনকি স্বামী তার স্ত্রীর লাশ কবরে নামিয়ে দাফনও করতে পারবে । কেননা লাশতো তখন কাফনের কাপড়ে ঢাকাই থাকে ।

কিন্তু আমাদের দেশের কিছু কিছু এলাকায় একটি জঘন্য কুসংস্কার এবং ভ্রান্ত আকিদা আছে যে, স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তার মৃত স্বামীকে দেখতে পারবে না, আর স্ত্রী মারা গেলে স্বামীও তার মৃত স্ত্রীকে দেখতে পারবে না । তাই স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে অন্য ঘরে তাড়িয়ে দেয়া হয় কিংবা অন্য ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়। আবার স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকেও উপস্থিত লোকেরা মৃত স্ত্রীর নিকটে আসতে দেয় না । এটা শরীয়াতের মাসআলার পরিপন্থীই শুধু নয়, এ যেন এক

www.amarboi.org

চরম নিষ্ঠুরতা । যাকে নিয়ে সারাটা জীবন একত্রে কাটানো হয়েছে , যার জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নায় অপরজন ছিল অংশীদার, যারা ছিল একজন আর একজনের জীবনসংগী - আজ ইহকালীন শেষ মুহূর্তে তাকে একটি নজর দেখার সুযোগ দেয়া হবে না, সুখ দুঃখ ও হাসি কান্না বিজরিত অতীত স্মৃতিগুলো স্মরণ করে মৃত স্বামী বা স্ত্রীর আত্মার মাগফিরাতের জন্য দয়াবান করুণাময় মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দু'ফোটা অশ্রু ফেলার সুযোগ দেয়া হবে না - এ যেন এক চরম নিষ্ঠুরতা বৈকি । ইসলাম শান্তির ধর্ম । ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয় উদারতা, মমতাবোধ ও সহানুভূতি। ইসলাম মানুষকে নিষ্ঠুরতার শিক্ষা দেয় না । আমাদের সমাজের এসকল কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকিদা দূর করার দায়িত্ব আমাদের সবার ।

মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরানোর মাসনূন তরীকা

পুরুষের জন্য সুন্নাত কাফন তিনটি । যথাঃ লেফাফা (চাদর), ইযার ও কামীস (কোর্তা) । লেফাফা (চাদর) মৃত ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত এবং তার চেয়ে এক দেড় হাত লম্বা হবে যাতে মাথার দিক ও পায়ের দিক সুতা দিয়ে বাঁধা যায় । ইযার মৃত ব্যক্তির মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হবে, তবে লেফাফার চেয়ে হাত খানিক ছোট হবে । কামীস গলা থেকে পায়ের টাখনূর উপর পর্যন্ত লম্বা হবে । কামীসে কল্লী কিংবা আস্তিন হয় না । শুধু মাঝখান থেকে কিছু অংশ ছিড়ে মাথা ঢুকানোর ব্যবস্থা করতে হয় ।

মহিলাদের সুন্নাত কাফন পাঁচটি । যথা ঃ লেফাফা, সীনাবন্দ, ইযার, উড়না এবং কামীস। মহিলাদের যেহেতু জীবিত অবস্থায় অতিরিক্ত কাপড় বাবহার করতে হয়, তাই মৃত্যুর পর কাফনেও তাদের কাপড় সংখ্যা বেশী ব্যবহার করতে হয় । অতিরিক্ত কাপড়ের মধ্যে - উড়না দেড় হাত চওড়া ও তিন হাত লম্বা একখানা বস্ত্রখন্ড, আর সীনাবন্দ লম্বায় বগলের নীচ থেকে উরু পর্যন্ত চওড়ায় এতটুকু পরিমাণ হবে যতটুকুর দ্বারা দু'পাশ বাঁধা যায় । মহিলাদের কাফন যদি পাঁচটি না দিয়ে লেফাফা, উড়না এবং ইযার -এই তিনখানা কাপড় দেয়া হয় তবে তাও জায়িয হবে ।

কাফন পরানোর নিয়ম ঃ

খাটের উপর সর্ব প্রথমে অর্থাৎ নীচে লেফাফা (চাদর), তার উপর ইযার বিছাবে । অতঃপর কামীসের (কোর্তার) নীচের পাট বিছাবে, উপরের পাট গোছায়ে মাথার নিকটে রেখে দিবে । তারপর মৃত ব্যক্তিকে গোসলের পানি মুছে একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে আস্তে এনে কাফনের উপর চিৎ করে শোয়াবে এবং

www.amarboi.org

কামীস পরায়ে দিবে । তারপর মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ হয় তাহলে কামীসের উপর প্রথমে ইযার, তারপর লেফাফা লেপটায়ে দিবে (বাম পার্শ্ব আগে লেপটাবে অর্থাৎ নীচে থাকবে)। আর যদি মহিলা হয় তাহলে তার চুলগুলি দু' ভাগ করে ডানে বামে কামীসের (কোর্তার) উপর দিয়ে বুকের উপর রেখে দিবে এবং উড়না দিয়ে মাথা ঢেকে ঐ দু' দিকে দু'ভাগ চুলের উপর উড়নার কাপড়খানা রেখে দিবে । এই কাপড়ে গিরাও দিবে না এবং চুলের সাথে পেঁচাবেও না । তারপর ইযারের বাম পার্শ্ব (মৃতের বাম পার্শ্ব) আগে উঠাবে এবং ডান পার্শ্ব পরে উঠায়ে তার উপর রাখবে, তারপর সীনাবন্দ দ্বারা সীনা পেঁচায়ে দিবে । অতঃপর লেফাফা (চাদর) পেঁচায়ে দিবে- বাম পার্শ্ব নীচে এবং ডান পার্শ্ব উপরে থাকবে । তারপর একটি সূতা দিয়ে কাফনের পায়ের দিক এবং আর একটি সূতা দিয়ে মাথার দিক বেঁধে দিবে । কোন কিছু দিয়ে কোমরের দিকে এক বাঁধ দিয়ে দিলে ভাল হয়- যাতে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় খুলে না যায় । কবরে রেখে এইসব বাঁধ খুলে দিবে।

জানাযার নামাযের হুকুম

ইসলামী পরিভাষায় কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তার লাশ উপস্থিত রেখে মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে জীবিতগণ যে নামায আদায় করেন তাকে সালাতুল জানাযা তথা জানাযার নামায বলে । জানাযার নামায ফরযে কিফায়া । অর্থাৎ জীবিতদের কেউ সম্পাদন করলে সকলেই দায়িত্ব হতে মুক্ত হবে, আর কেউই সম্পাদন না করলে সকলেই গুনাহগার হবে । মৃতকে গোসল দান ব্যতীত জানাযা আদায় করা জায়িয নয় । গোসল দান ব্যতীত কবরে রাখা হলে উঠায়ে গোসল দিতে হবে কিন্তু মাটি দেয়া হয়ে গেলে উঠানো হবে না । জানাযার নামাযে রুকু, সিজদা বা বসে তাশাহহুদ নেই । জানাযার নামাযের উদ্দেশ্য হল, মৃত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দু'আ করা । জানাযার নামাযে তাকবীরগুলো বলা ফরয আর দু'আ পড়া সুন্নাত ।

জানাযার নামাযের ফযীলত

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়্যাতে কোন মুসলমানের লাশের অনুগমন করেছে এবং জানাযার নামায আদায করা পর্যন্ত তার সাথে রয়েছে এবং তাকে দাফন করেছে সে যেন দু'ই কীরাত (এক দিনারের বিশ ভাগের এক ভাগ) সওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে অথচ প্রত্যেক কীরাত হচেছ উহুদ পাহাড় বরাবর । আর যে

www.amarboi.org

ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করেছে, অতঃপর দাফন করার পূর্বে প্রত্যাবর্তন করেছে, সে এক কীরাত নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

জানাযার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী

১। মৃত ব্যক্তি মুসলমান হওয়া, অমুসলিমের উপর জানাযার নামায নেই।
২। মৃত ব্যক্তির শরীর ও কাফন হাকীকী ও হুকমী নাপাকী হতে পবিত্র হওয়া।
৩। মৃতদেহের সতর আবৃত থাকা।
৪। মৃতদেহ মুসাল্লীদের সম্মুখের দিকে হওয়া।
৫। মৃতদেহের শরীরের অংশ কিংবা অর্ধেকের বেশী অংশ কিংবা মস্তকসহ অর্ধেক অংশ উপস্থিত থাকা।
৬। মৃতদেহ ভূমির উপরে থাকা।
৭। ইমাম না-বালিগ না হওয়া।
৮। ইমাম মৃতদেহের শরীরের কোন এক অংশের বরাবরে দাঁড়ানো।

জানাযার নামাযের ওয়াক্ত

জানাযা যখন উপস্থিত হয় তখনই জানার্যার নামায পড়ার ওয়াক্ত। ঐ ওয়াক্তটি যদি নিষিদ্ধ ওয়াক্ত হয় তাহলে বিলম্ত করে নিষিদ্ধ সময় অতিক্রান্ত হবার পর জানাযা আদায় করতে হবে। এছাড়া জানাযা নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়াক্ত নেই। ফজরের নামাযের পর সূর্য উঠার আগে কিংবা আসরের নামাযের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে জানাযার নামায পড়া জায়িয আছে। এ সময়গুলোতে নফল নামায পড়া মাকরুহ বটে, কিন্তু জানাযার নামায মাকরুহ নয়। জানাযার নিষিদ্ধ ওয়াক্ত তিনটি। যথাঃ সূর্য উদয়ের সময়, দ্বিপ্রহরের সময় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়। রাত্রিকালে জানাযার নামায পড়া এবং লাশ দাফন করা জায়িয। হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে রাত্রেই দাফন করা হয়েছিল। এছাড়া হযরত ফাতিমা (রাঃ) সহ অনেক সাহাবীর দাফন কার্য রাত্রেই হয়েছিল।

জানাযার নামাযের সুন্নাতসমূহ

১। ইমাম মাইয়্যিতের (মৃতের) বুক বরাবরে দাঁড়ানো। মাইয়্যিত পুরুষ হউক বা মহিলা হউক।
২। প্রথম তাকবীরের পর সানা পাঠ করা।
৩। দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ পাঠ করা।
৪। তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়্যিতের জন্য দু'আ করা।

www.amarboi.org

জানাযার নামায আদায়ের মাসনূন তরীকা

জানাযার নামায আদায়ের মাসনূন তরীকা নিম্নরূপ ঃ

মাইয়্যিতকে ক্বিবলার দিকে মুসাল্লীদের সামনে রেখে ইমাম মাইয়্যিতের সীনা বরাবর দাঁড়াবেন । মাইয়্যিত পুরুষ হউক বা মহিলা হউক । মাইয়্যিতকে উত্তর দক্ষিণ করে অর্থাৎ মাইয়্যিতের মাথা উত্তরে এবং পা দক্ষিণে রাখবে । অতঃপর জানাযার নামাযের জন্য সকলে নিয়্যাত করবে ।

জানাযার নামাযের নিয়্যাত

নিয়্যাত আরবীতে করা জরুরী নয় । কেউ আরবীতে নিয়্যাত করতে চাইলে তা নিম্নরূপ ঃ نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضَ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উআদ্দিয়া লিল্লাহি তায়ালা আরবা' তাকবীরা-তি সালা-তিল জানা-যাতি ফারদুল কিফা-ইয়াতি আস্‌সানা-উ লিল্লা-হি তায়া-লা-ওয়াস্‌সালা-তি আ'লান্ নাবিয়্যি ওয়াদ্দুআ'উ লিহা-জাল মায়্যিতি মুতাওয়াজ্‌জিহান ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতি- আল্লাহু আকবার ।

মাইয়্যেত মহিলা হলে لِهٰذَا الْمَيِّتِ (লি হা-জাল মায়্যিতি) এর স্থলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ (লি হা-জিহিল মায়্যিতি) বলতে হবে । ইমামের পিছনে জানাযা আদায়ের সময় লিহা-জাল মাইয়্যিতি এর পরে বলবে ইকতাদাইতু বিহা জাল ইমাম এরূপ নিয়্যাত করে একবার 'আল্লাহু আকবার' বলে (উপরে আরবী নিয়্যাতের সাথে বলা আছে) উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে নিবে । তারপর তাকবীর তাহরীমার ন্যায় হাত বেঁধে নিম্নোক্ত সানা পাঠ করবে ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে এ মাইয়্যেতের জন্য দু'আ হিসেবে জানাযার ফরযে কিফায়া নামায চার তাকবীরের সাথে এ ইমামের পিছনে আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

সানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

www.amarboi.org

উচচারণ ঃ সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাস্ মুকা ওয়া তাআ'-লা- জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা ওয়া লা-ইলা-হা গাইরুক ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি কতই না পবিত্র । তোমার প্রশংসা করছি । তোমার নাম বরকতময় । তোমার গৌরব সুমহান । তোমার প্রশংসা সর্বশ্রেষ্ঠ । তুমি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নেই ।

তারপর আবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে কিন্তু হাত উপরে উঠাবে না । তাকবীর বলার পর নিম্নোক্ত দরুদে ইব্‌রাহীম পাঠ করবে ।

দরুদে ইব্‌রাহীম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সাল্লি আ'লা-মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা-সাল্লাইতা আ'লা- ইব্রা-হী-মা ওয়া আ'লা-আ-লি ইব্রা-হী-মা ইন্নাকা হামী-দুম্ মাজীদ । আল্লা-হুম্মা বা-রিক আ'লা-মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা-বা-রাকতা আ'লা-ইব্রা-হী-মা ওয়া আ'লা-আ-লি ইব্রা-হী-মা ইন্নাকা হামীদুম মাজী-দ ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, তুমি অনুগ্রহ কর মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর- যেভাবে অনুগ্রহ করেছ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান । হে আল্লাহ, তুমি বরকত দান কর মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর- যেভাবে বরকত দান করেছ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর । নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান ।

তারপর হাত না উঠিয়ে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলবে এবং মাইয়্যেত যদি বালিগ পুরুষ কিংবা মহিলা হয় তবে নিম্নোক্ত জানাযার দু'আ পাঠ করবে ।

www.amarboi.org

জানাযার দু'আ

মাইয়্যিত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলা হলে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ -

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মাগফির লিহায়্যিনা- ওয়া মায়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা-ইবিনা- ওয়া সাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া জাকারিনা- ওয়া উন্‌সা-না- আল্লা-হুম্মা মান্‌ আহ্‌ ইয়াইতাহু-মিন্না-ফাআহ্‌ইহি আ'লাল ইসলা-মি ওয়া মান্‌ তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না-ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আ'লাল ঈমা-ন ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, স্ত্রী সকলকে মেহেরবানী করে মাফ করে দাও । হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য হতে যাকে তুমি জীবিত রাখ, ইসলামী আদর্শের উপর জীবিত রাখিও । আর যাকে মৃত্যু দাও তাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করিও ।

উপরোক্ত দু'আর সাথে হাদিসে বর্ণিত অন্যান্য দু'আও পাঠ করা যায় । মাইয়্যিত **নাবালিগ ছেলে হলে** নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে ।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا -

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ্‌আ'লহু লানা-ফারাতাও ওয়াজ্‌আ'লহু লানা-আজ্‌রাও ওয়া জুখরাও ওয়াজ্‌আ'লহু লানা-শা-ফিআও ওয়া মুশাফ্‌ফআ'ন ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এ নিস্পাপ শিশুকে (ছেলেটিকে) আমাদের জন্য সুপারিশকারী, অগ্রদূত হিসেবে বানাও, আমাদের জন্যে পুঁজি ও আখিরাতের সওয়াবের উছিলা বানাও এবং আমাদের জন্যে সুপারিশকারী বানাও, আমাদের জন্য তার সুপারিশ কবূল করিও ।

www.amarboi.org

মাইয়্যিত নাবালিগ মেয়ে হলে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً -

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ্আ'লহা- লানা-ফারাতাও ওয়াজ্আ'লহা- লানা- আজ্রাও ওয়া জুখরাও ওয়াজ্আ'লহা- লানা-শা-ফিআতাও ওয়া মুশাফ্ফআ'তান।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, এ নিষ্পাপ শিশুকে (মেয়েটিকে) আমাদের জন্য সুপারিশকারী অগ্রদূত হিসেবে বানাও, আমাদের জন্যে পুঁজি ও আখিরাতের সওয়াবের উছিলা বানাও, আমাদের জন্যে সুপারিশকারী বানাও এবং আমাদের জন্য তার সুপারিশ কবূল করিও।

এরুপ দুআ পড়ার পর চতুর্থবার 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শেষ করার ন্যায় ডানদিকে এবং বাম দিকে সালাম ফিরাবে। জানাযার নামাযে রুকু, সিজদা, কুরআন তিলাওয়াত কিংবা আত্তাহিয়্যাতু নেই।

জানাযার নামায আদায় ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য একই রকম। কেবল পার্থক্য এতটুকু যে, ইমাম তাকবীরগুলো এবং উভয় দিকের সালামদ্বয় উচচস্বরে বলবে আর মুক্তাদীগণ নিঃশব্দে উচচারণ করবে। জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য তাকবীর বলার সময় হাত উপরের দিকে উঠাতে নেই।

জানাযার নামাযে বিলম্বে আসলে হুকুম

কেউ যদি এসে দেখে যে, জানাযার নামায শুরু হয়ে গিয়েছে তখন অন্যান্য নামাযের ন্যায় আসা মাত্রই তাকবীর তাহরীমা বলে জামাআতে শরীক হওয়া উচিত নয়। বরং তাকে পুনরায় ইমামের তাকবীর বলার অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর ইমাম যখন দ্বিতীয় বারের তাকবীর বলবেন তখন আগন্তুক মাসবুক ব্যক্তি (বিলম্বে আসা ব্যক্তি) তাকবীর বলে জামাআতে প্রবেশ করবে। এই দ্বিতীয় তাকবীর মাসবুকের জন্যে তাকবীরে তাহরীমা রুপে গণ্য হবে। এভাবে ইমাম যখন নামায শেষ করে সালাম ফিরাবেন তখন মাসবূক সালাম ফিরাবে না। সে মাইয়্যিতকে স্থান থেকে উঠানোর পূর্বেই নিজের যে কয়টি তাকবীর ছুটে গিয়েছিল সেগুলো আদায় করে ডান দিকে ও বাম দিকে সালাম ফিরাবে এবং নামায শেষ করবে। ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলোর পর দু'আ পড়ার মত অবকাশ না থাকলে তখন দু'আ না

www.amarboi.org

পড়ে শুধু তাকবীরগুলোই উচচারণ করে সালাম ফিরাবে । কারণ দু'আ পড়া সুন্নাত আর তাকবীর বলা ফরয । কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফের মতে মাসবূক আসা মাত্রই অন্যান্য নামাযের ন্যায় তাকবীর তাহ্রীমা বলে জামাআতে শরীক হবে, অপেক্ষা করবে না । ইমামের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট তাকবীরগুলো বলবে (যদি থাকে) । ফতোয়া এর উপরই ।

একাধিক মাইয়্যিতের এক সংগে জানাযা

যদি একাধিক জানাযা একসংগে উপস্থিত হয় তখন তাদের জন্য একত্রিতভাবে কিংবা পৃথকভাবে জানাযার নামায পড়া যায় । হানাফী মাযহাব মতে ইমামের ইখতিয়ার থাকবে যে, তিনি ইচেছ করলে প্রত্যেকের নামায পৃথকভাবে অথবা সকলের নামায একত্রিতভাবে আদায় করতে পারেন । সকলের জানাযা একসংগে আদায়ের ক্ষেত্রে লাশগুলোকে একজনের পাশে অপর জনকে এরূপভাবে রাখবে যে, সকলের মাথা ও পা এক বরাবর থাকে ।

যদি পুরুষ, মহিলা, নাবালিগ ছেলে, নাবালিগ মেয়ে ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর মাইয়্যিত থাকে তাহলে তারা যে তারতীবে ইমামের পিছনে ইকতিদা করত সে তারতীব অনুসারে তাদেরকে সম্মুখে স্থাপন করবে । সেমতে প্রথমে পুরুষদের লাশ, তারপর নাবালিগ ছেলেদের, তারপর খুনসাদের, তারপর মহিলাদের, তারপর নাবালিগ মেয়েদের লাশ রাখা হবে । ইমাম তাদের সীনা বরাবর দাঁড়াবেন । যদি লাশগুলোকে লম্বালম্বিভাবে একটি কাতারে স্থাপন করা হয় তাহলেও জায়িয হবে । এ অবস্থায় মাইয়্যিতদের মধ্যে যিনি বয়স্ক ও সর্বোত্তম তার সীনা বরাবর ইমাম দাঁড়াবেন ।

ইমাম একটি মাইয়্যিতের জানাযার জন্য তাকবীর বলে ফেলেছেন এ সময় অপর একটি জানাযা এসে উপস্থিত হলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির সহিত সংযুক্ত করা যাবে না । ইমাম প্রথম মাইয়্যিতের জানাযা শেষ করার পর দ্বিতীয় মাইয়্যিতের জানাযা পড়বেন (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

একাধিকবার জানাযার নামায পড়া

মাইয়্যিতের উপর শুধু একবার জানাযা পড়া যায় । একই ব্যক্তি একই মাইয়্যিতের উপর একবারের বেশী জানাযা পড়তে পারে না । কারণ জানাযার নামাযে কোন নফল নেই । ফলে প্রথমবার ফরযে কিফায়া আদায়ের পর পরবর্তীবারের নামায তখন ফরয নফল কোনটিই হতে পারে না । মাইয়্যিতের ওলী জানাযা পড়ার পূর্বে যদি ওলীর অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ জানাযা পড়ে

www.amarboi.org

তাহলে ওলীর জন্য পুনরায় নামায পড়ার অনুমতি আছে । কিন্তু ওলীর (অভিভাবক) নামায পড়ার পর অন্যদের আর পুনঃ জানাযা পড়ার অবকাশ নেই । বিশুদ্ধ মতে জানাযার নামায একবার পড়ার পর আবার অন্যরা জানাযা পড়তে পারে না । কারণ শরীআতে একাধিকবার জানাযা পড়া জায়িয নয় (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম)।

গায়েবানা জানাযা

ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে, অনুপস্থিত লাশের জানাযা (গায়েবানা জানাযা) জায়িয নেই । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর মাযহাব মতে জায়িয । এ প্রসংগে তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) লোকদিগকে নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন (অথচ তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন হাবশায়) । অতঃপর তাদের নিয়ে ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হলেন এবং তাদের সফ বেঁধে চারটি তাকবীর বললেন (অর্থাৎ জানাযার নামায আদায় করলেন)। - সহীহ বুখারী ও মুসলিম । ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জন্যে নাজ্জাসীর দুরুত্বের পর্দা তুলে দেয়া হয়েছিল অথবা এটা কেবল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরই বৈশিষ্ট্য । অন্যদের জন্যে গায়েবানা জানাযা জায়িয নেই ।

লাশ দাফন করার সময় দু'আ

লাশ দাফনের সময় উপস্থিত সকলেই মাথার দিক থেকে মাটি নিয়ে কবরে মাটি দিবে । মাটি দেয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আ (কুরআনের আয়াত) পাঠ করবে ।

مِنْهَا خَلَقْنَٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ -

উচ্চারণ ঃ মিনহা- খালাকনা-কুম, ওয়া ফীহা-নুয়ী'দুকুম, ওয়া মিন্‌হা- নুখরিজুকুম তা-রাতান্‌ উখরা- ।

অর্থ ঃ এ মাটি দ্বারা আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটির ভিতরেই আমি পুনরায় তোমাদেরকে নিয়ে আসবে এবং এ মাটির ভিতর হতেই পুনরায় আমি তোমাদেরকে বের করে আনব ।

www.amarboi.org

লাশ দাফনের পর দু'আ করা

- মাইয়্যিতকে দাফন করার পর সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা এবং মৃতের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করা, কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব বখশিশ দেয়া মুস্তাহাব । দাফনের পর এতটুকু সময় অবস্থান করা যতটুকুর মধ্যে একটি উট যবাহ করে গোশত বণ্টনের কাজ শেষ করা যায় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।
- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর অপেক্ষা করতেন এবং বলতেনঃ তোমরা তোমাদের এ ভাইয়ের জন্য মাগফিরাত কর এবং তার জন্য দৃঢ়তার প্রার্থনা জানাও । কারণ সে এখন জিজ্ঞাসিত হচেছ (আবূ দাউদ)।
- মৃতের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরায়ে বাকারার শুরু ভাগের তিন আয়াত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে শেষের তিন আয়াত তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব ।
- মাটি দেওয়ার পর কবরের উপর মাথার দিক থেকে পায়ের দিক পর্যন্ত পানি ছিটিয়ে দেয়া মুস্তাহাব । কিন্তু পানি দিয়ে কবর লেপে দেয়া মাকরুহ ।
- দাফনের পর কবরের উপর কোন গাছের তাজা ডাল পুঁতে দেওয়া কিংবা সরিষা বীজ ছিটিয়ে দেয়া ভাল। কবরের উপর বসা, হাঁটাহাটি করা, পায়খানা পেশাব করা ইত্যাদি মাকরুহ । কবর নষ্ট হয়ে গেলে তা সমান করে দেয়া নাজায়িয নয় (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

জানাযার নামাযের বিবিধ মাসাইল

- জানাযার নামাযের জন্য মৃত ব্যক্তির শরীর এবং কাফন পবিত্র হওয়া আবশ্যক। কাজেই কাফন পরানোর আগে লাশের ভিতর থেকে কোন নাপাকী বের হয়ে তার শরীর নাপাক করে দিলে ঐ নাপাকী ধৌত করা ব্যতীত জানাযা দুরস্ত হবে না, তবে কাফন পরানোর পর এভাবে শরীর নাপাক হয়ে গেলে জানাযা পড়া জায়িয হবে ।
- কোন মৃত ব্যক্তিকে যদি গোসল দেয়া না হয় কিংবা গোসল অসম্ভব বিধায় তায়াম্মুম করানো না হয় তার জানাযা দুরস্ত নয় । গোসল দানের পর জানাযা পড়তে হবে । অবশ্য গোসল ও জানাযা ব্যতীত যাকে কবর দেয়া হয়ে গেছে এমন ব্যক্তির গোসল ও জানাযার কাজ পুনঃসম্পাদনের জন্য কবর খোঁড়া হবে না । কবরের উপর ঐ অবস্থায় গোসলবিহীন তার জানাযা পড়া হবে ।

www.amarboi.org

➢ যদি কোন মাইয়্যিতকে জানাযার নামাযের পূর্বে কিংবা গোসল দানের পূর্বে দাফন করা হয় তাহলে জানাযার নামাযের জন্য তার কবর খোঁড়া হবে না । তিন দিন পর্যন্ত সেই কবরের উপরই তার জানাযা পড়ার বৈধতা থাকবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। অন্য মতে, যতদিন পর্যন্ত মাইয়্যিতের দেহ পঁচে ফেটে যায়নি বলে মনে করা হবে ততদিন পর্যন্ত কবরের উপর তার জানাযা পড়ার অবকাশ থাকবে (বাদায়ি)।

➢ মাইয়্যিতকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, জানাযার নামায পড়া, দাফন করা ফরযে কিফায়া । রাত্রিকালে জানাযার নামায পড়া এবং লাশ দাফন জায়িয ।

➢ জানাযার নামাযের মুসাল্লী যে স্থানে দাঁড়াবে সেটি পাক হওয়া আবশ্যক । কাজেই যদি কেউ জুতা পায়ে রেখে জানাযার নামায পড়ে, তাহলে ঐ জুতার উপর, তলা ও নীচের জায়গা পাক হতে হবে । অন্যথায় নামায দুরস্ত হবে না। যদি পা থেকে জুতা খুলে জুতার উপর দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়ে তাহলে জুতার উপর ও তলা পাক থাকতে হবে । নীচের জায়গা পাক না হলেও আপত্তি নেই । তবে জুতা খুলে খালি পায়ে জানাযার নামায পড়া বেশী নিরাপদ।

➢ জানাযার নামায খোলা মাঠে কিংবা বাড়ী ঘরের আংগিনায় পড়তে হবে । লোকজনের চলাচলের রাস্তায় কিংবা অন্যের মালিকানাধীন ভূমির উপর জানাযার নামায পড়া মাকরুহ । যে মসজিদে নিয়মিত জামাআত হয় সে মসজিদে শুদ্ধ রায় অনুসারে জানাযার নামায পড়া মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

➢ অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে জামাআত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে দ্রুত নামাযে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই, কিন্তু জানাযার ক্ষেত্রে এ রুপ আশংকা থাকলে দ্রুত তায়াম্মুম করে জামাআতে শরীক হওয়া যায় ।

➢ কেউ মৃত্যুর পূর্বে অসীয়ত করে গেলেন যে, অমুক আমার জানাযার নামায পড়াবেন । কিন্তু কার্যত তিনি নামায পড়াতে পারেন নি । অন্যেরা নামায পড়ায়েছে । এমতাবস্থায় জানাযার নামায আদায় হয়ে যাবে ।

➢ মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী ও দূর আত্মীয়গণ মৃত ব্যক্তির বাড়ীর লোকদের জন্য ঐ দিন ও ঐ রাত পেট ভরে আহার করতে পারে এতটুকু পরিমাণ আহার তৈরী করে পাঠানো মুস্তাহাব । হযরত জাফর (রাঃ) এর শাহাদাতের পর প্রিয় নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা জাফরের পরিবার পরিজনের জন্য আহার পাঠাও । কারণ তাদের উপর এমন অবস্থা পতিত হয়েছে যা তাদেরকে পানাহার থেকে

www.amarboi.org

বিরত রাখছে (আবূ দাউদ)। আহার গ্রহণের জন্য মাইয়্যিত ওয়ালাদেরকে বারবার পীড়াপীড়ি করা ভাল ।

➢ মৃত্যুর পর নির্ধারিত কোন দিবসে খানা বা মেহমানদারীর আয়োজন করা যেমনঃ তৃতীয় দিবসে, সপ্তম দিবসে কিংবা চল্লিশতম দিবস পালন করা মাকরুহ । অনুরুপ ভাবে মৃত্যু দিবস পালন করা এবং ঐ দিনে কুরআন খতম কিংবা অন্য কোন দু'আ দরুদ বা খতমের আয়োজন করা মাকরুহ । তবে গরীব মিসকীনদের জন্য সাদাকার নিয়্যাতে আহারের আয়োজন করতে দোষ নেই (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

➢ জানাযার সংগে যাওয়া পুরুষদের জন্য সুন্নাত । মহিলাদের জন্য জানাযার সংগে যাওয়া মাকরুহ তাহরীমী (ফতোয়ায়ে শামী)। জানাযাকে সামনে রেখে পিছনে চলা উত্তম । জানাযার সাথে গমনকারীগণ নিরবতা অবলম্বন করে জানাযার সাথে যাবেন, উচচস্বরে যিকির কিংবা কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরুহ (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। তবে মনে মনে তাসবীহ পাঠ করা জায়িয ।

➢ যে শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর চীৎকার কিংবা অন্য কোন লক্ষণ দ্বারা তার জীবিত হওয়া প্রমাণিত হয় সে শিশুর নাম রাখা,কাফন, দাফন ও জানাযার নামাযের আয়োজন করতে হবে । ভূমিষ্টের পর যদি জীবিত হওয়ার লক্ষণ পাওয়া না যায় তাহলে তার জানাযা নেই । বিশুদ্ধ মতানুসারে এমন শিশুকে গোসল দানের পর বস্এাবৃত করে দাফন করে দিতে হয় ।

➢ পুরুষের লাশ দাফনের জন্য যে কোন পুরুষই কবরে নামাতে পারে । কিন্তু মহিলাদের লাশের ব্যাপারে উত্তম হল ঐ সকল পুরুষ তার লাশটি কবরে নামাবে যারা তার মুহাররাম এবং যাদের সংগে মহিলার জীবদ্দশায় দেখা দেয়া কিংবা একত্রে সফর করা জায়িয ছিল । ধারাবাহিক মুহাররামদের কেউ না থাকলে স্বামী তার লাশ কবরে নামাবেন (ফাতাওয়া ও মাসাইল)।

➢ গায়রে মুহাররাম মহিলার জানাযা বহন করাও জায়িয । জানাযা বহন করার জন্য মুহাররাম বা গায়রে মুহাররামের কোন পার্থক্য নেই ।

➢ কোন লাশ কবরে দাফন করার পর লাশ ঐ স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নেওয়া কোন ক্রমেই জায়িয নয় (ফতোয়ায়ে শামী)।

কবর যিয়ারত করা

যিয়ারত শব্দের অর্থ হল সাক্ষাৎ করা, দর্শন করা ইত্যাদি । ফিকহের পরিভাষায় কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য দু'আ করাকে কবর যিয়ারত বলে ।

www.amarboi.org

পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব । মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মাকরুহ ।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম । এখন কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) কে তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি দেয়া হয়েছে । তাই তোমরা কবর যিয়ারত কর । কেননা, এটা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (সহীহ তিরমিযী)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করে আসছি । এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত কর । কারণ এটি আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় (সহীহ মুসলিম)।

কবর যিয়ারতের নিয়ম ও আদব

কবর স্থানে গিয়ে কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যিয়ারত করা এবং দাঁড়িয়ে এ দু'আ পড়া সুন্নাত ।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ -

উচ্চারণ ঃ আসসালা-মু আ'লাইকুম ইয়া-আহ্লাল্ কুবূরি ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা-ওয়ালাকুম আন্তুম সালাফনা- ওয়া নাহনু বিল্ আস্‌রি ।

অতঃপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দু'আ করবে । কতিপয় ফকীহের মতে দু'আ করার সময় যিয়ারতকারী ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো উত্তম ।

কবর যিয়ারতের নির্দিষ্ট কোন দু'আ দরুদ কিংবা সূরা নেই যে, এগুলো-ই পড়তে হবে । যে কোন দু'আ, দরুদ, ইস্তিগফার, কুরআনের যে কোন সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করা যায় । এগুলো তিলাওয়াত করে মৃত ব্যক্তির কল্যানের জন্য দু'আ করবে । মৃত ব্যক্তি কোন বুযুর্গ ব্যক্তি হলে তার কাছে কোন কিছু চাবে না, কারণ তার কোন কিছুই দেওয়ার ক্ষমতা নেই । সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর । বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারতের সময় তার কল্যান এবং পরকালীন মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট দু'আ করবে । এছাড়া এ দু'আও করবে যে, হে আল্লাহ, উনি যে সকল আ'মল করে তোমার প্রিয় বান্দা হয়েছেন সে সকল আ'মল করার তৌফিক আমাদেরও দান কর ।

www.amarboi.org

২০নং অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ নামাযের বিবরণ

কুরআনের ভাষায় তাহাজ্জুদের নামায

পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে তাহাজ্জুদ নামাযের কথা উল্লেখ রয়েছে । যেমনঃ

"রাত্রি জাগরণ করুন (অর্থাৎ নামাযে দাঁড়ান) কিছু অংশ ব্যতীত । অর্ধ রাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প । অথবা তদপেক্ষা বেশী, আর কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে "(সূরা যুয্যাম্মিল, আয়াতঃ ১-৪) ।

"আপনার প্রতিপালক তো জানেন যে, আপনি রাত্রি জাগরণ করেন (নামায আদায় করেন) কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ; আও রাত্রি জাগরণ করে যারা আপনার সাথে আছে তাদের একটি দলও"(সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াতঃ ২০)।

"রাত্রির কিছু অংশ তাহাজ্জুদ আদায় করুন । ইহা আপনার এক অতিরিক্ত কর্তব্য । আশা করা যায় আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে"(সূরা বানী ইসরাইল, আয়াতঃ ৭৯)।

রাত্রি জাগরনের ফযীলত

হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রাত্রিতে জাগরিত হয়ে বলে, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তাঁরই রাজত্ব, তারই জন্যে প্রশংসা, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আল্লাহ্ অতি মহান, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই ।" অতঃপর বলে, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে ক্ষমা করো ।" অথবা কোন প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তার সে প্রার্থনা কবূল করেন এবং সে যদি ওযু করে নামায আদায় করে আল্লাহ্ তার সে নামায কবূল করেন (সহীহ বুখারী) ।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে কোন মুসলমান পাক পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করে সন্ধ্যায় ঘুমিয়ে পড়ে এবং রাত্রে

www.amarboi.org

উঠে আল্লাহর নিকট কোনরূপ কল্যান কামনা করে, আল্লাহ্ নিশ্চয় তাকে উহা দান করেন (আবূ দাউদ) ।

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ আমাদের পরওয়ারদিগার তাবারাকা ও তা'য়ালা প্রত্যেক রাত্রিতেই এই নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ন হন । যখন রাত্রির শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে তখন বলতে থাকেন, কে আছ, যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব ? কে আছ, যে আমার নিকট কিছু চাবে আর আমি তাকে দান করব এবং কে আছ, যে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিব (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক তারাই যারা কুরআনের বাহক এবং রাত্রি জাগরণকারী (বায়হাকী) ।

তাহাজ্জুদ নামাযের ফযীলত

তাহাজ্জুদ শব্দের অর্থ হচেছ রাত্রি জাগরণ, নিদ্রা বর্জন করা, শয্যা ত্যাগ করা । গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে নামায আদায় করাকে তাহাজ্জুদ বলে । নফল ইবাদাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল হল তাহাজ্জুদের নামায । এ নামায নফল বা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ । হাদীস শরীফে নফল নামায সমূহের মধ্যে তাহাজ্জুদের সর্বাধিক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে ।

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা রাত্রে নামায আদায় করবে । ইহা হচেছ তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম, তোমাদের জন্য তোমাদের পরওয়ারদিগারের নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বাধাদানকারী (তিরমিযী)।

হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বান্দার সর্বাধিক নিকটবর্তী হন রাত্রির শেষার্ধের মধ্য ভাগে । অতএব, সে সময় যারা আল্লাহকে স্মরণ করে,তুমি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবার চেষ্টা কর(তিরমিযী)।

হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ জান্নাতের মধ্যে এমন সব বালাখানা রয়েছে যার বাহিরের জিনিসসমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিসসমূহ বাহির হতে দেখা যায় । সে সকল বালাখানা আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি (মানুষের সাথে) নরম

www.amarboi.org

ভাবে কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, রোযা রাখে এবং রাত্রে নামায (তাহাজ্জুদ নামায) আদায় করে অথচ মানুষ তখন ঘুমে থাকে (মিশকাত) ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, ফরজের পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নামায হলো রাত্রির নামায (তাহাজ্জুদের নামায)- আহমাদ ।

তাহাজ্জুদ নামাযের ওয়াক্ত

রাত্রির শেষ ভাগে তাহাজ্জুদ নামাযের উপযুক্ত ওয়াক্ত বা সময় । তবে ইশার ফরয ও সুন্নাতের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্তই তাহাজ্জুদ নামাযের সময় । কোন কোন ফকীহ বলেছেন, রাত্রিকে যদি তিন ভাগ করা হয় তবে মধ্যভাগে আদায় করা উত্তম । আর যদি রাত্রিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় তবে শেষ ভাগে আদায় করা উত্তম । তবে ইশার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত যে কোন নফল নামায দ্বারাই তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ করা যায় । কারো শেষ রাতে নিদ্রা ভংগের সম্ভাবনা না থাকলে অথবা ওযর থাকলে নিদ্রার পূর্বেই তাহাজ্জুদের নামায আদায় করলে তাতেও তা আদায় হবে (ফতোয়ায়ে শামী) ।

যার তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য শেষ রাত্রিতে নিদ্রা ভংগের ব্যাপারে নিজের উপর আস্থা রয়েছে, সে বিতির নামায ইশার নামাযের সংগে আদায় করবে না বরং তাহাজ্জুদ আদায় করে তা আদায় করবে । ঘুম হতে জাগ্রত হবার ব্যাপারে আশাবাদী না হলে বিতির ইশার নামাযের সংগে আদায় করে নিবে ।

তাহাজ্জুদ নামাযের রাকআত সংখ্যা

তাহাজ্জুদের নামায সর্বনিম্ন দু'রাকআত এবং উর্ধেব আট রাকআত । কেউ বলেছেন, উর্ধেব বার রাকআত । তবে আট রাকআত আদায় করাই উত্তম। দুই রাকআত আদায় করলেও তাহাজ্জুদ আদায় হবে (ফতোয়ায়ে শামী)।

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়্যাত

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়্যাত অন্যান্য নামাযের ন্যায় আরবীতে করা জরুরী নয়। কেউ যদি আরবীতে করতে চায় তাহলে নিম্নরুপ ভাবে করবে ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

www.amarboi.org

উচচারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকআতাই সালাতিত্ তাহাজ্জুদি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে তাহাজ্জুদ নামাযের দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার নিয়ম

তাহাজ্জুদের নামায দু'রাকআত করে আদায় করা উত্তম । তবে এক সালামে চার রাকআতও আদায় করা যায় । এক সালামে চার রাকআত আদায় করলে নিয়্যাত করার সময় দুই রাকআতের স্থলে চার রাকআত উল্লেখ করবে । তাহাজ্জুদের নামাযে কিরাআত যথাসাধ্য দীর্ঘ করা এবং কিরাআত ও কিয়ামের সমানুপাতে রুকু সিজদা দীর্ঘায়িত করা উত্তম । তবে এ সবকিছুতে মনের আগ্রহ, শরীরের সুস্থতা, একাগ্রতা ও ঘুম ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই সম্পন্ন করতে হবে, এটাই মুস্তাহাব ।

তাহাজ্জুদ আদায়ে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য করা

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর রহমত হোক ঐ পুরুষের উপর যে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করল এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগ্রত করল, ফলে সেও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করল । স্ত্রী উঠতে না চাইলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল (অর্থাৎ ঘুম ভাংগিয়ে তাকেও তাহাজ্জুদ নামাযে শরীক করল)। আল্লাহর রহমত হোক ঐ স্ত্রীর উপর যে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করল এবং নিজের স্বামীকেও জাগ্রত করল, ফলে সেও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করল । স্বামী উঠতে না চাইলে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দিল (অর্থাৎ ঘুম ভাংগিয়ে তাকেও তাহাজ্জুদ নামাযে শরীক করল) (আবূ দাউদ) ।

নফল ইবাদতের জন্যে একে অপরকে উৎসাহিত করবে । কিন্তু কোন জবরদস্তি বা চাপ সৃষ্টি করবে না । এছাড়া নফল ইবাদত করতে গিয়ে যদি ফরয এবং ওয়াজিব ইবাদত তরক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে নফল ইবাদত ছেড়ে দেয়াই উত্তম । মনে রাখতে হবে যে, কোন নফল ইবাদতের জন্য স্ত্রীকে জোর জবরদস্তি করা জায়িয নয় তবে উপদেশ দিতে এবং উৎসাহিত করতে পারবে ।

www.amarboi.org

২১নং অধ্যায় ঃ
ইশরাক নামাযের বিবরণ

ইশরাক নামাযের ওয়াক্ত

ইশরাক অর্থ উজ্জ্বল হওয়া, সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদিত হওয়া। ফজরের নামায আদায় করার পর নামাযের জায়গা পরিবর্তন না করে সূর্যোদিয় পর্যন্ত বসে কুরআন তিলাওয়াত, দু'আ দরুদ, তাসবীহ তাহলীল পাঠ করে সূর্যোদয়ের পর অর্থাৎ নামাযের নিষিদ্ধ সময় শেষ হবার পর এ নামায আদায় করা হয় । সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদিত হবার পরই এ নামাযের ওয়াক্ত হয় । এ জন্য এ নামাকে বলা হয় সালাতুল ইশরাক বা ইশরাকের নামায বলে ।

ইশরাক নামাযের ফযীলত

ইশরাক নামায নফল বা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ । হাদীস শরীফে ইশরাক নামাযের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে ।

হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায হতে অবসর গ্রহণ করে ইশরাক নামায আদায় করা পর্যন্ত আপন মুসাল্লায় বসে থাকবে এবং ভাল কথা ছাড়া কোন কথা বলবে না, তার (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা হতেও অধিক হয় (আবূ দাউদ) ।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছে, অতঃপর সূর্যোদিয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করেছে, অতঃপর দুই রাকআত নফল নামায আদায় করেছে, তার জন্যে পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াবের ন্যায় সওয়াব রয়েছে (সহীহ তিরমিযী) ।

হযরত আবূ বকর সিদ্দিক ও হযরত আবূ যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ প্রভাত হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রতিটি গ্রন্থির জন্যই একটি সাদাকাহ করা আবশ্যক । তবে তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহই (সুবহানাল্লাহ বলা) একটি সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ-ই (আল্ হামদুলিল্লাহ বলা) একটি সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহ্লীল-ই (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) একটি সাদাকাহ,. প্রত্যেক তাকবীর-ই (আল্লাহু আকবার বলা) একটি সাদাকাহ এবং সৎ কাজের

www.amarboi.org

আদেশ একটি সাদাকাহ্ এবং অসৎ কাজে নিষেধও সাদাকাহ্ বিশেষ । অবশ্য সূর্য উদয়ের পর দুই রাকআত নামায আদায় করা সমস্ত কিছুর পরিবর্তে যথেষ্ট (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত আবূ দারদা ও আবূযর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেছেনঃ আল্লাহ বলেনঃ হে আদম সন্তান, তুমি আমার জন্যে চার রাকআত নামায আদায় কর দিনের প্রথমাংশে, আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হবো উহার শেষাংশে (অর্থাৎ দিনের শেষাংশেই আমি তোমার মনষ্কাম পূর্ণ করব)- তিরমিযী ।

(তিরমিযী এ হাদীসকে হযরত আবূ দারদা ও আবূযর (রাঃ) হতে এবং আবূ দাউদ ও দারেমী হযরত নূ'মান ইবনে হাম্মার গাতফানী হতে এবং ইমাম আহমদ উপরোক্ত তিন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন) ।

ইশরাক নামাযের রাকআত সংখ্যা

ইশরাকের নামায দুই রাকআত অথবা দুই দুই রাকআত করে চার রাকআত আদায় করা যেতে পারে । কেননা হাদীসে দু'ধরনের বর্ণনাই রয়েছে । এ নামায নফল হলেও প্রায় সকল বুজুর্গানে দ্বীন এ নামায আদায় করতেন ।

ইশরাক নামাযের নিয়্যাত

অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযের নিয়্যাতও আরবীতে করা জরুরী নয় ।কেউ আরবীতে নিয়্যাত করতে চাইলে এভাবে নিয়্যাত করবে ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতাই সালাতিল ইশরাকি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাতঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দুই রাকআত ইশরাক নামাযের নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

ইশরাক নামায আদায় করার নিয়ম

ফজরের নামায জামাআতে আদায় করার পর নামাযের মুসাল্লায় বসে দু'আ দরুদ, যিকির, তাসবীহ তাহ্লীল পাঠ করতে থাকবে । অতঃপর সূর্য উদয়ের পর

www.amarboi.org

নিষিদ্ধ সময় অতিবাহিত হবার পরে দুই রাকআত অথবা দুই দুই রাকআত করে মোট চার রাকআত নামায আদায় করবে । এক সালামে চার রাকআত নামায আদায় করলেও নামায আদায় হযে যাবে ।

ইশরাক নামাযের বিশেষ ফযীলত লাভের জন্য ফজর নামায আদায়ের পর মুসাল্লায় বসে যিকিরে বা দু'আ দরুদে লিপ্ত থাকা এবং দুনিয়াবী কাজকর্ম ও কথাবার্তা হতে বিরত থাকা উচিত । তবে মুসাল্লা হতে উঠে গেলে বা দুনিয়াবী কাজকর্মে লিপ্ত হবার পর এ নামায আদায় করলে তাও ইশরাকের নফলরূপেই গণ্য হবে; কিন্তু পূর্ণ ফযীলত পাওয়া যাবে না ।

২২নং অধ্যায় ঃ
চাশত নামাযের বিবরণ

চাশত নামাযের ওয়াক্ত

চাশত ফারসী শব্দ । চাশতের নামায মূলে রয়েছে সালাতুয যুহা । যুহা শব্দের অর্থ হচ্ছে পূর্বাহ্ন বা দিনের প্রথম ভাগ । সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদিত হবার পর থেকে দুপুরের মধ্যবর্তী প্রায় তিন ঘন্টা সময় হচ্ছে এ নামাযের ওয়াক্ত । তবে ব্যাপক অর্থে সূর্যোদয় হতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সময়কে যুহা বলা যেতে পারে । সূর্য যখন আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠে এবং রৌদ্র প্রখর হয় (সকাল ৯ টার দিকে) তখন চাশত নামাযের ওয়াক্ত হয় এবং দ্বিপ্ররের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের ওয়াক্ত বা সময় থাকে ।

চাশত নামাযের ফযীলত

হাদীস শরীফে এ নামাযের বহু ফযীলত বর্ণিত আছে ।

হযরত আবূ হুরায়রা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যুহার দুই রাকআত নামায আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তার (সগীরা) গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে (আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)।

হযরত আনাস(রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পূবার্হ্নের বার রাকআত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতে স্বর্ণের একটি কোঠা নির্মাণ করবেন (তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ)।

(তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব । এ সনদ ছাড়া উহার অন্য কোন সনদ আমাদের জানা নেই) ।

www.amarboi.org

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(সাঃ) কে বলতে শুনেছি, মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি (প্রধান) গ্রন্থি রয়েছে । সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তেই একটি সাদাকাহ আবশ্যক । সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী এটা কার পক্ষে সম্ভব ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর করলেন, মসজিদে থুথু দেখলে তা দূর করে দিবে এবং কষ্টদায়ক বস্তু যা রাস্তায় দেখবে তা দূর করে দিবে (এটাই তোমার পক্ষে সাদাকাহ হবে) । যদি তা করার সুযোগ না পাও, তবে যুহার সময় দুই রাকআত নামায তোমার পক্ষে যথেষ্ট হবে (আবূ দাউদ) ।

চাশত নামাযের রাকআত সংখ্যা

চাশত নামায কম পক্ষে দুই রাকআত এবং উর্ধ্বে বার রাকআত পর্যন্ত আদায় করা যায় । মধ্যবর্তী পরিমাণ চার ও আট রাকআত । তবে মধ্যবর্তী আট রাকআত পরিমাণকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে ।

হযরত উম্মে হানী (হযরত আলীর (রাঃ) ভগ্নী) বিনতে আবূ তালিব বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সাঃ) তার (উম্মে হানীর) ঘরে গেলেন এবং গোসল করলেন । অতঃপর আট রাকআত নামায আদায় করলেন । উম্মে হানী বলেন, আমি কখনও এরুপ সংক্ষিপ্ত নামায দেখিনি । তবে তিনি রুকু সিজদা পূর্ণ করেছিলেন । অপর বর্ণনায় আছে, উম্মে হানী বলেন, উহা ছিল যুহার সময় (মিশকাত)।

তাবেয়ী বিবি মু'আযা (রাঃ) বলেন, একদা আমি বিবি আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুহার নামায কত রাকআত আদায় করতেন ? তিনি বললেন, চার রাকআত, আর যখন আল্লাহ তাওফীক দিতেন কিছু বেশী আদায় করতেন (মুসলিম)।

উপরের হাদীসমূহ হতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) সালাতুয যুহা (চাশত নামায) কখনও চার রাকআত আবার কখনও বার রাকআত আদায় করতেন । ইতিপূর্বে চাশত নামাযের ফযীলত এর স্থলে উল্লেখিত হয়রত আনাস(রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে বার রাকআত এবং হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে দুহু রাকআত এর কথা উল্লেখ রয়েছে । তবে রাসূলুল্লাহ(সাঃ) যুহার নামায সাধারণতঃ চার রাকআতই আদায় করতেন , আর কখনো আট রাকআত আদায় করতেন । এটাই অধিক বিশ্বস্ততর কথা । তবে বার রাকআতের অধিক আদায় করেছেন বলে কোন হাদীসে উল্লেখ নেই। নিম্নে দুই রাকআতও আদায় করা যায়।

www.amarboi.org

চাশত নামাযের নিয়্যাত

অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযের নিয়্যাতও আরবীতে করা জরুরী নয় । কেউ আরবীতে নিয়্যাত করতে চাইলে এভাবে নিয়্যাত করবে ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الضُّحٰى سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবা রাকআতি সালাতিয যুহা সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে চার রাকআত যুহা (চাশত) নামাযের নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

চাশত নামায আদায় করার নিয়ম

ইমাম হযরত আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে যুহা (চাশত) নামায দু'রাকআত করে আদায় করা উত্তম । কিন্তু ইমামে আজম হযরত আবূ হানিফা (রহঃ) এর মতে চার রাকআত করে আদায় করা উত্তম । অন্যান্য চার রাকআত সুন্নাত নামায যে নিয়মে আদায় করবে এ নামাযও সে নিয়মে আদায় করবে । সকাল ৯/১০ টার দিকে এ নামায আদায় করবে । এক সালামে চার রাকআত নামায আদায় করবে । এভাবে মোট আট রাকআত কিংবা বার রাকআত নামায আদায় করবে ।

২৩নং অধ্যায় ঃ
যাওয়াল নামাযের বিবরণ

যাওয়াল নামাযের ওয়াক্ত

সূর্য পশ্চিম দিকে কিছু ঢলে পড়লেই এ নামাযের ওয়াক্ত হয় । যাওয়াল শব্দের অর্থ সরে যাওয়া, স্থানচ্যুত হওয়া । শরীয়াতের পরিভাষায় সূর্য মধ্য আকাশ হতে পশ্চিমমুখী হওয়াকে অর্থাৎ দিবা ভাগের মধ্যবর্তী সময় শেষ হয়ে দিনের দ্বিতীয় অর্ধ শুরু হওয়ার সময়কে যাওয়াল বলা হয় । এ সময়ের নফল নামায যাওয়ালের

www.amarboi.org

নামায নামে পরিচিত । যাওয়ালের নামায এবং যুহরের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত নামায আলাদা নামায ।

যাওয়াল নামাযের ফযীলত

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করবে, যার মধ্যখানে সালাম থাকবে না তার জন্যে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে(আবূ দাউদ ও ইবনে মাযাহ) ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সূর্য ঢলে যাবার পর যুহরের পূর্বে চার রাকআত নামায আদায় করতেন এবং বলতেন, এটা এমন সময় যাতে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে । অতএব, আমি ভালবাসি যে, ঐ সময় আমার একটা নেক আমল তথায় উঠুক (তিরমিযী) ।

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, সূর্য ঢলে যাবার পর যুহরের পূর্বে চার রাকআত নামায সওয়াবের দিক থেকে শেষ রাত্রের (তাহাজ্জুদের) চার রাকআত নামাযের সমান গন্য করা হয় । সে সময় কোন বস্তুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা ছাড়া থাকে না (তিরমিযী) ।

কেউ কেউ ধারণা করেন যে, যাওয়ালের নামায ও যুহরের পূর্বের চার রাকআত সুন্নাত একই নামায । কিন্তু মূলত যাওয়ালের নামায আলাদা নামায ।

যাওয়াল নামাযের রাকআত সংখ্যা

যাওয়ালের নামায চার রাকআত । এ নামায সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ অর্থাৎ নফল পর্যায়ের । এ নামায দুই দুই রাকআত করে মোট চার রাকআত অথবা একই সালামে চার রাকআত আদায় করা হয় । তবে এক সালামে চার রাকআত আদায় করাই উত্তম । এ নামায দু' রাকআতও আদায় করা যায় ।

যাওয়াল নামাযের নিয়্যাত

অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযের নিয়্যাতও আরবীতে করা জরুরী নয় ।কেউ আরবীতে চার রাকআত নামাযের নিয়্যাত করতে চাইলে এভাবে নিয়্যাত করবে ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الزَّوَالِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

www.amarboi.org

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবা রাকআতাই সালাতিয যাওয়ালি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাত ঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে চার রাকআত যাওয়াল নামাযের নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

যাওয়াল নামায আদায় করার নিয়ম

এ নামায চার রাকআত । তবে চার রাকআতের স্থলে দু'রাকআতও আদায় করা যায় । অন্যান্য চার রাকআত সুন্নাত নামায যে নিয়মে আদায় করবে এ নামাযও সে নিয়মে আদায় করবে । দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাওয়ার পর এ নামাযের ওয়াক্ত হয় । এ নামায অবশ্যই যুহর নামাযের পূর্বে আদায় করতে হয় । । এক সালামে চার রাকআত নামায আদায় করবে । দু'রাকআত আদায় করতে চাইলে নিয়্যাতের মধ্যে চার রাকআত এর স্থলে দু'রাকআত উল্লেখ করবে ।

২৪নং অধ্যায় ঃ
আওয়াবীন নামাযের বিবরণ

আওয়াবীন নামাযের ওয়াক্ত

আওয়াবীন আরবী শব্দ আওয়্যাব এর বহুবচন । এর অর্থ হচেছ্ প্রত্যাবর্তনকারী, আত্মনিবেদনকারী । মাগরিবের ফরয ও দু'রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পরের নফল নামাযকে আওয়াবীনের নামায বলে । মাগরিবের ফরয এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করার পরই এ নামাযের ওয়াক্ত বা সময় ।

আওয়াবীন নামাযের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই নামায আদায় করতেন এবং এতে অনেক পূণ্য রয়েছে বলে হাদীস থেকে জানা যায় । মাগরিবের ফরয ও দু'রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পরের নফল নামাযকে লোকেরা সালাতুল আউয়াবীন বলে । কিন্তু হাদীসে এই নামাযকে সালাতুল আওয়াবীন বলে উল্লেখ করা হয়নি । তবে হাদীসে মাগরিবের ফরয ও সুন্নাতের পর এই নামাযের ফযীলত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। বুযুর্গানেদীন

www.amarboi.org

এই নামায আদায় করতেন এবং বর্তমানে মুত্তাকীনগণ এই নামায আদায় করে থাকেন ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকআত নামায আদায় করবে এবং ঐ সময়ের মধ্যে সে কোন মন্দ বাক্য উচ্চারণ করবে না, তার সেই নামায বার বৎসরের ইবাদতের সমান গণ্য করা হবে (তিরমিযী) ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মাগরিবের পর বিশ রাকআত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন (তিরমিযী) ।

আওয়াবীন নামাযের রাকআত সংখ্যা

ফকীহগণ মাগরিবের পর ছয় রাকআত হতে বিশ রাকআত নফল নামাযকে আওয়াবীনের নামায বলে সাব্যস্ত করেছেন (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)। সুতরাং আওয়াবীনের নামায নিম্নে ছয় রাকআত এবং উর্ধ্বে বিশ রাকআত। আট রাকআত কিংবা বার রাকআতও আদায় করা যায় । এ নামায নফল বা সুন্নাতে গায়ের মুয়াক্কাদাহ ।

আওয়াবীন নামাযের নিয়্যাত

অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযের নিয়্যাতও আরবীতে করা জরুরী নয় । কেউ আরবীতে নিয়্যাত করতে চাইলে এভাবে নিয়্যাত করবে ।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّابِيْنَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকআতাই সালাতিল আওয়াবীনা সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

বাংলা নিয়্যাতঃ আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে দুই রাকআত আওয়াবীন নামাযের নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

আওয়াবীন নামায আদায় করার নিয়ম

মাগরিবের ফরয ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় করার পরই এ নামায আদায় করবে । দুই দুই রাকআত করে অর্থাৎ এক সালামে দুই রাকআত করে কমপক্ষে

www.amarboi.org

মোট ছয় রাকআত নামায আদায় করবে । তবে এক সালামে ছয় রাকআত কিংবা এক সালামে চার রাকআত এবং আর এক সালামে দুই রাকআত আদায় করাও জায়িয । কিন্তু উত্তম হচেছ্ এক সালামে দুই রাকআত আদায় করা ।

২৫নং অধ্যায় ঃ
অন্যান্য নফল নামাযের বিবরণ

তাহিয়্যাতুল ওযু

ওযু করার পর দুই রাকআত নামায আদায় করা মুস্তাহাব । এ নামায তাহিয়্যাতুল ওযু নামে প্রসিদ্ধ । এ নামায আদায়ের শর্ত হচেছ, নামাযের জন্য মাকরুহ ওয়াক্ত না হওয়া, ফরযের জামাআত শুরু না হওয়া এবং ফরয নামাযের সময় সংকীর্ন না হওয়া । হাদীসে এ নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ(সাঃ) ফজরের নামাযের সময় হযরত বিল্লাল (রাঃ)কে বললেনঃ হে বিল্লাল, বলতো, মুসলমান হবার পর তুমি এমন কি কাজ করেছ, যার সওয়াবের আশা তুমি অধিক করতে পার ? কেননা, জান্নাতে আমি আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পেয়েছি । তখন বিলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমিতো এটি ব্যতীত এমন কোন কাজ করিনি যা আমার নিকট অধিক সওয়াবের কারণ হতে পারে । আমি রাত্রি বা দিনের যে কোন সময়েই ওযু করেছি তখনই সেই ওযু দ্বারা নামায আদায় করেছি, যা আমাকে তৌফিক দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ আমি সর্বদা ওযুর পর দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযুর নামায আদায় করার চেষ্টা করেছি (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ যে কোন মুসলমান ওযু করবে এবং আপন ওযু উত্তমরুপে সম্পন্ন করবে, অতঃপর আপন অন্তর ও চেহারাকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে রুজু করে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে, তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে (অর্থাৎ আল্লাহর প্রকৃত রহমত তার প্রতি প্রবর্তিত হবে এবং তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে (সহীহ মুসলিম) ।

হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একবার তিনি ওযু করলেন, তিনবার তার হাতের কব্জির উপর ভালভাবে পানি ঢাললেন, অতঃপর কুলি করলেন এবং

www.amarboi.org

নাকে পানি দিলেন, এরপর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করলেন, এরপর তিনবার ডান হাত কনুই সহ ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার বাম হাত কনুই সহ ধৌত করলেন । এরপর মাথা মাসেহ করলেন, অতঃপর তিনবার ডান পা ধৌত করলেন, এভাবে তিনবার বাম পা ধৌত করলেন । অতঃপর বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ(সাঃ) কে দেখেছি, তিনি আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করলেন, অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি আমার এ ওযুর ন্যায় ওযু করবে, অতঃপর একাগ্রতার সাথে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে তার সে সকল গুনাহসমূহ (সগীরা গুনাহ) মাফ করে দেয়া হবে যা সে পূর্বে করেছে (মিশকাত শরীফ)।

সুতরাং প্রত্যেক ওযুর পর দু'রাকআত নফল নামায আদায় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । অন্যান্য দু'রাকআত নফল নামাযের ন্যায় এ নামায আদায় করবে । নিয়্যাতের মধ্যে তাহিয়্যাতুল ওযু উল্লেখ করবে । এ নামাযে সূরা কিরাআত অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় পড়বে । এ নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন সূরা নেই । বাংলায় এভাবে নিয়্যাত করবে যে, আমি ক্বিবলামখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে তাহিয়্যাতুল ওযুর দুই রাকআত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

দুখলুল মাসজিদ

মসজিদে প্রবেশের পর মসজিদের সম্মানে যে নামায আদায় করা হয় তাকে দুখলুল মাসজিদ বলে । এ নামায আদায় করা মুস্তাহাব । দুখলুল মাসজিদ নামায দু'রাকআত । মসজিদে প্রবেশের পর সে সময় যদি নিষিদ্ধ কিংবা মাকরুহ ওয়াক্ত না হয় তাহলে এ নামায আদায় করবে । ওযু করার পরপরই মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত নামায আদায় করলে এর দ্বারা তাহিয়্যাতুল ওযু ও দুখলুল মসজিদ উভয় নামাযই আদায় হয়ে যাবে । বার বার মসজিদে প্রবেশ করলে দিনে বা রাত্রে একবার দুখলুল মসজিদ আদায় করলেও যথেষ্ট হবে । মসজিদে গিয়ে বসার পূর্বেই এ নামায আদায় করা উত্তম । তবে অন্য কোন কারণে বসে পড়লেও এর পর উঠে এ নামায আদায় করা জায়িয । হাদীস শরীফে এ নামাযের বহু ফযীলত বর্ণিত আছে ।

হযরত আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত নামায আদায় করে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

www.amarboi.org

মসজিদ হচেছ আল্লাহ পাকের ইবাদতের স্থান এবং এ উদ্দেশ্যেই মসজিদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে । তাই মসজিদে প্রবেশ করার পর সেই উদ্দেশ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং নিজের দাসত্বের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য নামাযের মাধ্যমে বান্দা বা গোলাম আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়বে এটাই হচেছ এ নামাযের তাৎপর্য । কেউ যদি মসজিদে পৌঁছেই ফরয নামায আদায়ের জন্য জামাআতে শরীক হয়ে যায় কিংবা সুন্নাত নামায শুরু করে তাহলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যাবে এবং এ নামাযই দুখলুল মাসজিদ এর স্থলাভিষিক্ত হবে । অন্যান্য দু'রাকআত নফল নামাযের ন্যায় এ নামায আদায় করবে । নির্দিষ্ট কোন সূরা কিরাআত নেই । বাংলায় নিয়্যাত করার সময় এভাবে নিয়্যাত করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে দুই রাকআত দুখলুল মাসজিদ নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহ নামায নফল । এ নামাযের প্রতি রাকআতে একটি বিশেষ তাসবীহ সর্বাধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৭৫ বার পাঠ করা হয় বলে এ নামাযকে সালাতুত তাসবীহ বা তাসবীহর নামায বলা হয় । এ নামায চার রাকআত । এ নামাযের বিশেষত্ব হচেছ, চার রাকআত নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার করে মোট ৩০০ বার তাসবীহ পাঠ করতে হয় ।

তাসবীহ ঃ

"সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হাম্‌দুলিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার "।

এ নামায এক সালামে চার রাকআত পড়তে হয় । হাদীস শরীফে এ নামাযের অত্যাধিক ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ(সাঃ) আমার পিতা আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস, হে আমার চাচা, আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে পুরস্কৃত করব না? আমি কি আপনাকে বলব না ? আমি কি আপনাকে দশটি কল্যানের শিক্ষা দিব না ? যখন আপনি তা আমল করবেন, আল্লাহ আপনার পূর্বের, শেষের, পুরাতন, নতুন, অনিচছাকৃত, ইচছাকৃত, ছোট,বড়, গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ? আর তা হচেছ আপনি (একটি নির্দিষ্ট নিয়মে) চার রাকআত নামায (সালাতুত তাসবীহ) আদায় করবেন ।যদি আপনি প্রত্যেক দিন একবার এরূপ নামায আদায় করতে পারেন তাহলে আদায় করবেন, যদি তা করতে না পারেন

www.amarboi.org

তাহলে প্রত্যেক সপ্তাহে(কমপক্ষে)একবার আদায় করবেন, যদি তাও না পারেন তাহলে বৎসরে(কমপক্ষে) একবার, আর তাও যদি করতে না পারেন তাহলে অন্তত জীবনে একবার আদায় করবেন (তবু এ নামায ত্যাগ করবে না) - আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ্ ।

এ নামাযের নিয়্যাত ঃ

বাংলায় এ নামাযের নিয়্যাত এভাবে করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে সালাতুত তাসবীহর চার রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম । আর আরবীতে নিয়্যাত করতে হলে বলবে,

নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা আরবাআ' রাকআতাই সালাতিত তাসবীহ সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'য়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি - আল্লাহু আকবার ।

সালাতুত তাসবীহ্ আদায়ের নিয়ম ঃ

উক্ত হাদীসেই এ নামায আদায়ের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে ।

প্রথমে চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নামাযের নিয়্যাত করবে । নিয়্যাত আরবীতে করা জরুরী নয় । আরবীতে নিয়্যাত করলে অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় নিয়্যাত করবে । নিয়্যাতের মধ্যে সালাতুত তাসবীহ শব্দ বলবে । বাংলায় নিয়্যাত করলে মনে মনে বলবে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে চার রাকআত সালাতুত তাসবীহ নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম - আল্লাহু আকবার ।

অতঃপর প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করার পর (দন্ডায়মান অবস্থায়ই) ১৫ বার উক্ত তাসবীহ পাঠ করবে । তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবীহ পাঠ করার পর ১০ বার, তারপর সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে রুকু হতে উঠে রাব্বানা লাকাল হামদ বলার পর দাঁড়ানো অবস্থায় ১০ বার, তারপর প্রথম সিজদার মধ্যে সিজদার তাসবীহ পাঠ করার পর ১০ বার, তারপর প্রথম সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসাবস্থায় ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সিজদার তাসবীহ পাঠ করার পর ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সিজদা হতে আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠায়ে বসে ১০ বার পাঠ করবে । এ পর্যন্ত এক রাকআত হলো এবং এই এক রাকআতে মোট ৭৫ বার তাসবীহ পাঠ করা হলো । তারপর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়ায়ে এভাবে দ্বিতীয় রাকআত আদায় করবে । দ্বিতীয় রাকআতে যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসবে তখন আগে ১০ বার তাসবীহ্ পাঠ করে তারপর আত্তাহিয়্যাতু পড়বে । তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতেও এভাবে তাসবীহ

www.amarboi.org

পাঠ করবে । তাহলে চার রাকআত নামাযে মোট ৩০০ বার তাসবীহ্ পাঠ করা হবে । এটিই হচেছ এ নামাযের প্রসিদ্ধ এবং উত্তম নিয়ম । প্রথম ও তৃতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদার পরে বসে তাসবীহ পাঠ করে পরবর্তী রাকআতের জন্য পুনঃতাকবীর বলে দাঁড়াবে । আর দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পূর্বে ১০ বার তাসবীহ পাঠ করে নিবে ।

তিরমিযী শরীফের অপর এক হাদীসে এ নামায আদায়ের অপর এক নিয়ম রয়েছে । তাতে প্রথম রাকআতে সানার পর ১৫ বার এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা মিলানোর পর ১০ বার অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় মোট ২৫ বার পড়ার কথা বলা হয়েছে । এ পদ্ধতিতে প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে দ্বিতীয় সিজদার পর ১০ বার তাসবীহ্ পায করার জন্য বসার প্রয়োজন হয় না এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পূর্বে ১০ বার করে তাসবীহ্ পাঠ করার প্রয়োজন হয় না।

এ নামায আদায়ের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই । অন্যান্য নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা পাঠ করা যেতে পারে । তবে কেউ কেউ বলেছেন, এই নামাযে যথাক্রমে সূরা আসর, কাওসার, কাফিরুন, ইখলাস অথবা সূরা তাকাসুর, আসর, কাফিরুন ও ইখলাস পাঠ করা ভাল । কেননা এ সূরাগুলোতে তাসবীহ্র কথা রয়েছে । এছাড়া এ নামাযের জন্য কোন সময় নির্ধারিত বা সীমিত নেই । নিষিদ্ধ ও মাকরুহ্ ওয়াক্ত ব্যতীত দিনের বা রাত্রির যে কোন সময় এ নামায আদায় করা যেতে পারে ।

তাসবীহ্ আংগুলে গণনা করবে না, মনে মনে গণনার চেষ্ট করবে । কোন রুকনের তাসবীহ ভুলে গেলে অথবা বাদ পড়ে থাকলে পরবর্তী রুকনে তা আদায় করে নিবে যাতে মোট সংখ্যা ৩০০ বার পূর্ণ হয়ে যায় ।

সালাতুল ইস্তিগফার

ইস্তিগফার অর্থ তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, কৃত পাপে অনুতপ্ত হওয়া, কৃত পাপের স্বীকারোক্তি এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্পসহ্ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। পাপে অভ্যস্ত হলে মানুষের কলবে মরিচা সৃষ্টি হয়, হাদীসের ভাষায় কাল দাগ পড়ে যায় । ইস্তিগফার বা তাওবা করলে সে দাগ মুছে যায় । সুতরাং বান্দার কর্তব্য হচেছ কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরই ইস্তিগফার করা, নামায আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ।

www.amarboi.org

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেছেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন গুনাহ করবে অতঃপর পবিত্রতা অর্জন করে কিছু নফল নামায আদায় করবে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পবিত্র কুরআনের সূরা আলে ইমরান এর ১৩৫ নম্বর আয়াত নম্বর পাঠ করলেন যার অর্থ হচেছ," তারা এমন যে, কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের উপর যুলুম (পাপ) করলে তখনই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের প্রতিদান হল তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত"। সালাতুল ইস্তিগফার বা তাওবার নামায দু' রাকআত । তবে বেশীও আদায় করা যেতে পারে । পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার পরই সালাতুল ইস্তিগফার অর্থাৎ তাওবার নামায আদায় করে নেয়া উচিত ।

এ নামায আদায় করার জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা সূরা কিরাআত নেই । অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় নিয়্যাত করে এ নামায আদায় করবে। নামায শেষে মুনাজাত করে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করবে ।

সালাতুশ শোকর

মানুষের সুখ ও আনন্দে এবং দুঃখ ও বিপদে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করা উচিত । আল্লাহকে স্মরণ করার উত্তম পন্থা হচেছ নফল নামায । অধিকাংশ ফকীহগণ কোন বিশেষ আনন্দ লাভ কিংবা কঠিন বিপদ মুক্তির সংবাদ প্রাপ্তির পর আল্লাহর শুকরিয়া স্বরুপ দু'রাকআত নফল নামায আদায় করাকে মুস্তাহাব বলেছেন । পবিত্র মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ পাকের শোকরিয়া স্বরুপ নামায আদায় করেছেন । প্রসংগক্রমে শোকরের সিজদার কথা উল্লেখ করা যায় । আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এর সূত্রে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট কোন আনন্দের সংবাদ এলে অথবা কোন কিছুতে তিনি আনন্দিত হলে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায়ের জন্য তিনি সিজদাবনত হতেন । আবূ দাউদ শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জের পর পবিত্র মক্কা হতে মদীনায় ফিরার পথে আবওয়া নামক স্থানে অবতরণ করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) পরপর তিনবার হাত তুলে দু'আ করেন এবং দু'আর পর দীর্ঘ সময় সিজদাবনত থাকেন ।

www.amarboi.org

সালাতুল হাজত

পার্থিব জীবনে মানুষের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজন, অভাব বা বিপদ দেখা দেয় । তখন নামায আদায় করে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত । ইসলাম এ শিক্ষাই মুসলমানদের দিয়েছে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর । রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের আমলও ছিল এই যে, তাঁরা যখন কোন সমস্যায় পরতেন তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং নামায আদায় করে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কামনা করতেন । হাদীস শরীফে রয়েছে-

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আউফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তির আল্লাহর নিকট অথবা কোন মানুষের নিকট কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, সে যেন উত্তমরূপে ওযু করে এবং দুই রাকআত নামায আদায় করে নেয় । তারপর যেন সে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসাবাদ এবং নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি দরুদ পাঠ করে , তারপর এই দুআ পাঠ করে ।

সালাতুল হাজত এর দু'আ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

উচচারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল হালীমুন কারীমুন সুব্হা-নাল্লাহি রাব্বিল আ'রশীল আ'জীমি, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ'লামী-ন, আস্আলুকা মূজিবা-তি রাহমাতিকা ওয়া আ'যাইমা মাগ্ফিরাতিকা, ওয়াল গানীমাতা মিন্কুল্লি বিররিন, ওয়াস্ সালা-মাতা মিন্ কুল্লি ইস্মি, লা-তাদা'লী-জাম্বান লাকা রিদান ইল্লা কাদাইতাহা-ইয়া-আরহামার রা-হিমী-ন ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই । তিনি ধৈর্যশীল, মহামহিমান্বিত । আমি মহান আরশের প্রভু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক । হে পরম দয়ালু ও করুণাময়, আমি তোমার নিকট তোমার রহমত লাভের কারণসমূহ, তোমার ক্ষমালাভের সংকল্পরাজি, প্রত্যেক সৎ কাজের সার এবং অসৎ কাজ হতে শান্তি প্রার্থনা করছি । তোমার ক্ষমা ব্যতীত আমার কোন অপরাধকে তুমি ছেড়ে দিও না, আমার

www.amarboi.org

বিপদকে বিদূরিত করে দাও এবং আমার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দাও, যা তোমার সন্তোষলাভের কারণ হয় (তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ্)।

হযরত হুযায়ফা(রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্(সাঃ)কে যখন কোন বিষয়ে চিন্তিত করত, তখন তিনি (কিছু নফল) নামায আদায় করতেন (এবং এর উসিলায় আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন) -আবূ দাউদ ।

সালাতুল হাজত দু'রাকআত । তবে চার রাকআত ও বার রাকআত আদায়ের বর্ণনাও পাওয়া যায় । দু'আ করার সময় গুনাহ্ মাফের জন্য, যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য এবং সমস্ত মুসলমানদের কল্যানের জন্যও দু'আ করবে । এ নামায আদায়ের জন্য কোন সময় বা সূরা নির্দিষ্ট নয় । নিষিদ্ধ ও মাকরুহ্ ওয়াক্ত ব্যতীত যে কোন সময় যে কোন সূরা দিয়ে এ নামায আদায় করা যায় । অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায়ই এ নামায আদায় করবে ।

সালাতুল খাওফ (ভয়কালীন নামায)

সালাতুল খাওফ এর বিবরণ

নামায যাতে কাযা না হয় সেজন্য ইসলামে সালাতুল খাওফের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে । সালাতুল খাওফ স্বাতনএ কোন নামায নয়। এটি হচেছ নামায আদায়ের ভিন্ন এক পদ্ধতিমাত্র । যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু সম্মুখীন হওয়া অবস্থায় কিংবা হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকাপূর্ণ অবস্থায় যদি উপস্থিত লোকজন একই ইমামের পিছনে নামায পড়ার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, তাহলে এক বিশেষ পদ্ধতিতে নামায আদায়ের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে । একেই সালাতুল খাওফ বলা হয় । শরীআত সম্মত জিহাদ না হলে সালাতুল খাওফ পড়া জায়িয নয় ।

সালাতুল খাওফ আদায়ের শর্তাবলী

- নামাযের সময় যাকে ভয় করা হচেছ তার অবস্থান অর্থাৎ শত্রুদলের অবস্থান অতি নিকটবর্তী এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ।
- এরুপ ধারণা পোষণ করা যে, সকলে এক সাথে নামায আরম্ভ করলে শত্রুবাহিনী তা জানতে পারবে এবং এটিকে নিশ্চিত সুযোগ মনে করে হামলা করে বসবে (তখন সালাতুল খাওফের নিয়ম অনুযায়ী দু'দলে বিভক্ত হয়ে নামায আদায় করতে হবে)।

www.amarboi.org

➢ উপস্থিত লোকজনের একই ইমামের পিছনে নামায পড়ার জন্য দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া । যদি বিশেষ দ্বন্দ্ব না থাকে তাহলে পৃথক পৃথক ভাবে জামাআত করে নামায আদায় করা উত্তম ।

সালাতুল খাওফ আদায়ের নিয়ম

উপস্থিত সকল লোকজন যদি একই ইমামের পিছনে নামায পড়ার জন্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, আর তাতে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে তাহলে কোন্ পদ্ধতিতে জামাআত করে নামায আদায় করবে তার বর্ণনা হাদীসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে স্থান ও কাল ভেদে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে ।

হানাফী ফকীহগণের মতে ইমাম সকলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে একটি দলকে শত্রুর মুকাবিলায় যথাস্থানে অবস্থান নিতে বলবে এবং অপর দলকে নিয়ে নামায শুরু করবে । যদি নামায দু'রাকআত বিশিষ্ট হয়, যেমন ফজর বা জুমুআর নামায অথবা সকলে মুসাফির হবার কারণে যুহর, আসর ও ইশার নামায দু' রাকআত আদায় করতে হয় তাহলে ইমাম প্রথম রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা আদায় করার পর বসে থাকবেন । এরপর এই দলটি শত্রু সৈন্যের মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করার লক্ষ্যে নিজ নিজ স্থানে চলে যাবে । তারা শত্রুর মুকাবিলায় অবস্থান গ্রহনের পর অপর দলটি স্থান ত্যাগ করে ইমামের পিছনে নামায আদায় করতে এসে যাবে। তাদের আশা পর্যন্ত ইমাম বসে অপেক্ষা করবেন ।

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে এই দলকে সাথে নিয়ে দ্বিতীয় রাকআত আদায় করবেন এবং যথারীতি নামায শেষ করে সালাম ফিরাবেন । কিন্তু মুক্তাদীদের কেউ সালাম না ফিরিয়ে উঠে গিয়ে পূর্বের স্থানে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে । অতঃপর প্রথম রাকআত আদায়কারী দলটি ইমামের পিছনে চলে আসবে এবং নিজেরা অবশিষ্ট এক রাকআত আদায় করে নিবে । এই এক রাকআত আদায়কালে তারা কিরাআত পড়বে না । কারণ দ্বিতীয় রাকআত আদায়ের ক্ষেত্রে এই দল লাহিক বলে বিবেচিত । তবে সূরা ফাতিহা পড়ার পরিমাণ সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে । এরপর রুকু, সিজদা করে তারা যথারীতি নামায শেষ করে সালাম ফিরাবে । এরপর তারা আবার শত্রুর মুকাবিলার স্থানে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় রাকআত আদায়কারী দলটি ইমামের স্থানে চলে আসবে । তারা নিজেদের অবশিষ্ট এক রাকআত দাঁড়ানো অবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়ার পর এর সাথে সূরা মিলাবে । কারণ তারা প্রথম রাকআত ইমামের সাথে না পড়ায় মাসবূকের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

www.amarboi.org

যদি মাগরিবের নামায এভাবে পড়া হয় তাহলে প্রথমে যারা মুক্তাদী হবে তাদের নিয়ে ইমাম দু'রাকআত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে, এ দলটি আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর শত্রুর মোকাবিলার স্থানে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি নামায পড়তে আসবে । তারা ইমামের পিছনে চলে আসার পর ইমাম দাঁড়াবেন এবং তাদের নিয়ে এক রাকআত আদায় করে দু'দিকে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবেন । কিন্তু মুকতাদীগণ সালাম না ফিরায়ে তারা শত্রুর মুকাবিলার স্থানে চলে যাবে ।

এরপর প্রথম দলটি এসে কোন সূরা না পড়ে এক রাকআত আদায় করে দু'দিকে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করে শত্রুর মুকাবিলার স্থানে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দলটি এসে সূরা ফাতিহা ও অন্য সুরাসহ আরো দু'রাকআত আদায় করে সালামসহ নামায শেষ করবে । এক রাকআতে মাসবূক হিসাবে তারা দ্বিতীয় সিজদার পর বসবে । যদি মাগরিবের নামায আদায়কালে প্রথম দল ইমামের সাথে এক রাকআত এবং দ্বিতীয় দল শেষ দু'রাকআত পড়ে তাহলে ইমাম ব্যতীত সকলের নামায বাতিল হয়ে যাবে ।

যদি চার রাকআত বিশিষ্ট নামায হয় তাহলে প্রত্যেক দলই ইমামের সাথে দুই রাকআত করে আদায় করবে ।প্রথম দল তাদের অবশিষ্ট নামায আদায়কালে লাহিক হিসাবে আদায় করবে, আর দ্বিতীয় দল নিজেদের অবশিষ্ট নামায আদায়কালে মাসবূক হিসাবে আদায় করবে ।

যুদ্ধরত অবস্থায় নামাযের হুকুম

নামাযরত অবস্থায় শত্রুর মুকাবিলা করা বা প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া জায়িয নয়। নামায আদায় করার সময় প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে । যদি শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করার জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে হয় এবং নামাযের জন্য কোথাও দাঁড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে এ অবস্থায় নামাযকে বিলম্বিত করতে হবে । হেঁটে হেঁটে নামায আদায় করা যাবে না । যেখানে গিয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হয় সেখানে গিয়ে নামায পড়তে হবে তাতে যদি সময় চলে যায় তাহলে কাযা করতে হবে (ফতোয়ায়ে আলমগীরী)।

সালাতুল খাওফের বিবিধ মাসাইল

- ভয়ের কারণে কোন নামায চার রাকআতের পরিবর্তে দু' রাকআত পড়া জায়িয নয় ।
- সালাতুল খাওফে শত্রুর দিকে যাওয়া এবং পুনরায় নামাযের স্থানে চলে আসা ইত্যাদি যে সব কাজ নামাযে কোন ক্রমেই বৈধ নয়- সে সব কিছু এ নামাযে

www.amarboi.org

বৈধ রাখা হয়েছে । কিন্তু যাওয়া আসা পায়ে হেঁটে হতে হবে, যদি কোন বাহনে আরোহন করা হয় তাহলে তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে এবং এতে নামায বাতিল হয়ে যাবে ।

➢ সালাতুল খাওফ আদায়কালে যদি ইমামের এমন কোন ভুল হয়ে যায় যে জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়, তাহলে ইমাম নিজ নামায শেষে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর ডানদিকে সালাম ফিরাবেন এবং যেহেতু তখন দ্বিতীয় দল ইমামের সাথে থাকবে, তাই তারাও ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহুতে শরীক থাকবে, এরপর প্রথম দলটি নিজ নিজ নামায আদায়কালে শেষ রাকআতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর সিজদায়ে সাহু আদায় করবে এবং যথানিয়মে নামায শেষ করবে । প্রথম দলটি যদি নিজেদের নামায আদায় করার সময় কোন ভুল করে ফেলে তাহলে এর জন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না, কিন্তু দ্বিতীয় দলটি যদি নিজেদের নামায আদায়কালে ভুল করে, তাহলে তাদের সাহু সিজদা দিতে হবে ।

➢ শত্রুর সম্মুখীন হওয়া অবস্থায় কেউ যদি বাহন হতে অবতরণের অবসর না পায় তবে সকলেই বাহনের উপর বসে বসে ইশারায় একা একা নামায আদায় করে নিবে । তখন ক্বিবলামুখী হওয়াও শর্ত নহে। আর যদি এতটুকুরও অবকাশ না হয় তবে মা'যূর হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তখন নামায পড়বে না, অবস্থা শান্ত হওয়ার পর কাযা পড়ে নিবে ।

সালাতুল ইস্তিখারা

ইস্তিখারার নামায দু' রাকআত । ইস্তিখারা শব্দের অর্থ হচেছ কারো নিকট কল্যানের সাহায্য কিংবা সুপরামর্শ প্রার্থনা করা । ইসলামের পরিভাষায় ইস্তিখারার অর্থ হচেছ নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বিনয়ের সাথে এক বিশেষ নিয়মে বা নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করা । মানুষ ভবিষ্যত সম্পর্কে অজ্ঞ । তাই অনেক সময় বহু কাজে মানুষ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। একারণে কোন কাজ করার পূর্বে ইসতিখারা করা উত্তম । আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে লোকেরা বিয়ে, বাণিজ্য ও সফর ইত্যাদির জন্য তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করত, যা শিরকের পর্যায়ভুক্ত । আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য উক্ত শিরকের স্থলে ইসতিখারার পদ্ধতি প্রদান করেছেন ।

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইস্তিখারা করার জন্যে এমনভাবে শিক্ষা (পরামর্শ) দিতেন যেভাবে

www.amarboi.org

আমাদেরকে কুরআন পাকের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন । তিনি বলতেনঃ তোমাদের কেউ কোন কাজে দ্বিধাগ্রস্থ হলে সে যেন ফরয নামায ব্যতীত দু'রাকআত নফল নামায আদায় করে, অতঃপর এ দু'আ পাঠ করে (সহীহ বুখারী) ।

ইস্তিখারার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ
وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ
دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ
عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ –

উচচারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বিই'ল্‌মিকা ওয়া আস্‌তাক্‌দিরুকা বিকুদ্‌রাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিন ফাদ্‌লিকাল আ'জীমি ফা ইন্নাকা তাক্‌দিরু ওয়ালা-আক্‌দিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা-আ'লামু ওয়া আন্‌তা আল্লা-মুল গুয়ূবি আল্লা-হুম্মা ইন্‌ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-জাল আম্‌রা খাইরুল্লী ফী দ্বীনী ওয়া মাআ'শী-ওয়া আ'কিবাতি আম্‌রী ফাক্‌দির্‌হু লী-ওয়া ইয়াস্‌সিরহ্‌ লী-ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি ওয়া ইন্‌ কুনতা তা'লামু আন্না হা-জাল আম্‌রা শার্‌রুল্লী ফী-দ্বীনী ওয়া মাআ'শী ওয়া আ'ক্বিবাতি আমরী ফাস্‌রিফহু আন্নী ওয়াস্‌রিক্‌নী আন্‌হু ওয়া আক্‌দুরলীল খাইরা হাইছু কা-না ছুম্মা আর্‌দিনী বিহী- ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি তোমারই নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে এ বিষয়ের ভাল দিক (জ্ঞাত হবার) প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকট (উহা লাভের) ক্ষমতা চাচিছ । আর আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি তোমার নিকট তোমার অসীম অনুগ্রহ । কেননা, তুমি ক্ষমতাবান, আর আমি ক্ষমতাবান নই । তুমি (এর ভাল মন্দের) জ্ঞান রাখ, আর আমি রাখি না । তুমি গায়েবসমূহ সম্পর্কেও বিশেষভাবে জ্ঞাত । হে আল্লাহ, তুমি যদি মনে কর যে, এ বিষয়টি আমার জন্যে ভাল হবে- আমার দ্বীনের ব্যাপারে,.আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে ও আমার পরিণামে-তাহলে তুমি ইহা আমার জন্যে নির্ধারণ কর এবং ইহা আমার পক্ষে সহজ করে দাও । অতঃপর আমার জন্যে এতে বরকত দান কর । আর তুমি যদি মনে কর যে, বিষয়টি আমার জন্যে অকল্যানকর হবে- আমার দ্বীনের ব্যাপারে, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে ও আমার পরিণামে- তাহলে তুমি উহাকে আমা হতে ফিরিয়ে রাখ এবং আমাকেও উহা হতে ফিরায়ে রাখ, উপরন্ত আমার

www.amarboi.org

জন্যে ভাল নির্ধারণ কর যথায় উহা আছে । তৎপর তুমি আমাকে তাতে সন্তুষ্ট রাখ।

(এ দু'আ পাঠের সময় নিজের আবশ্যক বিষয়ের নাম স্মরণ করবে)।

ইস্তিখারার সুন্নাত পদ্ধতিঃ ইশার নামাযের পরে নতুন করে ওযু করে অত্যন্ত কায়মনোবাক্যে দু'রাকআত নামায আদায় করবে । অতঃপর উক্ত দু'আ মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে এবং অর্থের প্রতি খিয়াল রাখবে । অতঃপর ওযু অবস্থায় পবিত্র বিছানায় কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়বে । দু'আর শুরুতে এবং শেষে হামদ ও দরুদ শরীফ পডা উত্তম ।

ইস্তিখারা নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই । অন্যান্য নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা দিয়ে এ নামায আদায় করা যায় । তবে কেউ কেউ প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরুন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করা পছন্দ করেছেন । কোন নাজায়িয কাজের জন্য ইস্তিখারা করা জায়িয নেই ।

ইস্তিখারা দ্বারা কোন গায়িব বিষয়ে জানা যাবে কিংবা স্বপ্নে কেউ এসে স্পষ্ট করে বলে দিবে এরুপ ধারণা রাখা ভুল । ইস্তিখারার মূল উদ্দেশ্য হচেছ আল্লাহর নিকট কল্যান কামনা করে কোন কাজ করা, দু'আ করা,পরিকল্পিত কাজের বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেয়া । ইস্তিখারা অর্থ কোন গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া নয় । সুতরাং ইস্তিখারা করার পর ঘুম হতে উঠে যে দিকে মনের ঝোঁক বেশী পাওয়া যাবে সেভাবে কাজ করবে । একদিনে মন স্থির না হলে পর পর ৭দিন ইস্তিখারা করবে ।

সালাতুল ইস্তিস্কা

ইস্তিস্কা শব্দের অর্থ হচেছ পানি বা বৃষ্টি চাওয়া । মেঘ বৃষ্টি আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতের অধীন । তাই অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা ও নফল নামায আদায় করার বিধান ইসলামে রয়েছে । এ নামাযকে ইস্তিস্কার নামায বলা হয় ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বৃষ্টির জন্যে লোকদের সাথে নিয়ে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং তাদের সাথে নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন, যাতে কিরাআত লম্বা করে পড়লেন । এ সময় তিনি নিজের হস্তদ্বয় উঠালেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'আ করলেন । আর যখন কিবলামুখী হলেন, আপন চাদর ঘুরায়ে দিলেন (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

www.amarboi.org

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইস্তিস্কার উদ্দেশ্যে ঈদগাহের দিকে বের হলেন এবং আপন চাদর ঘুরায়ে দিলেন যখন তিনি কিবলামুখী হলেন । তিনি চাদরের ডান দিককে বাম কাঁধের উপরে এবং উহার বাম দিককে ডান কাঁধের উপরে রাখলেন, অতঃপর আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন (আবূ দাউদ) ।

ইস্তিস্কার দু' রাকআত নামায ঈদগাহে বা ময়দানে জামাআতে আদায় করা সুন্নাত । যে সময় নফল নামায আদায় করা জায়িয সে সময় ইস্তিস্কার নামায আদায় করাও জায়িয । তবে অনেকের মতে দিনের প্রথম অংশে আদায় করা উত্তম । এ নামাযে আযান ও ইকামত দিতে হবে না । ইমাম উচচস্বরে কিরাআত পাঠ করবেন । এ নামাযে নির্দিষ্ট কোন সূরা নেই । যে কোন সূরা পাঠ করা যায় । নামায শেষে ইমাম মুসাল্লীদের দিকে ফিরে মাটিতে দাঁড়িয়ে ঈদের খুতবার ন্যায় দু'টি খুতবা দিবেন । খুতবার সময় ইমাম হাতে লাঠিতে ভর করে দাঁড়াতে পারেন। দু' খুতবার মাঝে বসবেন এবং খুতবা শেষ হওয়ার পর চাদর উল্টাবেন অর্থাৎ উপরের অংশ নীচে আর নীচের অংশ উপরে নিবেন। অতঃপর ইমাম ক্বিবলামুখী হয়ে উপরের দিকে হাত তুলে দু'আ করবেন । মুসাল্লীগণও দু'আ করবে এবং আমীন আমীন বলবে ।

সালাতুল কুসূফ ওয়াল খুসূফ

সূর্যগ্রহণ কালে যে নামায আদায় করা হয় তাকে সালাতুল কুসূফ এবং চন্দ্র গ্রহণকালে যে নামায আদায় করা হয় তাকে সালাতুল খুসূফ বলা হয় । হানাফী মাজহাব মতে কুসূফের নামায সুন্নাত, আর খুসূফের নামায মুস্তাহাব । কুসূফের নামায জামাআতের সাথে এবং খুসূফের নামায একা একা আদায় করা উত্তম । অন্যান্য নামাযের ন্যায় এ নামাযেও এক রাকআতে এক রুকু ও দুই সিজদা দিতে হয়, বেশী নয় । সূর্যগ্রহণকালে ও চন্দ্রগ্রহনকালে এ নামায দু'রাকআত । তবে এ নামায দুই রাকআত হতে চার রাকআত পর্যন্ত আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে । কুসূফের নামাযে কিরাআত চুপে চুপে পড়তে হয় এবং কিরাআতকে দীর্ঘ করা উত্তম, কিন্তু খুসূফের নামাযে কিরাআত উচচস্বরে এবং দীর্ঘ করে আদায় করা যায়। রুকু সিজদাও তুলনামূলক দীর্ঘ করবে এবং তাতে অধিক সংখ্যক তাসবীহ পাঠ করবে । নামায শেষে দু'আ করবে । কিরাআত লম্বা করে দু'আ সংক্ষিপ্ত করা অথবা কিরাআত সংক্ষিপ্ত করে দু'আ লম্বা করা জায়িয । মহিলারা সর্বাবস্থায় নিজ নিজ ঘরে একাকী নামায আদায় করবে । গ্রহণ শুরু হলে এ নামায শুরু করবে ।

www.amarboi.org

তবে নফল নামাযের মাকরুহ ওয়াক্তে গ্রহণ শুরু হলে নামায আদায় না করে দু'আ করতে থাকবে । নামায শুরু করার পর মাকরুহ ওয়াক্ত এসে গেলে নামায শেষ করে দু'আয় লিপ্ত হবে । গ্রহণ অবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে দু'আ শেষ করে মাগরিবের নামায আদায় করতে হবে ।

বাংলায় এ নামাযের নিয়্যাত এভাবে করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে সালাতুল কুসূফ(সূর্য গ্রহর) অথবা সালাতুল খুসূফ(চন্দ্র গ্রহণ) এর দুই রাকআত সুন্নাত নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম ।

সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কুদরতের দু'টি নিদর্শন । এদের আবর্তন বিবর্তন তাঁরই নির্ধারিত নিয়মের অধীন । আবর্তনকালে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী যখন একই সরলরেখায় উপনীত হয় এবং চন্দ্র মধ্যখানে থাকে, তখন সূর্যগ্রহণ হয় । আর যখন পৃথিবী মধ্যখানে থাকে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয় । সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় এক অস্বাভাবিক ও ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয় । পশু পক্ষি ভীত হয়ে পড়ে । সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ(সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম বিশেষ নামায আদায় করতেন এবং দু'আ দরুদ ও তাসবীহ তাহলীলে মশগুল থাকতেন ।

হযরত আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, একবার সূর্যগ্রহণ হল । এতে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং আশংকা করতে লাগলেন কিয়ামত হয়ে যায় কিনা । তখন তিনি মসজিদে আসলেন এবং নামায আদায় করলেন বহু দীর্ঘ কিয়াম,রুকু ও সিজদা সহকারে, যা আমি তাকে কখনও করতে দেখি নি । অতঃপর বললেনঃ এসকল হচেছ আল্লাহর নিদর্শন, যা তিনি কোন কোন সময় দেখায়ে থাকেন । গ্রহণ কারো মৃত্যু বা হায়াতের কারণে হয় না, এটা দ্বারা তিনি তার বান্দাদের ভয় দেখিয়ে থাকেন । সুতরাং তোমরা যখন এদের কোনটি দেখবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাঁর নিকট দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর যুগে একবার সূর্য গ্রহণ হল । তিনি দুই দুই রাকআত করে নামায আদায় করলেন এবং মসজিদে বসে গ্রহণের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন, যে যাবত না সূর্য পরিষ্কার হয়ে যায় (আবূ দাউদ)।

এখানে উল্লেখ্য যে, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে আরবদের ধারণা ছিল, পৃথিবীতে কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যুর কারণেই গ্রহণ হয়ে থাকে । ১০ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ(সাঃ) এর পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যু দিবসে এ সূর্য গ্রহণ হলে তারা ভাবল, আল্লাহর নবীর পুত্রের মৃত্যুর কারণেই এ মহা দূর্যোগ দেখা দিয়েছে । আল্লাহর

www.amarboi.org

রাসূল (সাঃ) এর প্রতিবাদ করে বললেন, গ্রহণ কারো মৃত্যু বা হায়াতের কারণে হয় না । আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কোন সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি হলে তিনি এর দ্বারা হয়তো বিরাট সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন । কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাঃ) মিথ্যা বুযুর্গী বা সুযোগ সন্ধানী ছিলেন না ।

শবে মি'রাজের নামায

রজব মাসের ২৬ তারিখের দিবাগত রাত্রিকে শবে মি'রাজ বলে । এ রাত্রিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বোরাকে আরোহন করিয়ে সশরীরে প্রথমে মক্কা হতে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যান । অতঃপর সেখান হতে সপ্তম আসমান পেড়িয়ে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে নিয়ে যান এবং জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ করান । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এ সফরকে মি'রাজ বলা হয় । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এ মি'রাজ হিজরতের এক বৎসর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়্যতের দ্বাদশ বর্ষে সংগঠিত হয়েছিল । এ মি'রাজ রজম মাসের ২৬ তারিখের দিবাগত রাত্রিতে সংগঠিত হয়েছে বলে এ রাত্রিকে শবে মি'রাজ বলে । এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাতে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্যে, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (সূরা ইসরা, আয়াত নম্বর ঃ ১) ।

মি'রাজ রজনীতে উম্মতে মুহাম্মদীর উপর পাচঁ ওয়াক্ত নামায ফরয হয় । এ রাত্রি ফযীলতের রাত্রি । এ রাত্রিতে নফল ইবাদত করা ভাল । তবে এ রাত্রিতে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন ইবাদত করার কথা কোন হাদীসে উল্লেখ নেই ।

এ রাত্রিতে নফল নামায আদায়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট রাকআত সংখ্যা কিংবা নামায আদায়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই । অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যত রাকআত সম্ভব নামায আদায় করবে । নামাযের নিয়্যাতের ব্যাপারেও কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই । আরবীতে নিয়্যাত করাও জরুরী নয় । এক সালামে দুই রাকআত কিংবা এক সালামে চার রাকআত করে যত রাকআত সম্ভব নামায আদায় করবে । যদি দুই দুই রাকআত করে নামায আদায় করবে বলে ইচেছ হয় তাহলে বাংলায় এভাবে নিয়্যাত করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম- আল্লাহু আকবার ।

www.amarboi.org

শবে বারাআতের নামায

শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখের দিবাগত রাত্রিকে শবে বারাআত বলে । শব ফার্সী শব্দ, যার অর্থ হচেছ রাত্রি । বারাআত আরবী শব্দ, যার অর্থ হচেছ মুক্তি বা নিষ্কৃতি । শবে বারাআতকে আরবীতে বলা হয় লাইলাতুল বারাআত ।অর্থাৎ মুক্তির রাত্রি বা নিস্কৃতির রাত্রি। যেহেতু এ রাত্রিতে বান্দা আল্লাহ পাকের দরবারেতাওবা ইস্তিগফার করে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে, তাই এ রাত্রিকে বলা হয় লাইলাতুল বারাআত । হাদীস শরীফে এ রাত্রির অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু হাদীস শরীফে এ রাত্রির নাম লাইলাতুল বারাআত কিংবা শবে বারাআত বলে উল্লেখ নেই । হাদীসের ভাষায় বলা হয়েছে নিসফে শা'বান অর্থাৎ শা'বান মাসের অর্ধ রজনীর রাত্রি ।

পবিত্র কুরআনেও লাইলাতুল বারাআত বলে কোন উল্লেখ নেই । পবিত্র কুরআনের ১০ম পারায় সূরা-তাওবার ১ম আয়াতে বারাআত শব্দটি রয়েছে । বারাআত শব্দটি উক্ত আয়াতের প্রথম শব্দ । সেখানে বারাআত শব্দটি সম্পর্ক ছেদ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যেমনঃ উক্ত আয়াতটিতে বলা হয়েছে, "ইহা সম্পর্কচেছদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে সেই সমস্ত মুশরিকদের সাথে যাদের সহিত তোমরা পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে ।" এ আয়াতে বারাআত শব্দটি মুশরিকদের সাথে চুক্তি ভংগ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । এছাড়া পবিত্র কুরআনে লাইলাতুল মুবারাকা অর্থাৎ বরকতময় রজনী বলে উল্লেখ আছে । যেমনঃ ২৫ পারায়, সূরা-দুখান এর ৩ নম্বর আয়াতে লাইলাতুল মুবারাকা উল্লেখ রয়েছে । উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি তো ইহা অবতীর্ন করেছি এক মুবারক অর্থাৎ বরকতময় রজনীতে, আমি তো সতর্ককারী ।" অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে এই লাইলাতুল মুবারাকা বলতে লাইলাতুল কদর অর্থাৎ শবে কদরকে বুঝানো হয়েছে । কেননা ঐ রাত্রিতেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ন হয় । শবে বারাআতের ফযীলত সম্পর্কে হাদীস থেকে জানা যায় । যেমনঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ(সাঃ) কে পেলাম না। তাকে তালাশ করতে করতে হঠাৎ দেখি, তিনি বাকী নামক কবরস্থানে আছে । আমাকে দেখে তিনি বললেন, আয়েশা তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছেন ? আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) নিঃসন্দেহে আমি ধারণা করেছিলাম যে, আপনি আপনার অপর কোন স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন । তখন

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তায়ালা অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে অবতীর্ন হন এবং বনূ কলব গোত্রের মেষপালের পশম সংখ্যক এবং তার অধিক ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন (আজ সেই রাত্রি) - তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ । বর্ণিত আছে বনূ কলব গোত্রে প্রায় বিশ হাজার বকরী ও মেশ ছিল ।

(ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি ইমাম বুখারীকে হাদীসটিকে যয়ীফ বলতে শুনেছি)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,(হে আয়েশা) তুমি কি জান এ রজনীতে অর্থাৎ অর্ধ শা'বানের রজনীতে (শবে বরাতে) কি কি ঘটে ? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাতে কি ঘটে ? রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বললেন, এতে নির্ধারিত হয় এ বৎসর মানুষের যত সন্তান জন্ম লাভ করবে । এতে নির্ধারিত হয় এ বৎসর মানুষের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে । এতে উঠানো হয় (নির্ধারিত হয়) মানুষের কর্মসমূহ এবং এতে অবতীর্ন হয় (নির্ধারিত হয়) মানুষের রিযিকসমূহ । অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন ব্যক্তি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনবার করে বললেন, কোন ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত । আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনিও নহে ইয়া রাসূলাল্লাহ? তখন তিনি আপন মাথার উপর হাত রেখে বললেন, আমিও না । কিন্তু যদি আল্লাহ তায়ালা আপন রহমত দ্বারা আমাকে ঢেকে লন-ইহা তিনি তিনবার বললেন ।-মিশকাত শরীফ ।(কোন কোন হাদীসে এ সকল বিষয় শবে কদরে সংঘটিত হয় বলে উল্লেখ আছে)।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যখন অর্ধ শা'বানের রজনী (শবে বরাত) আসবে, উহার রাত্রিতে তোমরা নামায আদায় করবে এবং দিনে তোমরা রোযা রাখবে । কেননা উহাতে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই আল্লাহ তায়ালা এ নিকটতম আসমানে অবতীর্ন হন এবং বলতে থাকেন, কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছ কি-যাকে আমি ক্ষমা করে দিব, কোন রিযিক প্রার্থনাকারী আছ কি যাকে আমি রিযিক প্রদান করব এবং কোন বিপদগ্রস্থ আছ কি যাকে আমি বিপদ মুক্ত করব । এভাবে আরো ব্যক্তিকে ডাকেন, যে যাবত না ফজর হয় (ইবনে মাযাহ)।

হযরত আবূ মূসা আশআরী(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে (শবে

www.amarboi.org

বরাতে) আল্লাহ্ তায়ালা (নিকটতম আসমানে) অবতীর্ন হন এবং ক্ষমা করে দেন তাঁর সকল সৃষ্টিকে - মুশরিক ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত (ইবনে মাযাহ্)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যান্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসে অধিক রোযা রাখতেন (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রজব ও শা'বান মাসদ্বয়ের জন্য এ দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজবে ওয়া শা'বান ওয়া বাল্লিগনা ইলা শাহরি রমাযান । অর্থঃ হে আল্লাহ, আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বরকত নাযিল করুন, আর আমাদেরকে রমযান মাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন (মা সাবাতা বিস সুন্নাহ বায়হাকী)।

বর্ণিত আছে, একদা হযরত ঈসা (আঃ) সফর করছিলেন । হঠাৎ উচুঁ পাহাড়ে উঠে গেলেন এবং উচচ শিখরে দুধের চেয়েও অধিক সাদা একটি পাথর দেখলেন। হযরত ঈসা (আঃ) উক্ত পাথরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তার চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলেন । হঠাৎ আল্লাহ্ তায়ালা ওহী পাঠলেন, হে ঈসা, তুমি কি এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক জিনিস দেখতে চাও ? হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, নিশ্চয়ই দেখতে চাই হে আল্লাহ্ । হঠাৎ পাথরহানা ফেটে গেল । তিনি দেখতে পেলেন,একজন বুযুর্গ আল্লাহ পাকের ধ্যানে মগ্ন যার দেহে পশমের জুব্বা, হাতে লাঠি, সম্মুখে আংগুর প্রভৃতি ফলাদি । হযরত ঈসা (আঃ) অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে বুযুর্গ আপনি কে এবং কতদিন যাবত এখানে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন আছেন ? আপনার সম্মুখের ফলাদি কোথা থেকে এসেছে ? বুযুর্গ উত্তর করলেন, আমি একজন সাধারণ মানুষ । মায়ের দোয়ায় আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এ বুযুর্গী দান করেছেন । চারশত বছর যাবত এ পাথরের ভিতরে আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করছি । প্রত্যহ আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে আমার জন্য এ ফলাদি পাঠানো হচেছ । এ কথা শুনে হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, হে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু, আমার মনে হয় এ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কোন বুযুর্গ ব্যক্তি আপনি সৃষ্টি করেননি । আল্লাহ্ তায়ালা ওহী পাঠালেন, হে ঈসা, জেনে রাখ আমার প্রিয় হাবীব খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদ (সাঃ) উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে অর্থাৎ ১৪ই শা'বানের দিবাগত রাত্রিতে ইবাদত করবে তার ইবাদত আমার এ বুযুর্গের চারশত বছরের ইবাদতের চেয়েও অধিক পছন্দনীয় । একথা শুনে হযরত ঈসা (আঃ) আফসোস করে বললেন, হে আল্লাহ্ আমি যদি খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মত হতে পারতাম (কালয়ুবী) ।

এ রাত্রিতে যতদূর সম্ভব জাগ্রত থেকে নফল নামায আদায় করা, যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, তাওবা করা ,দরুদ শরীফ পাঠ করা, সালাতুত

www.amarboi.org

তাসবীহ্‌র নামায আদায় করা, কবর যিয়ারত করা, ফকীর মিসকিনকে দান খয়রাত করা, আল্লাহ্ পাকের রহমত লাভের জন্যে অত্যন্ত বিনীতভাবে মুনাজাত করা এবং পরদিন রোযা রাখা ভাল । তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, সারারাত নফল নামায আদায়ের কারণে যেন ফজরের নামায কাযা না হয় । কারণ ফজরের নামায ফরয, আর এ রাত্রিতে জাগ্রত থেকে নামায আদায় করা নফল । নফল কখনো ফরযের সমতুল্য হবে না । এ রাত্রিতে বেশী বেশী করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করবে এবং অতীত গুনাহ্ থেকে তাওবা করবে । উপরোল্লিখিত বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তায়ালা এ রাত্রে তার অসংখ্য সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন । কিন্তু যাদের কে তিনি ক্ষমা করবেন না তারা হলো ঃ মুশরিক, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ব্যক্তি, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যাকারী, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী,পায়ের নীচের গিরা ঢেকে কাপড় পরিধানকারী, পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপায়ী, যাদুকর,গণক, বাদক । কিন্তু এরপরও আশা করা যায়, অন্তর থেকে তাওবা করলে আল্লাহ্ পাক হয়তো ক্ষমা করে দিবেন । কারণ আল্লাহ পাক হলেন অফুরন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়ার সাগর । কিন্তু হক্কুল ই'বাদ অর্থাৎ মানুষের অধিকার খর্ব করার অপরাধ, কাউকে কষ্ট দেয়া হলে, কারো হক নষ্ট করা হলে, অন্যের ঋণ পরিশোধ করা না হলে তা আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে।

এ রাত্রিতে নফল নামায আদায়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট রাকআত সংখ্যা কিংবা নামায আদায়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই । অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যত রাকআত সম্ভব নামায আদায় করবে । নামাযের নিয়্যাতের ব্যাপারেও কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই । আরবীতে নিয়্যাত করাও জরুরী নয় । এক সালামে দুই রাকআত কিংবা এক সালামে চার রাকআত করে যত রাকআত সম্ভব নামায আদায় করবে । যদি দুই দুই রাকআত করে নামায আদায় করবে বলে ইচেছ হয় তাহলে বাংলায় এভাবে নিয়্যাত করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম- আল্লাহু আকবার । বর্তমান বাজারে কিছু কিছু বই পত্রে শবে বরাতের নামায আদায়ের কতগুলো নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে । কিন্তু হাদীসের দৃষ্টিতে এ সকল নিয়ম কানুনের কোনই ভিত্তি নেই । এ রাত্রিতে যে কোন নফল ইবাদত করা যায়। নফল ইবাদতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা সর্বোত্তম । এছাড়া কুরআনের অর্থ বুঝা, বিভিন্ন ধর্মীয় বই পত্র পাঠ করা, মাসআলা শিক্ষা করাও সওয়াবের কাজ ।

www.amarboi.org

মোদ্দকথা,এ রাত্রটি ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে এবং ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে ।

এ রাত্রিতে আতশবাজী করা গুনাহের কাজ । যাবতীয় বিদাআত ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে । এ রাত্রি আনন্দ উল্লাস করার রাত্রি নয় বরং আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে গুনাহ মাফ লওয়ার রাত্রি ।

আমাদের দেশের কিছু কিছু এলাকা আছে যেখানে মহিলারা হালুয়া রুটি তৈরীতে ব্যস্ত থাকেন । পরে এত ক্লান্ত হয়ে পরেন যে, ইবাদত করার আর সুযোগ পান না । এটা কখনো ঠিক নয় । কেউ কেউ মনে করেন এ রাত্রিতে হালুয়া রুটি তৈরী করতেই হবে। এটা সম্পূর্ণ বিদাআত। ফকীর মিসকিনকে খাওয়ানো কিংবা সওয়াবের নিয়্যাতই যদি থাকে তাহলে এ রাত্রিতে সবার বাড়িতে শুধু হালুয়া রুটি কেন ? অন্য কিছুওতো তৈরী করা যায় । ভাত খাওয়ালেতো তারা বেশী খুশী হতো । কারণ রুটিতে ফকীরদের ব্যাগ ভরে যায় অথচ খাওয়ার রুচী হয় না । অথচ কিছু ডাল ভাত হলে অবশ্যই তারা তুলনামুলক বেশী খুশী হতো ।

এ রাত্রি ভাগ্য লিপির রাত্রি, এ রাত্রিতে আল্লাহ পাক মানুষের এক বৎসরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন এরুপ আকিদা পোষণ করা মারাত্মক অন্যায় এবং গুনাহের কাজ । এ রাত্রির মর্যাদা অন্য রাত্রির তুলনায় বেশী তা অবশ্য ঠিক । আল্লাহ পাক একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন । মানুষের ক্ষেত্রে একের তুলনায় অন্যকে বেশী সম্মান দিয়েছেন, দিনের মধ্যে কয়েকটি দিনকে বেশী সম্মানিত করেছেন যেমনঃ শুক্রবারের দিন, দুই ঈদের দিন, আরাফাতের দিন ইত্যাদি । তদরুপ রাত্রির ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক কয়েকটি রাত্রিকে বেশী মর্যাদাবান করেছেন যাতে ঐসব রাত্রিতে উম্মতে মুহাম্মদী বেশী বেশী ইবাদত করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে । এসব রাত্রির মধ্যে একটি হচেছ শবে বরাত । এর অর্থ এই নয় যে, কেবল এই রাত্রিতেই আল্লাহ মানুষের পূর্ণ এক বৎসরের জন্য ভাগ্য বণ্টন করে দেন । যদি এ আকিদাই পোষণ করা হয়, তাহলেতো আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তিকে সীমিত করেই দেখা হল । অথচ আল্লাহ হলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী । আল্লাহ ইচেছ করলে যে কোন সময় বান্দার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন । যদি এ রাত্রিকে ভাগ্য লিপির রাত্রিই হয় তাহলেতো বৎসরের বাকী দিনগুলোতে আর ইবাদত বন্দিগী করা কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করা কিংবা বিপদে আপদে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার আরো কোন সুযোগই থাকে না । কারণ ভাগ্যে যা হবার

www.amarboi.org

তাতো শবে বরাতের রাত্রিতেই হয়ে গিয়েছে । সুতরাং এরুপ আকিদা পোষণ করা ঠিক নয় ।

শবে কদরের নামায

শবে কদর বা লাইলাতুল ক্বদর হাজার মাসের রাত্রি অপেক্ষা উত্তম । রাত্রি সমূহের মধ্যে লাইলাতুল ক্বদরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সর্বাধিকসম্মানিত করেছেন । কারণ এ রাত্রিতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ন করা হয়। অধিকাংশ আলেম গণের মতে রমযান মাসের ২৬ তারিখের দিবাগত রাত্রি হচেছ শবে ক্বদর । তবে রমযানের শেষ দশ দিনের যে কোন এক বিজোড় রাত্রিতে শবে ক্বদর হয়ে থাকে । হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমরা লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ কর রমযানের শেষ দশকের যে কোন বিজোড় রজনীতে (সহীহ বুখারী)। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এ রাত্রি আল্লাহর রহমতে ভরপুর থাকে । এ রাত্রির ফযীলত ও নামকরণে পবিত্র কুরআনে একটি সূরা-ই নাযিল করা হয়েছে, যার নাম সূরা-কাদ্‌র । এতে বলা হয়েছেঃ

"আমি এটা (আল কুরআন) অবতীর্ন করেছি লাইলাতুল কদরে অর্থাৎ মহিমান্বিত রজনীতে । আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান ? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রুহ্‌ অবতীর্ন হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে । শান্তিই শান্তি, সে রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত ।"

হাদীস শরীফে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের নিকট এমন একটি মাস আগত যাতে এমন একটি রাত্রি রয়েছে যা এক হাজার মাস হতেও শ্রেষ্ঠ ।" সুতরাং যে ব্যক্তি এ রাত্রির ফযীলত ও বরকত হাসিল করবে না সে সমস্ত কল্যান হতে বন্‌চিত হবে । বস্তুত যে ব্যক্তি এ রাত্রিতে কিছুমাত্র ইবাদত বন্দেগী করে না, তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে ?

এ রাত্রি গুনাহ্‌ মাফের রাত্রি, দু'আ কবূলের রাত্রি । এ রাত্রিতে নফল নামায আদায় করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, দরুদ শরীফ পাঠ করা, যিকির করা, তাসবীহ্‌ তাহলীল করা, কবর যিয়ারত করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এ রাত্রি ইবাদতের মাধ্যমে কাটিয়ে দেয়া উত্তম । যদি পূর্ণ রাত্রি ইবাদত করতে পারা না যায় তবে যতটুকু সম্ভব ইবাদত করবে । তবে খিয়াল রাখতে হবে যে, নফল ইবাদত করতে গিয়ে যেন কোন ফরয ছুটে না যায় ।

এ রাত্রিতে নফল নামায আদায়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট রাকআত সংখ্যা কিংবা নামায আদায়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই । অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায়

www.amarboi.org

যত রাকআত সম্ভব নামায আদায় করবে । নামাযের নিয়্যাতের ব্যাপারেও কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই । আরবীতে নিয়্যাত করাও জরুরী নয় । এক সালামে দুই রাকআত কিংবা এক সালামে চার রাকআত করে যত রাকআত সম্ভব নামায আদায় করবে । যদি দুই রাকআত করে নামায আদায় করবে বলে ইচেছ হয় তাহলে বাংলায় এভাবে নিয়্যাত করবে যে, আমি ক্বিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য দুই রাকআত নফল নামায আদায় করার নিয়্যাত করলাম- আল্লাহু আকবার । বর্তমান বাজারে কিছু কিছু বই পত্রে শবে মি'রাজ, শবে বরাত ও শবে ক্বদর নামায আদায়ের কতগুলো নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে । কিন্তু হাদীসের দৃষ্টিতে এ সকল নিয়ম কানুনের কোনই ভিত্তি নেই । এ রাত্রিতে যে কোন নফল ইবাদত করা যায় । এছাড়া কুরআনের অর্থ বুঝা, বিভিন্ন ধর্মীয় বই পত্র পাঠ করা, মাসআলা শিক্ষা করাও সওয়াবের কাজ । মোদ্দকথা,এ রাত্রটি ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে এবং ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করবে ।

এ রাত্রি বৎসরের সকল রাত্রি এমন কি শবে বরাতের রাত্রি হতেও মর্যাদাপূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ । কিন্তু দুঃখের বিষয়, শবে বরাতকে আমরা যতটুকু গুরুত্ব দেই, শবে ক্বদরকে ততটুকুও গুরুত্ব আমরা দেই না । অথচ শবে ক্বদরের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআন সাক্ষী দিয়েছে ।

== সমাপ্ত ==

www.amarboi.org

সূরা ইয়াসীন : আয়াত-৮৩, রুকু-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

পরম দাতা অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

يٰسٓ (١) وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ (٢) اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٣) عَلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (٤) تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ (٥) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ
اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ (٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
لَايُؤْمِنُوْنَ (٧) اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلاً فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ
فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ (٨) وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ (٩) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ
تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ (١٠) اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ
الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ج فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ (١١) اِنَّا نَحْنُ
نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ط وَكُلَّ شَيْءٍ
اَحْصَيْنٰهُ فِيْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ (١٢) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلاً اَصْحٰبَ
الْقَرْيَةِ م اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ (١٣) اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْآ اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ (١٤)
قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا لا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ لا
اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ تَكْذِبُوْنَ (١٥) قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُوْنَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَآ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (١٧) قَالُوْآ اِنَّا
تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ج لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ

www.amarboi.org

اَلِيْمٌ (١٨) قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ط اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ
مُّسْرِفُوْنَ (١٩) وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ
يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ (٢٠) اتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا
وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ (٢١) وَمَا لِيَ لاَ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ (٢٢) ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ
لاَّتُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَ يُنْقِذُوْنِ (٢٣) اِنِّيْ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ
مُّبِيْنٍ (٢٤) اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ (٢٥) قِيْلَ ادْخُلِ
الْجَنَّةَ ط قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ (٢٦) بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ
وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ (٢٧) وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ م بَعْدِهٖ
مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ (٢٨) اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً
وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ خٰمِدُوْنَ (٢٩) يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ج مَا يَاْتِيْهِمْ
مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٣٠) اَلَمْ يَرَوْاكَمْ اَهْلَكْنَا
قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لاَيَرْجِعُوْنَ (٣١) وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا
جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (٣٢) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ج
اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيْهَا
جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ (٣٤)
لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ لا وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ط اَفَلاَ يَشْكُرُوْنَ (٣٥)
سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لاَيَعْلَمُوْنَ (٣٦) وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ج نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ
فَاِذَاهُمْ مُّظْلِمُوْنَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ
تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ

www.amarboi.org

كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ (٣٩) لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ط وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (٤٠) وَاٰيَةٌ اَنَّا
حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ (٤١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ
مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ (٤٢) وَاِنْ نَّشَا نُغْرِقْهُمْ فَلاَصَرِيْخَ لَهُمْ وَلاَهُمْ
يُنْقَذُوْنَ (٤٣) اِلاَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٤٤) وَاِذَا قِيْلَ
لَهُمُ اتَّقُوْا مَابَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (٤٥) وَمَا
تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلاَّ كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٤٦)
وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ لا قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗ ق اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِىْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٤٧) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ
(٤٨) مَايَنْظُرُوْنَ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ (٤٩)
فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلاَ اِلٰى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ (٥٠) وَنُفِخَ فِى
الصُّوْرِ فَاِذَاهُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ (٥١) قَالُوْا
يٰوَيْلَنَا مَنْ م بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ـ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُوْنَ (٥٢) اِنْ كَانَتْ اِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ
لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (٥٣) فَالْيَوْمَ لاَتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلاَ تُجْزَوْنَ
اِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٥٤) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ
فٰكِهُوْنَ (٥٥) هُمْ وَاَزْوَجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ (٥٦)
لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ (٥٧) سَلٰمٌ قف قَوْلاً مِّنْ رَّبٍّ
رَّحِيْمٍ (٥٨) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (٥٩) اَلَمْ اَعْهَدْ
اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْ اٰدَمَ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ج اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ

www.amarboi.org

مُبِيْنٌ (٦٠) وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ ط هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٦١) وَلَقَدْ
اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيْرًا ط اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ (٦٢) هٰذِهٖ
جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ (٦٣) اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُوْنَ (٦٤) اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ
وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٦٥) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا
عَلٰى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ (٦٦) وَلَوْ
نَشَاءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا
وَّلاَ يَرْجِعُوْنَ (٦٧) وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ ط اَفَلاَ
يَعْقِلُوْنَ (٦٨) وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ ط اِنْ هُوَ اِلاَّ
ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ (٦٩) لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ (٧٠) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَآ
اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ (٧١) وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا
يَاْكُلُوْنَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ط اَفَلاَ يَشْكُرُوْنَ (٧٣)
وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ (٧٤) لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ (٧٥) فَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ م
اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٧٦) اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا
خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً
وَّنَسِىَ خَلْقَهٗ ط قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ (٧٨) قُلْ
يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ نِ (٧٩)
الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ
تُوْقِدُوْنَ (٨٠) اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى

www.amarboi.org

اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (٨١) اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٨٢) فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٨٣)

উচ্চারণ : (১) ইয়াসীন। (২) ওয়াল্ কুরআনিল হাকীম। (৩) ইন্নাকা লামিনাল্ মুরসালীন। (৪) 'আলা ছিরাতিম মুস্তাকীম। (৫) তানযীলাল্ 'আযীযির রহীম। (৬। লিতুনযিরা কাওমাম মা উনযিরা আবা উহুম ফাহুম গাফিলুন। (৭) লাকাদ হাক্কাল কাওলু 'আলা আকছারিহিম ফাহুম লা ইউমিনূন। (৮) ইন্না জা'আল্না ফী আনাকিহিম আগলালান ফাহিয়া ইলাল আযকানি ফাহুম মুকমাহূন। (৯) ওয়া জা'আল্না মিম বাইনি আইদীহিম সাদ্দাওঁ ওয়া মিন খালফিহিম সাদ্দান ফাআগ্শাইনাহুম ফাহুম লা ইউবছিরূন। (১০) ওয়া সাওয়াউন 'আলাইহিম আন্যারতাহুম্ আম লাম্ তুন্যির্হুম লা ইউ'মিনূন। (১১) ইন্নামা তুনযিরু মানিত্ তাবা'আয যিকরা ওয়া খাশিয়ার রাহমানা বিলগাইবি ফাবাশ্শিরহু বিমাগফিরাতিওঁ ওয়া আজরিন কারীম। (১২) ইন্না নাহ্নু নুহ্য়িল মাওতা ওয়া নাক্তুবু মা কাদ্দামু ওয়া আ-ছারাহুম; ওয়া কুল্লা শাইয়িন আহ্সাইনাহু ফী ইমামিম মুবীন। (১৩) ওয়াদ্রিব লাহুম্ মাছালান্ আছ্হাবাল কার্ইয়াতি। ইযা জা আহাল মুরসানূল। (১৪) ইয্ আরসাল্না ইলাইহিমুছ্ নাইনি ফাকায্যাবূহুমা ফা'আয্যায্না বিছালিছিন ফাকালূ ইন্না ইলাইকুম মুর্সালূন। (১৫) কালূ মা আন্তুম্ ইল্লা বাশারুম্ মিছ্লুনা ওয়ামা আন্যালার রাহমানু মিন শাইয়িন ইন্ আন্তুম ইল্লা তাক্যিবূন। (১৬) কালূ রাব্বুনা ইয়া'লামু ইন্না ইলাইকুম লামুরসালূন। (১৭) ওয়ামা 'আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবীন। (১৮) কালূ ইন্না তাতাইয়্যারনা বিকুম লাইল্লাম তান্তাহূ লানার জুমান্নাকুম ওয়ালা ইয়ামাস সান্নাকুম মিন্না 'আযাবুন 'আলীম। (১৯) কালূ তাইরুকুম মা'আকুম; আইন যুক্কির্তুম; বাল আন্তুম কাওমুম্ মুসরিফূন। (২০) ওয়া জাআ মিন আকছাল মাদীনাতি রাজুলুই ইয়াস্'আ কালা ইয়াকাওমিত্ তাবি'উল মুরসালীন। (২১) ইত্তাবি'উ মাল্লা ইয়াসআলুকুম আজরাওঁ ওয়া হুম মুহ্তাদূন। (২২) ওয়া মালিয়া লা আ'বুদুল্লাযী ফাতারানী ওয়া ইলাইহি তুরজা'উন। (২৩) আআত্তাখিযু মিন দুনিহী আলিহাতান ইয়ুঁ ইউরিদ্নির রাহমানু বিদুর্রিল্ লা তুগ্নি 'আন্নী শাফা'আতুহুম্ শাইআওঁ ওয়ালা ইউনকিযূন। (২৪) ইন্নী ইযাল্লাফী দালালিম মুবীন। (২৫) ইন্নী আমান্তু বিরাব্বিকুম্ ফাসমা'উন। (২৬) কীলাদ খুলিল জান্নাতা; কালা ইয়া লাইতা কাওমী ইয়া'লামূন। (২৭) বিমা গাফারালী রাব্বী ওয়া জা'আলানী মিনাল মুকরামীন। (২৮) ওয়া মা আনযালনা 'আলা কাওমিহী মিম্ বা'দিহী মিন জুনদিম্ মিনাস্ সামাই ওয়া মা কুন্না মুনযিলীন। (২৯) ইন্ কানাত ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়া হিদা়তান্ ফাইযা হুম খামিদূন। (৩০)

www.amarboi.org

ইয়া হাসরাতান্ 'আলাল্ 'ইবাদি, মা ইয়া'তিহিম্ মির্ রাসূলিন্ ইল্লা কানূ বিহী ইয়াস্তাহ্যি'উন। (৩১) আলাম ইয়ারাও কাম্ আহ্লাক্না কাব্লাহুম্ মিনাল্ কুরূনি আন্নাহুম্ ইলাইহিম্ লা-ইয়ারজি'উন। (৩২) ওয়া ইন্ কুল্লুল্লাম্মা জামী'উল লাদাইনা মুহদারুন। (৩৩) ওয়া আয়াতুর লাহুমুল আরদুল মাইতাতু, আহইয়াইনাহা ওয়া আখরাজনা মিনহা হাব্বান্ ফামিন্হু ইয়াকুলূন। (৩৪) ওয়া জা'আল্না ফীহা জান্নাতিম্ মিন্ নাখিলিওঁ ওয়া আ'নাবিওঁ ওয়া ফাজ্জারনা ফীহা মিনাল 'উইউন। (৩৫) লিইয়া'কুলূ মিন ছামারিহী ওয়ামা 'আমিলাত্হু আইদীহিম; আফালা ইয়াশ্কুরুন। (৩৬) সুবহানাল্লাযী খালাকাল আয্ওয়াজা কুল্লাহা মিম্মা তুমবিতুল আরদু ওয়া মিন আনফুসিহিম ওয়া মিম্মা লা ইয়া'লামূন। (৩৭) ওয়া আয়াতুল লাহুমুল্ লাইলু, নাস্লাখু মিনহুন নাহারা ফাইযা হুম্ মুজ্লিমূন। (৩৮) ওয়াশ্ শামসু তাজরী লিমুসতাকাররিল্লাহা; যালিকা তাকদীরুল 'আযীযিল 'আলীম। (৩৯) ওয়াল কামারা কাদ্দার্নাহু মানাযিলা হাত্তা 'আদা কাল'উরজুনিল কাদীম। (৪০) লাশ্শামসু ইয়াম্বাগী লাহা আন্তুদ্রিকাল্ কামারা ওয়ালাল্ লাইলু সাবিকুন্ নাহারি; ওয়া কুল্লুন ফী ফালাকিঈঁ ইয়াস্বাহূন। (৪১) ওয়া আয়াতুল লাহুম আন্না হামাল্না যুররিয়্যাতাহুম্ ফিলফুল্কিল্ মাশ্হূন। (৪২) ওয়া খালাক্না লাহুম্ মিম্ মিছ্লিহী মা ইয়ার্কাবূন। (৪৩) ওয়া ইন্ নাশা' নুগ্রিকহুম্ ফালা ছারীখা লাহুম্ ওয়ালাহুম ইউন্কাযূন। (৪৪) ইল্লা রাহ্মাতাম্ মিন্না ওয়া মাতা'আন্ ইলা হীন। (৪৫) ওয়া ইযা কীলা লাহুমুত্তাকু মা বাইনা আইদীকুম্ ওয়া মা খাল্ফাকুম্ লা'আল্লাকুম্ তুরহামূন। (৪৬) ওয়া মা তা'তীহিম মিন আয়াতিন মিন আয়াতি রাব্বিহিম ইল্লা কানূ 'আন্হা মু'রিদীন। (৪৭) ওয়া ইযা কীলা লাহুম্ আন্ফিকু মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহু কালাল্ লাযীনা কাফারূ লিল্লাযীনা আমানূ আনুত'ইমু মাল্ লাও ইয়াশা উল্লাহু আত'আমাহূ ইন্ আন্তুম্ ইল্লা ফী দালালিম্ মুবীন। (৪৮) ওয়া ইয়াকূলূনা মাতা হাযাল্ ওয়া'দু ইন্ কুন্তুম্ ছাদিকীন। (৪৯) মা ইয়ান্জুরূনা ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়া হিদাতান্ তা'খুযুহুম ওয়াহুম্ ইয়াখিছ্ছিমূন। (৫০) ফালা ইয়াস্তাতী'উনা তাওছিয়াতাওঁ ওয়ালা ইলা আহ্লিহিম্ ইয়ারজি'উন। (৫১) ওয়া নুফিখা ফিছ্ছুরি ফাইযা হুম মিনাল আজদাছি ইলা রাব্বিহিম ইয়ানসিলূন। (৫২) কালূ ইয়া ওয়াইলানা মাম বা'আছানা মিম্ মারকাদিনা; হাযামা ওয়া'আদার রাহমানু ওয়া ছাদাকাল মুরসালূন। (৫৩) ইন কানাত ইল্লা ছাইহাতাওঁ ওয়া হিদাতান ফাইযাহুম জামী'উল্ লাদাইনা মুহদারূন। (৫৪(ফাল্ইয়াওয়াম লা তুজলামু নাফসুন্ শাইয়াওঁ ওয়ালা তুজযাওনা ইল্লা মা কুন্তুম তা'মলূন। (৫৫) ইন্না আছহাবাল জান্নাতিল ইয়াওমা ফী শুগুলিন ফাকিহূন। (৫৬) হুম্ ওয়া আযওয়াজুহুম ফী জিলালিন্ 'আলাল্ আরাইকি মুত্তাকিউন। (৫৭) লাহুম্ ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়া লাহুম্ মা ইয়াদ্দাউন। (৫৮) সালামুন কাওলাম্ মিররাব্বির্ রাহীম। (৫৯) ওয়ামতাজুল ইয়াওমা আইয়্যুহাল মুজরিমূন। (৬০) আলাম্ আ'হাদ্ ইলাইকুম ইয়া বানী আদামা আল্লাহ তা'বুদুশ শাইতানা, ইন্নাহূ লাকুম 'আদুওয়্যুম্ মুবীন। (৬১) ওয়া

www.amarboi.org

আনি' বুদূনী হাযা ছিরাতুম মুস্তাকীম। (৬২) ওয়ালাকাদ আদাল্লা মিনকুম জিবিল্লান কাছীরান; আফালাম্ তাকূনূ তা'কিলূন। (৬৩) হাযিহী জাহান্নামুল্ লাতী কুন্তুম্ তূ'আদূন। (৬৪) ইছ্‌লাওহাল্ ইয়াওমা বিমা কুন্তুম তাক্‌ফুরূন। (৬৫) আল্ ইয়াওমা নাখ্‌তিমু 'আলা আফওয়াহিহিম্ ওয়াতকাল্লিমুনা আইদীহিম ওয়া তাশ্‌হাদু আরজুলুহুম বিমা কানূ ইয়াক্‌সিবূন। (৬৬) ওয়ালাও নাশাউ লাতামাসনা 'আলা আইউনিহিম ফাস্তাবাকুছ ছিরাতা ফাআন্না ইউব্‌ছিরূন। (৬৭) ওয়ালাও নাশাউ লামাসাখ্‌নাহুম 'আলা মাকানাতিহিম্ ফামাস্ তাতা'উ মুদিয়্যাওঁ ওয়ালা ইয়ারজি'উন। (৬৮) ওয়ামান নু'আম্মির্‌হু নুনাক্কিস্‌হু ফিল খাল্‌কি; আফালা ইয়'কিলূন। (৬৯) ওয়ামা 'আল্লাম্‌নাহুশ্ শি'রা ওয়ামা ইয়াম্‌বাগী লাহূ' ইন্ হুয়া ইল্লা যিক্‌রুওঁ ওয়া কুরআ-নুম্ মুবীন। (৭০) লিইউন্‌যিরা মান্ কানা হাইয়াওঁ ওয়া ইয়াহিককাল্ কাওলু 'আলাল্ কাফিরীন। (৭১) আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না খালাকনা লাহুম্ মিম্মা 'আমিলাত আইদীনা আন্‌'আমান্ ফাহুম্ লাহা মালিকূন। (৭২) ওয়া যাল্লাল্‌নাহা লাহুম ফামিন্‌হা রাকূবুহুম্ ওয়া মিন্‌হা ইয়া'কুলূন। (৭৩) ওয়া লাহুম ফীহা মানাফি'উ ওয়া মাশারিবু; আফালা ইয়াশকুরূন। (৭৪) ওয়াত্তাখাযূ মিন্ দূনিল্লাহি আলিহাতাল্ লা'আল্লাহুম্ ইউনছারূন। (৭৫) লা ইয়াসতাতী'উনা নাছ্‌রাহুম্ ওয়াহুম্ লাহুম জুনদুম মুহ্‌দারূন। (৭৬) ফালা ইয়াহ্‌যুনকা কাওলুহুম। ইন্না না'লমু মা ইউসিররূনা ওয়ামা ইউ'লিনূন। (৭৭) আওয়ালাম্ ইয়ারাল্ ইন্‌সা-নু আন্না খালাকনাহু মিন্ নুতফাতিন ফাইযা হুয়া খাছীমুম মুবীন। (৭৮) ওয়া দারাবা লানা মাছালাওঁ ওয়া নাসিয়া খালকাহু- কালা মাই ইউহিয়িল 'ইজামা ওয়া হিয়া রামীম। (৭৯) কুল্ ইউহ্‌য়ীহাল্লাযী আনশাআহা আওয়্যালা মাররাতিন; ওয়া হুয়া বিকুল্লি খালকিন 'আলীমু। (৮০) নিল্লাযী জা'আলা লাকুম্ মিনাশ্ শাজারিল আখ্‌দারি নারান ফাইযা আন্তুম মিনহু তূকিদূন। (৮১) আওয়া লাইসাল্ লাযী খালাকাস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদা বিকাদিরিন 'আলা আইঁ ইয়াখ্‌লুকা মিছ্‌লাহুম; বালা ওয়া হুয়াল খাল্লাকুল 'আলীম। (৮২) ইন্নামা আমরুহু ইযা আরাদা শাইআন্ আইঁ ইয়াকুলা লাহূ কুন্ ফাইয়াকুন। (৮৩) ফাসুব্‌হানাল লাযী বিয়াদিহী মালাকূতু কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া ইলাইহি তুর্‌জা'উন।

অর্থ : (১) ইয়াসীন, (২) জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ, (৩) তুমি অবশ্যই প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত; (৪) তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত, (৫) ইহা প্রভাবশালী, করুণাময় হতে অবতীর্ণ। (৬) যাতে তুমি তাদের সতর্ক করতে পার যাদের পিতৃ-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি, ফলে ওরা অজ্ঞ ছিল। (৭) অনেকেরই জন্য শাস্তি অবধারিত হয়েছে, সুতরাং ওরা বিশ্বাস করবে না। (৮) আমি ওদের গলদেশে মোটা বেড়ী পরিয়েছি তা ওদের চিবুক পর্যন্ত বর্তমান, ফলে ওরা মাথা উঁচু করে আছে। (৯) আমি ওদের সম্মুখে ও পশ্চাতে অন্তরাল স্থাপন করেছি এবং ওদের দৃষ্টির ওপর আবরণ রেখেছি; ফলে ওরা দেখতে পায় না। (১০) তুমি ওদের সতর্ক কর বা না কর ওদের পক্ষে উভয়ই সমান; ওরা বিশ্বাস করবে না। (১১) তুমি কেবল তাদের সতর্ক করতে পার যারা উপদেশ মেনে চলে এবং

www.amarboi.org

না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয়করে। অতএব তাদের তুমি ক্ষমা কর এবং মহাপুরস্কারের সুসংবাদ দাও। (১২) আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম ও যা ওরা পশ্চাতে রেখে যায়, আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (১৩) ওদের নিকট এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর যাদের নিকট রাসূল এসেছিল। (১৪) ওদের নিকট দুজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু ওরা তাদের মিথ্যাবাদী বলল; তখন তৃতীয় একজনের মাধ্যমে আমি তাদের শক্তিশালী করেছিলাম এবং তারা বলেছিল, 'আমরা রাসূলরূপে এসেছি।' (১৫) ওরা বলল, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।' (১৬) তারা বলল, 'আমাদের রব জানে যে– আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল।' (১৭) 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।' (১৮) ওরা বলল, 'আমরা তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদের অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে হত্যা করব এবং আমরা তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেব।' (১৯) তারা বলল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই, একথা কি কেহ বলেনি? বস্তুত তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (২০) নগরীর এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি (হাবীব নাজ্জারী) ছুটে এল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! রাসূলদের অনুসরণ কর', (২১) 'অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত। (২২) আমার সৃষ্টিকর্তা যাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হব তাঁর উপাসনা করব না কেন?' (২৩) তাঁকে ব্যতীত আমি কি অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? দয়াময় আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না।' (২৪) 'এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।' (২৫) আমি তোমাদের রবের বিশ্বাসী, তাই কথা শোন'। (২৬) তাকে বলা হলো, জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলল, 'হায় আমার কাওম যদি জানত' (২৭) 'কি কারণে আমার রব আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।' (২৮) আমি তার মৃত্যুর পর তার কাওমের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না। (২৯) কেবলমাত্র এক মহাগর্জন হল। ফলে ওরা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) পরিতাপ আমার দাসদের জন্য; ওদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই ওরা তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। (৩১) ওরা কি দেখে না ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবেনা। (৩২) এবং অবশ্যই ওদের সকলকে একত্রে আমার নিকট উপস্থিত করা হবে। (৩৩) নির্জীব যমীন ওদের জন্য একটি নিদর্শন, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে জন্মাই শস্য যা ওরা খায়। (৩৪) ওতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রবণ; (৩৫) যাতে ওরা ভক্ষণ করতে পারে ফলমূল যা ওদের হাতের সৃষ্টি নয়। তথাপি কি ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? (৩৬) পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ

www.amarboi.org

এবং ওরা যাদের জানে না তাদের প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) রাত ওদের জন্য এক নিদর্শন, এ হতে আমি দিবালোক দূর করি, ফলে, তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। (৩৮) এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষপথের মধ্যে চলে; এ পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট। (৩৯) এবং চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি; অবশেষে তা শুকনো বাকা খেজুর শাখার মত হয়ে যায়। (৪০) সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না; রজনী দিবসকে অতিক্রম করে না এবং মহাশূন্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৪১) ওদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি ওদের পিতৃপুরুষদের বোঝাই নৌকায় চড়িয়েছিলাম; (৪২) এবং ওদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে ওরা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তা নিমজ্জিত করতে পারি; তখন ওরা কোন সাহায্যকারী পাবে না এবং পরিত্রাণও পাবে না। (৪৪) ওদের প্রতি আমার অনুগ্রহ ও কিছুকালের জীবনোপভোগ করতে না দিলে। (৪৫) যখন ওদের বলা হয়, 'তোমার পার্থিব ও অপার্থিব শাস্তিকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ-ভাজন হতে পার। (৪৬) যখনই ওদের রবের কোন নিদর্শন ওদের নিকট আসে তখনই ওরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৭) যখন ওদের বলা হয়; 'আল্লাহ্ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা হতে ব্যয় কর।' তখন অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, 'যাকে ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ খাওয়াতে পারতেন আমরা কেন তাকে খাওয়াব? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছ।' (৪৮। ওরা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে বল, এ প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে?' (৪৯) এরা তো এক মহাগর্জনের অপেক্ষায় আছে যা এদের তর্ককালে আঘাত করবে, (৫০) ওরা শেষ কথায় সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার- পরিজনের নিকট ফিরে আসতে পারবে না। (৫১) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখনই মানুষ কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে। (৫২) ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদের সুপ্তোথিত করল? দয়াময়ের ওয়াদা তো এটিই ছিল এবং রসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।' (৫৩) এ হবে এক মহানাদ; তখনই ওদের সকলকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) এবং বলা হবে, 'আজ কারও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (৫৫) এ দিন বেহেশতীগণ আনন্দে মগ্ন থাকবে। (৫৬) তারা এবং তাদের সঙ্গিণীগণ সুশীতল ছায়ায় থাকবে এবং হেলান দিয়ে বসবে সুসজ্জিত আসনে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং বাঞ্ছিত সমস্ত কিছু। (৫৮) দয়ালু রবের পক্ষ থেকে তাদের বলা হবে 'সালাম', (৫৯) এবং আরও বলা হবে, 'হে পাপীরা! আজ পৃথক হয়ে যাও'। (৬০) হে বনী আদমেরা! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬১) এবং আমার অনুসরণ কর। আর এটিই সরল পথ। (৬২) শয়তান তো তোমাদের পূর্বে বহু জনকে বিভ্রান্ত করেছিল তবুও কি তোমরা বোঝ না? (৬৩) এটিই জাহান্নাম, যার কথা তোমাদের বলা হয়েছিল। (৬৪) আজ এতে তোমরা

www.amarboi.org

প্রবেশ কর; কারণ তোমরা এটিকে অবিশ্বাস করেছিলে। (৬৫) আমি আজ এদের মুখ মোহর করে দেব, এদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং এদের চরণ এদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে এদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিতে পারতাম। তখন এরা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেত? (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে এদের স্ব স্থানে স্থির করে দিতে পারতাম ফলে এদের আগে-পিছে চলার সামর্থ্য থাকত না। (৬৮। আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তাকে তো জরাগ্রস্ত করে দিই। তবুও কি ওরা বোঝে না? (৬৯) আমি রাসূলকে কবিতা শেখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহা শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন; (৭০) যা দ্বারা রাসূল জাগ্রত চিত্ত ব্যক্তিদের সতর্ক করতে পারে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হয়। (৭১) ওরা কি লক্ষ্য করে না ওদের জন্য আমি নিজে সৃষ্টি করেছি পশু এবং ওরাই এগুলোর অধিকারী। (৭২) এবং আমি এগুলোকে ওদের বশীভূত করেছি। এগুলোর কিছু ওদের বাহক এবং কিছু খাদ্য। (৭৩) ওদের জন্য এগুলোকে বহু উপকারিতা ও পানীয় বস্তু আছে। তবুও কি কৃতজ্ঞ হবে না? (৭৪) ওরা তো আল্লাহর পরিবর্তে অন্য উপাস্য ধরেছে এ আশায় যে, ওরা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। (৭৫) ওরা ওদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়; তাদের স্বদলবলে জাহান্নামে হাজির করা হবে। (৭৬) অতএব ওদের কথা তোমাকে যেন কষ্ট না দেয়। আমি তো জানি যা ওরা গোপন করে এবং ব্যক্ত করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অথচ পরে সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে পড়ে। (৭৮) মানুষ আমার ক্ষমতা নিয়ে অদ্ভুত কথা বলে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় এবং বলে, গলিত 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে? যখন তা পচে গলে যাবে। (৭৯) বল, 'তিনিই তাদের জীবিত করবেন যিনি যাদের প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৮০) তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। (৮১) যিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? হাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন 'হও' ফলে তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

www.amarboi.org

সূরা আর্ রহমান : আয়াত-৭৮, রুকু-৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পরম দাতা অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

اَلرَّحْمٰنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (٤)
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦)
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ (٧) اَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ
(٨) وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ (٩)
وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ (١٠) فِيْهَا فَاكِهَةٌ لا وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ
(١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ (١٣) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ
الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ (١٥) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (١٦)
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
(١٨) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيٰنِ (٢٠)
فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢١) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ
(٢٢) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٣) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى
الْبَحْرِ كَالْاَعْلاَمِ (٢٤) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا
فَانٍ (٢٦) وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٢٧) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٢٨) يَسْئَلُهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلَّ يَوْمٍ
هُوَ فِىْ شَاْنٍ (٢٩) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٠) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ
الثَّقَلٰنِ (٣١) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٢) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ

www.amarboi.org

وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ط لاَ تَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطٰنٍ (٣٣) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
(٣٤) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ لا وَّنُحَاسٌ فَلاَ تَنْتَصِرٰنِ (٣٥)
فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٧) فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً
كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُسْئَلُ
عَنْ ذَنْبِهٖ اِنْسٌ وَّلاَ جَانٌّ (٣٩) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٠)
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ وَالْاَقْدَامِ (٤١)
فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٢) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا
الْمُجْرِمُوْنَ (٤٣) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ (٤٤) فَبِاَيِّ
اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٥) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ (٤٦) فَبِاَيِّ
اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٤٧) ذَوَاتَا اَفْنَانٍ (٤٨) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبٰنِ (٤٩) فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ (٥٠) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
(٥١) فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ (٥٢) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ
(٥٣) مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ط وَجَنَا
الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٥) فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ لا لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَجَانٌّ (٥٦) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٧) كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٥٩) هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ (٦٠) فَبِاَيِّ
اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦١) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ (٦٢) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٣) مُدْهَامَّتٰنِ (٦٤) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٥)
فِيْهِمَا عَيْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ (٦٦) فَبِاَيِّ اٰلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٧) فِيْهِمَا

www.amarboi.org

فَاكِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ (٦٨) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٦٩) فِيْهِنَّ
خَيْرٰتٌ حِسَانٌ (٧٠) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧١) حُوْرٌ
مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ (٧٢) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٣) لَمْ
يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (٧٤) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٥)
مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٦) فَبِاَيِّ اٰلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ (٧٧) تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ (٧٨)

উচ্চারণ : (১) আর্‌রাহ্‌মানু, (২) 'আল্লামাল্ কুরআন, (৩) খালাকাল ইনসান, (৪) 'আল্লামাহুল্ বায়ান, (৫) আশ্‌শামসু ওয়ালকামারু বিহুসবান, (৬) ওয়ান্‌নাজমু ওয়াশ্‌শাজারু ইয়াস্‌জুদান, (৭) ওয়াস্‌সামাআ রাফা'আহা ওয়া ওয়াদা'আল মীযান, (৮) আল্লা তাতগাও ফিল মীযান, (৯) ওয়া আকীমুল ওয়াযনা বিলকিসতি ওয়ালা তুখসিরুল মীযান, (১০) ওয়াল আরদা ওয়াদাআহা লিল্‌আনাম, (১১) ফীহা ফাকিহাতুওঁ ওয়ান নাখ্‌লু যাতুল আক্‌মাম, (১২) ওয়াল হাব্বু যুল্'আছফি ওয়ার্‌রাইহান, (১৩) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (১৪) খালাকাল ইন্‌সানা মিন ছালছালিন্ কালফাখ্‌খার, (১৫) ওয়া খালাকাল জান্না মিম্ মারিজিম্ মিন নার, (১৬) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (১৭) রাব্বুল মাশ্‌রিকাইনি ওয়া রাব্বুল মাগরিবাইন, (১৮) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (১৯) মারাজাল বাহ্‌রাইনি ইয়ালতাকিয়ান, (২০) বাইনাহুমা বার্‌যাখুল লা ইয়াবগিয়ান, (২১) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (২২) ইয়াখরুজু মিনহুমাল লু'লুউ ওয়াল মারজান, (২৩) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (২৪) ওয়ালাহুল জাওয়ারিল মুন্‌শাআতু ফিল বাহ্‌রি কালআ'লাম, (২৫) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (২৬) কুললু মান্ 'আলাইহা ফানিওঁ, (২৭) ওয়া ইয়াব্‌কা ওয়াজ্‌হু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম, (২৮) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (২৯) ইয়াসআলুহূ মান্ ফিস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদি; কুল্লা ইয়াওমিন হুয়া ফী শান, (৩০) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (৩১) সানাফরুগু লাকুম আইয়্যুহাছ্ ছাকালান, (৩২) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (৩৩) ইয়া মা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইন্‌সি ইনিস্ তাতা'তুম আন্ তান্‌ফুযূ মিন্ আক্‌তারিস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি ফানফুযূ; লা তানফুযূনা ইল্লা বিসুলতান (৩৪) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (৩৫) ইউরসালু 'আলাইকুমা শুওয়াজুম মিন্ নারিওঁ ওয়া নুহাসুন ফালা তানতাছিরান, (৩৬) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্‌যিবান, (৩৭) ফাইযান শাককাতিস্ সামাউ

www.amarboi.org

ফাকানা ওয়ারদাতান্ কাদ্দিহান, (৩৮) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৩৯) ফাইয়াওমা ইযিল লা ইউসআলু 'আন্যাম্বিহী ইন্সুওঁ ওয়ালা জান, (৪০) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৪১) ইউ'রাফুল মুজরিমূনা বিসীমাহুম ফাইউ'খাযু বিন্নাওয়াছী ওয়াল আকদাম, (৪২) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৪৩) হাযিহী জাহান্নামুল লাতী ইউকায্যিবু বিহাল মুজরিমূন, (৪৪) ইয়াতৃফূনা বাইনাহা ওয়া বাইনা হামীমিন আন, (৪৫) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৪৬) ওয়া লিমান খাফা মাকামা রাব্বিহী জান্নাতান, (৪৭) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৪৮) যাওয়াতা আফনান, (৪৯) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৫০) ফীহিমা 'আইনানি তাজরিয়ান, (৫১) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৫২) ফীহিমা মিন কুল্লি ফাকিহাতিন্ যাওজান, (৫৩) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৫৪) মুত্তাকিঈনা 'আলা ফুরুশিম্ বাতাইনুহা ইসতাব্রাকিন; ওয়া জানাল জান্নাতাইনি দান, (৫৫) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৫৬) ফীহিন্না কাছিরাতুত তারফি'লাম ইয়াতমিছহুন্না ইনসুন কাবলাহুম ওয়ালা জাননুন, (৫৭) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৫৮) কাআন্নাহুন্নাল ইয়া'কূতু ওয়াল মারজান, (৫৯) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিন, (৬০) হাল জাযা উল ইহ্সানি ইল্লাল্ ইহসান, (৬১) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৬২) ওয়া মিন দূনিহিমা জান্নাতান, (৬৩) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৬৪) মুদ্হামাতান, (৬৫) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৬৬) ফীহিমা 'আইনানি নাদদাখাতান, (৬৭) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৬৮) ফীহিমা ফাকিহাতুওঁ ওয়া নাখ্লুওঁ ওয়া রুম্মান, (৬৯) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৭০) ফীহিন্না খাইরাতুন হিসান, (৭১) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৭২) হুরুম মাকছুরাতুন ফিল খিয়াম, (৭৩) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৭৪) লাম্ ইয়াত্মিছ্হুন্না ইনসুন কাবলাহুম্ ওয়ালা জানুন, (৭৫) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৭৬) মুত্তাকিঈনা 'আলা রাফ্রাফিন্ খুদরিওঁ ওয়া 'আব্কারিইয়্যিন হিসান, (৭৭) ফাবিআইয়্যি আলাই রাব্বিকুমা তুকায্যিবান, (৭৮) তাবারাকাস্মু রাব্বিকা যিল জালালি ওয়াল্ ইকরাম।

অর্থ : (১) করুণাময় আল্লাহ (২) তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, (৪) অতপর তাকে ভাব প্রকাশ করতে শিখিয়েছেন, (৫) সূর্য ও চন্দ্র আবর্তন করে নির্ধারিত কক্ষপথে, (৬) তৃণলতা ও বৃক্ষাদি তারই বিধানমত চলে, (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য, (৮) যাতে তোমরা ভারসাম্য লঙ্ঘন না কর, (৯) ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিয়ো না, (১০) তিনি পৃথিবীকে সৃষ্টজীবের জন্য স্থাপন করেছেন, (১১) এতে রয়েছে ফলমূল এবং নতুন

www.amarboi.org

ফলবিশিষ্ট খেজুর গাছ, (১২) খোসা এবং দানাবিশিষ্ট শস্য, (১৩) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৪) মানুষকে তিনি পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, (১৫) এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা হতে, (১৬) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা, (১৮) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি প্রবাহিত করেন দুই সমুদ্র পাশাপাশি, (২০) উভয়ের মধ্যে রয়েছে অনতিক্রমশীল অন্তরাল, (২১) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২২) উভয় দরিয়া হতে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল, (২৩) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২৪) সমুদ্রে বিচরণশীল পর্বত প্রমাণ জাহাজসমূহ তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, (২৫) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই নশ্বর, (২৭) অবিনশ্বর কেবল তোমার রবের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব, (২৮) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (২৯) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সকলেই তাঁর প্রার্থী, তিনি প্রতি মুহূর্তে তাঁর কাজে রত। (৩০) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩১) হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের হিসাব নেব, (৩২) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানবকুল! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার তবে অতিক্রম কর, কিন্তু ছাড়পত্র ছাড়া তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না, (৩৪) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের প্রতি অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ প্রেরিত হবে, (৩৬) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৭) কতই না ভয়াবহ হবে সেদিন যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে রঙে চর্মের রূপ ধারণ করবে; (৩৮) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন কোন মানুষকে, জিনকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে না, (৪০) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তার চেহারা হতে; ওদের কেশাগ্র এবং পা ধরে টেনে নেয়া হবে, (৪২) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪৩) এটিই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা মিথ্যা বলত, (৪৪) ওরা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে, (৪৫) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪৬) কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান, (৪৭) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয়ই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষে পূর্ণ, (৪৯) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫০) সেখানে থাকবে প্রবাহমান দুই প্রস্রবণ, (৫১) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫২) সেখানে প্রত্যেক ফল

www.amarboi.org

থাকবে দু'প্রকার, (৫৩) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৪) সেখানে ওরা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট পুরু ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল ঝুলবে তাদের নিকট, (৫৫) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৬) সেখানে থাকবে আয়তনয়না তরুণীগণ, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। (৫৭) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ এ সকল তরুণী, (৫৯) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬০) উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬২) এ উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও একটি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৪) ঘন সবুজ এ উদ্যান দুটি, (৬৫) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৬) সেখানে আছে উচ্ছ্বলিত দুই প্রস্রবণ, (৬৭) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৬৮) সেখানে রয়েছে ফল-মূল, খেজুর ও আনার, (৬৯) তাই তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সুশীলা ও সুন্দরী রমণীগণ, (৭১) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭২) সুনয়না ও তাঁবুতে অবস্থানকারিণী এ সকল রমণী, (৭৩) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৪) এদের ইতিপূর্বে মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি, (৭৫) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৬) ওরা সুন্দর গালিচা বিছানো সবুজ চাদরের উপর হেলান দিয়ে বসবে, (৭৭) তবে তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৭৮) কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!

www.amarboi.org

লেখকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই

ISBN-984-818-001-X

বইগুলো আপনার সংগ্রহে রাখার মত